সুনান আন-নাসাঈ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবু আবদুর রহমান আন-নাসাঈ

আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন-নাসাঈ (রহ)

সুনান আন-নাসাঈ

[তৃতীয় খণ্ড]

سُنَنُ النَّسَائِى

অনুবাদ
আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
বি.কম. (অনার্স); এম.কম; এম.এম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-842-014-2 set

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৬

দ্বিতীয় প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৩৬
পৌষ ১৪২১
ডিসেম্বর ২০১৪

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

Sunan An Nasayee (Vol. iii) Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Acting Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition June 2006 2nd Edition December 2014 Price Taka 320.00 only.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সুনান আন-নাসাঈ'র তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশের এই মুহূর্তে মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। তাঁর মর্জি ও সাহায্যেই এ দেশের জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের অনুবাদ ও তার প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। তিনিই এ কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমাদের পক্ষে এই মহামূল্যবান কিতাব এতদঞ্চলের মানুষের বোধগম্য ভাষায় তাদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হতো না। পরবর্তী তিন খণ্ডের অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্যও মহান আল্লাহর অব্যাহত সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করছি।

আনন্দের বিষয় এই যে, সিহাহ সিত্তা ছাড়াও হাদীসের অন্যান্য মূল্যবান কিতাবও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। যারা এ কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর অফুরন্ত নিয়ামতদানে ধন্য করুন। মুসলিম উম্মাহর এই সংকটময় মুহূর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর এসব অনুবাদকর্ম তাদের মানস গঠন ও পুনর্জাগরণে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি।

গ্রন্থখানির নির্ভুল প্রকাশনার জন্য আমরা সর্বস্তরে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও মানবীয় চেষ্টা ত্রুটিমুক্ত নয়। ছাত্র-শিক্ষক, পাঠক-গবেষক সকলের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, তারা কোনরূপ ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা আমাদের অবহিত করবেন। যাতে আমরা পরবর্তী সংস্করণ আরো সমৃদ্ধ করতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে গ্রন্থখানি পাঠ করে তদনুযায়ী জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ১১
জানাযার নামায

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ২২
রোযা

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ২৩
যাকাত

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ২৪
হজ্জের নিয়ম-কানুন

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ২১

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

(জানাযার নামায)[১]

بَابُ تَمَنِّى الْمَوْتِ

১–অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু কামনা করা।

١٨١٩- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ .

১৮১৯। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে উত্তম লোক হয় তবে হয়ত তার উত্তম কাজ আরো বৃদ্ধি পাবে। আর যদি সে পাপী হয় তবে সে অনুতপ্ত হবে এবং আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন।

١٨٢٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ

---

১. জানাযা (جنازة) শব্দের আভিধানিক অর্থ লাশ, মৃতদেহ। কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর তাকে গোসল করানো, কাফন পরানো, তার লাশ সামনে রেখে নামায পড়া এবং পরিশেষে তাকে দাফন করা ইত্যাদি অনুষ্ঠানসমূহকে পারিভাষিক অর্থে জানাযা বলে। আমাদের এতদঞ্চলে 'জানাযা' বলতে সাধারণত 'জানাযার নামায' বুঝায় (অনুবাদক)।

يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّعِيْشَ يَزْدَادَ خَيْرًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ .

১৮২০। আমর ইবনে উসমান (র)... আবু উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে যদি উত্তম লোক হয় তাহলে সে জীবিত থেকে আরো অধিক উত্তম কাজ করতে পারবে, যা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সে যদি পাপাচারী হয় তাহলে হয়তো সে অনুতপ্ত হবে (এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে)।

١٨٢١-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ بِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَلٰكِنْ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ .

১৮২১। কুতায়বা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন পার্থিব বিপদে পতিত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে, বরং সে যেন বলে ঃ "আল্লাহুম্মা আহ্‌য়িনী মা কানাতিল হায়াতু খাইরান লী ওয়া তাওয়াফ্‌ফানী ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খাইরান লী" (হে আল্লাহ্! যাবত আমার জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর তাবৎ আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দিন)।

١٨٢٢- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ح وَاَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ لاَ يَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَاِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا الْمَوْتَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ .

১৮২২। আলী ইবনে হুজ্‌র (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান! তোমাদের কেউ যেন বিপদে পতিত হয়ে মৃত্যু কামনা না করে। একান্তই যদি মৃত্যু কামনা করতে হয় তবে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! যাবত আমার জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর তাবৎ আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দিন"।

اَلدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু কামনা করে প্রার্থনা করা নিষেধ।

١٨٢٣-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ الْبَصْرِىُّ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْعُوْا بِالْمَوْتِ وَلاَ تَتَمَنَّوْهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لاَ بُدَّ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ .

১৮২৩। আহ্‌মাদ ইবনে হাফ্‌স (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করো না এবং তা কামনাও করো না। একান্ত কাউকে যদি দোয়া করতেই হয় তবে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ্‌ ! যত দিন পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় তত দিন আমাকে জীবিত রাখো এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দিও"।

١٨٢٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوٰى فِىْ بَطْنِهٖ سَبْعًا وَّقَالَ لَوْ لاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَّدْعُوَ بِالْمَوْتِ دَعَوْتُ بِهٖ .

১৮২৪। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (র)... কায়েস (র) বলেন, আমি খাব্বাব (রা) -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তাঁর পেটের সাত জায়গায় সেক দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করে দোয়া করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি মৃত্যু কামনা করে দোয়া করতাম।

كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা।

١٨٢٥- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ح وَاَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَالِدُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ .

১৮২৫। হুসাইন ইবনে হুরাইছ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা স্বাদ হরণকারীকে (মৃত্যুকে) পর্যাপ্ত পরিমাণে স্মরণ করো।

١٨٢٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْىٰ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيْقٌ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ (اَلْمَرِيْضَ) فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَقُوْلُ قَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهُ وَاَعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً فَاَعْقَبَنِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَمَّدًا ﷺ .

১৮২৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলে তার সম্পর্কে উত্তম কথা বলো। কেননা ফেরেশতারা তোমাদের কথা শুনে তাতে আমীন বলে থাকেন। আবু সালামা (রা) মারা গেলে আমি বল্লাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি বলবো? তিনি বলেন ঃ তুমি বলো ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দিন এবং আপনি আমাকে তাঁর পরিবর্তে উত্তম প্রতিদান দিন। অতএব মহামহিম আল্লাহ আমাকে তার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দান করেন।

بَابُ تَلْقِيْنِ الْمَيِّتِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া ।

١٨٢٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ ح وَاَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

১৮২৭। আমর ইবনে আলী (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" স্মরণ করিয়ে দাও।

١٨٢٨-اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا هَلْكَاكُمْ (مَوْتَاكُم) قَوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

১৮২৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কূব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার নির্দেশ দাও।

بَابُ عَلاَمَةِ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর আলামত।

١٨٢٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ .

১৮২৯। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ মৃত্যুকালে মুমিন ব্যক্তির কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যায়।

١٨٣٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ .

১৮৩০। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মুমিন ব্যক্তি ঘর্মাক্ত কপালে মৃত্যুবরণ করে।

شِدَّةُ الْمَوْتِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুযন্ত্রণা।

١٨٣١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِىْ وَذَاقِنَتِىْ فَلاَ اَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِاَحَدٍ اَبَدًا بَعْدَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ .

১৮৩৩। আমর ইবনে মানসূর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় তাঁর মাথা আমার চিবুক ও গলদেশের মাঝখানে ছিল। তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা অবলোকন করার পর থেকে আমি কারো মৃত্যুযন্ত্রণাকে খারাপ কিছু মনে করি না।

اَلْمَوْتُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ সোমবারের মৃত্যু।

١٨٣٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَشْفُ السِّتَارَةِ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرَادَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَّرْتَدَّ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ امْكُثُوْا وَاَلْقَى السِّجْفَ وَتُوُفِّىَ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَذٰلِكَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ .

১৮৩২। কুতায়বা (র)... আনাস (রা) বলেন, আমি সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকালাম (তাঁর ঘরের জানালার) পর্দা সরিয়ে দেয়ার সময়। লোকজন তখন আবু বাক্‌র (রা)-র পিছনে (নামাযে) কাতারবন্দী ছিল। আবু বাক্‌র (রা) পিছনে সরে আসার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি ইশারা করলেন ঃ তোমরা স্থির থাকো এবং তিনি পর্দা টেনে দিলেন। সেদিন শেষ প্রহরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। দিনটি ছিল সোমবার।

اَلْمَوْتُ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নিজ জন্মস্থানের বাইরে মারা গেলে।

١٨٣٣- اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِّىِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوْا وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَّوْلِدِهِ اِلٰى مُنْقَطَعِ اَثَرِهِ فِى الْجَنَّةِ .

১৮৩৩। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, মদীনায় জন্মগ্রহণকারী এক ব্যক্তি তথায় মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা পড়ার পর বলেন ঃ এ ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্যত্র মারা যেত! লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কেন? তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার জন্মস্থানের বাইরে মারা গেলে তার জন্মস্থান ও মৃত্যু স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করে জান্নাতে তাকে ততটুকু স্থান দেয়া হবে।

بَابُ مَا يُلْقَى بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَرَامَةِ عِنْدَ خُرُوْجِ نَفْسِهِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুমিন ব্যক্তি তার রূহ নির্গত হওয়ার সময় যেসব আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে থাকে।

١٨٣٤-اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ اَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِيْ رَاضِيَةً مَّرْضِيًا عَنْكِ اِلٰى رَوْحِ اللّٰهِ وَرَيْحَانٍ وَّرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَاَطْيَبِ رِيْحِ الْمِسْكِ حَتّٰى اَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتّٰى يَاْتُوْنَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَطْيَبَ هٰذِهِ الرِّيْحَ الَّتِيْ جَاءَتْكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ بِهِ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمْ اَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْاَلُوْنَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ فَيَقُوْلُوْنَ دَعُوْهُ فَاِنَّهُ كَانَ فِيْ غَمِّ الدُّنْيَا فَاِذَا قَالَ اَمَا اَتَاكُمْ قَالُوْا ذُهِبَ بِهِ اِلٰى اُمِّهِ الْهَاوِيَةِ . وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا احْتُضِرَ اَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِيْ سَاخِطَةً مَسْخُوْطًا عَلَيْكِ اِلٰى عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَاَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ حَتّٰى يَاْتُوْنَ بِهِ بَابَ الْاَرْضِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَنْتَنَ هٰذِهِ الرِّيْحَ حَتّٰى يَاْتُوْنَ بِهِ اَرْوَاحَ الْكُفَّارِ .

১৮৩৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলে তার কাছে একদল রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী কাপড়সহ এসে (তার) রূহকে বলতে থাকেন, "তুমি আল্লাহ্র রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো, তিনি তোমার উপর রুষ্ট নন ও তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট"। তখন আত্মা কস্তুরির সুঘ্রাণ অপেক্ষাও তীব্র সুঘ্রাণ ছড়াতে ছড়াতে বের হয়ে আসে। যখন ফেরেশতাগণ সম্মানের খাতিরে আত্মাকে পর্যায়ক্রমে একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে দিতে দিতে আসমানের দরজায় পৌঁছে যান তখন তথাকার ফেরেশতারা বলতে থাকেন, কতই উত্তম এ সুগন্ধি, যা তোমরা পৃথিবী থেকে নিয়ে এসেছো। আর তারা তাকে মুমিনদের রূহসমূহের কাছে নিয়ে যান। তোমাদের কেউ বিদেশ থেকে এলে তোমরা যেরূপ আনন্দিত হও, মুমিনদের রূহও ঐ নবাগত রূহকে পেয়ে তদ্রূপ আনন্দিত হয়। মুমিনদের রূহ নবাগত রূহকে জিজ্ঞেস করে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? তখন ফেরেশতারা বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। সে দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর।

নবাগত রূহ বলে, সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তখন ফেরেশতারা বলেন, তাকে তার বাসস্থান হাবিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর কাফির যখন মৃত্যুর সন্মুখীন হয় তখন আযাবের ফেরেশতারা চটের ছালা নিয়ে তার কাছে আসেন এবং আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তুই আল্লাহ্‌র আযাবের দিকে বের হয়ে আয়, তুই আল্লাহ্‌র উপর অসন্তুষ্ট, আল্লাহ্‌ও তোর প্রতি অসন্তুষ্ট"। তখন সেই আত্মা লাশের দুর্গন্ধের চেয়েও তীব্র দুর্গন্ধ হয়ে বের হয়ে আসে। তাকে নিয়ে ফেরেশতারা দুনিয়ার আসমানের দরজায় পৌছলে তথাকার ফেরেশতারা বলতে থাকেন, এ কিসের দুর্গন্ধ! এরপর ফেরেশতারা তাকে কাফিরদের আত্মাসমূহের কাছে নিয়ে যান।

فِيْمَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে।

١٨٣٥-اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْدِ وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىٍّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ قَالَ شُرَيْحٌ فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا اِنْ كَانَ كَذٰلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَلٰكِنْ لَيْسَ مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ بِالَّذِىْ تَذْهَبُ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ اِذَا طَمَحَ الْبَصَرُ وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

১৮৩৫। হান্নাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। শুরায়হ্ ইবনে হানী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তাকে বললাম, "হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমরা তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। অথচ আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে মৃত্যুকে অপছন্দ করে না। আয়েশা

(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই একথা বলেছেন। কিন্তু তার অর্থ তুমি যা বুঝেছো তা নয়, বরং যখন দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী হয়ে যায়, হৃদকম্পন শুরু হয় এবং পশমসমূহ দাঁড়িয়ে যায় (শরীর রোমাঞ্চিত হয়) সেই সংকটময় মুহূর্তে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।

١٨٣٦- اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ح وَاَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ عَبْدِىْ لِقَائِىْ اَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَاِذَا كَرِهَ لِقَائِىْ كَرِهْتُ لِقَاءَهُ .

১৮৩৬। আল-হারিছ ইবনে মিসকীন (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন আমার বান্দা আমার সাক্ষাত পছন্দ করে, আমিও তার সাক্ষাত পছন্দ করি এবং যখন সে আমার সাক্ষাত অপছন্দ করে আমিও তার সাক্ষাত অপছন্দ করি।

١٨٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

১৮৩৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।

١٨٣٨- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

১৮৩৮। আবুল আশ'আছ (র)... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।

١٨٣٩-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ ح وَاَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ . زَادَ عَمْرٌو فِىْ حَدِيْثِهِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرَاهِيَةُ لِقَاءِ اللّٰهِ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَمَغْفِرَتِهِ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ وَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

১৮৩৯। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। আমর ইবনে আলী (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করা। অথচ আমরা সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বলেন ঃ তা তার মৃত্যুকালীন অবস্থা, যখন তাকে আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যখন তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তির দুঃসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।

تَقْبِيْلُ الْمَيِّتِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে চুমা দেয়া।

١٨٤٠-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَىِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ .

১৮৪০। আহ্‌মাদ ইবনে আমর (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) নবী ﷺ-এর লাশের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে চুমা দিয়েছেন।

١٨٤١- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ .

১৮৪১। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) নবী ﷺ -এর মৃতদেহে চুমা দিয়েছেন।

١٨٤٢- اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اَقْبَلَ عَلٰى فَرَسٍ مِّنْ مَّسْكَنِهِ بِالسُّنُحِ حَتّٰى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسَجًّى بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ فَبَكٰى ثُمَّ قَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاللّٰهِ لاَ يَجْمَعُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ اَبَدًا اَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مِتَّهَا .

১৮৪২। সুওয়াইদ (র)... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেন যে, আবু বাক্র (রা) তাঁর আস-সুনুহ নামক স্থানের বাসস্থান থেকে একটি ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং ঘোড়া থেকে নেমে সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করেন। তিনি কারো সাথে কথাবার্তা না বলে সরাসরি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লাশ একটি ইয়ামানী চাদরে ঢাকা ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল থেকে তা সরিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুমা দেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ আপনাকে কখনো দু'বার মৃত্যু দান করবে না। যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা আপনি বরণ করলেন।

تَسْجِيَةُ الْمَيِّتِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ লাশ ঢেকে রাখা।

١٨٤٣-اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ جِيْءَ بِاَبِيْ يَوْمَ اُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ بِثَوْبٍ فَجَعَلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُفِعَ فَلَمَّا رُفِعَ سَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا هٰذِهِ بِنْتُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلاَ تَبْكِيْ اَوْ فَلِمَ تَبْكِيْ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ .

১৮৪৩। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... জাবের (রা) বলেন, উহুদের জিহাদের দিন আমার পিতার লাশ আনা হলো। তার দেহ ছিল বিকৃত (ক্ষত-বিক্ষত)। তাকে একটি কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রাখা হলো। আমি তার কাপড়টি খুলতে চাইলে আমার

গোত্রের লোকেরা আমাকে বারণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলে তা সরিয়ে নেয়া হলো। যখন তা অনাবৃত করা হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ক্রন্দনকারিণীর আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ কে? লোকেরা বললো, আমরের মেয়ে বা বোন। তিনি বলেন ঃ তুমি ক্রন্দন করো না, কেন তুমি ক্রন্দন করছো? তাকে তুলে নেয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তাদের পাখা দ্বারা তাকে ছায়া দিতে থাকবে।

فِى الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

১৩-মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা।

١٨٤٤-اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَتْ بِنْتٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَغِيْرَةٌ فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضَمَّهَا اِلٰى صَدْرِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَقَضَتْ وَهِىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَتْ اُمُّ اَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اُمَّ اَيْمَنَ اَتَبْكِيْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَكِ فَقَالَتْ مَا لِىْ لاَ اَبْكِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْكِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَسْتُ اَبْكِىْ وَلٰكِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلٰى كُلِّ حَالٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ.

১৮৪৪। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ছোট মেয়ের মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি তাকে তুলে নিয়ে নিজ বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর নিজের হাত তার উপর রাখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনেই তার মৃত্যু হলো। তাতে উম্মে আয়মান (রা) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ হে উম্মে আয়মান! তুমি কাঁদছো, অথচ আল্লাহ্র রাসূল তোমার সামনে উপস্থিত! তিনি বলেন, আমি কেন কাঁদবো না যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং কাঁদছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি কাঁদছি না, বরং তা অন্তরের প্রকৃতিগত মায়া-মমতা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ভালো থাকে। তার পার্শ্বদ্বয় থেকে তার রূহ বের করা হয় অথচ তখনও সে মহামহিম আল্লাহ্র প্রশংসা করতে থাকে।

١٨٤٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ فَاطِمَةَ بَكَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ مَاتَ فَقَالَتْ يَا اَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا اَدْنَاهُ يَا اَبَتَاهُ اِلٰى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ يَا اَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَاْوَاهُ .

১৮৪৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালে কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, "হে পিতা! কোন্ বস্তু তাঁকে তাঁর প্রভুর অতি নিকটবর্তী করেছে! হে পিতা! আমরা জিবরাঈল (আ)-এর নিকট তাঁর মৃত্যুশোক প্রকাশ করছি। হে পিতা! জান্নাতুল ফিরদাওস তোমার বাসস্থান"।

١٨٤٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ فَجَعَلْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ وَاَبْكِيْ وَالنَّاسُ يَنْهَوْنِيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْهَانِيْ وَجَعَلَتْ عَمَّتِيْ تَبْكِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبْكِيْهِ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رَفَعْتُمُوْهُ .

১৮৪৬। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধের দিন শহীদ হন। আমি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরাতে সরাতে কাঁদছিলাম, আর লোকেরা আমাকে বারণ করছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বারণ করেননি। আমার ফুফুও তার জন্য কাঁদছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি তার জন্য কেঁদো না, তোমরা তাকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে তাদের ডানা দিয়ে ছায়া দিতে থাকবে।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা নিষেধ।

١٨٤٧- اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ اَنَّ عَتِيْكَ بْنَ الْحَارِثِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ اُمِّهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيْكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ غُلِبْنَا عَلَيْكَ اَبَا الرَّبِيْعِ فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُنَّ فَاِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ قَالُوْا وَمَا الْوُجُوْبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمَوْتُ قَالَتِ ابْنَتُهُ اِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ شَهِيْدًا قَدْ كُنْتَ قُضَيْتَ جِهَازَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَوْقَعَ اَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلٰى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰه ﷺ اَلشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَلْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَّالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَّالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَّصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيْدٌ وَّصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَّصَاحِبُ الْحَرَقِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْاَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدَةٌ .

১৮৪৭। উতবা ইবনে আবদুল্লাহ (র)...জাবের ইবনে আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত (রা)-কে দেখতে গিয়ে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উচ্চ স্বরে ডেকেও তার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে 'ইন্না লিল্লাহ...' পড়লেন এবং বললেন ঃ হে আবুর রবী! আমাদের সামনে তোমার উপর আল্লাহ্‌র হুকুম বিজয়ী হয়েছে। তাতে মহিলারা উচ্চ স্বরে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলো। ইবনে আতীক (রা) তাদের চুপ করাতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাদেরকে ত্যাগ করো। যখন ওয়াজিব হবে তখন কোন ক্রন্দনকারিণীই আর কাঁদবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "উজূব" শব্দের অর্থ কি ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বলেন ঃ মৃত্যু। তার কন্যা বললো, আমি তো অবশ্যই আশা করতাম, আপনি শহীদ হবেন। আপনি তো শাহাদাতের যাবতীয় পাথেয় সংগ্রহ করেই রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ মহান আল্লাহ্ তাঁর নিয়াত অনুযায়ী তাকে শাহাদাতের সওয়াব দিয়েছেন। আচ্ছা! তোমরা শহীদ কাকে মনে করো? তারা বলেন, মহামহিম আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়াকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়া ছাড়াও শাহাদাত সাত প্রকারের ঃ (১) প্লেগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, (২) পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, (৩) পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, (৪) প্রাচীর বা ঘরচাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, (৫) ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহে মৃত ব্যক্তি শহীদ, (৬) অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুবরণকারী শহীদ এবং (৭) গর্ভকালে মৃত্যুবরণকারিনী শহীদ।

١٨٤٨-اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَّحَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اَتٰى نَعْىُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَنْظُرُ مِنْ صِئْرِ الْبَابِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ يَبْكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْطَلِقْ فَانْهَهُنَّ فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّنْتَهِيْنَ فَقَالَ انْطَلِقْ فَانْهَهُنَّ فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّنْتَهِيْنَ قَالَ فَانْطَلِقْ فَاحْثُ فِىْ اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَ الْاَبْعَدِ اِنَّكَ وَاللّٰهِ مَاتَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ.

১৮৪৮। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, যখন যায়েদ ইবনে হারিছা, জা'ফার ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদাত বরণের খবর এসে পৌঁছলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে) বসে পড়লেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে শোকের ছায়া ফুটে উঠলো। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে তাঁকে দেখছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, জা'ফার (রা)-এর পরিবারবর্গ কাঁদছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি গিয়ে তাদের কাঁদতে নিষেধ করো। অতএব সে চলে গেলো। পুনরায় ফিরে এসে সে বললো, আমি তাদের নিষেধ করেছি কিন্তু তারা আমার বারণ মানেনি। তিনি বলেন ঃ তুমি গিয়ে তাদের নিষেধ করো। সে পুনরায় ফিরে এসে বললো, আমি তাদের নিষেধ করেছি কিন্তু তারা ক্রন্দন করছেই। তিনি বলেন ঃ তুমি গিয়ে তাদের মুখে মাটি পুরে দাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ অভাগার নাসিকা ধূলি ধূসরিত করুন। আল্লাহ্র শপথ! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কষ্ট না দিয়ে ছাড়লে না, তোমাকে যা বলা হয়েছিল, তুমি তা করতে পারলে না।

١٨٤٩- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ .

১৮৪৯। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়।

١٨٥٠- اَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ ذُكِرَ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৮৫০। মাহমূদ ইবনে গাইলান (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে সুবাইহ্ (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র)-কে বলতে শুনেছি, ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর সামনে উল্লেখ করা হলো যে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হয়। ইমরান (রা) বলেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

١٨٥١- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ .

১৮৫১। সুলায়মান ইবনে সাইফ (র)... উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হয়।

اَلنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য বিলাপ করা।

١٨٥٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ لاَ تَنُوْحُوْا عَلَىَّ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ مُخْتَصَرٌ .

১৮৫২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... হাকীম ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। কায়েস ইবনে আসেম (রা) বলেন, তোমরা আমার জন্য বিলাপ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বিলাপ করা হয়নি (সংক্ষিপ্ত)।

١٨٥٣- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِيْنَ بَايَعَهُنَّ اَنْ لاَّ يَنُحْنَ فَقُلْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نِسَاءً اَسْعَدْنَنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَفَنُسْعِدُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اِسْعَادَ فِى الْاِسْلاَمِ .

১৮৫৩। ইসহাক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের বায়আত করার সময় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন ঃ তারা যেন মৃতের জন্য বিলাপ না করে। তখন তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলারা জাহিলী যুগে মৃতের জন্য বিলাপে আমাদের সহযোগিতা করতো। এখন আমরা কি মৃতের জন্য বিলাপে তাদের সহযোগিতা করবো না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইসলামে মৃতের জন্য বিলাপে কোন সহযোগিতা নাই।

١٨٥٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ .

১৮৫৪। আমর ইবনে আলী (র)... উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য বিলাপের কারণে কবরে শাস্তি দেয়া হয়।

١٨٥٥-اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ هُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَرَاَيْتَ رَجُلاً مَاتَ بِخُرَاسَانَ وَنَاحَ اَهْلُهُ عَلَيْهِ هٰهُنَا اَكَانَ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ اَهْلِهِ قَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذَبْتَ اَنْتَ.

১৮৫৫। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কূব (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনি কি মনে করেন, এক ব্যক্তি খোরাসানে মারা গেলো এবং তার পরিবারবর্গ এখানে তার জন্য বিলাপ করলো। তাকেও কি তার জন্য তার পরিবারবর্গের বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হবে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, আর তুমি মিথ্যা বলছো।

١٨٥٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ لَيُعَذَّبُ وَاِنَّ اَهْلَهُ يَبْكُوْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَاَتْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى .

১৮৫৬। মুহাম্মাদ ইবনে আদাম (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। এ হাদীস আয়েশা (রা)-এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) ভুল করেছেন। নবী ﷺ এক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন ঃ এই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আর তার পরিবারবর্গ তার জন্য ক্রন্দন করছে। অতঃপর আয়েশা (রা) পাঠ করলেন ঃ "প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অপর কারো ভার গ্রহণ করবে না" (৬ ঃ ১৬৪)।

١٨٥٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لاَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنْ نَسِيَ اَوْ اَخْطَاَ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى يَهُوْدِيَّةٍ يُبْكٰى عَلَيْهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ .

১৮৫৭। কুতায়বা (র)... আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন। তিনি মিথ্যা বলেননি, কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন বা ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইয়াহূদী

নারীর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার জন্য ক্রন্দন করা হচ্ছিল। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ তারা ঐ মৃতার জন্য কাঁদছে, অথচ তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

١٨٥٨- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَصَّهُ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ .

১৮৫৮। আবদুল জাব্বার ইবনুল আলা (র)... ইবনে আব্বস (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছিলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ কাফেরের শাস্তি বৃদ্ধি করেন তার জন্য তার আত্মীয়ের কান্নাকাটির কারণে।

١٨٥٩- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ لَمَّا هَلَكَتْ اُمُّ اَبَانَ حَضَرْتُ مَعَ النَّاسِ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَبَكَيْنَ النِّسَاءُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَلاَ تَنْهٰى هٰؤُلاَءِ عَنِ الْبُكَاءِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذٰلِكَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ رَاٰى رَكْبًا تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَالَ انْظُرْ مَنِ الرَّكْبُ فَذَهَبْتُ فَاِذَا صُهَيْبٌ وَاَهْلُهُ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا صُهَيْبٌ وَاَهْلُهُ فَقَالَ عَلَىَّ بِصُهَيْبٍ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ اُصِيْبَ عُمَرُ فَجَلَسَ صُهَيْبٌ يَبْكِىْ عِنْدَهُ يَقُوْلُ وَااُخَيَّاهُ وَااُخَيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَاصُهَيْبُ لاَ تَبْكِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ اَمَا وَاللّٰهِ مَا تُحَدِّثُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ كَاذِبَيْنِ مُكَذَّبَيْنِ وَلٰكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ لَمَا يَشْفِيْكُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ .

১৮৫৯। সুলায়মান ইবনে মানসূর আল-বালখী (র)... ইবনে আবু মুলায়কা (র) বলেন, উম্মে আবান মৃত্যুবরণ করলে আমি লোকজনের সাথে তথায় উপস্থিত হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমার

(রা) ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর মাঝখানে বসলাম। মহিলারা কান্নাকাটি করলে ইবনে উমার (রা) বলেন, এদেরকে কাঁদতে কি নিষেধ করা হয়নি? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার কোন আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা)-ও প্রায় এরূপই বলেছেন। আমি উমার (রা)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা আল-বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলে উমার (রা) বৃক্ষের নিচে একদল আরোহীকে দেখে বলেন, দেখো তো আরোহী কারা? আমি গিয়ে দেখলাম, সুহাইব (রা) ও তার পরিবারবর্গ। আমি তার কাছে ফিরে এসে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! ইনি সুহাইব (রা) ও তার পরিবারবর্গ। তিনি বলেন, আমার সামনে সুহাইবকে উপস্থিত করো। যখন আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম এবং উমার (রা) মারাত্মক আহত হলেন, সুহাইব (রা) তার সামনে বসে কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, হে আমার প্রিয় ভ্রাতা! হে আমার প্রিয় ভ্রাতা! উমার (রা) বলেন, হে সুহাইব! তুমি কেঁদো না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার কোন আত্মীয়ের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হয়। সুহাইব (রা) বলেন, আমি এ ঘটনা আয়েশা (রা)-এর সামনে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা এ রকম হাদীস বর্ণনা করো না দুই মিথ্যাবাদী থেকে। তবে শ্রবণেন্দ্রিয় কখনো ভুল করে। নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল-কুরআনে এমন আয়াত আছে যা তোমাদের আশ্বস্ত করবে ঃ "কেউ অপর কারো ভার বহন করবে না" (৬ঃ১৬৪)। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কাফেরের জন্য তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে আল্লাহ তার শাস্তি বৃদ্ধি করেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করার অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٨٦٠- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْاَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَاتَ مَيِّتٌ مِّنْ اٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِيْنَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُنَّ يَاعُمَرُ فَاِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَرِيْبٌ .

১৮৬০। আলী ইবনে হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের একজন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে মহিলারা তার জন্য কাঁদতে একত্র হলো। উমার (রা) দাঁড়িয়ে তাদের নিষেধ করতে এবং তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে উমার! তাদের ছেড়ে দাও। কেননা চক্ষু অশ্রু সিক্ত, হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত এবং বিয়োগ মুহূর্তও নিকটেই।

دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ জাহিলী যুগের আহ্বান।

١٨٦١- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ ح اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ وَقَالَ الْحَسَنُ بِدَعْوٰى .

১৮৬১। আলী ইবনে খাশরাম (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) গণ্ডদেশে আঘাত করে, জামার বুক ছিড়ে এবং জাহিলী যুগের আহ্বানের ন্যায় আহ্বান করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

اَلسَّلْقُ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিপদে চিৎকার করা।

١٨٦٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَالِدٍ الْاَحْذَبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ اُغْمِىَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى فَبَكَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اَبْرَاُ اِلَيْكُمْ كَمَا بَرِئَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلاَ خَرَقَ وَلاَ سَلَقَ .

১৮৬২। আমর ইবনে আলী (র)... সাফওয়ান ইবনে মুহ্‌রিয (র) বলেন, আবু মূসা (রা) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তাঁর জন্য সবাই ক্রন্দন করতে লাগলো। তিনি বলেন, আমি তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি বিপদে মাথার চুল কামায়, পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে এবং চিৎকার করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ضَرْبُ الْخُدُوْدِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ গণ্ডদেশে আঘাত করা।

١٨٦٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ زُبَيْدٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১৮৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুশোকে গণ্ডদেশে আঘাত করে, জামার বুক ছিঁড়ে এবং জাহিলী যুগের আহ্বানের ন্যায় আহ্বান করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

اَلْحَلَقُ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ দাড়ি বা মাথার চুল উপড়ানো।

١٨٦٤- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ اَبِىْ صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِىْ بُرْدَةَ قَالاَ لَمَّا ثَقُلَ اَبُوْ مُوْسٰى اَقْبَلَت امْرَاَتُهُ تَصِيْحُ قَالاَ فَاَفَاقَ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبِرْكِ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالاَ وكَانَ يُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا بَرِىْءٌ مِّمَّنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ .

১৮৬৪। আহ্মাদ ইবনে উসমান (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ও আবু বুরদা (র) বলেন, আবু মূসা (রা)-এর অসুস্থতা বেড়ে গেলে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে আসলেন। তারা বলেন, তার চেতনা ফিরে আসলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে অবহিত করিনি যে, আমি ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি, যার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন? তারা বলেন, তিনি তার স্ত্রীর সামনে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) মাথা কামায়, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে এবং চিৎকার করে কাঁদে তার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।

شَقُّ الْجُيُوْبِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ আঁচল ছিঁড়ে ফেলা।

١٨٦٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১৮৬৫। ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) গণ্ডদেশে আঘাত করে, জামার বুক ফাঁড়ে এবং জাহিলী আহবানের ন্যায় আহবান করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

١٨٦٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّهُ اُغْمِىَ عَلَيْهِ فَبَكَتْ اُمُّ وَلَدٍ لَّهُ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ لَهَا اَمَا بَلَغَكِ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَاهَا فَقَالَتْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا سَلَقَ وَحَلَقَ وَخَرَقَ .

১৮৬৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সংজ্ঞাহীন হলে তাঁর এক বাঁদী ক্রন্দন করলো। তার চেতনা ফিরে এলে তিনি তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তা কি তোমার কাছে পৌঁছেনি? আমরা মেয়েটির কাছে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সজোরে চিৎকার করে, মাথার চুল কামায় এবং পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

١٨٦٧- اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ امْرَاَةِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ .

১৮৬৭। আব্‌দা ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাথার চুল কামায়, চিৎকার করে এবং পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

١٨٦٨- اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنِ الْقَرْثَعِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ اَبُوْ مُوْسٰى صَاحَتْ امْرَاَتُهُ فَقَالَ اَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بَلٰى ثُمَّ سَكَتَتْ فَقِيْلَ لَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ اَىُّ شَىْءٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ اَوْ سَلَقَ اَوْ خَرَقَ .

১৮৬৮। হান্নাদ (র)... কারছা' (র) বলেন, আবু মূসা (রা)-এর অসুস্থতা বেড়ে গেলে তার স্ত্রী সজোরে চিৎকার করতে লাগলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তা কি তোমার জানা নাই? তিনি বলেন, হাঁ, আছে। অতঃপর তিনি নীরব হয়ে গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেছিলেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন এমন লোককে যে মৃত্যুশোকে মাথর চুল কামায়, চিৎকার করে অথবা পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে।

اَلْاَمْرُ بِالْاِحْتِسَابِ وَالصَّبْرُ عِنْدَ نُزُوْلِ الْمُصِيْبَةِ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ বিপদের সময় সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করার আদেশ।

١٨٦٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِىِّ ﷺ اِلَيْهِ اَنَّ ابْنًا لِىْ قُبِضَ فَاْتِنَا فَاَرْسَلَ يَقْرَءُ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَ اللّٰهِ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِىُّ وَنَفَسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

১৮৬৯। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র).. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যা তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন, আমার এক ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত। অতএব আপনি আমাদের এখানে আসুন। তিনি সালাম পাঠিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ যা নিয়ে যান তা তাঁরই এবং যা দান করেন তাও তাঁরই। আর প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে যায়। অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সওয়াবের আশা রাখো। পুনরায় তিনি কসম দিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন, যেন তিনি তার কাছে অবশ্যই আসেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সাথে সা'দ ইবনে উবাদা (রা), মু'আয ইবনে জাবাল (রা), উবাই ইবনে কা'ব (রা), যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) এবং আরো কিছু লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছেলেকে তুলে দেয়া হলো। তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো। সা'দ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি? তিনি বলেন ঃ এ হলো মায়া-মমতা, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াবানদের প্রতি দয়া করেন।

١٨٧٠-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى .

১৮৭০। আমর ইবনে আলী (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিপদের প্রথম ধাপেই হলো ধৈর্য ধারণ।

١٨٧١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِيَاسٍ وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ اَتُحِبُّهُ فَقَالَ اَحَبَّكَ اللّٰهُ كَمَا اُحِبُّهُ فَمَاتَ فَفَقَدَهُ فَسَاَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَا يَسُرُّكَ اَنْ لاَّ تَاْتِيَ بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ اِلاَّ وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعٰى يَفْتَحُ لَكَ .

১৮৭১। আমর ইবনে আলী (র)... কুররা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার এক ছেলেসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো। তিনি তাকে বলেন, তুমি কি একে ভালোবাসো? সে বললো, আল্লাহ্ আপনাকে তদ্রূপ ভালোবাসুন আমি তাকে যেরূপ ভালোবাসি। অতঃপর ছেলেটি মারা গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জানতে পেরে বলেন ঃ তুমি কি আনন্দিত হবে না যে, তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে সেই দরজার সামনে তোমার ছেলেকে পাবে, সে তোমার জন্য দরজা খোলার চেষ্টা করবে?

ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করেছে এবং সওয়াবের আশা করেছে তার প্রতিদান।

١٨٧٢- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ كَتَبَ اِلٰى عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ يُعَزِّيْهِ بِابْنٍ لَهُ هَلَكَ وَذَكَرَ فِيْ كِتَابِهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضٰى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ اِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا اُمِرَ بِهِ بِثَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ .

১৮৭২। সুওয়াইদ ইবনে নাস্র (র)... আমর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে শুআইব (র) আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমানের এক ছেলের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করে তার কাছে চিঠি লিখেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি তার পিতাকে তার দাদা আবদুল্লহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীতে কারো প্রিয়জন মারা যাওয়ার পর মুমিন ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করলে এবং সওয়াবের আশা রাখলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াব দিয়ে সন্তুষ্ট হন না।

بَابُ ثَوَابِ مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِّنْ صُلْبِهِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশা করেছে তার প্রতিদান।

١٨٧٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ اَنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِّنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَامَتِ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ اَوِ اثْنَانِ قَالَ اَوِاثْنَانِ قَالَتْ الْمَرْاَةُ يَا لَيْتَنِىْ قُلْتُ وَاحِداً .

১৮৭৩। আহ্‌মাদ ইবনে আমর ইবনুস-সারহ্ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশা করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক মহিলা দাঁড়িয়ে বললো, দুই সন্তানের বেলায়? তিনি বলেন ঃ দুইজন হলেও। মহিলা বললো, হায় আমি যদি একজনের কথাও জিজ্ঞেস করতাম!

بَابُ مَنْ يُّتَوَفّٰى لَهُ ثَلاَثَةٌ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ যার তিন সন্তান মারা গেছে।

١٨٧٤- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفّٰى لَهُ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ .

১৮৭৪। ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মারা গেলে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি তার দয়ার বদৌলতে তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

١٨٧٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ ابْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ حَدِّثْنِىْ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ اَوْلاَدٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ .

১৮৭৫। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... সা'সা'আ ইবনে মুআবিয়া (র) বলেন, আমি আবু যার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলেন,

আচ্ছা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমান মাতা-পিতার জীবদ্দশায় তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক তিনটি সন্তান মারা গেলে আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর দয়ার বদৌলতে তাদের উভয়কে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।

١٨٧٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ لاَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ الاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ .

১৮৭৬। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মুসলমানদের কারো তিনটি সন্তান মারা গেলে তাদের কখনো দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না, শপথ পূর্ণ করার (পুলসিরাত পার হওয়ার) বিষয়টি ব্যতীত।

١٨٧٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ وَهُوَ الْاَزْرَقُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ اَوْلاَدٍ لَّمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ الاَّ اَدْخَلَهُمَا اللّٰهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِه اِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ يُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُوْنَ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰبَاؤُنَا فَيُقَالُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ .

১৮৭৭। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে কোন মুসলমান মাতা-পিতার জীবদ্দশায় তাদের তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মারা গেলে তাদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের বদৌলতে তাদের উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি বলেন ঃ সন্তানদের বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, আমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা প্রবেশ করবো না। তাদের বলা হবে, তোমরা ও তোমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ করো।

مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তিন সন্তান আগে পাঠিয়েছে।

١٨٧٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَدِّىْ طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَّهَا يَشْتَكِىْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ اَخَافُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْتُ ثَلاَثَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِّنَ النَّارِ .

১৮৭৮। ইসহাক (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক মহিলা তার অসুস্থ সন্তানসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার মৃত্যুর আশংকা করছি। ইতিপূর্বে আমার আরও তিনটি সন্তান মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি তো এক কঠিন প্রাচীরের সাহায্যে জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছো।

بَابُ النَّعْيِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন।

١٨٧٩- اَخْبَرَنَا اسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعٰى زَيْدًا وَّجَعْفَرًا قَبْلَ اَنْ يَّجِئَ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ .

১৮৭৯। ইসহাক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে হারিছা (রা) ও জা'ফার (রা)-এর মৃত্যুসংবাদ মদীনায় পৌছার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মৃত্যুসংবাদ দিলেন। তিনি তাদের জন্য কাঁদলেন এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রু ভারাক্রান্ত হলো।

١٨٨٠- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعٰى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ الْيَوْمَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ .

১৮৮০। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। হাবশার বাদশাহ্ নাজাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ জানান এবং বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

١٨٨١- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ ابْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ سَيْفٍ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ بَصُرَ بِامْرَاَةٍ لاَّ تَظُنُّ اَنَّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا تَوَسَّطَ الطَّرِيْقَ وَقَفَ حَتّٰى انْتَهَتْ اِلَيْهِ فَاِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا مَا اَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ قَالَتْ اَتَيْتُ اَهْلَ هٰذَا الْمَيِّتِ فَتَرَحَّمْتُ اِلَيْهِمْ وَعَزَّيْتُهُمْ بِمَيِّتِهِمْ قَالَ لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدٰى قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ بَلَغْتُهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيْ ذٰلِكَ مَا تَذْكُرُ فَقَالَ (لَهَا) لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَاَيْتِ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَرَاهَا جَدُّ اَبِيْكِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَبِيْعَةُ ضَعِيْفٌ.

১৮৮১। উবায়দুল্লাহ ইবনে ফাদালা ইবনে ইবরাহীম (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করছিলাম। পথিমধ্যে এক মহিলাকে দেখা গেলো। সে ধারণা করতে পারেনি যে, তিনি তাঁকে চিনতে পেরেছেন। তিনি রাস্তার মাঝামাঝি এসে থামলেন, যাবত না ঐ মহিলা তাঁর কাছে পৌঁছলেন। দেখা গেলো, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা)। তিনি তাকে বলেন ঃ হে ফাতিমা! তোমার ঘর থেকে তোমাকে কিসে বের করলো? তিনি বলেন, আমি এই মৃত ব্যক্তির পরিজনদের কাছে এসে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছি। তিনি বলেন ঃ সম্ভবত তুমি তাদের সাথে কুদা (গোরস্তান) পর্যন্ত গিয়েছিলে! ফাতিমা (রা) বলেন, আমি সেখানে যাওয়া থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা এ বিষয়ে আপনি যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি যদি তাদের সাথে সেখানে যেতে তাহলে তোমার পিতার দাদা জান্নাত না দেখা পর্যন্ত তুমি তা দেখতে পেতে না।

غُسْلُ الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কুলপাতাযুক্ত পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো।

١٨٨٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ اُمَّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَّاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ .

১৮৮২। কুতায়বা (র)... উম্মে আতিয়া আল-আনসারিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যয়নব ইন্তিকাল করলে তিনি আমাদের কাছে এসে বলেন ঃ তোমরা তাকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে তিন বা পাঁচবার কিংবা তোমরা ভালো মনে করলে আরো অধিকবার গোসল করাও। শেষে তোমরা কিছু কর্পূর মিশ্রিত করবে। তোমরা গোসলের কাজ সমাপ্ত করার পর আমাকে জানাবে। অতএব আমরা গোসল দেয়া শেষ করার পর তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তাঁর দেহের নিম্নাংশের একটি পরিধেয় বস্ত্র আমাদের দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা প্রথমে এটি তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।

بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِالْحَمِيْمِ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ গরম পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো।

١٨٨٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ مَوْلٰى اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ اُمِّ قَيْصٍ قَالَتْ تُوُفِّىَ ابْنِىْ فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِىْ يَغْسِلُهُ لاَ تَغْسِلِ ابْنِىْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقْتُلَهُ فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا قَالَتْ طَالَ عُمْرُهَا فَلاَ نَعْلَمُ امْرَاَةً عُمِّرَتْ مَا عُمِّرَتْ .

১৮৮৩। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... উম্মে কায়েস (রা) বলেন, আমার ছেলে মারা গেলে আমি তার জন্য শোকাতুর হলাম। যে ব্যক্তি তাকে গোসল দিচ্ছিল আমি তাকে বললাম, আমার ছেলেকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল দিয়ে মেরে ফেলো না। উক্কাশা ইবনে মিহসান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে ঐ মহিলার কথা তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি মুচকি হাসলেন, এরপর বললেন ঃ সে কি বলেছে? সে দীর্ঘজীবী হোক। রাবী বলেন, অন্য কোন মহিলা এই মহিলার চেয়ে দীর্ঘজীবী হয়েছে বলে আমরা জানি না।

نَقْضُ رَاْسِ الْمَيِّتِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের মাথার চুল খুলে দেয়া।

١٨٨٤- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَيُّوْبُ سَمِعْتُ حَفْصَةَ تَقُوْلُ حَدَّثَنَا اُمُّ عَطِيَّةَ اَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَاْسَ بِنْتِ النَّبِىِّ ﷺ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ قُلْتُ نَقَضْنَهُ وَجَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ قَالَتْ نَعَمْ .

১৮৮৪। ইউসুফ ইবনে সাঈদ (র)... হাফসা (রা) বলেন, উম্মে আতিয়া (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, তারা নবী ﷺ-এর কন্যার মাথার চুল তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। আমি বললাম, তারা কি তা খুলে তিন ভাগ করেছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ।

مَيَامِنُ الْمَيِّتِ وَمَوَاضِعُ الْوُضُوْءِ مِنْهُ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ লাশের ডান দিক ও উযুর অংগসমূহ।

١٨٨٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا .

১৮৮৫। আমর ইবনে মানসূর (র)... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যার গোসল সম্পর্কে বললেন ঃ তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং উযুর স্থান থেকে গোসল আরম্ভ করো।

غَسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرًا

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ বেজোড় সংখ্যায় লাশ গোসল করানো।

١٨٨٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَاتَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ وَاَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا .

১৮৮৬। আমর ইবনে আলী (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর এক কন্যার মৃত্যু হলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ তোমরা তাকে কুল পাতাযুক্ত পানি দিয়ে গোসল করাও বেজোর সংখ্যায়, তিন, পাঁচ অথবা সাতবার, যদি তোমরা তা প্রয়োজন মনে করো, আর শেষবারে কিছু কর্পূর দিবে। তোমরা কাজ সমাপ্ত করলে পর আমাকে জানাবে। আমরা কাজ সমাপ্ত করে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদের নিকট তাঁর লুঙ্গি দিয়ে বলেন ঃ তোমরা এটি তার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। আমরা তার চুল তিন ভাগে ভাগ করে আঁচড়িয়ে দিলাম এবং তা পিছন দিকে রেখে দিলাম।

غَسْلُ الْمَيِّتِ اَكْثَرُ مِنْ خَمْسٍ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ মৃতকে পাঁচের অধিকবার গোসল করানো।

١٨٨٧- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مَنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَّاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ .

১৮৮৭। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা তাঁর কন্যার লাশ গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে কুল পাতাযুক্ত পানি দিয়ে তিনবার, পাঁচবার অথবা তোমরা প্রয়োজন বোধ করলে আরো অধিকবার গোসল দিবে এবং শেষবার কিছু কর্পূর দিবে। তোমরা গোসল দেয়া শেষ করে আমাকে জানাবে। অতএব আমরা গোসল সমাপ্ত করে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদের কাছে তাঁর পরনের লুঙ্গি দিয়ে বলেন ঃ এটি তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।

غَسْلُ الْمَيِّتِ اَكْثَرَ مَنْ سَبْعَةٍ

৩৪- অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে সাতবারের অধিক গোসল করানো।

١٨٨٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مَنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذَالِكَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَّاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِّنْ كَفُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ .

১৮৮৮। কুতায়বা (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর এক কন্যা (যয়নব) মারা গেলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠান। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে কুল পাতাযুক্ত পানি দিয়ে তিনবার, পাঁচবার বা প্রয়োজন বোধ করলে ততোধিক বার গোসল দাও এবং শেষবার কিছু কর্পূর দিও। তোমরা অবসর হয়ে আমাকে জানাবে। অতএব আমরা অবসর হয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর লুঙ্গি দিলেন এবং বললেন ঃ এটা তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।

١٨٨٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ .

১৮৯০। কুতায়বা (র)... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে একথাও আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমরা প্রয়োজন বোধ করো তবে তাকে তিনবার, পাঁচবার, সাতবার অথবা ততোধিকবার গোসল করাও।

١٨٩٠- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ اِخْوَتِهِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِبْنَةٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَنَا بِغَسْلِهَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ قَالَتْ قُلْتُ وِتْرًا قَالَ نَعَمْ وَاجْعَلْنَ فِي الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ .

১৮৯০। ইসমাঈল ইবনে মাসঊদ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক কন্যা (যয়নব) মৃত্যুবরণ করলে তিনি আমাদেরকে তাকে গোসল করানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা তাকে তিনবার, পাঁচবার, সাতবার বা ততোধিকবার গোসল করাও, যদি তোমরা প্রয়োজন বোধ করো । তিনি বলেন, আমি বললাম, তাও কি বেজোড় সংখ্যায় করাতে হবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, এবং শেষেরবার কিছু কর্পূর দিবে। আর তোমরা অবসর হলে পর আমাকে জানাবে। অতএব আমরা অবসর হয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর লুঙ্গিখানা দিয়ে বললেন ঃ এটা তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।

اَلْكَافُوْرُ فِيْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

৩৫- অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির গোসলে কর্পূর ব্যবহার করা।

١٨٩١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ اِبْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ .

১৮৯১। আমর ইবনে যুরারা (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন, তখন আমরা তাঁর কন্যার লাশ গোসল করাচ্ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে বরই পাতাযুক্ত পানি দিয়ে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিকবার গোসল করাও, যদি তোমরা প্রয়োজন বোধ করো। শেষের বার কিছু কর্পূর দিবে। তোমরা অবসর হয়ে আমাকে জানাবে। অতএব আমরা অবসর হয়ে তাঁকে জনালাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর লুঙ্গিখানা দিয়ে বলেন ঃ এটা তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও। রাবী বলেন, হাফসা (রা) বলেছেন, তাকে তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার গোসল করাবে। উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, আমরা তার চুল আঁচড়িয়ে তিন ভাগে বিভক্ত করলাম।

١٨٩٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِى حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَجَعَلْنَا رَاْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ .

১৮৯২। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, আমরা তার মাথার চুল তিনভাগে বিভক্ত করলাম।

١٨٩٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَاْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ .

১৮৯৩। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা তার মাথার চুল তিন ভাগে বিভক্ত করলাম।

اَلْاِشْعَارُ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ লাশের দেহে কাপড় জড়িয়ে দেয়া।

١٨٩٤- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَيُّوْبُ بْنُ اَبِى تَمِيْمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ كَانَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ امْرَاَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَدِمَتْ تُبَادِرُ ابْنًا لَّهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ حَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَّاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ لاَ اَدْرِىْ اَىُّ بَنَاتِهٖ هِىَ قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُهُ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ اَتُؤَزَّرُ بِهٖ قَالَ لاَ اُرَاهُ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلَ الْفُفْنَهَا فِيْهِ .

১৮৯৪। ইউসুফ ইবনে সাঈদ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) একজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তিনি (বসরায়) এসে তাড়াহুড়া করে তার ছেলের কাছে গেলেন, কিন্তু তাকে পেলেন না। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, নবী ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন তাঁর মেয়েকে গোসল করাচ্ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে বড়ই পাতাযুক্ত পানি দিয়ে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিকবার গোসল করাও, যদি তোমরা প্রয়োজন বোধ করো এবং শেষবার কিছু কর্পূর দিবে। আর তোমরা অবসর হয়ে আমাকে জানাবে। অতএব আমরা অবসর হয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর একটি লুঙ্গি দিলেন এবং বললেন ঃ এটা তার দেহে জড়িয়ে দাও। রাবী (মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন) এর চেয়ে বেশি কিছু বলেননি। রাবী আইউব ইবনে তামীমা বলেন, আমি জানি না, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন্ মেয়ে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তার দেহে জড়িয়ে দাও"-এর অর্থ কি? এটা কি তাকে পাজামা হিসাবে পরিধান করানো হবে? তিনি বললেন, তা আমার মনে হয় না। তবে তিনি হয়তো বলেছিলেন, তা দিয়ে পেঁচিয়ে দাও।

١٨٩٥- اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ النَّسَائِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ وَاغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَالْمَاءِ وَاجْعَلْنَ فِىْ اٰخِرِ ذٰلِكَ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ قَالَتْ فَاٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ .

১৮৯৫। শুআইব ইবনে ইউসুফ (র)... উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর এক মেয়ের মৃত্যু হলে তিনি বললেন ঃ তাকে তিন, পাঁচ বা ততোধিকবার গোসল করাও, যদি তোমরা প্রয়োজন মনে করো এবং তাকে বড়ই পাতাযুক্ত পানি দ্বারা গোসল করাও, শেষবার কিছু কর্পূর দিও। তোমরা অবসর হলে আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, অতএব আমরা তাঁকে জানালাম। তিনি তাঁর লুঙ্গি আমাদের দিলেন এবং বলেন ঃ এটা তার দেহে জড়িয়ে দাও।

اَلْاَمْرُ بِتَحْسِيْنِ الْكَفَنِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম কাফন পরিধান করানোর নির্দেশ।

١٨٩٦- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّىُّ الْقَطَّانُ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ

خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلاً وَكُفِّنَ فِىْ كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّقْبَرَ الْاِنْسَانُ لَيْلاً اِلاَّ اَنْ يُّضْطَرَّ اِلٰى ذٰلِكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ .

১৮৯৬। আবদুর রহমান ইবনে খালিদ (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন। তিনি মারা গেলে তাকে অনুত্তম কাফনে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জরুরী অবস্থা ব্যতীত রাতের বেলা লাশ দাফন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের অভিভাবক হলে সে যেন তাকে উত্তম কাফন পরিধান করায়।

اَىُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ ধরনের কাফন উৎকৃষ্ট?

١٨٩٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ عَرُوْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ .

১৮৯৭। আমর ইবনে আলী (র)... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সাদা পোশাক পরিধান করো। কেননা তা সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।

كَفَنُ النَّبِىِّ ﷺ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহানবী ﷺ-এর কাফন।

١٨٩٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ سُحُوْلِيَّةٍ بِيْضٍ .

১৮৯৮। ইসহাক (র)... আয়েশা (র) বলেন, নবী ﷺ -কে সুহূল নামক স্থানের তিনখানা সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল।

١٨٩٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَّلاَ عِمَامَةٌ .

১৮৯৯। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুহূল নামক স্থানের তিনখানা সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে জামা ও পাগড়ি ছিলো না।

١٩٠٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَعِمَامَةٌ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ اُتِىَ بِالْبُرْدِ وَلٰكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيْهِ .

১৯০০। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি ইয়ামানী সাদা সূতী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে জামা ও পাগড়ি ছিলো না। আয়েশা (রা)-এর কাছে দুই কাপড়ে এবং একটি নকশী চাদরে কাফন দেয়ার ব্যাপারে লোকমুখে বলা কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, তা আনা হয়েছিল কিন্তু উপস্থিত লোকজন তা ফেরত দেন এবং তাতে তাঁকে কাফন দেননি।

اَلْقَمِيْصُ فِىْ الْكَفَنِ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ কাফনে জামা ব্যবহার করা।

١٩٠١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ جَاءَ ابْنُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَعْطِنِىْ قَمِيْصَكَ حَتّٰى اُكَفِّنَهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَاَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ ثُمَّ قَالَ اِذَا فَرَغْتُمْ فَاٰذِنُوْنِىْ اُصَلِّىْ عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ قَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ اَنَا بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ قَالَ اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِمْ .

১৯০১। আমর ইবনে আলী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, (মোনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার ছেলে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলেন, আমাকে আপনার জামাটি দিন যাতে আমি তা দিয়ে তাকে কাফন দিতে পারি। আর আপনি তার জানাযা পড়ান, তার জন্য দোয়া করুন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তাকে তার জামা দিলেন, তারপর বললেন ঃ তোমরা (গোসল দিয়ে) অবসর হলে আমাকে অবহিত করো, আমি তার জানাযা পড়বো। উমার (রা) তাঁকে টেনে ধরে বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তো মোনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করার ব্যাপারে আমাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। অতএব তিনি বলেন, "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে" (৯ ঃ ৮০)। অতএব তিনি তার জানাযা পড়লেন। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, "তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না" (৯ ঃ ৮৪)। এরপর থেকে তিনি মোনাফিকদের জানাযা পড়া ত্যাগ করেন।

١٩٠٢- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو وَسَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ وَقَدْ وُضِعَ فِىْ حُفْرَتِه فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَاَمَرَ بِه فَاُخْرِجَ لَهُ فَوَضَعَهُ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِه وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ .

১৯০২। আবদুল জাব্বার ইবনুল আলা (র).... জাবের (রা) বলেন, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কবরের কাছে আসলেন। ইতিমধ্যে তাকে তার কবরে রাখা হয়েছিল। তিনি কবরের পাশে দাঁড়ালেন এবং তাকে কবর থেকে তোলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাকে কবর থেকে তোলা হলো। তিনি তাকে নিজের হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখলেন, তাকে নিজের জামা পরিয়ে দিলেন এবং স্বীয় থুথু তার শরীরের উপর ছিটিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

١٩٠٣- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الزُّهْرِىُّ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِيْنَةِ فَطَلَبَتِ الْاَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُوْنَهُ فَلَمْ يَجِدُوْا قَمِيْصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ الاَّ قَمِيْصَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ فَكَسَوْهُ اِيَّاهُ .

১৯০৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আয-যুহরী (র)... জাবের (রা) বলেন, আব্বাস (রা) মদীনায় (বন্দী) ছিলেন। আনসারগণ তাকে পরিধান করানোর জন্য একটি পরিধেয় তালাশ করে তার গায়ে লাগার মত কোন জামার সংস্থান করতে পারলেন না আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর জামা ব্যতীত। তারা সেটাই তাকে পরিধান করান।

١٩٠٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَاَخْبَرَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيْقًا قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَغِىْ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَاكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيْهِ الاَّ نَمِرَةً كُنَّا اذَا غَطَّيْنَا رَاْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ رَاْسُهُ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّىَ بِهَا رَاْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ اِذْخِرًا وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا وَاللَّفْظُ لِاسْمَاعِيْلَ .

১৯০৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... খাব্বাব (রা) বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের অভিপ্রায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হিজরত করলাম। অতএব আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্‌র যিম্মায় রইলো। আমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করলো তারা প্রতিদান কিছুই ভোগ করতে পারলো না। যেমন মুসআব ইবনে উমায়ের (রা), যিনি উহুদের জিহাদে শাহাদাতবরণ করেন। আমরা তার কাফনের উপযোগী কোন কাপড়ের সংস্থান করতে পারিনি, শুধু একটি চাদর ছাড়া। তা দিয়ে তার মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেতো, আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চাদর দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দিয়ে পদদ্বয় ঘাস দিয়ে ঢেকে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন। আর আমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা প্রতিদান পেয়েছে এবং তা ভোগও করছে।

كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ اِذَا مَاتَ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি মারা গেলে তাকে কিভাবে কাফন পরানো হবে?

١٩٠٥- اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِىْ ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ اَحْرَمَ فِيْهِمَا وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَاْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا .

১৯০৫। উতবা ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ইহরামধারী ব্যক্তিকে তার পরিধানের কাপড়দ্বয়সহ গোসল দিবে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে, অতঃপর তাকে তার ঐ কাপড় দু'টি দিয়ে কাফন দিবে, তার শরীরে

সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা সে কিয়ামতের দিন ইহরামের কাপড় পরিহিত অবস্থায় উত্থিত হবে।

اَلْمِسْكُ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ কস্তুরী

١٩٠٦- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَشَبَابَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ اَبَا نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْيَبُ الطِّيْبِ الْمِسْكُ .

১৯০৬। মাহমূদ ইবনে গায়লান (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি হলা কস্তুরী।

١٩٠٧- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْمُسْتَمِرِ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْرِ طِيْبِكُمُ الْمِسْكُ .

১৯০৭। আলী ইবনুল হুসাইন আদ-দিরহামী (র)....আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি হলো কস্তুরী।

اَلْاِذْنُ بِالْجَنَازَةِ

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামায পড়া সম্পর্কে অবহিত করা।

١٩٠٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ مِسْكِيْنَةً مَرِضَتْ فَاُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَرَضِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَسَاكِيْنَ وَيَسْاَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَتْ فَاٰذِنُوْنِىْ فَاُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً وَكَرِهُوْا اَنْ يُّوْقِظُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُخْبِرَ بِالَّذِىْ كَانَ مِنْهَا فَقَالَ اَلَمْ اٰمُرْكُمْ اَنْ تُؤْذِنُوْنِىْ بِهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرِهْنَا اَنْ نُوْقِظَكَ لَيْلاً فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلٰى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ .

১৯০৮। কুতায়বা (র)... আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। এক দরিদ্র মহিলা অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার অসুস্থতা সম্পর্কে অবহিত করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ গরীব-দুঃখী রোগীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সে মারা গেলে তোমরা আমাকে খবর দিও। রাতে তার জানাযা পড়া হলো এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঘুম থেকে জাগানো সমীচীন মনে করলেন না। ভোর হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘটনা জানানো হলো। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে আমাকে অবহিত করতে বলিনি? তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে রাতে ঘুম থেকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবরের পাশে গিয়ে লোকজনসহ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং চারটি তাকবীরে নামায পড়লেন।

اَلسُّرْعَةُ بِالْجَنَازَةِ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ কাফন-দাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।

١٩٠٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مِهْرَانَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلٰى سَرِيْرِهِ قَالَ قَدِّمُوْنِىْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ يَعْنِى السُّوْءَ عَلٰى سَرِيْرِهِ قَالَ يَا وَيْلَتِىْ (وَيْلِىْ) اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِىْ .

১৯০৯। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন নেক্‌কার ব্যক্তিকে তার খাটিয়ায় রাখা হয় তখন সে বলে, "আমাকে দ্রুত কবর দাও, আমাকে দ্রুত কবর দাও। আর যখন কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে তার খাটিয়ায় রাখা হয় তখন সে বলে, হায় আমার ধ্বংস! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

١٩١٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا (وَيْلَتَا) اِلٰى اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْسَمِعَهَا الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ .

১৯১০। কুতায়বা (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তির লাশ খাটিয়ায় রেখে লোকজন তাকে কাঁধে করে নিয়ে যায়, যদি সে নেক্কার হয় তবে বলতে থাকে, আমাকে কবর দাও, আমাকে কবর দাও। আর যদি সে পাপিষ্ঠ হয় তবে বলতে থাকে, হায় ধ্বংস! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? তার আওয়াজ মানুষ ব্যতীত অন্য সব প্রাণী শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতে পেতো তবে অবশ্যই সে বেহুঁশ হয়ে যেতো।

١٩١١-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

১৯১১। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা দ্রুত লাশ দাফন করবে। সে সৎকর্মপরায়ণ হলে তা হবে তার জন্য কল্যাণকর। তোমরা তাকে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে দিলে। আর সে যদি পাপাচারী হয়ে থাকে তবে তোমরা এক পাপাচারীকে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলে।

١٩١٢- اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَدَّمْتُمُوْهَا اِلَى الْخَيْرِ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذٰلِكَ كَانَتْ شَرًّا تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

১৯১২। সুওয়াইদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা দ্রুত দাফন-কাফনের কাজ শেষ করবে। যদি সে নেক্কার হয় তবে তোমরা তাকে তার কল্যাণের দিকে দ্রুত এগিয়ে দিলে। আর সে যদি বদকার হয় তবে তোমরা এক বদকারকে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলে।

١٩١٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِيْ بَيْنَ يَدَيِ السَّرِيْرِ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِّنْ اَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمَوَالِيْهِمْ يَسْتَقْبِلُوْنَ السَّرِيْرَ وَيَمْشُوْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ فَكَانُوْا

يَدبُّوْنَ دَبِيْبًا حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طَرِيْقِ الْمِرْبَدِ لَحِقَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ عَلٰى بَغْلَةٍ فَلَمَّا رَاَى الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ وَاَهْوٰى اِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ وَقَالَ خَلُّوْا فَوَالَّذِيْ اَكْرَمَ وَجْهَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ لَقَدْ رَاَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلاً فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ .

১৯১৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইউনুস (র) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। যিয়াদ এসে খাটিয়ার সামনে দিয়ে হাঁটছিল। আবদুর রহমান (রা)-এর পরিবার-পরিজনের কিছু লোক এবং তাদের গোলামগণ জানাযার খাটিয়াকে সামনে রেখে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, ধীরে চলো ধীরে চলো। আল্লাহ্ তোমাদের বরকত দিন। অতএব তারা খুব ধীরপদে চলছিল। যখন আমরা মিরবাদ-এর রাস্তায় পৌছলাম, আবু বাকরা (রা) খচ্চরে চড়ে এসে আমাদের সাথে মিলিত হলেন। তাদের কার্যকলাপ দেখে তিনি আরোহিত অবস্থায় তাদের দিকে ধাবিত হলেন। তিনি তাদের দিকে চাবুক নিয়ে ঝুঁকলেন এবং বললেন, তোমরা এ সমস্ত ছাড়ো। সেই সত্তার শপথ যিনি আবুল কাসেম ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন, আমার স্মরণ আছে, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা লাশ নিয়ে খুব দ্রুত হেঁটেছি। (এ হাদীস শুনে) লোকজন খুশী হলো।

١٩١٤- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُشَيْمٍ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلاً وَاللَّفْظُ حَدِيْثُ هُشَيْمٍ .

১৯১৪। আলী ইবনে হুজ্র (র)... আবু বাক্রা (রা) বলেন, আমি যেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। আমরা লাশ নিয়ে দ্রুত হেঁটেছি।

١٩١٥- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَحْيٰى اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ .

১৯১৫। ইয়াহ্ইয়া ইবনে দুরুস্তা (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের নিকট দিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে। আর যারা লাশের সাথে যাবে তারা যেন লাশ নামিয়ে রাখার পূর্বে না বসে।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ লাশ দেখে দাঁড়ানোর নির্দেশ

١٩١٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَّعَهَا فَلْيَقُمْ حَتّٰى تُخَلِّفَهُ اَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُخَلِّفَهُ .

১৯১৬। কুতায়বা (র)... আমের ইবনে রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ লাশ নিয়ে যেতে দেখে এবং তার সাথে না গেলে সে যেন দাঁড়িয়ে যায়— যতক্ষণ পর্যন্ত না সে লাশের পিছনে পড়ে কিংবা পিছনে পড়ার পূর্বে লাশ নামিয়ে রাখা হয়।

١٩١٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ اَوْ تُوْضَعَ .

১৯১৭। কুতায়বা (র)... আমের ইবনে রাবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা যখন লাশ নিয়ে যেতে দেখবে তখন তার পিছনে না পড়া পর্যন্ত কিংবা তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।

١٩١٨- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ هِشَامٍ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ .

১৯১৮। আলী ইবনে হুজ্‌র (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা লাশ নিয়ে যেতে দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে তার অনুগমন করবে সে যেন তা নামিয়ে রাখার পূর্বে না বসে।

١٩١٩- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ قَالاَ مَا رَاَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَهِدَ جَنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتّٰى تُوْضَعَ .

১৯১৯। ইউসুফ ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন লাশের সাথে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তা নামিয়ে রাখার পূর্বে কখনো বসতে দেখিনি।

١٩٢٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ ح وَاَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرُّوْا عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ وَقَالَ عَمْرٌو اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ .

১৯২০। আমর ইবনে আলী (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ দিয়ে লোকজন একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

١٩٢١-اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَطَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَ مَنْ مَّعَهُ فَلَمْ يَزَالُوْا قِيَامًا حَتّٰى نَفَذَتْ .

১৯২১। আইউব ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়ায্যান (র)... ইয়াযীদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসা ছিলেন। তখন একটি লাশ দেখা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথে যারা ছিলেন তারাও দাঁড়িয়ে গেলেন। ঐ লাশ নিয়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে থাকলেন।

اَلْقِيَامُ لِجَنَازَةِ اَهْلِ الشِّرْكِ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের লাশ দেখে দাঁড়ানো।

١٩٢٢- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا اِنَّهَا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَقَالاَ مُرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ اَلَيْسَتْ نَفْسًا .

১৯২২। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) বলেন, সাহ্ল ইবনে হুনাইফ ও কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা (রা) কাদেসিয়ায় ছিলেন। তাদের নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তারা দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদেরকে বলা হলো, এটি তো এক যিম্মীর লাশ। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, সে তো ইয়াহূদী। তিনি বলেন ঃ সে কি মানুষ নয়?

١٩٢٣- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ هِشَامٍ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُوْدِيَّةٍ فَقَالَ اِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَاِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا . اَللَّفْظُ لِخَالِدٍ .

১৯২৩। আলী ইবনে হুজ্‌র (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাদের নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো এক ইয়াহূদী নারীর লাশ। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় প্রত্যেক মৃত্যুতেই ভীতি আছে। অতএব যখন তোমরা লাশ নিয়ে যেতে দেখবে তখন দাঁড়াবে।

اَلرُّخْصَةُ فِيْ تَرْكِ الْقِيَامِ

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ না দাঁড়ানোর অনুমতি।

١٩٢٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامُوْا لَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ مَا هٰذَا قَالُوْا اَمْرُ اَبِيْ مُوْسٰى فَقَالَ اِنَّمَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِيَّةٍ وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذٰلِكَ .

১৯২৪। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... আবু মা'মার (র) বলেন, আমরা আলী (র)-এর নিকট ছিলাম। তার নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যেতে লোকজন দাঁড়ালেন। আলী (রা) বলেন, এ কি? তারা বলেন, আবু মূসা (রা)-এর নির্দেশ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইয়াহূদী নারীর লাশ দেখে দাঁড়িয়েছিলেন, এরপর আর তা করেননি।

١٩٢٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ اَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ .

১৯২৫। কুতায়বা (র)... মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। হাসান ইবনে আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় হাসান (রা) দাঁড়ালেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন না। হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ইয়াহূদীর লাশ দেখে দাঁড়াননি? ইবনে আব্বাস বলেন, হাঁ। তারপর তিনি আর দাঁড়াননি।

١٩٢٦- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَمَا قَامَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ .

১৯২৬। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে সীরীন (র) বলেন, হাসান ইবনে আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন হাসান (রা) দাঁড়ালেন কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন না। হাসান (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি লাশ নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়াননি? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু পরে আর দাঁড়াননি।

١٩٢٧- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَ اَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الْاٰخَرُ فَقَالَ الَّذِيْ قَامَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَامَ قَالَ لَهُ الَّذِيْ جَلَسَ لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَلَسَ .

১৯২৭। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তাদের নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের একজন দাঁড়ালেন এবং অন্যজন বসে থাকলেন। যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি বলেন, তুমি তো নিশ্চয় জানো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন? যিনি বসেছিলেন তিনি বলেন, আমি জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন।

١٩٢٨- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَارُوْنَ الْبَلْخِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ اِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُوْدِىٍّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى طَرِيْقِهَا جَالِسًا فَكَرِهَ اَنْ تَعْلُوَ رَاْسَهُ جَنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ فَقَامَ .

১৯২৮। ইবরাহীম ইবনে হারূন আল-বালখী (র)... জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। হাসান ইবনে আলী (রা) বসা ছিলেন। তখন তার নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হলে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকলো সেই লাশ নিয়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত। হাসান (রা) বললেন, এক ইয়াহূদীর লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। ইয়াহূদীর লাশ তার মাথার উপর দিয়ে যাবে তা তিনি অপছন্দ করার কারণে দাঁড়ান।

١٩٢٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِىٍّ مَرَّتْ بِهِ حَتّٰى تَوَارَتْ .

১৯২৯। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে (র)... জাবের (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে এক ইয়াহূদীর লাশ নিয়ে যেতে তা দৃষ্টিসীমার অন্তরাল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন।

١٩٣٠- اَخْبَرَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَيْضًا اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِىٍّ حَتّٰى تَوَارَتْ .

১৯৩০। আবুয যুবাইর (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক ইয়াহূদীর লাশের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তা দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত।

١٩٣١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَقِيْلَ اِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ فَقَالَ اِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ .

১৯৩১। ইসহাক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়ান। তাকে বলা হলো, এতো এক ইয়াহূদীর লাশ। তিনি বলেন ঃ আমরা তো ফেরেশতাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছি।

اِسْتِرَاحَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْمَوْتِ

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুতে মুমিন ব্যক্তির শান্তি লাভ।

١٩٣٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ اَوْ مُسْتَرَاحٌ مِّنْهُ فَقَالُوْا مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاَذَاهَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .

১৯৩২। কুতায়বা (রা)... আবু কাতাদা ইবনে রিবঈ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন ঃ হয়তো সে শান্তিলাভকারী বা তার থেকে লোকজন নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কে শান্তি লাভকারী আর কার থেকেই বা লোকজন নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত? তিনি বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পায়। আর পাপাচারীর মৃত্যুতে মানুষ, জনপদ, বৃক্ষরাজি ও প্রাণীকুল তার (অনিষ্ট) থেকে নিষ্কৃতি পায়।

اَلْاِسْتِرَاحَةُ مِنَ الْكُفَّارِ

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ কাফের থেকে নিষ্কৃতি লাভ।

١٩٣٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ اَبِىْ كَرِيْمَةَ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُوَ الْحَرَانِىُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنِىْ زَيْدٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ اَلْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ فَيَسْتَرِيْحُ مِنْ اَوْصَابِ الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا وَاَذَاهَا وَالْفَاجِرُ يَمُوْتُ فَيَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .

১৯৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াহ্‌ব (র)... আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ একটি লাশ দেখা গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ শান্তি লাভকারী বা তার থেকে মুমিনগণ নিষ্কৃতি পাচ্ছে। মুমিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে তখন সে তার দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মসীবত থেকে নিষ্কৃতি পায়। আর পাপাচারী মারা গেলে তার থেকে লোকজন, জনপদ, বৃক্ষরাজি ও প্রাণীকুল নিষ্কৃতি পায়।

بَابُ الثَّنَاءِ

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা।

١٩٣٤- اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى فَاُثْنِيَ عَلَيْهِ شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتَ وَجَبَتْ فَقَالَ مَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَّجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَّجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَاَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ .

১৯৩৪। যিয়াদ ইবনে আইউব (র)... আনাস (রা) বলেন, একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তার উত্তম প্রশংসা করা হলো। নবী ﷺ বলেন ঃ অবধারিত হলো। আর একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তার পাপাচারের আলোচনা করা হলো। নবী ﷺ বলেন ঃ অবধারিত হলো। উমার (রা) বলেন, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গীত হোক। একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তার প্রশংসা করা হলে আপনি বললেন ঃ অবধারিত হলো। আর একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তার পাপাচারের আলোচনা করা হলে আপনি বললেন ঃ অবধারিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা যার প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হলো। আর তোমরা যার পাপাচারের আলোচনা করলে তার জন্য দোযখ অবধারিত হলো। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষী।

١٩٣٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَامِرٍ وَجَدُّهُ اُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا قَوْلُكَ الْاُوْلٰى وَالْاُخْرٰى وَجَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَلٰئِكَةُ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي السَّمَاءِ وَاَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ .

১৯৩৫। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, লোকজন নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে গেলো এবং তার প্রশংসা করলো। নবী ﷺ বলেন ঃ অবধারিত হলো। অতঃপর লোকজন অন্য একটি লাশ নিয়ে গেলো এবং তার সম্পর্কে মন্দ

আলোচনা করলো। নবী ﷺ বলেন ঃ অবধারিত হলো। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার মন্তব্য "অবধারিত হলো"-এর অর্থ কি? নবী ﷺ বলেন ঃ ফেরেশতাগণ আসমানে আল্লাহ্র সাক্ষী এবং তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষী।

١٩٣٦- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالاَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرٰى فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثِ فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ قَالُوْا خَيْرًا (قَالَ بِالْخَيْرِ) اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا اَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ اَوْ ثَلاَثَةٌ قُلْنَا اَوْ اِثْنَانِ قَالَ اَوْ اِثْنَانِ .

১৯৩৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবুল আসওয়াদ আদ-দীলী (র) বলেন, আমি মদীনায় এলাম এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে বসলাম। তখন একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হলে তার প্রশংসা করা হলো। উমার (রা) বলেন, অবধারিত হলো। দ্বিতীয় লাশটি নিয়ে যেতে যেতে তারও প্রশংসা করা হলো। উমার (রা) বলেন, অবধারিত হলো। তৃতীয় একটি লাশ নিয়ে যেতে যেতে তার মন্দ আলোচনা করা হলো। উমার (রা) বলেন, অবধারিত হলো। আমি বললাম, কি অবধারিত হলো হে আমীরুল মুমিনীন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ বলেছেন, আমিও তদ্রূপ বলেছি ঃ যে কোন মুসলমান সম্পর্কে চারজন মানুষ ভালো বলে সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজনে সাক্ষ্য দেয়? তিনি বলেন, তিনজনে সাক্ষ্য দিলেও। আমরা বললাম, যদি দুইজনে সাক্ষ্য দেয়? তিনি বলেন, দুইজনে সাক্ষ্য দিলেও।

اَلنَّهْىُ عَنْ ذِكْرِ الْهَلْكٰى اِلاَّ بِخَيْرٍ

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্যরূপ মন্তব্য করা নিষেধ।

١٩٣٧- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ هَالِكٌ بِسُوْءٍ فَقَالَ لاَ تَذْكُرُوْا هَلْكَاكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ .

১৯৩৭। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকূব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর সামনে এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উত্তম পন্থায়ই স্মরণ করবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ سَبِّ الْاَمْوَاتِ

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিদের গালমন্দ করা নিষেধ।

١٩٣٨- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَانَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا .

১৯৩৮। হুমাইদ ইবনে মাসআদা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মৃত ব্যক্তিদের গালমন্দ করবে না। কেননা তারা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করার স্থানে পৌছে গেছে।

١٩٣٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقٰى وَاحِدٌ عَمَلُهُ .

১৯৩৯। কুতায়বা (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে। তার পরিবার-পরিজন, তার ধন-সম্পদ ও তার কৃতকর্ম। অতঃপর দুইটি বস্তু ফিরে আসে—তার পরিবার-পরিজন ও তার ধন-সম্পত্তি এবং অন্যটি তার সাথেই থেকে যায় অর্থাৎ তার কৃতকর্ম।

١٩٤٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ .

১৯৪০। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উপর অপর মুমিন ব্যক্তির ছয়টি অধিকার রয়েছে। (১) সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে; (২) তার জানাযায় উপস্থিত হবে; (৩) সে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে; (৪) তার সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম দিবে; (৫) সে হাঁচি দিলে "আল্লাহ তোমায়

দয়া করুন" বলবে এবং (৬) সে অনুপস্থিত থাকুক বা উপস্থিত থাকুক উভয় অবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবে।

اَلْاَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ লাশের অনুগমন করার নির্দেশ।

١٩٤١- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَاَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ (سَعْدٍ) قَالَ هَنَّادٌ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُوْمِ وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ .

১৯৪১। সুলায়মান ইবনে মানসূর আল-বালখী (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাতটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে বারণ করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন—অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিতে, হাঁচিদাতার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে, শপথ পূরণ করতে, মজলুমকে সাহায্য করতে, সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে, দাওয়াতকারীর দাওয়াত গ্রহণ করতে এবং লাশের সাথে গমন করতে। আর তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন—স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে এবং মায়াছির, কাস্‌সী, ইসতিবরাক, হারীর ও দীবাজ (রেশমী বস্ত্র) ব্যবহার করতে।

فَضْلُ مَنْ يَتَّبِعُ (تَبِعَ) جَنَازَةً

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ লাশের অনুগমনকারীদের ফযীলাত।

١٩٤٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ بُرْدٍ اَخِيْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ قِيْرَاطٌ وَمَنْ مَشٰى مَعَ الْجَنَازَةِ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ قِيْرَاطَانِ وَالْقِيْرَاطُ مِثْلُ اُحُدٍ .

১৯৪২। কুতায়বা (র)...আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করা পর্যন্ত লাশের সাথে থাকে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত লাশের সাথে থাকে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। এক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

١٩٤٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ فَاِنْ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ يُّفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ .

১৯৪৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত লাশের সাথে থাকে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। আর সে যদি দাফন কার্য শেষ করার পূর্বেই ফিরে আসে তবে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব।

مَكَانُ الرَّاكِبِ مِنَ الْجَنَازَةِ

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ যানবাহনে চড়ে লাশের সাথে গমনকারীর স্থান।

١٩٤٤- اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَاَخُوْهُ الْمُغِيْرَةُ جَمِيْعًا عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِيْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلّٰى عَلَيْهِ .

১৯৪৪। যিয়াদ ইবনে আইউব (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বাহনে আরোহী ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে থাকবে। আর হেঁটে যাওয়া ব্যক্তি লাশের যে কোন পাশ দিয়ে যেতে পারে। শিশুর জানাযাও পড়তে হবে।

مَكَانُ الْمَاشِيْ مِنَ الْجَنَازَةِ

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ লাশের সাথে পদব্রজে গমনকারীর স্থান।

١٩٤٥- اَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَمِّهِ زِيَادِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِى حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلّٰى عَلَيْهِ .

১৯৪৫। আহ্মাদ ইবনে বাক্কার আল-হাররানী (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে যাবে এবং পদব্রজে গমনকারী যে কোন পাশ দিয়ে যেতে পারে। আর শিশুর জানাযাও পড়তে হবে।

١٩٤٦- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ .

১৯৪৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্র ও উমার (রা)-কে লাশের আগে আগে পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছেন।

١٩٤٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَنْصُوْرٌ وَّزِيَادٌ وَبَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ كُلُّهُمْ ذَكَرُوْا اَنَّهُمْ سَمِعُوْا مِنَ الزُّهْرِىِّ يُحَدِّثُ اَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاٰى النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمْشُوْنَ بَيْنَ يَدَىِ الْجَنَازَةِ.قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ .

১৯৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্র, উমার ও উসমান (রা)-কে লাশের আগে আগে পদব্রজে যেতে দেখেছেন।

اَلْاَمْرُ بِالصَّلٰوةِ عَلَى الْمَيِّتِ

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ার নির্দেশ।

١٩٤٨- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ .

১৯৪৮। আলী ইবনে হুজ্র (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের এক ভাই (নাজ্জাশী) মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা প্রস্তুত হও এবং তার জন্য জানাযার নামায পড়ো।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الصِّبْيَانِ

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের জন্য জানাযার নামায পড়া।

١٩٤٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰ عَنْ عَمَّتِه عَائِشَةَ بِنْت طَلْحَةَ عَنْ خَالَتِهَا اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِىٍّ مِّنْ صِبْيَانِ الْاَنْصَارِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ طُوْبٰى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِّنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ سُوْءًا وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ اَوَ غَيْرُ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا اَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا اَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ .

১৯৪৯। আমর ইবনে মানসূর (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক আনসারী বালকের লাশ আনা হলে তিনি তার জানাযার নামায পড়েন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্যকার এ চড়ুই পাখীটি কতই না ভাগ্যবান! সে কোন পাপ কাজ করেনি এবং পাপ তাকে স্পর্শও করেনি। তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! এর অন্যথাও হতে পারে। মহামহিম আল্লাহ জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এবং তার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশে থাকতেই। তিনি জাহান্নামও সৃষ্টি করেছেন এবং তার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশে থাকতেই।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْاَطْفَالِ

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ বাচ্চাদের জন্য জানাযার নামায পড়া।

١٩٥٠- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِىْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلّٰى عَلَيْهِ .

১৯৫০। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আরোহীরা লাশের পিছে পিছে যাবে এবং পদব্রজে গমনকারীরা লাশের যে পাশ দিকে ইচ্ছা যেতে পারে। বাচ্চা শিশুর জানাযার নামায পড়তে হবে।

اَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সন্তান-সন্তুতি।

١٩٥١-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ .

১৯৫১। ইসহাক (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ তারা (বেঁচে থাকলে) কি করতো তৎসম্পর্কে আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

١٩٥٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ قَيْسٍ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ .

১৯৫২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ই তাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত যে, তারা (বেঁচে থাকলে) কি করতো।

١٩٥٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ خَلَقَهُمُ اللّٰهُ حِيْنَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَا كَانُوْ عَامِلِيْنَ .

১৯৫৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ যখন তাদের সৃষ্টি করেন তখনই তিনি তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন যে, তারা কি করতো।

١٩٥٤- اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ .

১৯৫৪। মুজাহিদ ইবনে মূসা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ -কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেনঃ তারা কি করতো তা আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الشُّهَدَاءِ

৬১-অনুচ্ছেদঃ শহীদগণের জন্য জানাযার নামায।

١٩٥٥- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ اَنَّ ابْنَ اَبِىْ عَمَّارٍ اَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَعْرَابِ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاٰمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ اُهَاجِرُ مَعَكَ فَاَوْصٰى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ بَعْضَ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِىُّ ﷺ سَبْيًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ فَاَعْطٰى اَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعٰى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوْهُ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالَ قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ مَا عَلٰى هٰذَا اتَّبَعْتُكَ وَلٰكِنِّىْ اتَّبَعْتُكَ عَلٰى اَنْ اُرْمٰى اِلٰى هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ فَاَمُوْتُ فَاَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ اِنْ تَصْدُقِ اللّٰهَ يَصْدُقْكَ فَلَبِثُوْا قَلِيْلاً ثُمَّ نَهَضُوْا فِىْ قِتَالِ الْعَدُوِّ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ يُحْمَلُ قَدْ اَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ اَشَارَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَهُوَ هُوَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ صَدَقَ اللّٰهَ فَصَدَقَهُ ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ جُبَّةِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِىْ سَبِيْلِكَ فَقُتِلَ شَهِيْدًا اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى ذٰلِكَ .

১৯৫৫। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন নবী ﷺ -এর নিকট এসে তাঁর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাঁর সাথে থাকলো। অতঃপর সে বললো, আমি কি আপনার সাথে হিজরত করবো? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে কোন সাহাবীকে ওসিয়াত করলেন। এক যুদ্ধে গনীমত হিসাবে কিছু বন্দী নবী ﷺ-এর হস্তগত হলো। তিনি সেগুলো বন্টন করে দিলেন এবং বেদুঈনকেও ভাগ দিলেন। তার অংশ সাহাবীগণ তাকে দিলেন। সে অন্যান্য সাহাবীদের সওয়ারীর উট চরাতো। বেদুঈন এলে তারা সেগুলো তাকে দিলেন। সে জিজ্ঞেস করলো, এগুলো কি? তারা বলেন, তোমার অংশ যা

তোমাকে নবী ﷺ দিয়েছেন। সে সেগুলো নিলো এবং সেগুলোসহ নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, এগুলো কি? তিনি বলেন ঃ এ ভাগটা আমি তোমাকে দিয়েছি। সে বললো, এজন্য আমি আপনার অনুসরণ করিনি, বরং এজন্য অনুসরণ করেছি, যেন এখানে আমি তীর গ্রহণ করতে পারি এবং সে তার তীর দিয়ে তার গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করল এবং শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বলেন ঃ যদি তুমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে থাকো তবে আল্লাহ তোমার সেই আশা সত্য করে দেখাবেন। কিছুক্ষণ পরেই সে শত্রু নিধনের জন্য দৌড়িয়ে গেলো। অতঃপর তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আনা হলে দেখা গেলো তার ঠিক সেই স্থানেই তীর বিদ্ধ ছিল যেখানে সে ইঙ্গিত করেছিলো। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ এ কি সেই ব্যক্তিই? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ সে আল্লাহ্‌কে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ্ তাকে সত্য সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে স্বীয় জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাকে সন্মুখে রেখে তার জানাযার নামায পড়লেন। তার জানাযার নামাযে তিনি যা প্রকাশ করলেন তা হলো, "হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি তোমার বান্দা, সে তোমার রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছিল। এখন সে শাহাদাত বরণ করেছে। আমি তার জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম"।

١٩٥٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلٰوتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ .

১৯৫৬। কুতায়বা (র)... উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন রওয়ানা হয়ে গিয়ে মৃতের জানাযার ন্যায় উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়লেন। পরে তিনি (মসজিদে নববীর) মিম্বারে ফিরে এসে বলেন ঃ তোমাদের আমি অগ্রগামী দলরূপে পাঠাচ্ছি। আর আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকলাম।

تَرْكُ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِمْ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ শহীদগণের জানাযার নামায না পড়া।

١٩٥٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ قَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِىْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا .

১৯৫৭। কুতায়বা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের দুই-দুইজনকে এক কাপড়ে কাফন পরাতেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করতেন, এই দুইজনের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী? তাদের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে তিনি তাকে কবরে আগে নামাতেন এবং বলতেন ঃ আমি এদের জন্য সাক্ষী রইলাম। তিনি শহীদগণকে তাদের রক্তমাখা দেহে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। আর তিনি তাদের জানাযাও পড়েননি এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হয়নি।

بَابُ تَرْكِ الصَّلٰوةِ عَلَى الْمَرْجُوْمِ

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ যেনার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জানাযা পড়া ত্যাগ করা।

١٩٥٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَنُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَسْلَمَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اِعْتَرَفَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اِعْتَرَفَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتّٰى شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لاَ قَالَ اَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَرُجِمَ فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَاُدْرِكَ فَرُجِمَ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

১৯৫৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যেনার স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবারো স্বীকারোক্তি করলে তিনি এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবারো স্বীকারোক্তি করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের সম্পর্কে চারবার স্বীকারোক্তি করলো। অতঃপর নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি পাগল? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাবিহ? সে বললো, হাঁ। অতএব নবী ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাকে রজম করা হলো। পাথর মারা শুরু হলে সে অধৈর্য হয়ে দৌড় দিলে তাকে ধরে এনে পুনরায় পাথর মারা হলো। ফলে সে মারা গেলো। নবী ﷺ তার সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন, কিন্তু তার জানাযা পড়লেন না।[১]

---

১. 'রজম' শব্দটির অর্থ নিক্ষেপ করা, অভিশাপ দেয়া, গালি দেয়া, ত্যাগ করা, তাড়িয়ে দেয়া। ইসলামী আইনের পরিভাষায় শব্দটির অর্থ হলো, যেনার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতের নির্দেশে পাথর মেরে হত্যা করা (অনুবাদক)।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْمَرْجُوْمِ

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ রজমকৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া।

١٩٥٩- اَخْبَرَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ انِّىْ زَنَيْتُ وَهِىَ حُبْلٰى فَدَفَعَهَا الٰى وَلِيِّهَا فَقَالَ اَحْسِنْ الَيْهَا فَاذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِىْ بِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَاَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَتُصَلِّىْ عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلٰى (بَيْنَ) سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১৯৫৯। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহায়না গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি যেনা করেছি। সে ছিল গর্ভবতী। তিনি তাকে তার অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করে বলেন ঃ এর সাথে সদয় ব্যবহার করো। তার গর্ভখালাস হলে পর তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতএব তার গর্ভখালাস হলে পর তার অভিভাবক তাকে নিয়ে এলো। নবী ﷺ তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তার পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে জড়ানো হলো, অতঃপর তাকে রজম করা হলো। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। উমার (রা) বললেন, আপনি তার জানাযা পড়লেন, অথচ সে যেনা করেছে! তিনি বলেন ঃ সে এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তরজন মদীনাবাসীর মধ্যে বন্টন করা হলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। তুমি কি এর চেয়ে উত্তম তওবা দেখেছ, যে নিজের জীবনটাকে মহামহিম আল্লাহ্র জন্য কোরবানী করে দিয়েছে?

اَلصَّلٰوةُ عَلٰى مَنْ يَّحِيْفَ فِىْ وَصِيَّتِهِ

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অসংগত ওসিয়াত করে তার জানাযার নামায পড়া।

١٩٦٠- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَغَضِبَ مِنْ ذٰلِكَ وَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ

اَنْ لاَّ اُصَلِّىَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيْهِ فَجَزَّاَهُمْ ثَلاَثَةَ اَجْزَاءٍ ثُمَّ اَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاَرَقَّ اَرْبَعَةً .

১৯৬০। আলী ইবনে হুজ্‌র (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় তার ছয়টি গোলাম দাসত্বমুক্ত করে দিয়েছিল। সেগুলো ছাড়া তার অন্য কোন সম্পত্তি ছিলো না। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌছলে তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ আমি ইচ্ছা করেছিলাম, তার জানাযা পড়বো না। অতঃপর তিনি তার গোলামদের ডাকলেন, অতঃপর তাদেরকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে লটারী দিলেন এবং দুইজনকে মুক্ত করে দিয়ে বাকী চারজনকে দাস হিসাবে রেখে দিলেন।

اَلصَّلٰوةُ عَلٰى مَنْ غَلَّ

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মসাৎকারীর জানাযার নামায পড়া।

١٩٦١- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ اِنَّهُ غَلَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيْهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُوْدَ مَا يُسَاوِىْ دِرْهَمَيْنِ .

১৯৬১। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) বলেন, খায়বারে এক ব্যক্তি মারা গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খিয়ানত করেছে (যুদ্ধলব্ধ মাল আত্মসাৎ করেছে)। আমরা তার মাল-সামান তল্লাশী করে তার মধ্যে ইয়াহূদীদের পাথরসমূহের মধ্যকার একটি পাথর পেলাম, যার মূল্য ছিল দুই দিরহাম সমতুল্য।

اَلصَّلٰوةُ عَلٰى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া।

١٩٦٢- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَوْهَبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ هُوَ عَلَىَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ .

১৯৬২। মাহমূদ ইবনে গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। জানাযার নামায পড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক আনসারীর লাশ আনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। সে ঋণগ্রস্ত। আবু কাতাদা (রা) বলেন, সেই ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আমার। নবী ﷺ বলেন ঃ তা আদায় করার জন্য কি এই অঙ্গীকার? তিনি বলেন, আদায় করার জন্য। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ান।

١٩٦٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ هُوَ يَزِيْدَ بْنُ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْاَكْوَعِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لاَ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ .

১৯৬৩। আমর ইবনে আলী (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি লাশ আনা হলে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! তার জানাযার নামায পড়ুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে কি ঋণগ্রস্ত? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সে কি কোন সম্পত্তি রেখে গেছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। আবু কাতাদা নামীয় এক আনসারী বললেন, আপনি তার জানাযা পড়ুন, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ান।

١٩٦٤-اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ الْقُوْمِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُصَلِّيْ عَلٰى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَاُتِيَ بِمَيِّتٍ فَسَاَلَ اَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا نَعَمْ عَلَيْهِ دِيْنَارَانِ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ .

১৯৬৪। নূহ ইবনে হাবীব আল-কূমিসী (র)...জাবের (রা) বলেন, নবী ﷺ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তেন না। এক ব্যক্তির মৃতদেহ আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর

কোন ঋণ আছে কিনা? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, তার দুই দীনার ঋণ রয়েছে। তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। আবু কাতাদা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই দুই দীনার আদায়ের দায়িত্ব আমার। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে মক্কা বিজয় দান করলে পর তিনি বলেন ঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার নিজ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।

١٩٦٥- اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا تُوُفِّىَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَاِنْ قَالُوْا نَعَمْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَاِنْ قَالُوْا لاَ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاءُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ .

১৯৬৫। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ঋণগ্রস্ত মুমিন ব্যক্তি মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করতেন ঃ তার কোন পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সাহাবীগণ যদি 'হাঁ' বলতেন তবে তিনি তার জানাযা পড়তেন। আর যদি তারা 'না' বলতেন তাহলে তিনি বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। মহামহিম আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলে পর তিনি বলেন ঃ আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার এবং যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায় তা,তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।

تَرْكُ الصَّلٰوةِ عَلٰى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায ত্যাগ করা।

١٩٦٦- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَلاَ اُصَلِّىْ عَلَيْهِ .

১৯৬৬। ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তীরের ফলা দিয়ে আত্মহত্যা করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি কিন্তু তার জানাযার নামায পড়বো না।

١٩٦٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَّمَنْ تَحَسّٰى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَيَّ شَيْءٌ خَالِدٌ يَقُوْلُ كَانَتْ حَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا .

১৯৬৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে দোযখের আগুনে অনবরত পাহাড় থেকে ঝাপিয়ে পড়তে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করে সে দোযখের আগুনের মধ্যে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি লৌহ দ্বারা আত্মহত্যা করে তার হাতে একটি লৌহদণ্ড থাকবে যা দ্বারা সে দোযখের আগুনের মধ্যে অনবরত নিজ পেটে আঘাত করতে থাকবে।

بَابُ اَلصَّلٰوةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ মোনাফিকদের জানাযার নামায পড়া।

١٩٦٨-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ بْنِ سَلُوْلٍ دُعِيَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَبْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُصَلِّيْ عَلَى ابْنِ اُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا اُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَخِّرْ عَنِّيْ يَا عُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ اِنِّيْ قَدْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ فَلَوْ عَلِمْتُ اَنِّيْ لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ

كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ . فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِيْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ .

১৯৬৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল মারা গেলে তার জানাযা পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আহ্বান করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হওয়ার জন্য দাঁড়ালে আমি দ্রুত তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ইবনে উবাইর জানাযা পড়বেন? অথচ সে অমুক অমুক দিন এই এই কথা বলেছিল। আমি গুণে গুণে তা বললাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বললেন ঃ হে উমার! আমার থেকে সরে দাঁড়াও। আমি তাঁকে বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি বলেন ঃ আমাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। আমি অবকাশ গ্রহণ করেছি। যদি আমি জানতাম, আমি সত্তর বারের অধিক ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা হবে তাহলে আমি সত্তর বারের অধিক ক্ষমা চাইতাম। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা পড়লেন, তারপর ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরই সূরা বারাআতের দুইটি আয়াত নাযিল হলো ঃ "তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার নামায পড়বেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। তারা আল্লাহ্‌র ও তদীয় রাসূলের নাফরমানী করেছে এবং তারা নাফরমান অবস্থায় মারা গেছে" (৯ ঃ ৮৪)। আমি পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার সেদিনের সাহসিকতায় অবাক হলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِى الْمَسْجِدِ

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে জানাযার নামায পড়া।

١٩٦٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ .

১৯৬৯। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহায়ল ইবনে বায়দা (রা)-এর জানাযার নামায মসজিদেই পড়েছেন।

١٩٧٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ اِلاَّ فِىْ جَوْفِ الْمَسْجِدِ .

১৯৭০। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহাইল ইবনে বায়দা (রা)-এর জানাযার নামায মসজিদের অভ্যন্তরেই পড়েছেন।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِاللَّيْلِ

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ রাতে জানাযার নামায পড়া।

١٩٧١- اَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّهُ قَالَ اشْتَكَتْ امْرَاَةٌ بِالْعَوَالِىْ مِسْكِيْنَةٌ فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَسْاَلُهُمْ عَنْهَا وَقَالَ اِنْ مَاتَتْ فَلاَ تَدْفِنُوْهَا حَتّٰى اُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَتُوُفِّيَتْ فَجَاءُوْا بِهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَوَجَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَامَ فَكَرِهُوْا اَنْ يُّوْقِظُوْهُ فَصَلُّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوْهَا بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءُوْا فَسَاَلَهُمْ عَنْهَا فَقَالُوْا قَدْ دُفِنَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا اَنْ نُّوْقِظَكَ قَالَ فَانْطَلِقُوْا فَانْطَلَقَ يَمْشِىْ وَمَشَوْا مَعَهُ حَتّٰى اَرَوْهُ قَبْرَهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفُّوْا وَرَاءَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ اَرْبَعًا .

১৯৭১। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু উমামা ইবনে সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, মদীনার উপকণ্ঠের এক দরিদ্র মহিলা রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের নিকট তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন এবং বলতেন ঃ সে মারা গেলে আমি তার জানাযার নামায না পড়া ব্যতীত তোমরা তাকে দাফন করো না। সে মারা গেলে সাহাবীগণ তার লাশ নিয়ে এশার নামাযের পর মদীনায় এলেন এবং ততক্ষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে গেছেন। তারা তাঁকে ঘুমন্ত পেয়ে জাগানো অপছন্দনীয় মনে করেন এবং তার জানাযার নামায পড়ে বাকী আল-গারকাদ নামক কবরস্থানে তাকে দাফন করেন। সকাল হলে এবং সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি তাদের নিকট উক্ত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তাকে দাফন করেছি। আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনাকে নিদ্রিত অবস্থায় পেয়ে জাগানো পছন্দ করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা সকলে চলো। অতএব তিনি পদব্রজে যাত্রা করলেন। সাহাবীগণও তাঁর সাথে গেলেন। কবরস্থানে এসে তারা তাঁকে তার কবর দেখালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন, সাহাবীগণও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চার তাকবীরসহ মহিলাটির জানাযার নামায পড়লেন।

اَلصُّفُوْفُ عَلَى الْجَنَازَةِ

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো।

١٩٧٢-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ وَصَلّٰى عَلَيْهِ .

১৯৭২। মুহাম্মাদ ইবনে উবায়েদ... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের ভাই নাজাশী মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার নামায পড়ো। তিনি দাঁড়ালেন এবং আমাদের কাতারবন্দী করলেন যেভাবে জানাযার নামাযে কাতারবন্দী করা হয় এবং তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন।

١٩٧٣-اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعٰى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ .

১৯৭৩। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নাজাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন নবী ﷺ সাহাবীগণকে তার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দেন। অতঃপর তাদের নিয়ে ঈদগাহে গিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে চার তাকবীরসহ তার জানাযার নামায পড়েন।

١٩٧٤-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَعٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ لِاَصْحَابِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا .

১৯৭৪। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে‘ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে তাঁর সাহাবীদের নাজাশীর মৃত্যুসংবাদ দিলেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনি চার তাকবীরে তাঁর জানাযার নামায পড়লেন।

١٩٧٥- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ .

১৯৭৫। আলী ইবনে হুজ্র (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার নামায পড়ো। আমরা তার নামাযে দুই কাতারে দাঁড়িয়েছিলাম।

١٩٧٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُوْلُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ فِيْ الصَّفِّ الثَّانِيْ يَوْمَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ .

১৯৭৬। আমর ইবনে আলী (র)... জাবের (রা) বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাশীর জানাযার নামায পড়লেন সেদিন আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম।

١٩٧٧- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلّٰى عَلَى الْمَيِّتِ .

১৯৭৭। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেনঃ তোমাদের ভাই নাজাশী মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার নামায পড়ো। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা দাঁড়িয়ে কাতারবন্দী হলাম, যেভাবে লাশের সামনে কাতার বেঁধে দাঁড়ানো হয় এবং তার জানাযার নামায পড়লাম, যেভাবে মৃতের জানাযা পড়া হয়।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْجَنَازَةِ قَائِمًا

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়া।

١٩٧٨- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ وَسَطِهَا

১৯৭৮। হুমাইদ ইবনে মাসআদা (র)... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উম্মে কা'ব-এর জানাযার নামায পড়েছিলাম যিনি নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার নামাযে তার (দেহের) ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

اِجْتِمَاعُ جَنَازَةِ صَبِىٍّ وَامْرَاَةٍ

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা ও শিশুর জানাযার নামায একত্রে পড়া।

١٩٧٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِىٍّ وَامْرَاَةٍ فَقُدِّمَ الصَّبِىُّ مِمَّا يَلِى الْقَوْمَ وَوُضِعَتِ الْمَرْاَةُ وَرَاءَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِمَا وَفِى الْقَوْمِ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاَبُوْ قَتَادَةَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ فَسَاَلْتُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالُوا السُّنَّةُ .

১৯৭৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র)... আম্মার (রা) বলেন, এক শিশু ও এক মহিলার লাশ একত্রে উপস্থিত করা হলে শিশুর লাশ লোকজনের সম্মুখভাগে রাখা হলো এবং মহিলার লাশ শিশুটির পিছনে রাখা হলো। তারপর একত্রে তাদের উভয়ের জানাযার নামায পড়া হলো। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবু সাঈদ আল-খুদরী, ইবনে আব্বাস, আবু কাতাদা, আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আমি এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, এটাই সুন্নাত।

بَابُ اِجْتِمَاعِ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও মহিলাদের জানাযার নামায একত্রে পড়া।

١٩٨٠-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلّٰى عَلٰى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيْعًا فَجَعَلَ الرِّجَالُ يَلُوْنَ الْاِمَامَ وَالنِّسَاءُ يَلِيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا وَّوُضِعَتْ جَنَازَةُ اُمِّ كُلْثُوْمِ بِنْتِ عَلِىٍّ امْرَاَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وُضِعَا جَمِيْعًا وَالْاِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِى النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ قَتَادَةَ فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِى الْاِمَامَ فَقَالَ رَجُلٌ فَاَنْكَرْتُ ذٰلِكَ فَنَظَرْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ قَتَادَةَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالُوْا هِىَ السُّنَّةُ .

১৯৮০। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি নাফে' (র)-কে বলতে শুনেছি, ইবনে উমার (রা) একত্রে নয়টি লাশের জানাযার নামায পড়েন। তারা

পুরুষদের লাশ ইমামের সম্মুখে এবং মহিলাদের লাশ কিবলার দিকে রেখেছিলেন, সমস্ত লাশ এক কাতারে (পুরুষের এক কাতার এবং নারীদের লাশের এক কাতার) রাখা হয়েছিল। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র স্ত্রী উম্মে কুলছুম বিনতে আলী এবং যায়েদ নামের তার এক ছেলের লাশ একত্রে রাখা হয়েছিল। সেদিন ইমাম ছিলেন সাঈদ ইবনুল আস (রা)। আর উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছিলেন ইবনে উমার, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, আবু কাতাদা (রা) প্রমুখ। ইমামের সম্মুখে ছেলেটির লাশ রাখা হয়েছিল। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি বললো, আমি তা মেনে নিতে পারলাম না। রাবী বলেন, আমি ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও আবু কাতাদা (রা)-এর দিকে তাকালাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? তারা বললেন, এটাই সুন্নাত।

١٩٨١- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى ح وَاَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى اُمِّ فُلاَنٍ مَاتَتْ فِىْ نِفَاسِهَا فَقَامَ فِىْ وَسَطِهَا .

১৯৮১। আলী ইবনে হুজর (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুকের মায়ের জানাযার নামায পড়লেন। তিনি নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি লাশের ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

عَدَدُ التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা।

١٩٨٢-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعٰى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَّ وَخَرَجَ بِهِمْ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

১৯৮২। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে নাজাশীর মৃত্যুসংবাদ দিলেন এবং তাদের নিয়ে বাইরে গিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে চার তাকবীরে নামায পড়েন।

١٩٨٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ مَرِضَتْ امْرَاَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْعَوَالِىْ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَ شَىْءٍ عِيَادَةً لِلْمَرِيْضِ فَقَالَ اِذَا مَاتَتْ فَاٰذِنُوْنِىْ فَمَاتَتْ لَيْلاً فَدَفَنُوْهَا وَلَمْ يُعْلِمُوا النَّبِىَّ ﷺ

فَلَمَّا اَصْبَحَ سَالَ عَنْهَا فَقَالُوْا كَرِهْنَا اَنْ نُّوْقِظَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَتٰى قَبْرَهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ اَرْبَعًا .

১৯৮৩। কুতায়বা (র)... আবু উমামা ইবনে সাহ্ল (রা) বলেন, মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসরত এক মহিলা রোগাক্রান্ত হলো। আর নবী ﷺ-এর অত্যধিক পছন্দনীয় কাজ ছিল রোগীর সাথে দেখা-সাক্ষাত করা। তিনি বলেন ঃ সে মারা গেলে তোমরা আমাকে জানাবে। সে রাতের বেলা মারা গেলো এবং সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত না করেই তাকে দাফন করলেন। সকাল হলে তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে ঘুম থেকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। অতঃপর তিনি তার কবরের নিকট আসলেন এবং চার তাকবীরে তার জানাযার নামায পড়লেন।

١٩٨٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا وَقَالَ كَبَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৯৮৪। আমর ইবনে আলী (র)... ইবনে আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) এক জানাযার নামাযে ইমামতি করলেন এবং পাঁচ তাকবীর বললেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ তাকবীর বলেছেন।

اَلدُّعَاءُ

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযের দোয়া।

١٩٨٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ ابْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَّثَلْجٍ وَّبَرَدٍ وَّنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ . قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ لَّوْكُنْتُ الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِذٰلِكَ الْمَيِّتِ .

১৯৮৫। আহ্মাদ ইবনে আমর ইবনুস-সার্হ (র)... আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানাযার নামাযে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা

করো, তাকে দয়া করো, তার অপরাধ উপেক্ষা করো, তাকে নিরাপদ রাখো, তার উত্তম মেহমানদারি করো, তার বাসস্থান প্রশস্ত করো, তাকে পানি, বরফ ও সুশীতল পানি দিয়ে গোসল করাও, তাকে পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়, তাকে তার বাসস্থানের পরিবর্তে উত্তম বাসস্থান, তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করো। তাকে রক্ষা করো কবরের শাস্তি ও দোযখের শাস্তি থেকে"। আওফ (রা) বলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করছিলাম, যদি সেই মৃত ব্যক্তিটি আমি হতাম—যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন।

١٩٨٦- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكُلاَعِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلٰى مَيِّتٍ فَسَمِعْتُ فِيْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ اَوْ قَالَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৯৮৬। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক মৃতের জানাযার নামায পড়াতে এবং তাতে তাঁকে (দোয়া) বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, তাকে দয়া করো, তার অপরাধ উপেক্ষা করো, তাকে নিরাপদ রাখো, তার উত্তম মেহমানদারি করো, তার বাসস্থান প্রশস্ত করো, তাকে পানি, বরফ ও সুশীতল পানি দিয়ে গোসল করাও, তাকে পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়, তাকে তার বাসস্থানের পরিবর্তে উত্তম বাসস্থান, তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করো। তাকে রক্ষা করো কবরের শাস্তি ও দোযখের শাস্তি থেকে"। রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছিলেন ঃ "তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করো"।

١٩٨٧- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ اٰخٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ اَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْاٰخَرُ بَعْدَهٗ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا قُلْتُمْ قَالُوْا دَعَوْنَا لَهٗ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَيْنَ صَلٰوتُهٗ بَعْدَ صَلٰوتِهِ وَاَيْنَ عَمَلُهٗ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ اَعْجَبَنِىْ لِاَنَّهٗ اَسْنَدَ لِىْ .

১৯৮৭। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... উবায়েদ ইবনে খালিদ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। তাদের একজন (যুদ্ধক্ষেত্রে) নিহত হলো এবং অন্যজন তার পরে মারা গেলো। আমরা তার জানাযার নামায পড়লাম। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি পড়েছিলে? লোকজন বললো, আমরা তার জন্য দোয়া করেছি, "হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তাকে দয়া করো, হে আল্লাহ! তাকে তার সাথীর সাথে মিলিত করো"। নবী ﷺ বলেন ঃ নিহত ব্যক্তির নামাযের পরে মৃত ব্যক্তির নামায গেলো কোথায় এবং নিহত ব্যক্তির সৎকর্মের পরে মৃত ব্যক্তির সৎকর্ম গেলো কোথায়? এতদুভয়ের ব্যবধান তো আসমান ও যমীনের মধ্যকার ব্যবধানের ন্যায় (আবু দাউদ, জিহাদ,নং ২৫২৩; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., নং ১৬১৭১, ১৮০৮৪-৬)।[১]

١٩٨٨- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْمَيِّتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا .

১৯৮৮। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আবু ইবরাহীম আল-আনসারী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে মৃতের জানাযার নামাযে বলতে শুনেছেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করো আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, পুরুষ, নারী, শিশু ও বয়স্ক সকলকে"।

١٩٨٩- اَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত ব্যক্তির পরে সে যেসব সৎকাজ করেছে তার বদৌলতে সে আরো অগ্রসর হয়ে গেছে। তবে একথা স্পষ্ট যে, শহীদ ব্যক্তির মর্যাদা সর্বাধিক। এই ব্যক্তির এমন কোন গোপন আমল ছিল যা তাকে মর্যাদায় এগিয়ে দিয়েছে (অনুবাদক)।

فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ حَتّٰى اَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ اَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَّحَقٌّ .

১৯৮৯। আল-হায়ছাম ইবনে আইউব (র)... তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর পিছনে জানাযার নামায পড়লাম। তাতে তিনি সূরা আল-ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং এত উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন যে, আমরা তা শুনতে পেয়েছি। তিনি নামায থেকে অবসর হলে আমি তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলে পর তিনি বলেন, এটা সুন্নাত এবং সঠিক।

١٩٩٠-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ تَقْرَأُ فَقَالَ نَعَمْ اِنَّهُ حَقٌّ وَّسُنَّةٌ .

১৯৯০। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর পিছনে জানাযার নামায পড়লাম। আমি তাকে সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াত করতে শুনলাম। তিনি অবসর হলে আমি তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জানাযার নামাযে সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াত করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। এটা তো সুন্নাত এবং সঠিক।

١٩٩١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَنْ يَّقْرَاَ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا وَّالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الْاٰخِرَةِ .

১৯৯১। কুতায়বা (র)... আবু উমামা (রা) বলেন, জানাযার নামাযের সুন্নাত নিয়ম হলো, প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াত করা, অতঃপর আরো তিনটি তাকবীর বলবে; শেষ তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে।

١٩٩٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الدِّمَشْقِىِّ الْفِهْرِىِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الدِّمَشْقِىِّ بِنَحْوِ ذٰلِكَ .

১৯৯২। কুতায়বা (র)... দাহ্হাক ইবনে কায়েস আদ-দিমাশকী (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

فَضْلُ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِائَةٌ

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ যার জানাযার নামাযে এক শত লোক অংশগ্রহণ করে তার ফযীলাত।

١٩٩٣-اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ اَبِىْ مُطِيْعٍ الدِّمَشْقِىِّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيْعِ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِائَةً يَّشْفَعُوْنَ اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ قَالَ سَلاَّمٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৯৯৩। সুওয়াইদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন মৃতের জানাযার নামাযে এক শতজন মুসলমান অংশগ্রহণ করে তার জন্য শাফাআত করলে অবশ্যই তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। রাবী সাল্লাম (র) বলেন, আমি এই হাদীস শুআইব ইবনে হাব্‌হাব (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী ﷺ থেকে আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٩٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيْعٍ لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمُوْتُ اَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ فَبَلَغُوْا اَنْ يَّكُوْنُوْا مِائَةً فَيَشْفَعُوْا اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ .

১৯৯৪। আমর ইবনে যুরারা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন মৃতের জানাযার নামাযে এক শতজন মুসলমান অংশগ্রহণ করে তার জন্য শাফাআত করলে অবশ্যই তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।

١٩٩٥-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ اَبُو الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكَّارٍ الْحَكَمُ بْنُ فَرُّوْخٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُو الْمَلِيْحِ عَلٰى جَنَازَةٍ فَظَنَنَّا اَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ . قَالَ اَبُو الْمَلِيْحِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ سَلِيْطٍ عَنْ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِىَ مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اَخْبَرَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ فَسَاَلْتُ اَبَا الْمَلِيْحِ عَنِ الْاُمَّةِ فَقَالَ اَرْبَعُوْنَ .

১৯৯৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু বাক্কার আল-হাকাম ইবনে ফাররূখ (র) বলেন, আবুল মালীহ (র) আমাদের নিয়ে এক মৃতের জানাযার নামায পড়লেন। আমরা ধারণা করলাম, তিনি তাকবীর তাহ্‌রীমা বলেছেন। তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াও এবং উত্তমরূপে সুপারিশ করো।

আবুল মালীহ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালীত (রা) নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-র সূত্রে বলেছেন, আমাকে নবী ﷺ অবহিত করেছেন যে, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য একদল মানুষ জানাযার নামায পড়লে তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ অবশ্যই কবুল করা হবে। রাবী বলেন, আমি আবুল মালীহকে একদল লোকের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, চল্লিশজন।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযে অংশগ্রহণকারীদের সওয়াব।

١٩٩٦- اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ وَالْقِيْرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ .

১৯৯৬। নূহ ইবনে হাবীব (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মৃতের জানাযার নামায পড়লে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি লাশ কবরস্থ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। দুই কীরাত সওয়াবের পরিমাণ হলো দুইটি বিরাটাকার পাহাড়তুল্য।

١٩٩٧- اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ .

১৯৯৭। সুওয়াইদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মৃতের জানাযায় উপস্থিত হয়ে তার জানাযার নামায পড়লে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি মৃতের জানাযায় শরীক হয়ে লাশ দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে

তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুই কীরাত কতোটুকু? তিনি বলেন ঃ দুইটি বিরাটাকার পাহাড়তুল্য।

١٩٩٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اِحْتِسَابًا فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَدَفَنَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَانَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ مِّنَ الْاَجْرِ .

১৯৯৮। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি সওয়াবের আশায় কোন মুসলিম ব্যক্তির লাশের অনুগমন করে তার জানাযার নামায পড়লে এবং তাকে দাফন করলে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি তার জানাযার নামায পড়ে দাফন করার পূর্বে ফিরে যায় সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে যায়।

١٩٩٩- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ مِّنَ الْاَجْرِ وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ مِنَ الْاَجْرِ كُلٌّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ .

১৯৯৯। আল-হাসান ইবনে কাযাআ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লাশের অনুগমন করে এবং তার জানাযার নামায পড়ে চলে যায়, তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি তার অনুগমন করে তার জানাযার নামায পড়ে, অতঃপর তাকে দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষমাণ থাকে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। প্রত্যেক কীরাত সওয়াব উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ।

اَلْجُلُوْسُ قَبْلَ اَنْ تُوْضَعَ الْجَنَازَةُ

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ লাশ মাটিতে নামিয়ে রাখার পূর্বে বসা।

٢٠٠٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ وَالْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا وَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدَنَّ حَتّٰى تُوْضَعَ .

২০০০। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা লাশ নিয়ে যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি লাশের অনুগমন করবে সে যেন তা নামিয়ে রাখার পূর্ব পর্যন্ত না বসে।

اَلْوُقُوْفُ لِلْجَنَائِزِ

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ লাশ দেখে দাঁড়িয়ে থাকা।

٢٠٠١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰ عَنْ وَاقِدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ حَتّٰى تُوْضَعَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ.

২০০১। কুতায়বা (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট লাশ নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়েছেন, পরে বসে থেকেছেন।

٢٠٠٢-اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَرَاَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا .

২০০২। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়াতে দেখে আমরাও দাঁড়ালাম। পরে আমরা তাকে দেখলাম যে, তিনি বসে থাকেন, তাই আমরাও বসে থাকি।

٢٠٠٣- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَاَنَّ عَلٰى رُءُوْسِنَا الطَّيْرُ .

২০০৩। হারূন ইবনে ইসহাক (র)... আল-বারাআ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য রওয়ানা হলাম। আমরা যখন কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছলাম তখনও দাফন কার্য শেষ হয়নি। তিনি বসে গেলে আমরাও নীরবে তাঁর চারপাশে স্থির বসে গেলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।

مُوَارَةُ الشَّهِيْدِ فِىْ دَمِهِ

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ শহীদকে তার রক্তাপ্লুত দেহে দাফন করা।

٢٠٠٤- اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِقَتْلٰى اُحُدٍ زَمِّلُوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَاِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِى اللّٰهِ اِلاَّ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمٰى لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيْحُهُ رِيْحُ الْمِسْكِ .

২০০৪। হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের সম্পর্কে বললেন ঃ তাদেরকে তাদের রক্তসহ ঢেকে দাও। কেননা যে কোন ক্ষত যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় হয় কিয়ামতের দিন তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে, তার রং হবে রক্তের মত কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর সুগন্ধির ন্যায়।

اَيْنَ يُدْفَنُ الشَّهِيْدُ

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ শহীদ ব্যক্তিকে কোথায় দাফন করা হবে?

٢٠٠٥-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَيَّةَ قَالَ أُصِيْبَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَحُمِلاَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ اَنْ يُّدْفَنَا حَيْثُ أُصِيْبَا وَكَانَ ابْنُ مُعَيَّةَ وُلِدَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২০০৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে মুআইয়্যা (রা) বলেন, তায়েফ যুদ্ধের দিন দুইজন মুসলমান নিহত হলে তাদের লাশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হলো। তিনি তাদেরকে তাদের নিহত হওয়ার স্থানে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। ইবনে মুআইয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

٢٠٠٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلٰى اُحُدٍ اَنْ يُّرَدُّوْا اِلٰى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوْا قَدْ نُقِلُوْا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

২০০৬। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাদেরকে যেন তাদের শাহাদাতের স্থানে ফিরিয়ে আনা হয়। তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসা হয়েছিল।

٢٠٠٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَدْفِنُوا الْقَتْلٰى فِيْ مَصَارِعِهِمْ .

২০০৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা শহীদগণকে তাদের শাহাদাত লাভের স্থানে দাফন করো।

بَابُ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের দাফন করা।

٢٠٠٨-اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ نَّاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُّوَارِيْهِ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ اَبَاكَ وَلاَ تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتّٰى تَاْتِيَنِيْ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَاَمَرَنِيْ فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِيْ وَذَكَرَ دُعَاءً لَمْ اَحْفَظْهُ .

২০০৮। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ (র)... আলী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বললাম, আপনার বয়োবৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা মারা গিয়েছেন। এখন কে তাকে দাফন করবে? তিনি বলেন ঃ তুমি গিয়ে তোমার পিতাকে দাফন করো এবং তুমি আমার কাছে না আসা পর্যন্ত অন্য কিছু করো না। অতএব আমি তাকে দাফন করলাম, অতঃপর তাঁর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি গোসল করলাম এবং তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন। রাবী বলেন, তিনি কিছু দোয়া উল্লেখ করেছিলেন যা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি।

اَللَّحْدُ وَالشَّقُّ

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ লাহ্‌দ ও শাক্ক কবর।

٢٠٠٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ اَلْحِدُوْا لِيْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ نَصَبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২০০৯। আমর ইবনে আলী (র)... সা'দ (রা) বলেন, তোমরা আমার জন্য লাহ্‌দ কবর খনন করবে এবং আমার কবরের উপর কিছু গেড়ে দিবে, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের উপর গেড়ে দেয়া হয়েছিল।

٢٠١٠- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ سَعْدًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ الْحِدُوْا لِيْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ نَصَبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২০১০। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আমের ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ (রা)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি বলেন, তোমরা আমার জন্য লাহ্দ কবর খনন করবে এবং আমার কবরের উপর কিছু গেড়ে দিবে, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবরের উপর গেড়ে দেয়া হয়েছিল।

٢٠١١-اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَذْرَمِيُّ عَنْ حَكَّامِ بْنِ سَلْمٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا .

২০১১। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আবু আবদুর রহমান আল-আযরামী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লাহদ কবর আমাদের জন্য এবং শাক্ক কবর অন্যদের জন্য।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ اِعْمَاقِ الْقَبْرِ

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ কবর গভীর করা মুস্তাহাব।

٢٠١٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ اِنْسَانٍ شَدِيْدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْفِرُوْا وَاَعْمِقُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ قَالُوْا فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا قَالَ فَكَانَ اَبِيْ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ .

২০১২। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, আমরা উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের

পক্ষে প্রত্যেক মানুষের জন্য কবর খনন করা কষ্টসাধ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা কবর খনন করো এবং তা গভীর করো, মৃতদের উত্তমরূপে দাফন করো এবং দুইজন বা তিনজনকে এক এক কবরে দাফন করো। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাকে প্রথমে রাখবো? তিনি বলেন ঃ যে কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখো। রাবী বলেন, এভাবে আমার পিতা একই কবরে তিনজনের তৃতীয়জন ছিলেন।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَوْسِيْعِ الْقَبْرِ

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ কবর প্রশস্ত করা মুস্তাহাব।

٢٠١٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلاَلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اُصِيْبَ مَنْ اُصِيْبَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْفِرُوا وَاَوْسِعُوْا وَادْفِنُوا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا .

২০১৩। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... হিশাম ইবনে আমের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানগণ বিপদগ্রস্ত (শহীদ) হলে এবং কতক লোক আহত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কবর খনন করো এবং তা প্রশস্ত করো, দুই-তিনজনকে একই কবরে দাফন করো এবং যে ব্যক্তি কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখো।

وَضْعُ الثَّوْبِ فِى اللَّحْدِ

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ কবরে কাপড় বিছিয়ে দেয়া।

٢٠١٤- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ تَحْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ دُفِنَ قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ .

২০১৪। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন দাফন করা হয়েছিল তখন তাঁর নিচে একটি লাল চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।[১]

১. অপরাপর হাদীস থেকে জানা যায়, চাদর বিছানো হয়েছিল, পরে তা তুলে নেয়া হয়েছে (অনুবাদক)।

اَلسَّاعَاتُ الَّتِىْ نُهِىَ عَنْ اِقْبَارِ الْمَوْتٰى فِيْهِنَّ

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে সময় লাশ দাফন করা নিষেধ।

٢٠١٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ قَالَ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُّصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ .

২০১৫। আমর ইবনে আলী (র)... উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) বলেন, তিন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নামায আদায় করতে এবং লাশ দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্য উদয় হওয়া থেকে তা উপরে উঠা পর্যন্ত, ঠিক দুপুর থেকে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার জন্য ঢলে পড়ে।

٢٠١٦- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلاً وَكُفِّنَ فِىْ كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّقْبَرَ اِنْسَانٌ لَيْلاً اِلاَّ اَنْ يُّضْطَرَّ اِلٰى ذٰلِكَ .

২০১৬। আবদুর রহমান ইবনে খালিদ আল-কাত্তান (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর এক মৃত সাহাবীর উল্লেখ করলেন, তাকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল এবং তাকে নিম্নমানের কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাউকে রাতের বেলা দাফন করতে নিষেধ করেন।

دَفْنُ الْجَمَاعَةِ فِى الْقَبْرِ الْوَاحِدِ

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ একই কবরে কয়েক ব্যক্তিকে দাফন করা।

٢٠١٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ

اَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ شَدِيْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَحْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِيْ قَبْرٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ نُقَدِّمُ قَالَ قَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا .

২০১৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন সাহাবীগণ ভীষণভাবে বিপদগ্রস্ত হলে নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা কবর খনন করো, তা প্রশস্ত করো এবং এক এক কবরে দুই-তিনজনকে দাফন করো। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কাকে প্রথমে রাখবো। তিনি বলেন ঃ যে কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখবে।

২০১৮- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اشْتَدَّ الْجِرَاحُ يَوْمَ اُحُدٍ فَشُكِيَ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ احْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا فِي الْقَبْرِ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا .

২০১৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কূব (র)... হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আঘাত ছিল মারাত্মক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা কবর খনন করো, তা প্রশস্ত ও সুন্দর করো এবং এক এক কবরে দুই-তিনজনকে দাফন করো, আর যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে রাখো।

২০১৯-اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِي الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَحْفِرُوْا وَاَحْسِنُوْا وَاَدْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا .

২০১৯। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কূব (র)... হিশাম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা কবর খনন করো, তা সুন্দর করো এবং (এক এক কবরে) দুই-তিনজনকে দাফন করো, আর যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে রাখো।

مَنْ يُقَدَّمُ

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ কবরে কাকে সামনে রাখা হবে?

২০২০- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُتِلَ اَبِيْ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَحْفِرُوْا

وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا فَكَانَ اَبِىْ ثَالِثَ ثَلاَثَةٍ وَكَانَ اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا فَقُدِّمَ .

২০২০। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধের দিন শহীদ হন। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা কবর খনন করো, তা প্রশস্ত করো ও সুন্দর করো এবং এক এক কবরে দুই-তিনজনকে দাফন করো, আর যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে রাখো (কিবলার দিকে)। রাবী বলেন, আমার পিতা এক কবরে তিনজনের একজন ছিলেন এবং তিনি তাদের মধ্যে কুরআন বেশী জানতেন বলে তাকে প্রথমে রাখা হয়েছিল।

اِخْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ اَنْ يُّوْضَعَ فِيْهِ

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ লাশ কবরে রাখার পর আবার উত্তোলন করা।

٢٠٢١-قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُوْلُ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ فِىْ قَبْرِهِ فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

২০২১। আল-হারিছ ইবনে মিসকীন (র)... সুফিয়ান (র) বলেন, আমর (র) জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মোনাফিক)-কে কবরে রাখার পর নবী ﷺ আসলেন। তাঁর নির্দেশে তার লাশ কবর থেকে উঠানো হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের উরুদ্বয়ের উপর রেখে তার মুখে নিজের মুখের থুথু দিলেন এবং তাঁর জামা তাকে পরালেন। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

٢٠٢٢- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ فَاُخْرِجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَ رَاْسَهُ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَتَفَلَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ قَالَ جَابِرٌ وَصَلّٰى عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

২০২২। আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ (র)... আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবর থেকে উঠানোর নির্দেশ দিলেন। অতএব তার লাশ কবর থেকে তোলা হলো। তিনি তার মাথা নিজের উরুদ্বয়ের উপর রেখে তার মুখে নিজের মুখের লালা দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিধান করালেন। জাবের (রা) বলেন, তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

بَابُ اِخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ اَنْ يُّدْفَنَ فِيْهِ

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ কবর থেকে লাশ পুনরায় উত্তোলন করা।

٢٠٢٣-اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ اَبِىْ رَجُلٌ فِى الْقَبْرِ فَلَمْ يَطِبْ قَلْبِىْ حَتّٰى اَخْرَجْتُهُ وَدَفَنْتُهُ عَلٰى حِدَةٍ .

২০২৩। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল আজীম (র)... জাবের (রা) বলেন, আমার পিতার সাথে একত্রে অন্য এক ব্যক্তিকে (আমর ইবনুল জামূহ) দাফন করা হয়েছিল। তা আমার মনোপূত না হওয়ায় আমি আমার পিতার লাশ কবর থেকে তুলে নিয়ে একটি পৃথক কবরে দাফন করলাম।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْقَبْرِ

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ দাফন করার পর কবরের কাছে জানাযার নামায পড়া।

٢٠٢٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَاٰى قَبْرًا جَدِيْدًا فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذِهِ فُلاَنَةُ مَوْلاَةُ بَنِىْ فُلاَنٍ فَعَرَفَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَتْ ظُهْرًا وَاَنْتَ صَائِمٌ قَائِلٌ فَلَمْ نُحِبَّ اَنْ نُوْقِظَكَ بِهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لاَ يَمُوْتُ فِيْكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ اِلاَّ اٰذَنْتُمُوْنِىْ بِهِ فَاِنَّ صَلاَتِىْ لَهُ رَحْمَةٌ .

২০২৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আবু কুদামা (র)... ইয়াযীদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বের হলেন এবং তিনি একটি নতুন কবর দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কার কবর? সাহাবীগণ বলেন, এটা অমুক গোত্রের অমুক বাঁদীর কবর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চিনতে পারলেন। (সাহাবীগণ বলেন) সে দুপুরে মারা গেছে। আপনি রোযাদার ছিলেন এবং দুপুরের বিশ্রামে ছিলেন। তাই আমরা আপনাকে

তার জানাযার জন্য জাগানো সমীচীন মনে করিনি। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন, লোকজনকে তাঁর পিছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন এবং চার তাকবীরসহ তার জানাযা পড়লেন, অতঃপর বললেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে তোমাদের কেউ মারা গেলে তোমরা আমাকে তার ব্যাপারে অবহিত করবে। কেননা আমার জানাযার নামায তার জন্য রহমত স্বরূপ।

٢٠٢٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَبْرٍ مُنْتَبِذٍ فَاَمَّهُمْ وَصَفَّ خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ هُوَ يَا اَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

২০২৭। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যে ব্যক্তি একটি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তাদের ইমামতি করলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর পিছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আমর! সেই অবহিতকারী কে ছিলেন? তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)।

٢٠٢٦- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ اَخْبَرَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَفَّ اَصْحَابَهُ خَلْفَهُ قِيْلَ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

২০২৬। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি নবী ﷺ-কে একটি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশ দিয়ে যেতে দেখেছিলেন তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে তাঁর পিছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করিয়ে উক্ত কবরবাসীর জানাযার নামায পড়লেন। বলা হলো, কে আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)।

٢٠٢٧- اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى قَبْرِ امْرَاَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَتْ .

২০২৭। মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক মহিলার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়েছিলেন তাকে দাফন করার পর।

اَلرُّكُوْبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجَنَازَةِ

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ জানাযাশেষে যানবাহনে করে প্রত্যাবর্তন করা।

٢٠٢٨- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ وَيَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةِ اَبِى الدَّحْدَاحِ فَلَمَّا رَجَعَ اُتِىَ بِفَرَسٍ مُّعْرَوْرًى فَرَكِبَ وَمَشَيْنَا مَعَهُ .

২০২৮। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবুদ-দাহ্‌দাহ (রা)-এর জানাযার নামায পড়তে রওয়ানা হলেন। তাঁর ফেরার সময় তাঁর জন্য জিনপোষবিহীন একটি ঘোড়া আনা হলো। তিনি তাতে সাওয়ার হয়ে এলেন, আর আমরা পদব্রজে তাঁর সাথে আসলাম।

اَلزِّيَادَةُ عَلَى الْقَبْرِ

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর অতিরিক্ত কিছু করা।

٢٠٢٩- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى وَاَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّبْنٰى عَلَى الْقَبْرِ اَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ اَوْ يُجَصَّصَ زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ .

২০২৯। হারূন ইবনে ইসহাক (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের উপর কিছু নির্মাণ করতে (যেমন গম্বুজ), তা অতিরিক্ত উঁচা করতে এবং তাতে চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন। সুলায়মান ইবনে মূসা (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, “তিনি কবর গাত্রে কিছু লিখতেও নিষেধ করেছেন”।

اَلْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা।

٢٠٣٠-اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَّقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَقْصِيْصِ الْقُبُوْرِ اَوْ يُبْنٰى عَلَيْهَا اَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا اَحَدٌ .

২০৩০। ইউসুফ ইবনে সাঈদ (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর চুনকাম করতে, তা পাকা করতে এবং তাতে কাউকে উপবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

تَجْصِيْصُ الْقُبُوْرِ

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ কবর চুনকাম করা।

٢٠٣١- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ .

২০৩১। ইমরান ইবনে মূসা (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন।

تَسْوِيَةُ الْقُبُوْرِ اِذَا رُفِعَتْ

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ কবর উঁচু করা হলে তা সমতল করে দেয়া।

٢٠٣٢- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَىٍّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِاَرْضِ الرُّوْمِ فَتُوُفِّىَ صَاحِبٌ لَّنَا فَاَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّىَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا .

২০৩২। সুলায়মান ইবনে মাসউদ (র)... ছুমামা ইবনে শুফায়্যি (র) বর্ণনা করেন, আমরা ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা)-এর সাথে রোমদেশে ছিলাম। সেখানে আমাদের এক সাথী মৃত্যুবরণ করেন। ফাদালা (রা) নির্দেশ দিলে পর তার কবরকে সমতল করা হলো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবর সমতল করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

٢٠٣٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ قَالَ عَلِىٌّ اَلاَ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ وَلاَ صُوْرَةً فِىْ بَيْتٍ اِلاَّ طَمَسْتَهَا .

২০৩৩। আমর ইবনে আলী (র)... আবুল হাইয়াজ (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাবো না যেরূপ কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তুমি উঁচু কবরকে সমতল না করে ছাড়বে না এবং ঘরের মধ্যে কোন (প্রাণীর) ছবি বিনষ্ট না করে ছাড়বে না।

زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত করা।

٢٠٣٤- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَاَمْسِكُوْا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ اِلاَّ فِىْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِى الْاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا .

২০৩৪। মুহাম্মাদ ইবনে আদাম (র)... বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করো। আর আমি তোমাদের তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা যতদিন ইচ্ছা তা সংরক্ষণ করতে পারো। আর আমি তোমাদের মশ্‌ক ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে নাবীয (খেজুরের শরবত) রাখতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা যে কোন পাত্রে রেখে তা পান করতে পারো। তবে মাদকতা এসে গেলে তা পান করবে না।

٢٠٣٥- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَجْلِسٍ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا لُحُوْمَ الْاَضَاحِىِّ اِلاَّ ثَلاَثًا فَكُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا مَا بَدَا لَكُمْ وَذَكَرْتُ لَكُمْ اَنْ لاَّ تَنْتَبِذُوْا فِى الظُّرُوْفِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ انْتَبِذُوْا فِيْمَا رَاَيْتُمْ وَاجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّزُوْرَ فَلْيَزُرْ وَلاَ تَقُوْلُوْا هُجْرًا .

২০৩৫। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের কোরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক আহার করতে নিষেধ করেছিলাম। অতএব এখন থেকে তোমরা নিজেরা খাও, অপরকে খাওয়াও এবং জমা করে রাখো। আমি তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা কদুর খোলের পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কাঠের পাত্র ও হানতাম (আলকাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্র) ইত্যাদি পাত্রে নাবীয বানাবে না। এখন তোমরা যাতে ইচ্ছা

তা বানাতে পারো। তোমরা প্রত্যেক নেশাদায়ক বস্তু পরিহার করবে। আর আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে যাদের ইচ্ছা তারা তা যিয়ারত করতে পারে, তবে বাজে কথা বলবে না।

زِيَارَةُ قَبْرِ الْمُشْرِكِ

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের কবর যিয়ারত করা।

٢٠٣٦-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِى هَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْرَ اُمِّهِ فَبَكٰى وَاَبْكٰى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ اسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِّىْ وَاسْتَاْذَنْتُ فِىْ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ .

২০৩৬। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। তিনি নিজে কাঁদলেন এবং তাঁর সাথের লোকজনকেও কাঁদালেন। তিনি বলেন ঃ আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে তার অনুমতি দেয়া হয়নি। অতঃপর আমি তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে তার অনুমতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১]

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষেধ।

٢٠٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ فَقَالَ اَىْ عَمِّ قُلْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ

---

১. হাদীসখানা নিম্নোক্ত কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ঃ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, বাব (৩৬) যিয়ারাতিন-নাবিয়্যি ﷺ কাবরা উম্মিহি, নং ২২৫৯/১০৬; ইবনে মাজা, কিতাবুল জানাইয, বাব (৪৮) যিয়ারাতি কুবূরিল মুশরিকীন, নং ১৫৭২; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ., ৪৪১, নং ৯৬৮৬ (অনুবাদক)।

بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ حَتّٰى كَانَ اٰخِرُ شَىْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَنَزَلَتْ اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ .

২০৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালিবের মৃত্যু উপস্থিত হলে নবী ﷺ তার নিকট আসলেন। তখন তার নিকট উপস্থিত ছিল আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়্যা। তিনি বলেন ঃ হে চাচাজান! আপনি বলুন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু', আমি এর দ্বারা আপনার জন্য মহামহিম আল্লাহ্‌র দরবারে যুক্তি পেশ করবো। আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়্যা বললো, হে আবু তালিব! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন? তারা অবিরত একথা বলতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য তার মুখ দিয়ে শেষ শব্দ বের হলো, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মেই মৃত্যুবরণ করবো। নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো যাবত আপনার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ না করা হয়। তখন নাযিল হলো ঃ "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয়..." (সূরা আত-তাওবা ঃ ১১৩) এবং নিম্নোক্ত আয়াতও নাযিল হয়, "তুমি যাকে ভালোবাসো ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না..." (সূরা আল-কাসাস ঃ ৫৬)।

٢٠٣٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لِاَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ اَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ اَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ .

২০৩৮। ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... আলী (রা) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে তার মুশরিক পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনলাম। আমি তাকে বললাম, তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছো, অথচ তারা উভয়ে ছিল মুশরিক! সে বললো, ইবরাহীম (আ) কি তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি? আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো, "ইবরাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে" (সূরা আত-তাওবা ঃ ১১৪)।

اَلْاَمْرُ بِالْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٢٠٣٩- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ عَنِّيْ وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا بَلٰى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِيْ هُوَ عِنْدِيْ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ اِزَارِهِ عَلٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ اَنِّيْ قَدْ رَقَدْتُّ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَاَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَّخَرَجَ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِيْ فِيْ رَاْسِيْ وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ اِزَارِيْ وَانْطَلَقْتُ فِيْ اِثْرِهِ حَتّٰى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاَطَالَ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَاَسْرَعَ فَاَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَاَحْضَرَ فَاَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ اِلاَّ اَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً قَالَتْ لاَ قَالَ لَتُخْبِرِنِّيْ اَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ فَاَنْتِ السَّوَادُ الَّذِيْ رَاَيْتُ اَمَامِيْ قَالَتْ نَعَمْ فَلَهَزَنِيْ فِيْ صَدْرِيْ لَهْزَةً اَوْجَعَتْنِيْ ثُمَّ قَالَ اَظَنَنْتِ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قُلْتُ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللّٰهُ قَالَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِيْ حِيْنَ رَاَيْتِ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِيْ فَاَخْفٰى مِنْكِ فَاَجَبْتُهُ فَاَخْفَيْتُهُ مِنْكِ فَظَنَنْتُ اَنْ قَدْ رَقَدْتِّ وَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَكِ وَخَشِيْتُ اَنْ تَسْتَوْحِشِيْ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اٰتِيَ الْبَقِيْعَ فَاَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قُلْتُ كَيْفَ اَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُوْلِي السَّلاَمُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ .

২০৩৯। ইউসুফ ইবনে সাঈদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস ইবনে মাখরামা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে

আমার ও নবী ﷺ-এর একটি ঘটনা বলবো না? আমরা বললাম, হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, একবার আমার পালার রাতে নবী ﷺ আমার পাশে ছিলেন। তিনি তাঁর জুতাজোড়া তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন এবং পরিধেয় কাপড়ের একাংশ বিছানার উপর বিছালেন। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি মনে করলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন সন্তর্পণে তাঁর জুতাজোড়া পরিধান করলেন, আস্তে আস্তে তার চাদরখানা তুলে নিলেন এবং নিঃশব্দে দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন আমি আমার চাদরখানা আমার মাথায় রাখলাম এবং ওড়না ও পরিধেয় বস্ত্র ঠিকঠাক করে তার পিছে পিছে গেলাম। তিনি জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে আসলেন এবং তিনবার স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে দোয়া করলেন, এরূপ তিনবার করলেন। অতঃপর তিনি ফিরে চললে আমিও ফিরে চললাম। তিনি দ্রুত হাঁটতে থাকলে আমিও দ্রুত হাঁটলাম। তিনি আরও দ্রুত চললে আমিও আরও দ্রুত চলতে লাগলাম। তিনি দৌড়াতে লাগলে আমিও দৌড়াতে লাগলাম। আমি তাঁর পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করে কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। অতঃপর তিনি প্রবেশ করে বললেন ঃ হে আয়েশা! তোমার কি হলো যে, তোমার নিঃশ্বাস এতো জোরে জোরে বের হচ্ছে, পেট ফুলে উঠছে? আমি বললাম, ও কিছু নয়। তিনি বলেন ঃ হয় তুমি আমাকে বিষয়টি জ্ঞাত করবে, অন্যথা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী (আল্লাহ) আমাকে অবহিত করবেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেন ঃ আমার সামনে যাকে আমি দেখেছিলাম সে কি তুমিই? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তাতে আমি ব্যাথা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তুমি কি মনে করো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অন্যায় করবেন? আমি বললাম, মানুষ যখন কিছু গোপন করে তা আল্লাহ নিশ্চয় জানেন। তিনি বলেন ঃ যখন তুমি দেখেছিলে তখন জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসেছিলেন। তোমার পরিধেয় ঠিক ছিলো না বিধায় তিনি আমার নিকট আসেননি, বরং তোমার থেকে আড়ালে সরে গিয়ে আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমার নিকট তা গোপন রাখলাম। আমি মনে করেছিলাম, তুমি ঘুমিয়ে গিয়েছো। আমি তোমার ঘুম ভঙ্গ করা পছন্দ করলাম না। আমি আশংকাও করলাম, হয়ত তুমি ভয় পাবে। তিনি আমাকে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। (আয়েশা বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিরূপ বলবো? তিনি বলেন ঃ তুমি বলবে, "আস্সালামু আলা আহলিদ-দিয়ারি মিনাল মুসলিমীন ওয়াল-মুমিনীন। ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল-মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল-মুসতাখিরীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন" (হে মুমিন-মুসলমান অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের মধ্যকার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণকে দয়া করুন। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো)।

٢٠٤٠- اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتْ فَاَمَرْتُ جَارِيَتِىْ بَرِيْرَةَ تَتْبَعُهُ فَتَبِعَتْهُ حَتّٰى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَوَقَفَ فِىْ اَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقِفَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ بَرِيْرَةُ فَاَخْبَرَتْنِىْ فَلَمْ اَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتّٰى اَصْبَحْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنِّىْ بُعِثْتُ اِلٰى اَهْلِ الْبَقِيْعِ لِاُصَلِّىَ عَلَيْهِمْ .

২০৪০। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আলকামা ইবনে আবু আলকামা (র) থেকে তার মায়েব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র পরিপাটি করলেন, অতঃপর বের হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার বাঁদী বারীরাকে তাঁর অনুসরণ করতে আদেশ দিলাম। সে তাঁর পিছনে পিছনে আল-বাকী' গোরস্তান পর্যন্ত গেলো এবং কিছু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলো যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এলেন। বারীরা তাঁর আগেই ফিরে এসে আমাকে সব অবগত করলো। সকাল পর্যন্ত আমি তাঁকে কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। অতঃপর আমি [illegible] ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আমি জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্থানের বাসিন্দাদের জন্য দোয়া করতে যেতে আদিষ্ট হয়েছিলাম।

٢٠٤١- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا وَاِيَّاكُمْ مُتَوَاعِدُوْنَ غَدًا وَّمُتَوَاكِلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ .

২০৪১। আলী ইবনে হুজ্র (র)... আয়েশা (রা) বলেন, তার পালার প্রতি রাতের শেষ প্রহরে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতুল বাকী'-তে যেতেন এবং বলতেন ঃ "আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম-মুমিনীন। ওয়া ইন্না ওয়া ইয়্যাকুম মুতাওয়াইদূনা গাদান ওয়া মুতাওয়াকিলূন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন। আল্লাহুম্মাগফির লিআহলিল-বাকী' আল-গারকাদ" (হে মুমিন সম্প্রদায়ের ঘরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর নিশ্চয় আমাদের এবং বিশেষভাবে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আগামী কালের (কিয়ামতের) এবং

আমরা দায়বদ্ধ। নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র মর্জি মাফিক তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ! আপনি বাকী আল-গারকাদ-এর বাসিন্দাদের ক্ষমা করে দিন)।

٢٠٤٢- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَتٰى عَلَى الْمَقَابِرِ قَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ .

২০৪২। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ (র)... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরস্তানে আগমন করলে বলতেন ঃ "আস্সালামু আলাইকুম আহ্লাদ-দিয়ারি মিনাল-মুমিনীনা ওয়াল-মুসলিমীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন। আনতুম লানা ফারাতুন ওয়া নাহ্নু লাকুম তাবাউন। আস্আলুল্লাহা আল-আফিয়াতা লানা ওয়ালাকুম" (মুমিন মুসলমান সম্প্রদায়ের বাসিন্দাগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাথে মিলিত হবো। তোমরা আমাদের জন্য অগ্রবর্তী দল এবং আমরা তোমাদের পরবর্তী দল। আমি আল্লাহ্র নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি)।

٢٠٤٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِىُّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِسْتَغْفِرُوْا لَهُ .

২০৪৩। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নাজাশী (র) মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

٢٠٤٤- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعٰى لَهُمُ النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ .

২০৪৪। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। হাবশার অধিপতি নাজাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ দেন এবং বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

اَلتَّغْلِيْظُ فِىْ اِتِّخَاذِ السُّرُجِ عَلَى الْقُبُوْرِ

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ কবরস্তানে বাতি জ্বালানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

٢٠٤٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ .

২০৪৫। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (অধিক মাত্রায়) কবর যিয়ারতকারিণীদের, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং বাতি প্রজ্জ্বলনকারীদের অভিসম্পাত করেছেন।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى الْجُلُوْسِ عَلَى الْقُبُوْرِ

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর উপবেশন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

٢٠٤٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ حَتّٰى تَحْرِقَ ثِيَابَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ .

২০৪৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো কবরের উপর উপবেশন করার চাইতে জ্বলন্ত কয়লার উপর তার পরিধেয় বস্ত্র পুড়ে যাওয়া পর্যন্ত উপবেসন করা তার জন্য উত্তম।

٢٠٤٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلَالٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السَّلَمِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقْعُدُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ .

২০৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আমর ইবনে হাযম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা কবরের উপর উপবেশন করো না।

اتِّخَاذُ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ কবরকে মসজিদ বানানো।

٢٠٤٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

২০৪৮। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে জাতি তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন।

٢٠٤٩-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَبُوْ يَحْيٰى صَاعِقَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

২০৪৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহীম আবু ইয়াহ্ইয়া সায়েকা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের অভিসম্পাত করেছেন, যারা নিজেদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে।

كَرَاهِيَةُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فِي النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ পাকা চামড়ার জুতা পরিধান করে কবরস্তানের উপর দিয়ে যাতায়াত নিষেধ।

٢٠٥٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ اَنَّ بَشِيْرَ بْنَ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّ عَلٰى قُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيْرًا ثُمَّ مَرَّ عَلٰى قُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيْرًا فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَرَاٰى رَجُلًا يَمْشِيْ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فِيْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ اَلْقِهِمَا .

২০৫০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... বশীর ইবনুল খাসাসিয়্যা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পদব্রজে যাচ্ছিলাম। তিনি মুসলমানদের একটি কবরস্তানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন ঃ এরা বহু মন্দ কাজ পরিত্যাগ করেছে এবং অগ্রগামী হয়েছে। অতঃপর তিনি মুশরিকদের একটি কবরস্তানে গিয়ে বললেন ঃ এরা বহু মঙ্গলময় কাজ পরিত্যাগ করেছে এবং অগ্রগামী হয়েছে। অতঃপর তিনি অন্যদিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, এক ব্যক্তি পশমবিহীন জুতা পায়ে কবরস্তানের উপর দিয়ে হাঁটছে। তিনি বললেন ঃ হে জুতা পরিধানকারী! জুতাজোড়া ফেলে দাও (খুলে নাও)।

اَلتَّسْهِيْلُ فِىْ غَيْرِ السِّبْتِيَّةِ

১০৮-অনুচ্ছেদ ঃ পশমবিহীন জুতা ব্যতীত অন্য জুতার ব্যাপারে নমনীয়তা।

٢٠٥١- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ .

২০৫১। আহ্‌মাদ ইবনে আবু উবায়দুল্লাহ আল-ওয়াররাক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যখন কোন বান্দাকে কবরে রেখে তার সঙ্গী-সাথীরা ফিরে যায় তখন সে তাদের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পায়।

اَلْمَسْئَلَةُ فِى الْقَبْرِ

১০৯-অনুচ্ছেদ ঃ কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

٢٠٥٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ اَخْبَرَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِه فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا .

২০৫২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দাকে তার কবরে রাখার পর যখন তার সাথীরা ফিরে যায় তখন

সে তাদের পায়ের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। নবী ﷺ বলেন ঃ এমনি মুহূর্তে তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ (নবী ﷺ-কে দেখিয়ে) এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? যদি সে মুমিন হয় তবে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জাহান্নামে নিজের স্থান দেখে নাও। আল্লাহ্ তোমাকে এর পরিবর্তে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। নবী ﷺ বলেন ঃ তাকে উভয় স্থান দেখানো হবে।

مَسْاَلَةُ الْكَافِرِ

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

٢٠٥٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا خَيْرًا مِّنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَاَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ كَمَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَّلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ .

২০৫৩। আহ্‌মাদ ইবনে আবু উবায়দুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যখন কোন বান্দাকে তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা তার নিকট থেকে ফিরে যায়, আর সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায় তখন তার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এই মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কি বলতে? ঐ ব্যক্তি মুমিন হলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাকে বলা হবে, তুমি তোমার জাহান্নামের স্থানের দিকে লক্ষ্য কর; আল্লাহ তোমাকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম স্থান দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ঐ ব্যক্তি উভয় স্থান দেখতে পাবে। আর কাফের বা মুনাফিককে বলা হবে, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? সে বলবে, আমি কিছুই জানি না, অন্যরা যেরূপ বলতো আমিও তদ্রূপ বলতাম। তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চেষ্টা করোনি এবং অনুসরণও করোনি। অতঃপর তার কর্ণদ্বয়ের মাঝখানে এমন এক আঘাত করা হবে যার ফলে সে বিকট শব্দে চিৎকার করবে যা মানুষ ও জিন ব্যতীত তার আশপাশের সকলে শুনতে পাবে।

مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায়।

٢٠٥٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ وَّخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ فَذَكَرُوْا اَنَّ رَجُلاً تُوُفِّىَ مَاتَ بِبَطْنِهِ فَاِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ اَنْ يَّكُوْنَا شُهَدَاءَ جَنَازَتِهِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبْ فِىْ قَبْرِهِ فَقَالَ الْاٰخَرُ بَلٰى .

২০৫৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... জামে' ইবনে শাদ্দাদ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি, সুলায়মান ইবনে সুরাদ ও খালিদ ইবনে উরফুতা (র) এক স্থানে বসা ছিলাম। লোকজন উল্লেখ করলো যে, এক ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করেছে। তখন তারা উভয়ে তার জানাযার নামাযে উপস্থিত হতে ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। একজন অন্যজনকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি ঃ যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় কবরে তাকে কখনো শাস্তি দেয়া হবে না? অন্যজন বললেন, হাঁ (বলেছেন)।

اَلشَّهِيْدُ

১১২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথের শহীদগণ।

٢٠٥٥- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ يُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ اِلاَّ الشَّهِيْدَ قَالَ كَفٰى بِبَارِقَةِ السُّيُوْفِ عَلٰى رَاْسِهِ فِتْنَةً .

২০৫৫। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুমিনগণ কবরের ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হবে, কিন্তু শহীদগণ নয়, এর কারণ কি? তিনি বলেন ঃ তার মাথার উপর উজ্জ্বল তরবারির বিপদ তাকে কবরের ভয়ংকর বিপদ থেকে নিরাপদ রাখবে।

٢٠٥٦-اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ الطَّاعُوْنُ وَالْمَطْعُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ مِرَارًا وَّرَفَعَهُ مَرَّةً اِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

২০৫৬। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, মহামারীতে, পেটের পীড়ায়, পানিতে ডুবে এবং নেফাসের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিগণ শহীদ। আত-তাইমী (র) বলেন, আবু উছমান (র) বহুবার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এবং কখনো তিনি অত্র হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

ضَمَّةُ الْقَبْرِ وَضَغْطَتُهُ

১১৩-অনুচ্ছেদ ঃ চারপাশসহ কবর মিশে যাওয়া এবং তার চেপে ধরা।

٢٠٥٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هٰذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ .

২০৫৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এই ব্যক্তি যার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছিল, যার জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খুলে গিয়েছিল এবং যার জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা শরীক হয়েছিল তার কবরও মিশে গিয়েছিল, অতঃপর তার জন্য তা প্রশস্ত হয়েছে।

عَذَابُ الْقَبْرِ

১১৪-অনুচ্ছেদ ঃ কবরের আযাব।

٢٠٥٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

২০৫৮। ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... আল-বারাআ (রা) বলেন, "যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭), অত্র আয়াত কবরের আযাব সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

٢٠٥٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِىْ عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ وَنَبِيٍّ مُحَمَّدٌ ﷺ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ .

২০৫৯। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ "যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭), আয়াতটি কবরের আযাব সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। কবরে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ। এটা আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭) -এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

٢٠٦٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ صَوْتًا مِّنْ قَبْرٍ فَقَالَ مَتٰى مَاتَ هٰذَا قَالُوْا مَاتَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَسُرَّ بِذٰلِكَ وَقَالَ لَوْلاَ اَنْ لاَّ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ .

২০৬০। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি কবরের ভিতর থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন ঃ এ ব্যক্তি কখন মারা গেছে? সাহাবীগণ বলেন, সে জাহিলী যুগে মারা গেছে। তাতে তিনি খুশী হলেন এবং বললেন ঃ যদি আমি আশংকা না করতাম, তোমরা ভয়ে একে অপরকে দাফন করা ছেড়ে দিবে তাহলে আমি তোমাদের কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতাম।

٢٠٦١-اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَوْنُ بْنُ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِىْ قُبُوْرِهَا .

২০৬১। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আবু আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের পর বের হলেন। তিনি একটি শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন ঃ এক ইয়াহূদীকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

اَلتَّعَوُّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

১১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা।

٢٠٦٢-اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ .

২০৬২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে দুরুস্তা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিন-নার, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল-মাহ্য়া ওয়াল-মামাত, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ-দাজ্জাল" ("হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট দোযখের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার নিকট মাসীহ্ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আশ্রয় চাই")।

٢٠٦٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

২০৬৩। আমর ইবনে সাওয়াদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিয়মিত কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

٢٠٦٤-اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِىْ يُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِىْ قَبْرِهِ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَنْ اَفْهَمَ كَلَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيْبٍ مِّنِّىْ اَىْ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ قَوْلِهِ قَالَ قَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِّنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ .

২০৬৪। সুলায়মান ইবনে দাউদ (র)... আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে লোকজন কবরে যে বিপদের সম্মুখীন হবে তার উল্লেখ করলেন। তাঁর এই

আলোচনায় মুসলমানগণ চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাতে আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা বুঝতে বাধার সৃষ্টি হলো। তাদের চিৎকার থেমে গেলে আমি আমার নিকটবর্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথার শেষে কি বলেছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার নিকট ওহী এসেছে, তোমরা দাজ্জালের বিপদের ন্যায় কবরে বিপদে পতিত হবে।

٢٠٦٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

২০৬৫। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দিতেন যেভাবে তাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ-দাজ্জাল, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল-মাহ্ইয়া ওয়াল-মামাত" ("হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার নিকট মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি")।

٢٠٦٦- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِىْ امْرَاَةٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ وَهِىَ تَقُوْلُ اِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ فَارْتَاعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُوْدُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِىَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

২০৬৬। সুলায়মান ইবনে দাঊদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন, তখন আমার কাছে এক ইয়াহূদী নারী উপস্থিত ছিল। সে বলছিল, তোমরা কবরের বিপদে পতিত হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্থিরতার সাথে বললেন ঃ ইয়াহূদীরাই বিপদে পতিত হবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কয়েক রাত এভাবে কেটে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার নিকট ওহী এসেছে যে, তোমরা কবরের বিপদে পতিত

হবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়মিত কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

٢٠٦٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْىَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَقَالَ اِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِكُمْ .

২০৬৭। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দাজ্জাল সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং তিনি বলতেন ঃ তোমরা নিজ নিজ কবরে বিপদে পতিত হবে।

٢٠٦٨- اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَتْ يَهُوْدِيَّةٌ عَلَيْهَا فَاسْتَوْهَبَتْهَا شَيْئًا فَوَهَبَتْ لَهَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ اَجَارَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ .

২০৬৮। হান্নাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী নারী তার নিকট এসে কিছু চাইল। আয়েশা (রা) তাকে কিছু দান করলে সে বললো, আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রা) বলেন, এতে আমি চিন্তিত হলাম। শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলে আমি তাঁর নিকট তা বললাম। তিনি বলেন ঃ তারা তাদের কবরে শাস্তি ভোগ করবে যা চতুষ্পদ জন্তুসমূহ শুনতে পাবে।

٢٠٦٩-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوْزَتَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا اِنَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ اُنْعِمْ اَنْ اُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَجُوْزَتَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ قَالَتَا اِنَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ قَالَ صَدَقَتَا اِنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَاَيْتُهُ صَلّٰى صَلٰوةً اِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

২০৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, মদীনার ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের দুই বৃদ্ধা নারী আমার নিকট এসে বললো, কবরবাসীরা তাদের কবরে শাস্তি ভোগ করে। আমি

তাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী মনে করলাম; সত্যবাদী মনে করতে পারলাম না। তারা বের হয়ে চলে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনার ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের দুই বৃদ্ধা নারী বললো, কবরবাসীরা তাদের কবরে শাস্তিভোগ করে। তিনি বলেন ঃ তারা সত্যই বলেছে। তারা কবরে এমন আযাবের সম্মুখীন হবে যা সকল চতুষ্পদ জন্তু শুনতে পাবে। তারপর থেকে আমি তাঁকে এমন কোন নামায পড়তে দেখিনি যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা না করতেন।

وَضْعُ الْجَرِيْدَةِ عَلَى الْقَبْرِ

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর খেজুরের ডাল গেড়ে দেয়া।

٢٠٧٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحَائِطٍ مِّنْ حِيْطَانِ مَكَّةَ اَوِ الْمَدِيْنَةَ سَمِعَ صَوْتَ انْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِى قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلٰى كَانَ اَحَدُهُمَا لاَيَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِه وكَانَ الْاٰخَرُ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كَسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلٰى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كَسْرَةً فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا اَوْ اِلٰى اَنْ يَيْبَسَا .

২০৭০। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা অথবা মদীনার বাগানসমূহের মধ্যকার এক বাগানে প্রবেশ করে দুই ব্যক্তির কবরে শাস্তি হওয়ার শব্দ শুনতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাদের কবরে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আর তারা কোন মারাত্মক অপরাধে শাস্তি পাচ্ছে না। তারপর তিনি বলেন ঃ তবে হাঁ, তাদের একজন পেশাব করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াতো। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল চাইলেন এবং তা দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক কবরে তার একটা খণ্ড গেড়ে দিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বলেন ঃ হয়ত এগুলো না শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব লাঘব করা হতে পারে।

٢٠٧١- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِىْ حَدِيْثِه عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِه وَاَمَّا

الْاٰخَـرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَـةِ ثُمَّ اَخَـذَ جَـرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَّاحِدَةً فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُمَا اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا .

২০৭১। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন ঃ এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, কোন মারাত্মক অপরাধের জন্য নয়, বরং তাদের একজন নিজ পেশাব থেকে পবিত্র থাকতো না এবং অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াতো। অতঃপর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে তা দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এটা করলেন কেন? তিনি বলেন ঃ হয়ত এগুলো শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে।

٢٠٧٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০৭২। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ মারা যাওয়ার পর তাকে সকাল-সন্ধ্যা তার বাসস্থান দেখানো হবে। যদি সে জান্নাতী হয় তবে জান্নাতীদের স্থান এবং যদি দোযখী হয় তবে দোযখীদের স্থান দেখানো হবে—মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন উঠানোর পূর্ব পর্যন্ত।

٢٠٧٣-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُعْرَضُ عَلٰى اَحَدِكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنَ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ قِيْلَ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০৭৩। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ মারা যাওয়ার পর সকাল-সন্ধ্যা তাকে তার বাসস্থান দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতী হয় তবে তাকে জান্নাতীদের স্থান এবং যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামীদের

স্থান দেখিয়ে বলা হয়, এটাই তোমার বাসস্থান—কিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত (এভাবে নিয়মিত তার বাসস্থান দেখানো হবে)।

٢٠٧٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ (اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ) عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০৭৪। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ মারা যাওয়ার পর সকাল-সন্ধ্যা তাকে তার বাসস্থান দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতী হয় তবে তাকে জান্নাতীদের স্থান এবং যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামীদের স্থান দেখিয়ে বলা হয়, এটাই তোমার বাসস্থান। কিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত (এভাবে নিয়মিত তার বাসস্থান দেখানো হবে)।

اَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুমিনদের আত্মাসমূহ

٢٠٧٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২০৭৫। কুতায়বা (র)... কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মুমিনদের আত্মাগুলো জান্নাতের গাছপালায় পাখীর রূপ ধারণ করে বসবাস করবে, কিয়ামতের দিন তাদের নিজ নিজ দেহে পুনসংযোজন না করা পর্যন্ত।[১]

٢٠٧٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ اَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنْ اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيُرِيْنَا مَصَارِعَهُمْ بِالْاَمْسِ قَالَ هٰذَا

---

১. অপরাপর হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে নিহত ব্যক্তিগণের (শহীদগণের) আত্মাসমূহ এভাবে থাকবে (অনুবাদক)।

مَصْرَعُ فُلاَنٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غَدًا قَالَ عُمَرُ وَالَّذِىْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا اَخْطَئُوْا تِيْكَ فَجُعِلُوْا فِىْ بِئْرٍ فَاَتَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ فَنَادٰى يَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ يَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ هَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَاِنِّىْ وَجَدْتُّ مَا وَعَدَنِىْ رَبِّىْ حَقًّا فَقَالَ عُمَرُ تُكَلِّمُ اَجْسَادًا لاَّ اَرْوَاحَ فِيْهَا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ .

২০৭৬। আমর ইবনে আলী (র)... আনাস (র) বলেন, আমরা মক্কা ও মদীনার মাঝপথে উমার (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট বদর জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সেদিন) আমাদেরকে আগামী কাল কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিহত হওয়ার স্থানসমূহ দেখিয়ে বলেছিলেন ঃ ইনশাআল্লাহ এটা আগামী কাল অমুকের নিহত হওয়ার স্থান। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যিনি তাঁকে সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, ওদের সেই চিহ্নিত স্থানসমূহে নিহত হতে ভুল হয়নি। অতঃপর তাদের লাশ একটি কূপে (গর্তে) ফেলে দেয়া হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে তাদেরকে ডেকে ডেকে বললেন ঃ হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমাদের রব তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছো? কেননা আল্লাহ আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আমি সত্যরূপে পেয়েছি। উমার (রা) বললেন, আপনি এমন দেহের সাথে কথা বলছেন যাদের মধ্যে প্রাণ নেই। তিনি বলেন ঃ আমি যা বলেছি তা তারা তোমাদের চেয়েও উত্তমরূপে শুনেছে।

٢٠٧٧- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ بِبِئْرِ بَدْرٍ وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُّنَادِىْ يَا اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَّيَا شَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَيَاعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَيَا اُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ هَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَاِنِّىْ وَجَدْتُّ مَا وَعَدَنِىْ رَبِّىْ حَقًّا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَتُنَادِىْ قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوْا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يُّجِيْبُوْا .

২০৭৭। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... আনাস (রা) বলেন, মুসলমানগণ রাতের বেলা বদরের কূপের পাশে আওয়াজ শুনতে পেলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে ডাকছিলেন ঃ হে আবু জাহ্‌ল ইবনে হিশাম, হে শাইবা ইবনে রবীআ, হে উতবা ইবনে রবীআ, হে উমাইয়া ইবনে খালাফ! তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছো? কেননা আমার প্রভু আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা আমি সত্যরূপে পেয়েছি। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এমন লোকদের

ডাকছেন যারা পঁচেগলে গিয়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি যা বলেছি তা তাদের চেয়ে তোমরা অধিক উত্তমরূপে শুনতে পাওনি, কিন্তু তাদের উত্তর দেয়ার সামর্থ্য নাই।

২০৭৮- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ عَلٰى قَلِيْبِ بَدْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ اِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ الْاٰنَ مَا اَقُوْلُ لَهُمْ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ ابْنُ عُمَرَ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُمُ الْاٰنَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ الَّذِيْ كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ قَرَاَتْ قَوْلَهُ اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى حَتّٰى قَرَاَتِ الْاٰيَةَ .

২০৭৮। মুহাম্মাদ ইবনে আদাম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বদরের কূপের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা যথার্থরূপে পেয়েছো? তিনি বলেন ঃ আমি এখন তাদের উদ্দেশ্যে যা বললাম তা তারা শুনতে পেয়েছে। বিষয়টি আয়েশা (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, এটা ইবনে উমার (রা)-এর ধারণা। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন ঃ তারা এখন বুঝতে পেরেছে, আমি তাদেরকে যা বলেছিলাম তা ছিল সত্য। অতঃপর আয়েশা (রা) "তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শুনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়" (সূরা আর-রূম ঃ ৫২) আয়াত পাঠ করলেন।

২০৭৯-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَمُغِيْرَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ وَفِىْ حَدِيْثِ مُغِيْرَةَ كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ يَاْكُلُهُ التُّرَابُ اِلاَّ عَجْبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيْهِ يُرَكَّبُ .

২০৭৯। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাটি প্রত্যেক আদম সন্তানকে হজম করে ফেলবে তার মেরুদণ্ডের হাড়টুকু ব্যতীত। তা থেকেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা থেকেই তাকে আবার পুনর্বিন্যাস করা হবে।

২০৮০- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّبَنِى ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يُّكَذِّبَنِىْ وَشَتَمَنِى ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَّشْتِمَنِيْ اَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ اِنِّىْ لاَ

أُعِيْدُهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَلَيْسَ اٰخِرُ الْخَلْقِ بِاَعَزَّ عَلَىَّ مِنْ اَوَّلِه وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَّاَنَا اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ .

২০৮০। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, আদম সন্তান আমাকে অস্বীকার করে অথচ আমাকে অস্বীকার করা তার উচিত নয়। আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ আমাকে গালি দেয়া তার উচিত নয়। আমাকে তার অস্বীকার করার অর্থ হলো তার একথা বলা যে, আমি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবো না যেরূপ প্রথমে সৃষ্টি করেছি। অথচ পুনর্বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার তুলনায় আমার জন্য কঠিন কিছু নয়। আর আমাকে তার গালি দেয়ার অর্থ হলো, সে বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি আল্লাহ্ এক এবং কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্ম দেইনি এবং কারও জাতও নই, আর আমার সমতুল্যও কেউ নাই।

٢٠٨١-اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْرَفَ عَبْدٌ عَلٰى نَفْسِه حَتّٰى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِاَهْلِه اِذَا اَنَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِىْ ثُمَّ اذْرُوْنِىْ فِى الرِّيْحِ فِى الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَىَّ لَيُعَذِّبَنِّىْ عَذَابًا لاَّ يُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِه قَالَ فَفَعَلَ اَهْلُهُ ذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ شَىْءٍ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا اَدِّ مَا اَخَذْتَ فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَاحَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ .

২০৮১। কাছীর ইবনে উবায়েদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ এক বান্দা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিল। শেষে তার মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তার পরিবার-পরিজনকে বললো, আমি মারা গেলে তোমরা আমাকে পুড়ে ছাই করে ফেলবে। তারপর আমাকে সাগরের মধ্যে বাতাসে উড়িয়ে দিবে। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ যদি আমাকে তাঁর আয়ত্তে পান তাহলে তিনি আমাকে এমন ভয়ংকর শাস্তি দিবেন যা তাঁর সৃষ্টির কাউকে দেননি। মহামহিম আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, কিসে তোমাকে এরূপ করতে বাধ্য করেছিল? সে বলবে, তোমার ভয়? অতএব আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

٢٠٨٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِىْءُ الظَّنَّ بِعَمَلِه فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِاَهْلِه اِذَا اَنَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اطْحَنُوْنِىْ ثُمَّ اذْرُوْنِىْ

فِى الْبَحْرِ فَانَّ اللّٰهَ انْ يَّقْدِرْ عَلَىَّ لَمْ يَغْفِرْ لِىْ قَالَ فَاَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلاَئِكَةَ فَتَلَقَّتْ رُوْحَهُ قَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَبِّ مَا فَعَلْتُ الاَّ مِنْ مَخَافَتِكَ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ .

২০৮২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার এক ব্যক্তি তার আমল সম্পর্কে মন্দ ধারণা করেছিল। তার মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তার পরিবারের লোকজনকে বললো, আমি মারা গেলে তোমরা আমাকে পুড়ে একাকার করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে, অতঃপর আমার অবশেষ সাগরে ফেলে দিবে। কেননা আল্লাহ যদি আমাকে তাঁর আয়ত্তে পান তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তখন মহামহিম আল্লাহ ফেরেশতাগণকে আদেশ দিলে তারা তার আত্মাকে উপস্থিত করবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি যা করেছিলে তা করতে তোমাকে কোন জিনিস বাধ্য করেছে? সে বলবে, হে প্রভু! আমি একমাত্র তোমার ভয়ে এটা করেছিলাম। অতএব আল্লাহ তাকে ক্ষমা করা দিবেন।

اَلْبَعْثُ

১১৮-অনুচ্ছেদ ঃ পুনরুত্থান সম্পর্কে।

٢٠٨٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيَقُوْلُ انَّكُمْ مُّلاَقُو اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً .

২০৮৩। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিম্বারের উপর তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় তোমরা নগ্নপায়ে, নগ্নদেহে ও খৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে।

٢٠٨٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً غُرْلاً وَاَوَّلُ الْخَلاَئِقِ يُكْسٰى اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَرَاَ كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ .

২০৮৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)...ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে নগ্নদেহে খৎনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। প্রথম যাঁকে

কাপড় পরিধান করানো হবে তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন ঃ "যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো" (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১০৪)।

٢٠٨٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّبَيْدِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ قَالَ لِكُلِّ امْرِىءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ .

২০৮৫। আমর ইবনে উছমান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে উত্থিত করা হবে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খৎনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রা) বললেন, লজ্জাস্থানের অবস্থা কি হবে? তিনি বলেন ঃ "সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন গুরুতর হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে" (সূরা আবাসা ঃ ৩৭)।

٢٠٨٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْنُسَ الْقُشَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً قُلْتُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالَ اِنَّ الْاَمْرَ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يُّهِمَّهُمْ ذٰلِكَ .

২০৮৬। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ অবশ্যই তোমাদেরকে নগ্নপদে ও নগ্নদেহে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে। আমি বললাম, পুরুষ ও নারীরা পরস্পরের প্রতি কি তাকাবে না? তিনি বলেন ঃ তাদের পরস্পরের প্রতি তাকাবার খেয়াল আসা তো দূরের কথা, তখন অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর।

٢٠٨٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ اثْنَانِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَّثَلاَثَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَعَشْرَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوْا وَتُمْسِىْ مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْا .

২০৮৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকজন তিন দলে বিভক্ত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। একদল তো বেহেশতের আশা করবে, কিন্তু অপর দল দোযখের ভয়ে ভীত থাকবে। তারা দুইজন, তিনজন, চারজন বা দশজন করে এক একটি উটে আরোহণ করে আসবে। আর অবশিষ্ট লোকদেরকে আগুন তাড়িয়ে নিয়ে আসবে। আগুন তাদের সাথে দুপুরে অবস্থান করবে যেখানে তারা দুপুরে অবস্থান করবে। তা তাদের সাথে রাতে অবস্থান করবে যেখানে তারা রাতে অবস্থান করবে। তা তাদের সাথে ভোরে অবস্থান করবে যেখানে তারা ভোরে অবস্থান করবে। তা তাদের সাথে সন্ধ্যায় অবস্থান করবে যেখানে তারা সন্ধ্যায় অবস্থান করবে।

২০৮৮-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْى عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ ﷺ حَدَّثَنِىْ اَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُوْنَ ثَلاَثَةَ اَفْوَاجٍ فَوْجٌ رَاكِبِيْنَ طَاعِمِيْنَ كَاسِيْنَ وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ وَفَوْجٌ يَمْشُوْنَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقِى اللّٰهُ الْاٰفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلاَ يَبْقٰى حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ لَتَكُوْنُ لَهُ الْحَدِيْقَةُ يُعْطِيْهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا .

২০৮৮। আমর ইবনে আলী (র)... আবু যার (রা) বলেন, পরম সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাশরের দিন লোকজন তিন দলে বিভক্ত হয়ে উত্থিত হবে। একদল হবে পরিতৃপ্ত ও পোশাক পরিহিত আরোহী, আর একদল হবে—ফেরেশতাগণ তাদেরকে সামনা-সামনি টেনে আনবে। আর আগুন তাদের তাড়িয়ে আনবে। আর একদল হবে তারা পদব্রজে আসবে দ্রুতগতিতে। আল্লাহ বাহনের উপর বিপদ-মসীবত ঢেলে দিবেন। ফলে কোন বাহন আর অবশিষ্ট থাকবে না। এমনকি এক ব্যক্তির মালিকানায় একটি বাগান থাকবে। সে একটি উটের বিনিময়ে তা দিতে চাইবে কিন্তু উট পাওয়া যাবে না।

ذِكْرُ اَوَّلِ مَنْ يُّكْسٰى

১১৯-অনুচ্ছেদ ঃ সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরিধান করানো হবে।

২০৮৯- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حُفَاةً غُرْلاً وَقَالَ وَكِيْعٌ وَوَهْبٌ عُرَاةً غُرْلاً كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ قَالَ اَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاِنَّهُ سَيُؤْتٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُجَاءُ وَقَالَ وَهْبٌ وَوَكِيْعٌ سَيُؤْتٰى بِرِجَالٍ مِّنْ اُمَّتِىْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ رَبِّ اَصْحَابِىْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ اِلٰى قَوْلِه وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمُ الْاٰيَةَ فَيُقَالُ اِنَّ هٰؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوْا مُدْبِرِيْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ .

২০৮৯। মাহমূদ ইবনে গায়লান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপদেশ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট একত্র হবে উলঙ্গ অবস্থায়। আবু দাঊদ (র)-এর বর্ণনায় আছে, নগ্ন পদে, খৎনাবিহীন অবস্থায়। ওয়াকী (র) ওয়াহ্‌ব (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে, নগ্নদেহে ও খৎনাবিহীন অবস্থায়। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রথম যে ব্যক্তিকে পোশাক পরানো হবে তিনি ইবরাহীম (আ) এবং তাঁকে আনা হবে। ওয়াহ্‌ব এবং ওয়াকী (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমার উম্মতের কিছু লোককে বাম পার্শ্বে অবস্থানকারীদের মধ্যে আনা হবে। তখন আমি বলবো, হে আল্লাহ! এরা তো আমার উম্মত। বলা হবে, আপনি জানেন না এরা আপনার পরে ধর্মে কি নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছিল। তখন আমি এক সৎকর্মপরায়ণ বান্দা যেভাবে বলেছিলেন তদ্রূপ বলবো ঃ "যাবত কাল আমি তাদের মধ্যে ছিলাম তাবৎ আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিয়েছো তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং সর্ববিষয়ে সাক্ষী। তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তবে তুমি তো মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (সূরা আল-মাইদা ঃ ১১৭-৮)।

فِى التَّعْزِيَةِ

১২০-অনুচ্ছেদ ঃ শোকে-দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন।

٢٠٩٠-اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ يَجْلِسُ اِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فِيْهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيْرٌ يَّاْتِيْهِ مِنْ خَلْفِ

ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَلَكَ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ اَنْ يَّحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ فَحَزِنَ عَلَيْهِ فَفَقَدَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا لِىْ لاَ اَرٰى فُلاَنًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بُنَيُّهُ الَّذِىْ رَاَيْتَهُ هَلَكَ فَلَقِيَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ هَلَكَ فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلاَنُ اَيُّمَا كَانَ اَحَبُّ اِلَيْكَ اَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمْرَكَ اَوْ لاَ تَاْتِىَ غَدًا اِلٰى بَابٍ مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ اِلاَّ وَجَدْتَّهُ قَدْ سَبَقَكَ اِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ بَلْ يَسْبِقُنِىْ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِىْ لَهُوَ اَحَبُّ اِلَىَّ قَالَ فَذَاكَ لَكَ .

২০৯০। হারূন ইবনে যায়েদ (র)... মু'আবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ যখন বসতেন তখন সাহাবীদের কতক তাঁর কাছে এসে বসতেন। তাদের মধ্যে একজনের অল্প বয়স্ক একটি ছেলে ছিল। তিনি তার ছেলেটিকে কাঁধে করে বহন করে এনে নিজের সামনে বসাতেন। অতঃপর ছেলেটি মারা গেলো। তিনি বিষন্ন হয়ে পড়লেন। তার ছেলের কথা মনে করে তিনি মজলিসে উপস্থিত হতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে না দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি অমুক ব্যক্তিকে কেন দেখছি না? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার ছোট ছেলেটিকে দেখেছিলেন, সে মারা গেছে। অতঃপর তার সাথে সাক্ষাত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার ছোট ছেলেটির কি হয়েছে? সে বললো, ছেলেটি মারা গেছে। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্যধারণ করতে বললেন। তারপর তিনি বললেন ঃ হে অমুক! তোমার কাছে কোনটি পছন্দনীয়—"তার দ্বারা তোমার পার্থিব জীবন সুখময় করা; না কিয়ামতে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে তাকে তথায়ই উপস্থিত পাওয়া"? তোমার পূর্বেই সে সেখানে পৌছে তোমার জন্য দরজা খুলে দিবে। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বরং সে আমার পূর্বে জান্নাতের দরজায় গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দিবে এটাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমার জন্য সেটাই হবে।

نَوْعٌ اُخَرُ

১২১-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক প্রকার।

٢٠٩١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَاَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ اِلٰى رَبِّهِ فَقَالَ اَرْسَلْتَنِىْ اِلٰى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى مَتْنِ

ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَاغَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَىْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ فَالْاٰنَ فَسَاَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُّدْنِيَهُ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةَ الْحَجَرِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اِلٰى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ .

২০৯১। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মূসা (আ)-এর কাছে মালাকুল মাওতকে (আযরাঈল) প্রেরণ করা হলো। যখন মালাকুল মাওত (মৃত্যুদূত) তাঁর কাছে পৌঁছলেন তিনি তাকে এমন এক চড় মারলেন যাতে তার একটি চোখ বের হয়ে গেলো। তিনি তার প্রভুর কাছে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছেন যিনি মৃত্যু কামনা করেন না। মহামহিম আল্লাহ তার চোখ ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, এবার তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলো, তিনি যেন একটি গরুর পিঠে তাঁর হাত রাখেন। তাঁর হাতের নীচে যত সংখ্যক পশম পড়বে প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক বছর করে তাঁর হায়াত বাড়িয়ে দেয়া হবে। তিনি [মূসা (আ)] বললেন, হে প্রভু! তারপর কি হবে? তিনি বলেন, মৃত্যু। তখন মূসা (আ) বললেন, তাহলে এখনই মৃত্যু হোক। তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন, তাঁকে যেন পবিত্র ভূমি (বায়তুল মুকাদ্দাস) থেকে একখানা প্রস্তর নিক্ষেপের দূরত্ব পরিমাণ নিকটবর্তী স্থানে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যদি আমি তথায় থাকতাম তাহলে তোমাদেরকে তার কবর দেখিয়ে দিতাম, যা পথের এক পাশে লাল টীলার নিচে অবস্থিত।

অধ্যায় ঃ ২২

كِتَابُ الصِّيَامِ

(রোযা)

بَابُ وَجُوْبِ الصِّيَامِ

১–অনুচ্ছেদ ঃ রোযা বাধ্যতামূলক ইবাদত।

٢٠٩٢- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ اَخْبِرْنِىْ بِمَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ اَخْبِرْنِىْ بِمَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ لاَ اَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَّلاَ اَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ صَدَقَ .

২০৯২। আলী ইবনে হুজ্‌র (র)... তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উষ্কখুষ্ক চুলবিশিষ্ট এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমার উপর যেসব নামায ফরয করেছেন তৎসম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, তবে তুমি চাইলে কিছু নফল নামাযও পড়তে পারো। সে বললো, আল্লাহ আমার উপর যে রোযা ফযর করেছেন সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।

তিনি বলেন ঃ রমযান মাসের রোযা, তবে তুমি চাইলে কিছু নফল রোযাও রাখতে পারো। সে বললো, আল্লাহ আমার উপর যে যাকাত ফরয করেছেন সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দীন ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করলেন। অতঃপর সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন! আমি নফলও আদায় করবো না এবং আল্লাহ্ আমার উপর যা ফরয করেছেন তাতেও কমতি করবো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সে সত্যবাদী হলে কৃতকার্য হবে এবং সত্যবাদী হলে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

٢٠٩٣-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نُهِيْنَا فِى الْقُرْاٰنِ اَنْ نَسْاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ شَىْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَّجِىْءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْاَلَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَاَخْبَرَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ فِيْهَا الْجِبَالَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَبِالَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَنَصَبَ فِيْهَا الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ اٰللّٰهُ اَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اٰللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةَ اَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اٰللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اٰللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اٰللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَال فَوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدَنَّ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَّلاَ اَنْقُصُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

২০৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-কুরআনে আমাদেরকে নবী ﷺ-এর নিকট কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আমরা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করতাম, কোন জ্ঞানী বেদুইন এসে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করতো! ইতিমধ্যে এক বেদুইন এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনার দূত

আমাদের কাছে এসে আমাদের অবহিত করেন যে, আপনি দাবি করেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ সে সত্য বলেছে। সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কে আসমান সৃষ্টি করেছেন? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ! সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কে পৃথিবীর বুকে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ! সে আবার জিজ্ঞেস করলো, তাতে উপকারী জিনিসসমূহ কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ! সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, সেই সত্তার শপথ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে উপকারী জিনিসসমূহ রেখেছেন, আল্লাহ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। অতঃপর সে বললো, আপনার দূত দাবি করেন যে, প্রতি দিন-রাতে আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ সে সত্য বলেছে। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, আল্লাহ কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। সে বললো, আপনার দূত দাবি করেন যে, আমাদেরকে আমাদের মালের যাকাত দিতে হবে। তিনি বলেন ঃ সে সত্য বলেছে। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। সে বললো, আপনার দূত দাবি করেন যে, আমাদের উপর প্রতি বছর রমযান মাসের রোযা ফরয। তিনি বলেন ঃ সে সত্য বলেছে। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন! আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। সে বললো, আপনার দূত দাবি করেন যে, আমাদের মধ্যে যার পথখরচা বহনের সামর্থ্য আছে তার উপর হজ্জ করা ফরয। তিনি বলেন ঃ সে সত্য বলেছে। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন! আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। সে বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আমি এসব নির্দেশে কিছুই যোগ-বিয়োগ (কোনরূপ পরিবর্তন) করবো না। সে ফিরে চলে যাওয়ার পর নবী ﷺ বলেন ঃ সে সত্যবাদী হলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٢٠٩٤- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِى الْمَسْجِدِ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ قُلْنَا لَهُ هٰذَا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ سَائِلُكَ يَا مُحَمَّدُ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِى الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ فِىْ نَفْسِكَ قَالَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اَللّٰهُ اَرْسَلَكَ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ اللّٰهَ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تُصَلِّىَ الصَّلَوَاتِ

الْخَمْسَ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ اللّٰهَ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَصُوْمَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ . قَالَ فَاَنْشُدُكَ اللّٰهَ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلٰى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اٰمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَاَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَرَائِىْ مِنْ قَوْمِىْ وَاَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ اَخُوْ بَنِىْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ خَالَفَهُ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ .

২০৯৪। ঈসা ইবনে হাম্মাদ (র)... শরীক ইবনে আবু নামির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক উষ্ট্রারোহী এসে মসজিদের সামনে সেটিকে বসিয়ে বাঁধলো, অতঃপর তাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দিয়ে তাদের মধ্যে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, হেলান দিয়ে বসা এই সুন্দর ব্যক্তি। লোকটি তাঁকে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (নাতি)! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ আমি তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছি। লোকটি বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে কিছু শক্ত বা কঠিন (গুরুত্বপূর্ণ) প্রশ্ন করবো। আপনি কিছু মনে করবেন না। তিনি বলেন ঃ তোমার ইচ্ছামত প্রশ্ন করো। সে বললো, আমি আপনাকে আমনার প্রভু এবং আপনার পূর্বকালের লোকদের প্রভুর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে গোটা মানবজাতির নিকট পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে রাত-দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নাথে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ কি আপনাকে বছরের এ (রমযান) মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ কি আপনাকে আমাদের ধনবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে এই যাকাত আদায় করে তা আমাদের অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়। লোকটি বললো, আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তার উপর ঈমান আনলাম। আমি নিজ জনগোষ্ঠীর দূতরূপে এসেছি এবং আমার নাম দিমাম ইবনে ছা'লাবা। আমি সা'দ ইবনে বাক্‌র গোত্রের উপগোত্র বনী ছা'লাবার সদস্য।

٢٠٩٥- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ وَغَيْرُهُ مِنْ اِخْوَانِنَا عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ

شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوْسٌ فِى الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هٰذَا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ الْمُتَكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَبْتُكَ قَالَ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِى الْمَسْئَلَةِ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ اَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اٰللّٰهُ اَرْسَلَكَ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ اللّٰهَ اٰللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَصُوْمَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ اللّٰهَ اٰللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَاْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلٰى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ اٰمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَاَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَّرَائِىْ مِنْ قَوْمِىْ وَاَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ اَخُوْ بَنِىْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ خَالَفَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ .

২০৯৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে ইবরাহীম (র)... শরীক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু নামির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, একদা আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক উষ্ট্রারোহী এসে সেটিকে মসজিদের সামনে বসিয়ে বাঁধলো, অতঃপর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে? তিনি আমাদের মাঝে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, হেলান দিয়ে বসা এই সুন্দর ব্যক্তি। লোকটি তাঁকে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ আমি তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছি। সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো এবং কঠোর ও কঠিন (অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ) কিছু প্রশ্ন করবো। তিনি বলেন ঃ তোমার মনমতো প্রশ্ন করতে পারো। সে বললো, আমি আপনাকে আপনার প্রভু এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভুর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে গোটা মানবজাতির নিকট পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্র নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে বছরের এই (রমযান) মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্র নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের বিত্তবানদের নিকট থেকে এই যাকাত আদায় করে তা আবার আমাদের অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। লোকটি বললো, আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তার উপর ঈমান

আনলাম, আর আমি আমার পশ্চাতে রেখে আসা আমার জনগোষ্ঠীর দূত। আমার নাম দিমাম, পিতার নাম ছা'লাবা এবং আমি সা'দ ইবনে বাক্‌র গোত্রের সদস্য।

٢٠٩٦- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَارَةَ حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَذْكُرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ مَعَ اَصْحَابِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ اَيُّكُمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالُوْا هٰذَا الْاَمْغَرُ الْمُرْتَفِقُ قَالَ حَمْزَةُ الْاَمْغَرُ الْاَبْيَضُ مُشْرَبُ حُمْرَةً فَقَالَ انِّىْ سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِى الْمَسْئَلَةِ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ اَسْاَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ اَللّٰهُ اَرْسَلَكَ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ بِهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تُصَلِّىَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ بِهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَاْخُذَ مِنْ اَمْوَالِ اَغْنِيَائِنَا فَتَرُدَّهُ عَلٰى فُقَرَائِنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ بِهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَصُوْمَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنِ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ بِهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ يَحُجَّ هٰذَا الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَانِّىْ اٰمَنْتُ وَصَدَّقْتُ وَاَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ .

২০৯৬। আবু বাক্‌র ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। তখন বনভূমিতে বসবাসকারী এক বেদুইন এসে বললো, তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (নাতী) কে? তারা বলেন, এই যে হেলান দেয়া রক্তিম বর্ণের সুন্দর লোকটি। রাবী হামযা (র) বলেন, 'আমগার' শব্দের অর্থ রক্তিম বর্ণ মিশ্রিত সুন্দর। সে বললো, আমি আপনাকে কিছু কঠিন (গুরুত্বপূর্ণ) প্রশ্ন করবো। তিনি বলেন ঃ তোমার ইচ্ছামতো প্রশ্ন করতে পারো। সে বললো, আমি আপনার প্রভু, আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভু এবং আপনার পরবর্তীদের প্রভুর নামে আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে তাঁর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে তা আবার আমাদের অভাবীদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে তাঁর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে বারো মাসের মধ্যে এই (রমযান) মাসে রোযা

রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি আপনাকে তাঁর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে যার পথখরচা বহনের সামর্থ্য আছে তাকে এই (কা'বা) ঘরের হজ্জ করতে হবে? তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! হাঁ, নিশ্চয়। সে বললো, আমি ঈমান আনলাম এবং সত্য বলে গ্রহণ করলাম। আমার নাম দিমাম ইবনে ছা'লাবা।

بَابُ الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ

২-অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে পর্যাপ্ত দান-খয়রাত করা এবং বদান্যতা প্রদর্শন।

٢٠٩٧- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ .

২০৯৭। ইসমাঈল ইবনে দাউদ (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। রমযান মাসে যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তাঁর দান-খয়রাতের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যেতো। আর জিবরাঈল (আ) রমযান মাসের প্রতি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। রাবী (ইবনে আব্বাস) বলেন, যখন জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি বেগবান বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল হতেন।

٢٠٩٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ وَكَانَ اِذَا كَانَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِجِبْرِيْلَ يُدَارِسُهُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ وَاَدْخَلَ هٰذَا حَدِيْثًا فِىْ حَدِيْثٍ.

২০৯৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করার মতো কোন অভিশাপ দিতেন না। তাঁকে কুরআন শিখানোর জন্য জিবরাঈল (আ)-এর আগমনের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি বেগবান বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল হতেন।

بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৩–অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসের ফযীলাত।

٢٠٩٩- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ .

২০৯৯। আলী ইবনে হুজ্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ রমযান মাস শুরু হলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানের দলকে শৃঙ্খলিত করা হয়।

٢١٠٠-اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَوْزَجَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ .

২১০০। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকূব আল-জাওযানী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ রমযান মাস শুরু হলে বেহেশতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়।

بَابُ ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِىِّ فِيْهِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ যুহরী (র) থেকে বর্ণনাকারীদের মতভেদ।

٢١٠١- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ .

২১০১। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রমযান মাস শুরু হলে জান্নাতের ফটকসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, জাহান্নামের ফটকসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়।

٢١٠٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ اَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّيْنَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ .

২১০২। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রমযান মাস এলে রহমাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়।

٢١٠٣- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ .

২১০৩। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রমযান মাস শুরু হলে বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। ইবনে ইসহাক (র) যুহরী (র)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢١٠٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّيْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ . قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا يَعْنِيْ حَدِيْثَ ابْنِ اِسْحَاقَ خَطَاٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ اِسْحَاقَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ .

২১০৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ রমযান মাস শুরু হলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এ হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে। ইবনে ইসহাক (র) এটি যুহরী (র)-এর নিকট শোনেননি। পূর্বোক্ত সনদ সূত্রসমূহই যথার্থ।

٢١٠٥- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اسْحَاقَ قَالَ وَذَكَـرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اُوَيْسِ بْنِ اَبِـىْ اُوَيْسٍ عَدِيْدِ بَنِىْ تَيْمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هٰـذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ تُفَتَّحُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغَلَّقُ فِيْهِ اَبْوَابُ النَّارِ وَتُسَلْسَلُ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ خَطَأٌ .

২১০৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এই যে রমযান মাস তোমাদের কাছে এসেছে। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى مَعْمَرٍ فِيْهِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত হাদীস মা'মার (র) থেকে বর্ণনাকারীদের মতভেদ।

٢١٠٦- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيْمَةٍ وَقَالَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَسُلْسِلَتْ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ اَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

২১০৬। আবু বাক্র ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রমযান মাসে দাঁড়নোর (তারাবীহ্‌র নামাযের) জন্য উৎসাহ দিতেন কিন্তু কঠোরভাবে নয়। তিনি বলতেন ঃ রমযান মাস এলে বেহেশতের দ্বারগুলো খুলে দেয়া হয়, দোযখের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলে আটকানো হয়। ইবনুল মুবারক (র) এটিকে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

٢١٠٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ ابْنُ مُوْسٰى خُرَاسَانِىٌّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ .

২১০৭। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ রমযান মাস শুরু হলে রহমাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

٢١٠٨-اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ .

২১০৮। বিশর ইবনে হেলাল (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের নিকট বরকতপূর্ণ মাস রমযান এসেছে। মহামহিম আল্লাহ তোমাদের উপর এ মাসে রোযা রাখা ফরয করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং আল্লাহ্র অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত আছে যা এক হাজার মাসের চেয়েও কল্যাণকর। যে ব্যক্তি সেই রাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলো সে আসলেই (অনেক কল্যাণ থেকে) বঞ্চিত হলো।

٢١٠٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ عُدْنَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا تَذْكُرُوْنَ قُلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ النَّارِ وَتُغَلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ وَيُنَادِىْ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ .

২১০৯। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... আরফাজা (র) বলেন, আমরা অসুস্থ উতবা ইবনে ফারকাদ (রা)-কে দেখতে গেলাম। আমরা রমযান মাস সম্পর্কে আলোচনা তুললাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আলোচনা করছো? আমরা বললাম, রমযান মাস সম্পর্কে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের বন্দী করা হয়। প্রতি রাতে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন, হে কল্যাণ প্রত্যাশী! এসো। হে অনিষ্ট সন্ধানী! বিরত হও। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এ হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে।

٢١١٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ كُنْتُ فِىْ بَيْتٍ فِيْهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ فَاَرَدْتُ اَنْ اُحَدِّثَ بِحَدِيْثٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ كَاَنَّهُ اَوْلٰى بِالْحَدِيْثِ مِنِّىْ فَحَدَّثَ الرَّجُلُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فِىْ رَمَضَانَ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ

أَبْوَابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيْهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ اَمْسِكْ .

২১১০। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... আরফাজা (র) বলেন, আমি একটি ঘরের মধ্যে ছিলাম, যেখানে উতবা ইবনে ফারকাদ (রা)-ও ছিলেন। আমি একটি হাদীস বর্ণনা করতে চাইলাম। কিন্তু সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবীও ছিলেন। আমার বিবেচনায় তিনিই হাদীস বর্ণনায় আমার চেয়ে উত্তম। তিনি নবী ﷺ-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রমযান মাস সম্পর্কে বলেন ঃ রমযান মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয় এবং প্রতি রাতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, "হে কল্যাণ সন্ধানী! অগ্রসর হও। হে অনিষ্ট সন্ধানী! বিরত থাকো"।

اَلرُّخْصَةُ فِيْ اَنْ يُّقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمْضَانَ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসকে সংক্ষেপে 'রমযান' বলার অনুমতি আছে।

٢١١١-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُهَلَّبُ ابْنُ اَبِىْ حَبِيْبَةَ ح وَاَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلاَ قُمْتُهُ كُلَّهُ وَلاَ اَدْرِىْ كَرِهَ التَّزْكِيَةَ اَوْ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ اَللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ .

২১১১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে, আমি সমগ্র 'রমযানে' রোযা রেখেছি এবং রাতে দণ্ডায়মান হয়েছি (নফল নামায পড়েছি)। রাবী বলেন, আমি জানি না তিনি কেন এভাবে বলা অপছন্দ করেছেন। হয়তো এর মধ্যে নিজের প্রশংসা আছে অথবা অলসতা ও ঘুম আছে (তাই তিনি সমগ্র মাস বলা অপছন্দ করেছেন)।

٢١١٢- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ ابْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِامْرَاَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِىْ فِيْهِ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً .

২১১২। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে খালিদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলাকে বললেন ঃ 'রমযান' এলে তুমি সে মাসে উমরা করো। কারণ, রমযানে একটি উমরা একটি হজ্জতুল্য।

اخْتِلاَفُ اَهْلِ الْاَفَاقِ فِى الرُّؤْيَةِ

৭–অনুচ্ছেদ ঃ দেশে দেশে চাঁদ দেখার পার্থক্য।

٢١١٣- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ حَرْمَلَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ كُرَيْبٌ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَىَّ هِلاَلُ رَمَضَانَ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَاَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِىْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتٰى رَاَيْتُمْ فَقُلْتُ رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ اَنْتَ رَاَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ نَعَمْ وَرَاٰهُ النَّاسُ فَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لٰكِنْ رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُ حَتّٰى نُكْمِلَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا اَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ اَوَلاَ تَكْتَفِىْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَاَصْحَابِهِ قَالَ لاَ هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

২১১৩। আলী ইবনে হুজ্‌র (র)... কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। ফাদল (রা)-এর মা তাকে সিরিয়ায় মুয়াবিয়া (রা)-এর নিকট পাঠান। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌঁছে তার প্রয়োজন সমাধা করলাম এবং সিরিয়ায় থাকতেই রমযানের নতুন চাঁদ উদিত হলো। আমি বৃহস্পতিবার (সন্ধ্যায়) নতুন চাঁদ দেখলাম। অতঃপর আমি মাসের শেষদিকে মদীনায় ফিরে এলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে (প্রয়োজনীয় বিষয়াদি) জিজ্ঞেস করার পর চাঁদের কথা তোলেন। তিনি বলেন, তোমরা কখন চাঁদ দেখেছিলে? আমি বললাম, আমরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। তিনি বলেন, তুমি নিজে কি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম, হাঁ, লোকজনও দেখেছে, রোযাও রেখেছে এবং মুআবিয়া (রা)-ও রোযা রেখেছেন। তিনি বলেন, কিন্তু আমরা শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা তিরিশটি রোযা পূর্ণ করবো অথবা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবো। আমি বললাম, আপনি কি মুআবিয়া (রা) ও তার সংগীদের চাঁদ দেখা যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বলেন, না, নবী ﷺ আমাদের এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ قُبُوْلِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلٰى هِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَذِكْرِ الْاِخْتِلاَفِ فِيْهِ عَلٰى سُفْيَانَ فِىْ حَدِيْثِ سِمَاكٍ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে একজন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে সিমাক (র)-এর হাদীস সুফিয়ান (র) কর্তৃক বর্ণনায় পার্থক্য।

٢١١٤-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَاَيْتُ الْهِلاَلَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ نَعَمْ فَنَادَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ صُوْمُوْا .

২১১৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল? সে বললো, হাঁ। অতএব নবী ﷺ ঘোষণা দিলেন ঃ তোমরা রোযা রাখো।

٢١١٥- اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَبْصَرْتُ الْهِلاَلَ اللَّيْلَةَ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا .

২১১৫। মূসা ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি এই রাতে (সন্ধ্যায়) নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ হে বিলাল! জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন আগামী কাল থেকে রোযা রাখে।

٢١١٦- اَخْبَرَنَا بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ .

২১১৬। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... ইকরিমা (র) থেকে এই সনদে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

٢١١٧-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ مِصِّيْصِيٌّ قَالَ اَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ .

২১১৭। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... ইকরিমা (র) থেকে এই সনদেও উক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

٢١١٨- اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شَبِيْبٍ اَبُوْ عُثْمَانَ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بِطَرَسُوْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَالَ اَلاَ اِنِّيْ جَالَسْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَاءَلْتُهُمْ وَاَنَّهُمْ حَدَّثُوْنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوْا لَهَا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَتِمُّوْا (فَاَكْمِلُوْا) ثَلاَثِيْنَ وَاِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُوْمُوْا وَاَفْطِرُوْا .

২১১৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কূব (র)... আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সন্দেহের দিন জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, শোনো! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের সাথে বসেছি এবং তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো, চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো এবং চাঁদ দেখে হজ্জ করো বা কোরবানী করো। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে (শা'বানের ২৯ তারিখে) তবে তোমরা মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করো। কিন্তু যদি দুইজন লোক (চাঁদ দেখার) সাক্ষ্য দেয় তাহলে তোমরা রোযা শুরু করো অথবা সমাপ্ত করো।

اِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ اِذَا كَانَ غَيْمٌ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শা'বান মাস তিরিশ দিন পূর্ণ করা। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٢١١٩- اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ .

২১১৯। মুআম্মাল ইবনে হিশাম (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। তবে এ মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তিরিশ দিন পূর্ণ করো।

٢١٢٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا ثَلاَثِيْنَ .

২১২০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে (শা'বান মাস) ৩০ দিন হিসাব করো।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِىِّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

১০–অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত হাদীস যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٢١٢١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا .

২১২১। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন থেকে রোযা রাখবে এবং যখন তোমরা (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে তখন রোযা সমাপ্ত করবে। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা তিরিশ দিন রোযা পূর্ণ করবে।

٢١٢٢- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ .

২১২২। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা নতুন চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং নতুন চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মাস অনুমান করো (অর্থাৎ তিরিশ দিন পূর্ণ করো)।

٢١٢٣-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ .

২১২৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের উল্লেখ করে বলেন ঃ তোমরা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখা শুরু করবে না এবং নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা শেষ করো না। তোমাদের কাছে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা মাস গণনা করে (তিরিশ দিন) পূর্ণ করো।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

১১–অনুচ্ছেদ ঃ উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (র)-এর উক্ত হাদীস বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٢١٢٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ .

২১২৪। আমর ইবনে আলী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তা না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রাখবে না এবং তা না দেখা পর্যন্ত শেষও করবে না। তোমাদের এখানে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে মাস (তিরিশ দিন) গণনা করো।

٢١٢٥- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ صَاحِبُ حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْهِلاَلَ فَقَالَ اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ .

২১২৫। আবু বাক্‌র ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চাঁদের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ যখন তোমরা তা দেখবে তখন রোযা রাখবে এবং যখন পুনরায় তোমরা তা দেখবে তখন রোযা সমাপ্ত করবে। তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা তিরিশ দিন গণনা করো।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْهِ

১২–অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٢١٢٦- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ اَبُو الْجَوْزَاءِ وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِىٌّ اَخُوْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ ابْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ .

২১২৬। আহ্মাদ ইবনে উছমান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং (রমযানের) চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। যদি তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে (মাসের দিনের) সংখ্যা তিরিশ পূর্ণ করো।

٢١٢٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ .

২১২৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি অবাক হই সেই ব্যক্তির ব্যাপারে যে (রমযান) মাসকে এগিয়ে আনে (মাস শুরু না হতেই রোযা রাখে)। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে এবং যখন তোমরা (শাওয়ালের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা ভঙ্গ করবে। তবে তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা (মাসের দিন) সংখ্যা তিরিশ পূর্ণ করো।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى مَنْصُوْرٍ فِىْ حَدِيْثِ رِبْعِىٍّ فِيْهِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ রিবঈ (র)-এর হাদীস মানসূর (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٢١٢٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَهُ اَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ اَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ

২১২৮। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত (রমযান) এগিয়ে এনো না অথবা (মাসের) তিরিশ দিন পূর্ণ করো। অতঃপর তোমরা রোযা রাখতে থাকো যাবত না নতুন চাঁদ দেখো অথবা তার পূর্বে (মাসের তিরিশ দিন) পূর্ণ করো।

٢١٢٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتّٰى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اَوْ تَرَوُا الْهِلاَلَ ثُمَّ صُوْمُوْا وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ اَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ اَرْسَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ .

২১২৯। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... রিবঈ (র) থেকে নবী ﷺ-এর কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা (শা'বান মাসের তিরিশ দিনের) সংখ্যা পূর্ণ না করা পর্যন্ত অথবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত (রমযান) মাস এগিয়ে আনবে না। অতঃপর তোমরা রোযা রাখতে থাকো এবং রোযা ভংগ করো না যাবত না (শা'বানের) নতুন চাঁদ দেখো অথবা রমযান মাসের (দিন) সংখ্যা তিরিশ পূর্ণ করো। রাবী হাজ্জাজ ইবনে আরতাত (র)-এর সূত্রে এটি মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত হয়েছে।

٢١٣٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَتِمُّوْا شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ صُوْمُوْا رَمَضَانَ ثَلاَثِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذٰلِكَ .

২১৩০। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... রিবঈ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (রমযান মাসের) নতুন চাঁদ দেখার পর থেকে রোযা রাখো এবং (শা'বান মাসের) নতুন চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। তোমাদের কাছে চাঁদ লুকায়িত থাকলে শা'বান মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ করো, কিন্তু তিরিশ দিনের আগে চাঁদ দেখলে রোযা রাখো। অতঃপর রমযান মাসের তিরিশ দিন রোযা রাখো, কিন্তু তার পূর্বে নতুন চাঁদ দেখলে ভিন্ন কথা (ঈদ করো)।

٢١٣١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً .

২১৩১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখে রোযা রাখো। যদি তোমাদের ও চাঁদের মাঝে মেঘ প্রতিবন্ধক হয় তাহলে তোমরা (শা'বান মাসের দিন) সংখ্যা (তিরিশ) পূর্ণ করো, কিন্তু তোমরা মাসকে অবশ্যই অগ্রগামী করো না।

٢١٣٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ حَالَتْ دُوْنَهُ غَيَابَةٌ فَاَكْمِلُوْا ثَلاَثِيْنَ .

২১৩২। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রমযান মাসের পূর্বে রোযা রেখো না। তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করবে। তবে মেঘ প্রতিবন্ধক হলে তোমরা (মাসের) তিরিশ দিন পূর্ণ করবে।

كَمِ الشَّهْرُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِىِّ فِى الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةَ

১৪–অনুচ্ছেদ ঃ মাস কতো দিনে হয়? আয়েশা (রা)-এর হাদীস যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٢١٣٣- اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَقْسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَّ يَدْخُلَ عَلٰى نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَبِثَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ اَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَعَدَدْتُّ الْاَيَّامَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ .

২১৩৩। নাস্‌র ইবনে আলী আল-জাহদামী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শপথ করেন যে, তিনি এক মাস তাঁর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করবেন না। অতঃপর তিনি উনত্রিশ দিন অতিবাহিত করেন। আমি বললাম, আপনি কি এক মাসের ঈলা (স্ত্রীর সাথে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকার শপথ) করেননি? আমি তো উনত্রিশ দিন গণনা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এই মাসটি ছিল উনত্রিশ দিনের।

٢١٣٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ حَدَّثَهُ ح

وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ لَهُمَا اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَاعْتَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اِلٰى عَائِشَةَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا اَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ حَدَّثَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَدِيْثَهُنَّ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَبَدَاَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ اِنَّكَ قَدْ كُنْتَ اٰلَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ لاَّ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَاِنَّا اَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً تَعُدُّهَا عَدَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً .

২১৩৪। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'জন স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লালায়িত ছিলাম, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "যদি তোমরা উভয়ে তওবা করো, কারণ তোমাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে" (৬৬ ঃ ৪), অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী এ হাদীসে বলেন, হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট সেই বিশেষ কথাটি ফাঁস করে দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উনত্রিশ দিন (তাঁর স্ত্রীদের থেকে) বিচ্ছিন্ন থাকেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন তখন তিনি তাদের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন ঃ আমি এক মাস তাদের ঘরে প্রবেশ করবো না। উনতিরিশ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। আয়েশা (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমাদের সংস্পর্শে না আসার জন্য এক মাসের ঈলা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মাস উনতিরিশ দিনেও হয়।

ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْهِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস।

٢١٣٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ هُوَ اَبُوْ يَزِيْدَ الْجَرْمِيُّ بَصْرِيٌّ عَنْ بَهْزٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا .

২১৩৫। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ জিবরীল (আ) আমাদের নিকট এসে বলেছেন, মাস উনতিরিশ দিনেও হয়।

٢١٣٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَلَمَةُ سَمِعْتُ اَبَا الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا .

২১৩৬। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাস উনতিরিশ দিনেও হয়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى اِسْمَاعِيْلَ فِىْ خَبَرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فِيْهِ

১৬–অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে মালেক (রা)-এর হাদীস ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٢١٣٧-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْاُخْرٰى وَقَالَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَنَقَصَ فِى الثَّالِثَةِ اِصْبَعًا .

২১৩৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর এক হাত দিয়ে অপর হাতের উপর আঘাত করে বলেন ঃ মাস এভাবে, এভাবে ও এভাবে হয়। তৃতীয়বার তিনি একটি আঙ্গুল কমালেন।

٢١٣٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِىْ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ رَوَاهُ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

২১৩৮। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাস এতো, এতো ও এতো দিনে হয়, অর্থাৎ উনতিরিশ দিনে।

٢١٣٩-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ

هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بِيَدَيْهِ يَنْعَتُهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَبَضَ فِى الثَّالِثَةِ الْاِبْهَامَ فِى الْيُسْرٰى قَالَ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قُلْتُ لاِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لاَ.

২১৩৯। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাস এতো, এতা ও এতা দিনে হয়। অধস্তন রাবী মুহাম্মাদ ইবনে উবায়েদ (র) তিনবার তার দুই হাত একত্র করে বুঝিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় বার তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ রাখেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ فِىْ خَبَرِ اَبِىْ سَلَمَةَ فِيْهِ

১৭–অনুচ্ছেদ ঃ আবু সালামা (রা)-এর হাদীস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাছীর (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٢١٤٠- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشَّهْرُ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَيَكُوْنَ ثَلاَثِيْنَ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ .

২১৪০। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাস কখনো ঊনতিরিশ দিনে হয় আবার কখনো তিরিশ দিনে হয়। অতএব তোমরা (নতুন চাঁদ) দেখে রোযা রাখো এবং (শাওয়ালের) নতুন চাঁদ দেখে রোযা সমাপ্ত করো। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ করো।

٢١٤١- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ ح وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ .

২১৪১। উবায়দুল্লাহ ইবনে ফাদালা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়।

٢١٤٢-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ

بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ثَلاَثًا حَتّٰى ذَكَرَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ.

২১৪২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আমরা হলাম উম্মী উম্মাত, না লিখতে পারি, আর না হিসাব-কিতাব জানি। মাস এভাবে, এভাবে ও এভাবে হয় (তিনবার আঙ্গুল তোলেন)। শেষে তিনি ঊনতিরিশ দিন উল্লেখ করেন।

٢١٤٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَحْسِبُ وَلاَ نَكْتُبُ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَعَقَدَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا تَمَامَ الثَّلاَثِيْنَ .

২১৪৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আমরা হলাম উম্মী উম্মাত। আমরা না হিসাব জানি আর না লিখতে পারি। মাস এতো, এতো ও এতো দিনে হয়। তিনি তৃতীয়বার তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রাখেন। আবার মাস এতো, এতো ও এতো দিনেও হয় অর্থাৎ পূর্ণ তিরিশ দিনে।

٢١٤٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَوَصَفَ شُعْبَةُ عَنْ صِفَةِ جَبَلَةَ عَنْ صِفَةِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ فِيْمَا حَكٰى مِنْ صَنِيْعِهِ مَرَّتَيْنِ بِاَصَابِعِ يَدَيْهِ وَنَقَصَ فِى الثَّالِثَةِ اِصْبَعًا مِنْ اَصَابِعِ يَدَيْهِ .

২১৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মাস এতো দিনেও হয়। অধস্তন রাবী শোবা (র) জাবালা (র) থেকে এবং তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, অর্থাৎ ঊনতিরিশ দিনে। তিনি দুইবার তার দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ উত্তোলন করেন এবং তৃতীয়বার নিজের দুই হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে এক আঙ্গুল কম দেখান।

٢١٤٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ يَعْنِى ابْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ .

২১৪৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাস ঊনতিরিশ দিনেও হয়।

اَلْحِثُّ عَلَى السَّحُوْرِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রী (ভোর রাতের আহার) খেতে উৎসাহিত করা।

٢١٤٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً وَقَفَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ .

২১৪৬। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে।

٢١٤٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تَسَحَّرُوْا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ لاَ اَدْرِىْ كَيْفَ لَفْظُهُ .

২১৪৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তোমরা সাহরী খাও। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি জানি না যে, এ হাদীসের মূল পাঠ কিরূপ ছিল।

٢١٤٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً .

২১৪৮। কুতায়বা (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও। কেননা সাহ্‌রীতে বরকত আছে।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত হাদীস আবদুল মালেক ইবনে আবু সুলায়মান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢١٤٩- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَرِيْرٍ نَسَائِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً .

২১৪৯। আলী ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও। কেননা সাহ্‌রীতে বরকত আছে।

٢١٥٠- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً رَفَعَهُ ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى .

২১৫০। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা সাহ্‌রী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে। ইবনে আবু লাইলার সূত্রে হাদীসটি মারফূ'রূপে বর্ণিত হয়েছে।

٢١٥١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً .

২১৫১। আমর ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে।

٢١٥٢- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً .

২১৫২। আবদুল আ'লা ইবনে ওয়াসেল (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে।

تَاْخِيْرُ السَّحُوْرِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى زِرٍّ فِيْهِ

২০–অনুচ্ছেদ ঃ বিলম্বে সাহরী খাওয়া এবং যির থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢١٥٣-اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيْثُ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ هٰذَا اِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ مُنْكَرٌ وَاَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ الْغَلَطُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ .

২১৫৩। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও। কেননা সাহ্‌রীর মধ্যে বরকত আছে। আবু আবদুর রহমান

(র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র)-এর এই হাদীসের সনদ উত্তম কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যাত। আমি আশংকা করি যে, মুহাম্মাদ ইবনে ফুদাইলের দ্বারাই ভ্রান্তি ঘটেছে।

٢١٥٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ اَيَّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هُوَ النَّهَارُ اِلاَّ اَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ .

২১৫৪। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... যির (র) বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাহ্রী খেয়েছেন? তিনি বলেন, তা (সেই সময়টি) দিনই, তবে তখনো সূর্য উদিত হতো না।

٢١٥٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا اِلاَّ هُنَيْهَةٌ .

২১৫৫। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... যির ইবনে হুবাইশ (র) বলেন, আমি হুযায়ফা (রা)-এর সাথে সাহ্রী খাওয়ার পর (ফজরের) নামায পড়তে বের হলাম। আমরা মসজিদে পৌঁছে দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়লাম। ক্ষণিক পরই (ফরয নামাযের) ইকামত দেয়া হলো।

٢١٥٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَعْفُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّيْنَا .

২১৫৬। আমর ইবনে আলী (র)... সিলা ইবনে যুফার (র) বলেন, আমি হুযায়ফা (রা)-এর সাথে সাহ্রী খাওয়ার পর মসজিদে রওয়ানা হলাম। আমরা দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়লাম। অতঃপর নামাযের ইকামত দেয়া হলো এবং আমরা (ফরয) নামায পড়লাম।

قَدْرُ مَا بَيْنَ السَّحُوْرِ وَبَيْنَ صَلاَةِ الصُّبْحِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্রী ও ফজরের নামাযের মধ্যকার (সময়ের) ব্যবধান।

٢١٥٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَاُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

২১৫৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহ্‌রী খেলাম, অতঃপর নামায পড়তে রওয়ানা হলাম। আমি (অধস্তন রাবী) জিজ্ঞেস করলাম, এ দু'য়ের মাঝে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময়।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ هِشَامٍ وَسَعِيْدٍ عَلٰى قَتَادَةَ فِيْهِ

২২–অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত হাদীস কাতাদা (র) থেকে হিশাম ও সাঈদ (র) কর্তৃক বর্ণনায় মতভেদ।

٢١٥٨- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ زُعِمَ اَنَّ اَنَسًا الْقَائِلُ مَا كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَاُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

২১৫৮। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহ্‌রী খেলাম, অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাবী বলেন, ধারণা করা হয় যে, আনাস (রা) জিজ্ঞেস করেন, উভয়ের মাঝে কতো ব্যবধান ছিল? তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময়।

٢١٥٩- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ تَسَحَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَامَا فَدَخَلاَ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقُلْنَا لِاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِي الصَّلاَةِ قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَاُ الْاِنْسَانُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

২১৫৯। আবুল আশআছ (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) একত্রে সাহ্‌রী খেলেন, অতঃপর তারা উঠে দাঁড়িয়ে ফজরের নামায আরম্ভ করেন। আমরা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের সাহ্‌রী শেষ করা এবং নামায শুরু করার মধ্যকার ব্যবধান কতক্ষণ ছিল? তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِىْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ فِىْ تَاْخِيْرِ السَّحُوْرِ وَاخْتِلاَفُ اَلْفَاظِهِمْ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ বিলম্বে সাহ্‌রী গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীস সুলায়মান ইবনে মিহ্‌রান (র) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ ও তাদের শাব্দিক পার্থক্য।

٢١٦٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِيْنَا رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السَّحُوْرَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السَّحُوْرَ قَالَتْ اَيُّهُمَا الَّذِىْ يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السَّحُوْرَ قُلْتُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ .

২১৬০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু আতিয়্যা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুইজন সাহাবী আছেন, যাদের একজন ইফতার তাড়াতাড়ি করেন এবং সাহ্‌রীতে বিলম্ব করেন। আর দ্বিতীয়জন ইফতার বিলম্বে এবং সাহ্‌রী তাড়াতাড়ি (প্রচুর সময় থাকতেই) গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যে কে ইফতার ত্বরায় (সময় হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে) করেন এবং সাহরীতে বিলম্ব করেন? আমি বললাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করতেন।

٢١٦١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِيْنَا رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السَّحُوْرَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السَّحُوْرَ قَالَتْ اَيُّهُمَا الَّذِىْ يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السَّحُوْرَ قُلْتُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ .

২১৬১। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... আবু আতিয়্যা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমাদের মধ্যকার দুই ব্যক্তির একজন সময় হয়ে গেলেই ইফতার করেন এবং সাহরী গ্রহণে বিলম্ব করেন, অপরজন ইফতার বিলম্বে করেন এবং সাহরী ত্বরায় (সময় শুরু হলেই) গ্রহণ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তাদের দুইজনের মধ্যে কে ত্বরায় ইফতার করেন এবং বিলম্বে সাহরী খান? আমি বললাম, আবদুল্লাহ ইবেন মাসউদ (রা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাই করতেন।

٢١٦٢- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُوْ عَنِ الْخَيْرِ اَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ وَالْفِطْرَ وَالْاٰخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْفِطْرَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَيُّهُمَا الَّذِىْ يُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْفِطْرَ قَالَ مَسْرُوْقٌ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ هٰكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

২১৬২। আহ্মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবু আতিয়্যা (র) বলেন, আমি ও মাসরূক (র) আয়েশা (র)-এর খেদমতে হাজির হলাম। মাসরূক (র) তাকে বলেন, আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুইজন সাহাবী আছেন, তারা উভয়ে কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী। তাদের একজন (মাগরিবের) নামাযে ও ইফতার গ্রহণে বিলম্ব করেন এবং অপরজন অবিলম্বে নামায পড়েন ও ইফতার করেন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে কোনজন ত্বরায় নামায পড়েন ও ইফতার করেন? মাসরূক (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাই করতেন।

٢١٦٣- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ اَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قُلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هٰكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

২১৬৩। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আবু আতিয়্যা (র) বলেন, আমি ও মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর ঘরে গেলাম এবং আমরা তাকে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যকার দুই ব্যক্তির একজন ত্বরায় ইফতার করেন ও নামায পড়েন এবং অপরজন ইফতারেও বিলম্ব করেন এবং নামাযেও বিলম্ব করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে কে ত্বরায় ইফতার করেন এবং নামায পড়েন? আমরা বললাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাই করতেন। অপর সাহাবী হলেন আবূ মূসা (রা)।

فَضْلُ السَّحُوْرِ

২৪–অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রী খাওয়ার ফযীলাত।

٢١٦٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ اِنَّهَا بَرَكَةٌ اَعْطَاكُمُ اللّٰهُ اِيَّاهَا فَلاَ تَدَعُوْهُ .

২১৬৪। ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি সাহ্‌রী খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন ঃ এটা বরকতপূর্ণ, আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষভাবে তা তোমাদেরকেই দান করেছেন। অতএব তোমরা সাহ্‌রী ত্যাগ করো না।

دَعْوَةُ السَّحُوْرِ

২৫–অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রী খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করা।

٢١٦٥- اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ رُهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَدْعُوْ اِلَى السَّحُوْرِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلُمُّوْا اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ .

২১৬৫। শুআইব ইবনে ইউসুফ (র)... ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, আমি রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই বলে লোকজনকে ডাকতে শুনেছি ঃ "ভোরের বরকতপূর্ণ আহার গ্রহণ করতে আসো"।

تَسْمِيَةُ السَّحُوْرِ غَدَاءً

২৬–অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীকে "ভোরের আহার" নামকরণ করা।

٢١٦٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ بَحِيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السَّحُوْرِ فَاِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ .

২১৬৬। সুওয়াইদ ইবনে নাস্র (র)... আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা অবশ্যই সাহ্রীর "সকালের খাবার" গ্রহণ করো। কারণ তা হচ্ছে ভোরের বরকতপূর্ণ আহার।

٢١٦٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ يَعْنِى السَّحُوْرَ .

২১৬৭। আমর ইবনে আলী (র)... খালিদ ইবনে মা'দান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ এসো আমার সাথে ভোরের বরকতপূর্ণ আহার অর্থাৎ সাহ্রী গ্রহণের জন্য।

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ

২৭–অনুচ্ছেদ ঃ আমাদের ও আহ্লে কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য।

٢١٦٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحُوْرِ .

২১৬৮। কুতায়বা (র)... আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের রোযা ও আহ্লে কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহ্রী খাওয়া।

اَلسَّحُوْرُ بِالسَّوِيْقِ وَالتَّمْرِ

২৮–অনুচ্ছেদ ঃ সাহরীতে ছাতু ও খেজুর খাওয়া।

٢١٦٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ عِنْدَ السَّحُوْرِ يَا اَنَسُ اِنِّى أُرِيْدُ الصِّيَامَ اَطْعِمْنِىْ شَيْئًا فَاَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا اَذَّنَ بِلاَلٌ فَقَالَ يَا اَنَسُ اِنِّىْ أُرِيْدُ الصِّيَامَ اَطْعِمْنِىْ شَيْئًا فَاَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا اَذَّنَ بِلاَلٌ فَقَالَ يَا اَنَسُ انْظُرْ رَجُلاً يَاْكُلُ مَعِىْ فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

فَجَاءَ فَقَالَ اِنِّىْ قَدْ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيْقٍ وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ .

২১৬৯। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহ্রীর ওয়াক্তে বললেন ঃ হে আনাস! আমি রোযা রাখতে চাই। আমাকে কিছু আহার করাও। অতএব আমি কিছু খেজুর ও এক পাত্র পানি এনে তাঁর সামনে পেশ করলাম। এটা বিলাল (রা)-এর আযান দেয়ার পর। তিনি বলেন ঃ হে আনাস! আমার সাথে আহার করার মতো একজন লোক দেখো তো। আমি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে ডাকলে তিনি এসে বলেন, আমি এইমাত্র ছাতুর শরবত পান করেছি এবং আমি রোযা রাখতে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমিও রোযা রাখতে ইচ্ছুক। অতএব তিনি তাঁর সাথে সাহ্রী খেলেন। অতঃপর তিনি উঠে দুই রাক্আত (ফজরের সুন্নাত) নামায পড়েন, অতঃপর (ফরয) নামায পড়ার জন্য বের হয়ে গেলেন।

تَاْوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

২৯–অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ " তোমরা পানাহার করো যাবত না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়" (২ ঃ ১৮৭)-এর ব্যাখ্যা।

٢١٧٠- اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ اَحَدَهُمْ كَانَ اِذَا نَامَ قَبْلَ اَنْ يَّتَعَشّٰى لَمْ يَحِلَّ لَهُ اَنْ يَّاْكُلَ شَيْئًا وَلاَ يَشْرَبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا اِلَى الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ قَالَ وَنَزَلَتْ فِىْ اَبِىْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو اَتٰى اَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ هَلْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ وَلٰكِنْ اَخْرُجُ اَلْتَمِسُ لَكَ عَشَاءً فَخَرَجَتْ وَوَضَعَ رَاْسَهُ فَنَامَ فَرَجَعَتْ اِلَيْهِ فَوَجَدَتْهُ نَائِمًا وَاَيْقَظَتْهُ فَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا وَبَاتَ وَاَصْبَحَ صَائِمًا حَتّٰى انْتَصَفَ النَّهَارُ فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ .

২১৭০। হেলাল ইবনুল আলা (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তাদের কেউ (রমযান মাসে) রাতের আহার না করে ঘুমিয়ে গেলে সেই রাতে বা তৎপরবর্তী দিনে

সূর্য না ডোবা পর্যন্ত তার জন্য পানাহার করা হালাল ছিলো না। অবশেষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ "তোমরা পানাহার করো রাতের কালো রেখা থেকে..." (২ ঃ ১৮৭)। রাবী বলেন, এই আয়াত আবু কায়েস ইবনে আমর (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনি রোযা অবস্থায় মাগরিবের সময় তার স্ত্রীর নিকট এসে বলেন, কিছু আছে কি (আহার করার)? তার স্ত্রী বলেন, আমাদের নিকট কিছু নেই। তবে আমি আপনার জন্য রাতের আহারের সন্ধানে যাচ্ছি। তিনি (আহারের খোঁজে) বের হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে আবু কায়েস (রা) (বালিশে) মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। তার স্ত্রীর তার কাছে ফিরে এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেন। তিনি তাকে জাগালেন, কিন্তু আবু কায়েস (রা) কিছুই আহার করেননি। এভাবে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা তিনি আবার রোযা রাখলেন। শেষে দুপুরের দিকে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এটা আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। অতএব তার সম্পর্কে আল্লাহ উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

٢١٧١- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ قَالَ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ .

২১৭১। আলী ইবনে হুজ্র (র)... আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ্র বাণী ঃ "যাবত না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়" (২ ঃ ১৮৭) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ তা হলো রাতের অন্ধকার ও দিনের উজ্জ্বলতা।

كَيْفَ الْفَجْرُ

৩০–অনুচ্ছেদ ঃ ফজর কিরূপ ?

٢١٧٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِكَفِّهِ وَلٰكِنِ الْفَجْرُ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ .

২১৭২। আমর ইবনে আলী (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ বিলাল রাত থাকতেই আযান দেয়—তোমাদের ঘুমন্তদের জাগানোর জন্য এবং তোমাদের (তাহাজ্জুদ নামাযে) দণ্ডায়মান লোকদের বিরত করার জন্য। তিনি হাতের ইশারায় বলেন ঃ ফজর এরূপ নয়, তিনি দুই হাতের তর্জনী দ্বারা ইশারা করে বলেন ঃ বরং ফজর এরূপ।

٢١٧٣- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنَا سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِىْ مُعْتَرِضًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً مَادًّا يَدَيْهِ .

২১৭৩। মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান (র)... সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিলালের আযান এবং এই শুভ্রতা যেন তোমাদেরকে ভ্রান্তিতে না ফেলে যতক্ষণ না দিগন্তে এভাবে ভোরের উজ্জ্বলতা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এবং তিনি তাঁর দুই হাত ডানে-বাঁয়ে (সোজাভাবে) প্রসারিত করেন।

اَلتَّقَدُّمُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ

৩১–অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসের আগেই অগ্রিম রোযা রাখা।

٢١٧٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقَدَّمُوْا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صِيَامًا اَتٰى ذٰلِكَ الْيَوْمُ عَلٰى صِيَامِهِ .

২১৭৪। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা রমযান মাস শুরু হওয়ার (একদিন) আগেই রোযা রেখো না। তবে যে ব্যক্তি নিয়মিত রোযা রাখে, সে ঐ নির্দিষ্ট দিনে রোযা অবস্থায় পৌঁছলে কোন দোষ নেই।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ فِيْهِ

৩২–অনুচ্ছেদ ঃ আবু সালামা (রা) থেকে উপরোক্ত বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনায় ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাছীর ও মুহাম্মাদ ইবনে আমর–এর মধ্যকার মতপার্থক্য।

٢١٧٥- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَحَدٌ كَانَ يَصُوْمُ صِيَامًا قَبْلَهُ فَلْيَصُمْهُ .

২১৭৫। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কেউ যেন রমযান মাস শুরু হওয়ার একদিন বা দু'দিন আগে থেকে রোযা না রাখে। তবে রমযান মাস শুরুর পূর্বে যার রোযা রাখার অভ্যাস আছে সে রাখতে পারে।

٢١٧٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يُوَافِقَ ذٰلِكَ يَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ .

২১৭৬। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা এক বা দুই দিন আগে থেকে রোযা রেখে রমযান মাসকে এগিয়ে আনবে না। তবে তোমাদের কেউ নিয়মিত রোযা রাখায় ঐ দিনও তার আওতায় পড়লে কোন দোষ নেই।

ذِكْرُ حَدِيْثِ اَبِيْ سَلَمَةَ فِيْ ذٰلِكَ

৩৩–অনুচ্ছেদ ঃ পূর্বোক্ত বিষয়ে আবু সালামা (রা)-এর হাদীস।

٢١٧٧- اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

২১৭৭। শুআইব ইবনে ইউসুফ (র)... উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনও একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে দেখিনি। তবে তিনি শা'বান মাসকে (রোযা রেখে) রমযান মাসের সাথে মিলাতেন।

اَلاِخْتِلاَفُ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ فِيْهِ

৩৪–অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত বিষয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

٢١٧٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

২১৭৮। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাসকে (রোযা রাখার দ্বারা) রমযান মাসের সাথে মিলাতেন।

٢١٧٩-اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ وكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ .

২১৭৯। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে রোযা রেখে যেতেন। শেষে আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর রোযা ভাংবেন না। আবার কখনো তিনি একাধারে রোযাহীন অবস্থায় কাটাতেন। শেষে আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়তো আর রোযা রাখবেন না। তিনি গোটা শা'বান বা তার অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন।

٢١٨٠- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَتْ اِحْدَانَا تُفْطِرُ فِىْ رَمَضَانَ فَمَا تَقْدِرُ عَلٰى اَنْ تَقْضِىَ حَتّٰى يَدْخُلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ فِىْ شَهْرٍ مَا يَصُوْمُ فِىْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ اِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ .

২১৮০। আহ্‌মাদ ইবনে সা'দ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কেউ (মাসিক ঋতুর কারণে) রমযান মাসে রোযা রাখতেন না এবং পরবর্তী শা'বান মাস আসার পূর্বে তার কাযাও করতে পারতেন না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাসের মতো আর কোন মাসে অধিক রোযা রাখতেন না। তিনি অল্প কয়েক দিন ব্যতীত গোটা শা'বান মাসই রোযা রাখতেন, বরং সমগ্র শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِيْهِ

৩৫–অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রা)-এর হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের শাব্দিক মতভেদ

٢١٨١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَخْبِرِيْنِىْ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ شَهْرًا اَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ .

২১৮১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু সালামা (রা) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোযা সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি রোযাই রেখেছেন। আবার তিনি রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) বলতাম, তিনি রোযাহীন অবস্থায়ই থাকবেন। তিনি শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে অধিক রোযা রাখতেন না। অল্প কয়েক দিন ব্যতীত গোটা শা'বান মাসই তিনি রোযা রাখতেন, বরং পূর্ণ শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।

٢١٨٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ اِبْرٰهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ .

২১৮২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বছরের অন্য কোন মাসে শা'বান মাসের চেয়ে অধিক রোযা রাখতেন না। তিনি গোটা শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।

٢١٨٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُ شَعْبَانَ .

২১৮৩। আহ্মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শা'বান মাসে রোযা রাখতেন।

٢١٨٤- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ اَعْلَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

قَـرَاَ الْقُـرْاٰنَ كُلَّهُ فِيْ لَيْلَـةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتّٰى الصَّبَاحَ وَلاَ صَامَ شَهْـرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ .

২১৮৪। হারূন ইবনে ইসহাক (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন পড়েননি, ভোর পর্যন্ত একাধারে সমস্ত রাত ইবাদত করেননি এবং রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ একমাস রোযা রাখেননি।

٢١٨٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِـى يُوْسُفَ الصَّيْدَلاَنِـىُّ حَرَانِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَاَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامًّا مُنْذُ اَتَى الْمَدِيْنَةَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ رَمَضَانُ .

২১৮৫। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে রোযা রেখে যেতেন। এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি রোযা রেখেই যাবেন। আবার তিনি একাধারে রোযাহীন থাকতেন। এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়তো আর রোযা রাখবেন না। তিনি মদীনায় আসার পর থেকে রমযান মাস ব্যতীত কখনো পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি।

٢١٨٦-اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ صَلاَةَ الضُّحٰى قَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَّجِيْءَ مِنْ مَغِيْبَةٍ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ لاَ مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ اِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ اَفْطَرَ حَتّٰى يَصُوْمَ مِنْهُ مَضٰى لِسَبِيْلِهِ .

২১৮৬। ইসহাক ইবনে মাসঊদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি চাশ্‌তের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, না। তবে সফর থেকে ফিরে এসে পড়তেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কখনো পূর্ণ এক মাস রোযা রেখেছেন? তিনি বলেন, না। আমার জানামতে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ একমাস রোযা রাখেননি এবং পূর্ণ এক মাস একাধারে রোযাহীনও কাটাননি।

٢١٨٧- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلاَةَ الضُّحٰى قَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَّجِيْءَ مِنْ مَغِيْبَةٍ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُ صَوْمٌ مَعْلُوْمٌ سِوٰى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللّٰهِ اِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُوْمًا سِوٰى رَمَضَانَ حَتّٰى مَضٰى لِوَجْهِهِ وَلاَ اَفْطَرَ حَتّٰى يَصُوْمَ مِنْهُ .

২১৮৭। আবুল আশ'আছ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি চাশ্‌তের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, না, তবে সফর থেকে ফিরে এসে পড়তেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি রমযান মাস ব্যতীত নির্দিষ্ট কোন তারিখে রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি মৃত্যু পর্যন্ত রমযান মাস ব্যতীত কখনো পূর্ণ একমাস রোযা রাখেননি এবং (কয়েক দিন) রোযা ছাড়াও কোন মাস অতিবাহিত করেননি।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত হাদীস খালিদ ইবনে মা'দান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢١٨٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ عَائِشَةَ عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَيَتَحَرّٰى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ .

২১৮৮। আমর ইবনে উসমান (র)... জুবাইর ইবনে নুফাইর (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আয়েশা (রা)-কে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় গোটা শা'বান মাস রোযা রাখতেন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার জন্য খেয়াল রাখতেন।

٢١٨٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِىِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَيَتَحَرّٰى الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ .

২১৮৯। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান ও রমযান মাসে রোযা রাখতেন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খেয়াল রাখতেন।

صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ

৩৭–অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহযুক্ত দিনে (ইয়াওমুশ শাক্ক) রোযা রাখা।

٢١٩٠- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَاُتِىَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوْا فَتَنَحّٰى بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

২১৯০। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)... সিলা (র) বলেন, আমরা আম্মার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একটি ভুনা বকরী পেশ করা হলে তিনি বলেন, তোমরা খাও। উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন এক পাশে সরে গিয়ে বললো, আমি রোযা রেখেছি। আম্মার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখলো সে আবুল কাসেম ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

٢١٩١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عِكْرِمَةَ فِىْ يَوْمٍ قَدْ اُشْكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ اَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَاْكُلُ خُبْزًا وَبَقْلاً وَلَبَنًا فَقَالَ لِىْ هَلُمَّ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ وَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَتُفْطِرَنَّ قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا رَاَيْتُهُ يَحْلِفُ لاَ يَسْتَثْنِىْ تَقَدَّمْتُ قُلْتُ هَاتِ الْاٰنَ مَا عِنْدَكَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ اَوْ ظُلْمَةٌ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً وَلاَ تَصِلُوْا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ .

২১৯১। কুতায়বা (র)... সিমাক (র) বলেন, একদিন আমি ইকরিমা (র)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। দিনটি রমযান মাসের না শা'বান মাসের সে ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছিল। তিনি রুটি, সব্জি ও দুধ দিয়ে আহার করছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, এসো আহার করো। আমি বললাম, আমি রোযা রেখেছি। তিনি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলেন, তোমাকে অবশ্যই রোযা ভঙ্গ করতে হবে। আমি দুইবার সুবহানাল্লাহ বললাম। আমি যখন তাকে দেখলাম যে, তিনি শপথ করেই যাচ্ছেন এবং আমাকে অব্যাহতি দিচ্ছেন না, তখন আমি অগ্রসর হয়ে বললাম, আপনার নিকট যা আছে তা এখন আনুন। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করো। যদি চাঁদের ও তোমাদের মাঝখানে মেঘ অথবা অন্ধকার

প্রতিবন্ধক হয় তবে তোমরা শা'বান মাসের (তিরিশ দিন) গণনা পূর্ণ করো এবং রমযান মাসকে আগাম স্বাগত জানাবে না (এবং শা'বান মাসের একদিনকে (রোযা রেখে) রমযান মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট করবে না।

اَلتَّسْهِيْلُ فِى صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখার অবকাশআছে।

٢١٩٢- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ وَابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَلاَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ اَوِ اثْنَيْنِ اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ.

২১৯২। আবদুল মালেক ইবনে শুআইব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ সাবধান! তোমরা এক বা দুই দিন রোযা রেখে রমযান মাসকে অগ্রগামী করো না। তবে কোন ব্যক্তি নিয়মিত রোযা রাখলে সে ঐ (সন্দেহযুক্ত) দিন রোযা রাখতে পারে।

ثَوَابُ مَنْ قَامَ وَصَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَالْاِخْتِلاَفُ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِى الْخَبَرِ فِىْ ذٰلِكَ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে ও নৈশ ইবাদত করে তার সওয়াব। এ সম্পর্কিত হাদীস যুহরী (র) থেকে বর্ণনায় মতপার্থক্য।

٢١٩٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২১৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (রাতে নফল নামাযে) দাঁড়ায় তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

٢١٩٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ

ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةِ اَمْرٍ فِيْهِ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২১৯৪। মুহাম্মাদ ইবনে জাবালা (র)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনগণকে রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন। তবে তিনি এ বিষয়ে তাদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

١٢٩٥-اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا اسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يُوْنُسَ الْاَيْلِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ قَالَتْ فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ وَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ .

২১৯৫। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নামায পড়ার জন্য মধ্যরাতে বের হলেন। তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। এ হাদীসে দীর্ঘ বর্ণনা আছে। তাতে এও আছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনগণকে রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন, তবে তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে কঠোরভাবে তাকিদ দিতেন না। তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি দৃঢ় ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাতে (ইবাদতে) দাঁড়ায় তার অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইনতিকাল অবধি বিষয়টি এরূপই বহাল থাকে।

٢١٩٦- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ رَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২১৯৬। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান মাস সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় এ মাসে নামাযে দাঁড়ায় (রাত জেগে ইবাদত করে) তার পূর্বেকার গুনাহ্ মাফ করা হয়।

٢١٩٧- اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُهُمْ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةِ اَمْرٍ فِيْهِ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২১৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ (র)... আয়েশা (রা) উরওয়া (র)-কে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যরাতে (ঘর থেকে) বের হয়ে গিয়ে নামায পড়েন। এই দীর্ঘ হাদীসের এক পর্যায়ে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে রমযান মাসের (নৈশ ইবাদতে) দাঁড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত করতেন, এ বিষয়ে তাদের নির্দেশ দিতেন, তবে তা কঠোরভাবে নয়। তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দাঁড়ায় তার অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।

٢١٩٨- اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২১৯৮। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান মাস সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় এ মাসে (নৈশ) ইবাদতে লিপ্ত হয় তার অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।

٢١٩٩- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২১৯৯। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (নৈশ) ইবাদতে লিপ্ত হয় তার অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।

٢٢٠٠- اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০০। নূহ ইবনে হাবীব (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে (নৈশ) ইবাদতে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন, কিন্তু তাদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলতেন ঃ কোন ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (নৈশ) ইবাদতে দণ্ডায়মান হলে তার অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।

٢٢٠١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০১। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দৃঢ় আস্থা সহকারে এবং সওয়াব লাভের বাসনায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

٢٢٠٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০২। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দৃঢ় আস্থা সহকারে এবং সওয়াব লাভের বাসনায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

٢٢٠٣- اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৩। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দৃঢ় আস্থা সহকারে এবং সওয়াব লাভের বাসনায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

٢٢٠٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَفِىْ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৪। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে, কুতায়বার বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসে দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে ও সওয়াবের বাসনায় (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয়, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। আর যে ব্যক্তি দৃঢ় ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কদরের রাতে (ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় তার অতীতের গুনাহও ক্ষমা করা হয়।

٢٢٠٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৫। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

٢٢٠٦-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে তার অতীতের গুনাহ মাফ করা হয়।

٢٢٠٧-اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৭। আলী ইবনুল মুনযির (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে তার অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ وَالنَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ فِيْهِ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাছীর ও নাদর ইবনে শাইবান (র)-এর মধ্যকার মতভেদ।

٢٢٠٨- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُو الْاَشْعَثِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوْا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের বাসনায় রমযান মাসে (নৈশ) ইবাদতে দাঁড়ায় তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করা হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদতে মশগুল হয় তার অতীতের গুনাহ্ও মাফ করা হয়।

٢٢٠٩- اَخْبَرَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ اَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِيسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২২০৯। মাহ্মূদ ইবনে খালিদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের বাসনায় রমযান মাসে (নৈশ) ইবাদতে দাঁড়ায় তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করা হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদতে মশগুল হয় তার অতীতের গুনাহ্ও মাফ করা হয়।

٢٢١٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَضْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنِى النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ اَنَّهُ لَقِىَ اَبِى سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِىْ بِاَفْضَلِ شَىْءٍ سَمِعْتَهُ يُذْكَرُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَفَضَّلَهُ عَلَى الشُّهُوْرِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ .

২২১০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... নাদর ইবনে শাইবান (র) আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে বলেন, আপনি রমযান মাস সম্পর্কে অধিক ফযীলাতপূর্ণ যে আলোচনা শুনেছেন তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। আবু সালামা (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রমযান মাসের উল্লেখপূর্বক বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসে (নৈশ ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় সে তার জন্মদিনের মতো গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

٢٢١١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ مَنْ صَامَ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا .

২২১১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় এই মাসে রোযা রাখে এবং (নৈশ ইবাদতে) দাঁড়ায়।

٢٢١٢-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ حَدِّثْنِيْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ اَبِيْكَ سَمِعَهُ اَبُوْكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَ اَبِيْكَ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدٌ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ سَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

২২১২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... নাদর ইবনে শাইবান (র) বলেন, আমি আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা)-কে বললাম, আপনি আপনার পিতার সূত্রে এবং তিনি অপর কারো মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান মাস সম্পর্কে যা বলতে শুনেছেন তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আচ্ছা! আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় বরকতময় মহান আল্লাহ

তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন এবং আমি রমযানের রাতে ইবাদতে দণ্ডায়মান হওয়া তোমাদের জন্য সুন্নাত হিসাবে ধার্য করেছি। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে এবং (রাতে ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় সে তার জন্মদিনের মতো তার গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

فَضْلُ الصِّيَامِ وَالْاِخْتِلاَفُ عَلٰى اَبِى اسْحَاقَ فِىْ حَدِيْثِ عَلِىٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فِىْ ذٰلِكَ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ রোযার ফযীলাত এবং এই বিষয়ে আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র হাদীস আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٢١٣- اَخْبَرَنِىْ هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ اَبِى اسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ الصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِيْنَ يُفْطِرُ وَحِيْنَ يَلْقٰى رَبَّهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ .

২২১৩। হেলাল ইবনুল আলা (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ বলেছেন, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে ঃ যখন সে ইফতার করে এবং যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও অধিক উত্তম।

٢٢١٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقٰى رَبَّهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ افْطَارِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ .

২২১৪। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবুল আহ্ওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মহামহিম আল্লাহ্ বলেছেন, রোযা আমার জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে ঃ যখন সে তার রবের (প্রভুর) সাথে সাক্ষাত করবে এবং দ্বিতীয়টি ইফতারের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র নিকট কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى اَبِىْ صَالِحٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত হাদীস আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٢١٥- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سِنَانٍ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ الصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ اللّٰهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ .

২২১৫। আলী ইবনে হারব (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বরকতময় মহান আল্লাহ্ বলেন, রোযা আমার জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ ঃ সে যখন ইফতার করে তখন আনন্দ লাভ করে এবং সে যখন আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে এবং তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন তখনও সে আনন্দ লাভ করবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র নিকট কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

٢٢١٦- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو اَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلْقَى اللّٰهَ وَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ .

২২১৬। সুলায়মান ইবনে দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ (মহান আল্লাহ্ বলেছেন) রোযা আমার জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযাদার দুইবার আনন্দিত হবে—তার ইফতারের সময় এবং যেদিন সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাথ করবে। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র নিকট অবশ্যই কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

٢٢١٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ اٰدَمَ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ الصِّيَامَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ

فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ .

২২১৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আদম সন্তানেরা যে উত্তম কাজই করে তার প্রতিদান দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত নির্ধারিত, কিন্তু রোযা ব্যতীত। কেননা তা আমার (আল্লাহ্‌র) জন্যই রাখা হয় এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযাদার আমার জন্যই তার কামলালসা ও আহার ত্যাগ করে। রোযা ঢালস্বরূপ। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ ঃ একটি আনন্দ তার ইফতারের সময় এবং অপর আনন্দ তার প্রভুর সাথে তার সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও অধিক উত্তম।

٢٢١٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ أٰدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِىْ وَأَنَا أَجْزِىْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّىْ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

২২১৮। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, রোযা ব্যতীত। তা আমার (আল্লাহ্‌র) জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। রোযা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কারো রোযার দিন শুরু হলে সে যেন অশ্লীল আচরণ না করে এবং চিৎকার ও হৈচৈ না করে। কেউ তাকে গালি দিলে বা তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে সে যেন বলে, নিশ্চয় আমি রোযাদার। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! রোযাদারের মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে অবশ্যই কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম হবে। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দের মুহূর্ত যা সে উপভোগ করবে ঃ যখন সে তার রোযার ইফতার করে তখন সে তাতে আনন্দিত হয় এবং যখন সে তার মহামহিম প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে।

٢٢١٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ الاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَانْ شَاتَمَهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ لِصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .

২২১৯। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, রোযা ব্যতীত। এটি আমার জন্যই এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো। রোযা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল ও অশালীন আচরণ না করে এবং শোরগোলও না করে। কেউ তাকে গালি দিলে বা গায়ে পড়ে তার সাথে বিবাদ করতে উদ্যত হলে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার মানুষ। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট অবশ্যই কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যার (র)-ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٢٠- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ الاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخِلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ .

২২২০। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, রোযা ব্যতীত। তা আমার জন্যই এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট অবশ্যই কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

٢٢٢١- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ اٰدَمَ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا الاَّ الصِّيَامَ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ .

২২২১। আহ্‌মাদ ইবনে ঈসা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ প্রতিটি উত্তম কাজ যা আদম সন্তান করে, তার জন্য রয়েছে দশ গুণ প্রতিদান। কিন্তু রোযাগুলো আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো।

ذِكْرُ الْاِخْتِـلاَفِ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُـوْبَ فِـىْ حَدِيْثِ اَبِىْ أُمَامَةَ فِىْ فَضْلِ الصَّائِمِ

৪৩–অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারের ফযীলাত সম্পর্কে আবু উমামা (রা)-এর হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবু ইয়া'কূব (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٢٢٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْـمُوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ قَالَ اَخْبَرَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ عَنْ اَبِىْ أُمَامَـةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مُرْنِىْ بِاَمْرٍ اٰخُذُهُ عَنْكَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لاَمِثْلَ لَهُ .

২২২২। আমর ইবনে আলী (র)... আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা আমি আপনার নিকট থেকে গ্রহণ করবো। তিনি বলেন ঃ তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে। কেননা তা তুলনাহীন।

٢٢٢٣- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ الضَّبِّىَّ حَدَّثَهُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِاَمْرٍ يَنْفَعُنِى اللّٰهُ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَاِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ .

২২২৩। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বলেন ঃ তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে। কেননা তা অতুলনীয়।

٢٢٢٤-اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيْفُ شَيْخٌ صَالِحٌ وَالضَّعِيْفُ لَقَبٌ لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنْ اَبِىْ نَصْرٍ عَنْ رَجَاءِ ابْنِ حَيْـوَةَ عَنْ اَبِىْ أُمَامَـةَ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ .

২২২৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, কোন কাজটি সর্বোত্তম! তিনি বলেন ঃ তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে। কেননা তার সমতুল্য কিছু নাই।

٢٢٢٥- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ السَّكَنِ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ الضَّبِّىِّ عَنْ اَبِىْ نَصْرٍ الْهِلاَلِىِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ .

২২২৫। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু উমামা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে। কেননা তার সমতুল্য কিছু নাই। আমি আবার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে। কেননা তার বিকল্প নাই।

٢٢٢٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ فِطْرٍ اَخْبَرَنِىْ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ .

২২২৬। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রোযা ঢালস্বরূপ।

٢٢٢٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ وَالْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ .

২২২৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রোযা ঢালস্বরূপ।

٢٢٢٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ .

২২২৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রোযা ঢালস্বরূপ।

٢٢٢٩- اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ لِى الْحَكَمُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِى بِهِ مَيْمُوْنُ بْنُ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ .

২২২৯। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (রা)... মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত (পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ)।

٢٢٣٠-اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الزَّيَّاتِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ.

২২৩০। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রোযা ঢালস্বরূপ।

٢٢٣١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ صَالِحٍ الزَّيَّاتُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ .

২২৩১। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রোযা ঢালস্বরূপ।

٢٢٣٢-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ اَنَّ مُطَرِّفًا رَجُلاً مِنْ بَنِىْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ فَقَالَ مُطَرِّفٌ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ .

২২৩২। কুতায়বা (র)... সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ (র) থেকে বর্ণিত। আমের ইবনে সা'সা'আ গোত্রের সদস্য মুতাররিফ (র) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, উছমান ইবনে আবুল আস (রা) তাকে পান করানোর জন্য দুধ আনালেন। মুতাররিফ (র) বলেন, আমি রোযা রেখেছি। উছমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ রোযা ঢালস্বরূপ, তোমাদের কারো যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়।

٢٢٣٣- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ فَدَعَا بِلَبَنٍ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ كَجُنَّةِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ .

২২৩৩। আলী ইবনুল হাসান (র)... মুতাররিফ (র) বলেন, আমি উছমান ইবনে আবুল আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি দুধ নিয়ে ডাকলেন। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের কারো ঢালের ন্যায় রোযা দোযখের আগুনের সামনে ঢালস্বরূপ।

٢٢٣٤- اَخْبَرَنِىْ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ قَالَ دَخَلَ مُطَرِّفٌ عَلٰى عُثْمَانَ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ .

২২৩৪। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ (র) বলেন, মুতাররিফ (র) উছমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ, এটি মুরসাল বর্ণনা।

٢٢٣٥- اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ بَشَّارِ بْنِ اَبِىْ سَيْفٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا .

২২৩৫। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব (র)... আবু উবায়দা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ রোযা ঢালস্বরূপ যতক্ষণ না সে তা নষ্ট করে বা ভেঙ্গে ফেলে।

٢٢٣٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَدَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ فَمَنْ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلاَ يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ وَاِنِ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَشْتِمْهُ وَلاَ يَسُبُّهُ وَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ .

২২৩৬। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ রোযা দোযখের আগুনের সামনে ঢালস্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি রোযাদার হিসাবে ভোরে উপনীত হয় সে যেন সেদিন মূর্খের ন্যায় আচরণ না করে। কোন ব্যক্তি যদি তার সাথে মূর্খের ন্যায় আচরণ করে তবে সে যেন তাকে কটু কথা না বলে এবং গালি না দেয়। বরং সে যেন বলে, 'আমি রোযাদার'। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র নিকট অবশ্যই কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

২২৩৭- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا .

২২৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ রোযা ঢালস্বরূপ, যতক্ষণ না সে তা ভেঙ্গে ফেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২২৩৮- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لِلصَّائِمِيْنَ بَابٌ فِى الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُ فِيْهِ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلَ اٰخِرُهُمْ اُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيْهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَاْ اَبَدًا .

২২৩৮। আলী ইবনে হুজর (র)... সাহল ইব্‌নে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ রোযাদারদের জন্য জান্নাতে 'আর-রাইয়্যান' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রবেশদ্বার রয়েছে। তাদের ব্যতীত অপর কেউ এই প্রবেশদ্বার দিয়ে (জান্নাতে) ঢুকতে পারবে না। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করার সাথে সাথে দ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে সে পানীয় পান করবে। সে একবার পান করলে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।

২২৩৯- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَهْلٌ اَنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ هَلْ لَكُمْ اِلَى الرَّيَّانِ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَاْ اَبَدًا فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيْهِ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ .

২২৩৯। কুতায়বা (র)... আবু হাযেম (র) বলেন, সাহ্‌ল (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় জান্নাতে আর-রাইয়্যান নামে একটি প্রবেশদ্বার আছে। কিয়ামতের দিন বলা হবে, কোথায় রোযাদারগণ? তোমরা কি আর-রাইয়্যানের দিকে আসবে? যে ব্যক্তি সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। রোযাদারদের প্রবেশের সাথে সাথে দ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অতএব উক্ত প্রবেশদ্বার দিয়ে রোযাদারগণ ব্যতীত অপর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

২২٤٠- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ نُوْدِىَ فِى الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلاَةِ يُدْعٰى مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعٰى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ يُدْعٰى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلٰى اَحَدٍ يُدْعٰى مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ .

২২৪০। আহ্‌মাদ ইবনে আমর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক জোড়া (উত্তম জিনিস) দান করলে জান্নাতের ভেতর ডাক দিয়ে বলা হবে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এটা উত্তম। যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাকে নামাযীদের প্রবেশদ্বার দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে জিহাদের প্রবেশদ্বার দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি দান-খয়রাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাকে দান-খয়রাতের প্রবেশদ্বার দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি রোযাদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাকে আর-রাইয়্যান নামক প্রবেশদ্বার দিয়ে ডাকা হবে। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাউকে তো একযোগে এই সবগুলো প্রবেশদ্বার থেকে ডাকার প্রয়োজন নাই। তবুও কি কাউকে এই সমুদয় প্রবেশদ্বার থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হাঁ, ডাকা হবে এবং আমি আশা করি তুমি হবে তাদের একজন।

٢٢٤١- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ لاَ نَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

২২৪১। মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক এবং আমরা কিছু করতে সক্ষম ছিলাম না (বিবাহ করার পরিমাণ সম্পদ আমাদের ছিলো না)। তিনি বলেন ঃ হে যুবসমাজ! তোমাদের অবশ্যই বিবাহ করা উচিৎ। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী। যার এই সামর্থ্য নাই সে যেন রোযা রাখে। কেননা তা তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।

٢٢٤٢- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ لَقِيَ عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَخَلاَ بِهِ فَحَدَّثَهُ وَاَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُوْدٍ هَلْ لَكَ فِيْ فَتَاةٍ أُزَوِّجُكَهَا فَدَعَا عَبْدُ اللّٰهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ .

২২৪২। বিশর ইবনে খালিদ (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাসউদ (রা) আরাফাতের ময়দানে উছমান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং একান্তে তার সাথে কথা বলেন। উছমান (রা) ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলেন, আমি কি এক যুবতীকে তোমার সাথে বিবাহ দিবো? তখন আবদুল্লাহ (রা) আলকামা (র)-কে ডেকে এনে তার নিকট বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী। আর যার এই সামর্থ্য নাই সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযাই তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।

٢٢٤٣- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

২২৪৩। হারূন ইবনে ইসহাক (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। আর যে ব্যক্তির বিবাহ করার সামর্থ্য নাই সে যেন রোযা রাখে। কেননা তা তার জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।

٢٢٤٤- اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَمَعَنَا عَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ وَجَمَاعَةٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْثٍ مَا رَاَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ اِلاَّ مِنْ اَجْلِيْ لاَنِّيْ كُنْتُ اَحْدَثَهُمْ سِنًّا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ قَالَ عَلِيٌّ وَسُئِلَ الْاَعْمَشُ عَنْ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ .

২২৪৪। হেলাল ইবনুল আলা (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট গেলাম। আমাদের সাথে ছিল আলকামা, আসওয়াদ ও আরো কতক লোক। তিনি আমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং আমার ধারণামতে তা উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং আমার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন। কেননা আমি ছিলাম উপস্থিত লোকদের মধ্যে উঠতি বয়সের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

٢٢٤٥-أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا اسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ أَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى يَعْنِىْ فِتْيَةٍ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ .قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَبُوْ مَعْشَرٍ هٰذَا اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَهُوَ صَاحِبُ اِبْرَاهِيْمَ رَوٰى عَنْهُ مَنْصُوْرٌ وَمُغِيْرَةُ وَشُعْبَةُ وَاَبُوْ مَعْشَرٍ الْمَدَنِىُّ اسْمُهُ نُجَيْحٌ وَهُوَ ضَعِيْفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ اَيْضًا كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ عِنْدَهُ اَحَادِيْثُ مَنَاكِيْرُ مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَمِنْهَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ وَلٰكِنِ انْهَسُوْا نَهْسًا .

২২৪৫। আমর ইবনে যুরারা (র)... আলকামা (র) বলেন, আমি ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন উছমান (রা)-এর নিকট ছিলেন। উছমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রওয়ানা হয়ে উঠতি বয়সের কয়েক যুবকের নিকট গেলেন। তিনি (তাদের) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার আর্থিক সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। যার সেই সামর্থ্য নাই তার জন্য রোযা হলো জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, উক্ত আবু মা'শারের নাম যিয়াদ ইবনে কুলাইব। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী এবং ইবরাহীমের সহচর (ছাত্র)। তার নিকট থেকে মানসূর, মুগীরা ও শো'বা (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে আবু মা'শার আল-মাদানীর নাম নাজীহ, তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে হাদীস বর্ণনায় তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। তিনি কতক মুনকার (গ্রহণের অযোগ্য) হাদীসও বর্ণনা করেছেন। নমুনাস্বরূপ দু'টি হাদীস

উল্লেখ করা হলো। (১) মুহাম্মাদ ইবনে আমর–আবু সালামা–আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ বলেন ঃ "পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা অবস্থিত।"(২) হিশাম ইবনে উরওয়া–তার পিতা–আয়েশা (রা)–নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা ছুরি বা চাকু দিয়ে গোশত কেটে খেয়ো না, বরং (দাঁত দিয়ে) কামড়িয়ে ছিড়ে খাও।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِكْرِ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ فِى الْخَبَرِ فِيْ ذٰلِكَ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রাখে তার সওয়াব এবং সুহাইল ইবনে আবু সালেহ (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

٢٢٤٦- اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ زَحْزَحَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

২২৪৬। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ্ ঐ দিনের বিনিময়ে তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٤٧- اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

২২৪৭। দাউদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ সেই এক দিনের বিনিময়ে তার এবং দোযখের মাঝখানে সত্তর বছরের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন।

٢٢٤٨-اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

২২৪৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়া'কূব (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, মহামহিম আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٤٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ عَامًا .

২২৪৯। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الاَّ بَعَّدَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

২২৫০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে কোন বান্দা মহামহিম আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, মহামহিম আল্লাহ সেই দিনের বিনিময়ে তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥١- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَهُ اللّٰهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

২২৫১। আল-হাসান ইবনে কাযাআ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রাখে আল্লাহ তাকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٢- اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ اَبِىْ

عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

২২৫২। মুআম্মাল ইবনে ইহাব (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বরকতময় মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيْهِ

৪৫–অনুচ্ছেদ ঃ সুফিয়ান ছাওরী (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

٢٢٥٣-اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ نَيْسَابُوْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَصُوْمُ عَبْدٌ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِذٰلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

২২৫৩। আবদুল ইবনে মুনীর (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দা আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রাখলেই আল্লাহ সেদিনের বিনিময়ে তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٤-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

২২৫৪। আহ্‌মাদ ইবনে হারব (র)... আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহ্‌র রাস্তায় রোযা রাখলো, আল্লাহ সেই দিনের বিনিময়ে তার মুখমণ্ডল থেকে জাহান্নামের উত্তাপকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٥- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى اَبِيْ حَدَّثَكُمُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ

اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

২২৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রেখেছে, আল্লাহ সেই দিনের বিনিময়ে তার মুখমণ্ডল থেকে দোযখকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

٢٢٥٦- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللّٰهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ .

২২৫৬। মাহ্‌মূদ ইবনে খালিদ (র)... উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার থেকে জাহান্নামকে এক শত বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ

৪৬–অনুচ্ছেদ ঃ সফর করাকালে রোযা রাখা মাকরূহ।

٢٢٥٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ .

২২৫৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... কা'ব ইবনে আসেম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ সফর করাকালে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।

٢٢٥٨-اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِىْ قَبْلَهُ لاَ نَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ ابْنَ كَثِيْرٍ عَلَيْهِ .

২২৫৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকূব (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সফর করাকালে রোযা রাখা সওয়াবের কাজ নয়। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এই সনদসূত্র ভুল। পূর্বের হাদীসের সনদসূত্রই যথার্থ। এই ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে কাছীরকে কেউ অনুসরণ করেছেন বলে আমরা জ্ঞাত নই।

اَلْعِلَّةُ الَّتِىْ مِنْ اَجْلِهَا قِيْلَ ذٰلِكَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ ذٰلِكَ

৪৭–অনুচ্ছেদ ঃ যে কারণে সফর অবস্থায় রোযা রাখতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٢٥٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى نَاسًا مُجْتَمِعِيْنَ عَلٰى رَجُلٍ فَسَاَلَ فَقَالُوْا رَجُلٌ اَجْهَدَهُ الصَّوْمُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ .

২২৫৯। কুতায়বা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে এক ব্যক্তির নিকট জড়ো অবস্থায় দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, রোযা এই লোকটিকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সফররত অবস্থায় রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।

٢٢٦٠-اَخْبَرَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِىْ ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هٰذَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَائِمٌ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَنْ تَصُوْمُوْا فِى السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ الَّتِىْ رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوْهَا .

২২৬০। শুআইব ইবনে শুআইব ইবনে ইসহাক (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছের ছায়ায় (শায়িত) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যার উপর পানি ছিটানো হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের এই সাথীর কি হয়েছে? তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে রোযাদার (রোযায় কাবু হয়ে গেছে)। তিনি

বলেন ঃ সফররত অবস্থায় তোমাদের রোযা রাখা কোন পুণ্যের কাজ নয়। আল্লাহ তোমাদের (রোযা না রাখার) যে অবকাশ বা সুযোগ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। অতএব তোমরা তা গ্রহণ করো।

٢٢٦١- أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىٰ قَالَ أَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ جَابِرًا نَحْوَهُ .

২২৬১। মাহ্‌মূদ ইবনে খালিদ (র)...জাবের (রা) থেকে বর্ণিত...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ

৪৮–অনুচ্ছেদ ঃ আলী ইবনুল মুবারক (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

٢٢٦٢- أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْىَ بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْبَلُوْهَا .

২২৬২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সফরকালে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়। অতএব তোমরা মহামহিম আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করো এবং তা গ্রহণ করো।

٢٢٦٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ .

২২৬৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সফররত অবস্থায় রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।

ذِكْرُ اِسْمِ الرَّجُلِ

৪৯–অনুচ্ছেদ ঃ লোকটির নাম।

٢٢٦٤- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ

بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ .

২২৬৪। আমর ইবনে আলী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফররত অবস্থায় দেখেনে যে, এক ব্যক্তিকে ছায়াদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ সফররত অবস্থায় রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।

٢٢٦٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ فَبَلَغَهُ اَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِّنَ الْمَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ فَاَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ فَبَلَغَهُ اَنَّ نَاسًا صَامُوْا فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ .

২২৬৫। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে মক্কায় রওয়ানা হন। তিনিও রোযা রাখেন এবং লোকজনও রোযা রাখে। এ অবস্থায় তিনি কুরা'উল-গামীম নামক স্থানে পৌঁছেন। তিনি জানতে পারেন যে, লোকজনের জন্য রোযা রাখা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। অতএব তিনি আসরের নামাযের পর এক পাত্র পানি চেয়ে নিয়ে তা পান করেন এবং লোকজন তা দেখতে থাকে। তাতে কতক লোক রোযা ভঙ্গ করে এবং কতক লোক রোযা অব্যাহত রাখে। তিনি যখন জানতে পারেন, কতক লোক রোযা অবস্থায় আছে, তখন বলেন ঃ এরা অপরাধী।

٢٢٦٦- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَقَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ اَدْنِيَا فَكُلاَ فَقَالاَ اِنَّا صَائِمَانِ فَقَالَ اَرْحَلُوْا لِصَاحِبَيْكُمْ اِعْمَلُوْا لِصَاحِبَيْكُمْ .

২২৬৬। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মাররায-যাহরান (ওয়াদী ফাতিমা) নামক স্থানে নবী ﷺ-এর নিকট কিছু খাদ্যসামগ্রী আনা হলো। তিনি আবু বাক্র ও উমার (রা)-কে বলেন ঃ তোমরা দু'জন কাছে এসো এবং আহার করো। তারা বলেন, আমরা দু'জন রোযা রেখেছি। তিনি (অন্যদের) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীদ্বয়ের জন্য বাহন প্রস্তুত করো এবং তাদের জন্য কাজ করে দাও বা তাদের সেবা করো।

٢٢٦٧- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَغَدّٰى بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ الْغَدَاءَ مُرْسَلٌ .

২২৬৭। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... আবু সালামা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মাররা আয-যাহ্রান নামক স্থানে দুপুরের আহার করছিলেন এবং আবু বাক্র ও উমার (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আহার গ্রহণ করো। এটি মুরসাল হাদীস।

٢٢٦٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ مُرْسَلٌ .

২২৬৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বাক্র ও উমার (রা) মাররা আয-যাহ্রান নামক স্থানে ছিলেন (মুরসাল হাদীস)।

ذِكْرُ وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَالْاِخْتِلَافِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِيْ خَبَرِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فِيْهِ

৫০–অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির থেকে রোযা মুলতবী করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমর ইবনে উমায়্যা (রা)-এর হাদীস আল-আওযাঈ (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٢٦٩- أَخْبَرَنِيْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ فَقُلْتُ إِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ تَعَالَ أُدْنُ مِنِّيْ حَتّٰى أُخْبِرَكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ .

২২৬৯। আবদা ইবনে আবদুর রহীম (র)... আমর ইবনে উমাইয়্যা আদ-দমরী (রা) বলেন, আমি সফর থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন ঃ হে আবু উমাইয়্যা! দুপুরের আহারের জন্য অপেক্ষা করো। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বলেন ঃ আসো, আমার নিকটবর্তী হও, যাতে আমি তোমাকে মুসাফির সম্পর্কে অবহিত করতে পারি। মহামহিম আল্লাহ মুসাফিরের রোযা মুলতবী করেছেন এবং অর্ধেক নামায রহিত (মাফ) করেছেন।

٢٢٧٠- اَخْبَرَنِى عَمْرُو ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْىَ بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ يَا اَبَا اُمَيَّةَ قُلْتُ اِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ تَعَالَ اُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ .

২২৭০। আমর ইবনে উছমান (র)... জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দমরী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন ঃ হে আবূ উমাইয়্যা! তুমি কি দুপুরের আহার গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিশ্চয় আমি রোযা রেখেছি। তিনি বলেনঃ কাছে আসো, আমি তোমাকে মুসাফির সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের রোযা মুলতবী করেছেন এবং অর্ধেক নামায মাফ করেছেন।

٢٢٧١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْىَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِى اُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لاَخْرُجَ قَالَ انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا اَبَا اُمَيَّةَ قُلْتُ اِنِّى صَائِمٌ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ تَعَالَ اُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ .

২২৭১। ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... আবু উমাইয়্যা আদ-দমরী (রা) বলেন, আমি এক সফর থেকে (রোযা অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম দিলাম। আমি চলে যেতে উদ্যোগী হলে তিনি বলেন ঃ হে আবু উমাইয়্যা! দুপুরের আহার গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমি তো রোযা রেখেছি। তিনি বলেন ঃ এসো, আমি তোমাকে মুসাফির সম্পর্কে অবহিত করি। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের রোযা মুলতবী করেছেন এবং অর্ধেক নামায মাফ করেছেন।

٢٢٧٢- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اُمَيَّةَ يَعْنِى الضَّمْرِىَّ اَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২২৭২। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবুল মুহাজির (র) বলেন, আবু উমাইয়্যা আদ-দমরী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٢٧٣- اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنِي الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ اَنَّ اَبَا اُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا اَبَا اُمَيَّةَ قُلْتُ اِنِّيْ صَائِمٌ قَالَ اُدْنُ اُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ .

২২৭৩। শুআইব ইবনে শুআইব ইবনে ইসহাক (র)... আবূ কিলাবা আল-জারমী (র) থেকে বর্ণিত। আবু উমাইয়্যা আদ-দমরী (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি সফর থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি বলেন ঃ হে আবু উমাইয়্যা! দুপুরের আহার গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমি রোযাদার। তিনি বলেন ঃ কাছে আসো, আমি তোমাকে মুসাফির সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের রোযা মুলতবী করেছেন এবং তার অর্ধেক নামায মাফ করেছেন।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

৫১—অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় মুআবিয়া ইবনে সাল্লাম ও আলী ইবনুল মুবারকের মতভেদ।

٢٢٧٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ اَنَّ اَبَا اُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تَنْتَظِرِ الْغَدَاءَ قَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَالَ اُخْبِرْكَ عَنِ الصَّائِمِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ .

২২৭৪। মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ (র)... আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। আবু উমাইয়্যা আদ-দমরী (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি রোযা অবস্থায় সফর থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি কি দুপুরের আহার গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না? তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি রোযাদার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আসো, আমি তোমাকে রোযাদার সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ মুসাফিরের রোযা মুলতবী করেছেন এবং তার অর্ধেক নামায কমিয়ে দিয়েছেন।

٢٢٧٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ عَنْ يَحْيٰ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ اَنَّ اَبَا اُمَيَّةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ نَحْوَهُ .

২২৭৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু কিলাবা (র) থেকে এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। আবু উমাইয়্যা (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি সফর থেকে ফিরে এসে নবী ﷺ-এর নিকট আসেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٢٧٦- اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ التَّلِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ يَعْنِيْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ .

২২৭৬। উমার ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক নামায রহিত করেছেন এবং মুসাফির, গর্ভধারিনী নারী এবং দুধদায়িনী মা থেকে রোযা (সাময়িকভাবে) মুলতবী করেছেন।

٢٢٧٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ قُشَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنَا ثُمَّ اَلْفَيْنَاهُ فِي اِبِلٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ قِلاَبَةَ حَدِّثْهُ فَقَالَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ اَنَّهُ ذَهَبَ فِيْ اِبِلٍ لَهُ فَانْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَاْكُلُ اَوْ قَالَ يَطْعَمُ فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ اَوْقَالَ اُدْنُ فَاَطْعَمْ فَقُلْتُ اِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ .

২২৭৭। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আইউব (র) বলেন, কুরাইশ গোত্রের এক প্রবীণ ব্যক্তি থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। পরে আমরা সেই প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করি তার উটপালে। আবু কিলাবা (র) তাকে বলেন, তার নিকট বর্ণনা করুন। প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, আমার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার উটের পালে গেলেন। তখন তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি ﷺ আহাররত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ এগিয়ে আসো এবং আহার করো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমি রোযাদার। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ মুসাফিরের অর্ধেক নামায মাফ করেছেন এবং মুসাফির, গর্ভধারিণী ও দুধদায়িনী মায়ের রোযা (সাময়িকভাবে) মুলতবী করেছেন।

٢٢٧٨- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ قِلاَبَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِىْ صَاحِبِ الْحَدِيْثِ فَدَلَّنِىْ عَلَيْهِ فَلَقِيْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ قَرِيْبٌ لِىْ يُقَالُ لَهُ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِبِلٍ كَانَتْ لِىْ اُخِذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَاْكُلُ فَدَعَانِىْ اِلٰى طَعَامِهِ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ اُدْنُ اُخْبِرْكَ عَنْ ذٰلِكَ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ .

২২৭৮। আবু বাক্‌র ইবনে আলী (র)... আইউব (র) বলেন, আবু কিলাবা (র) আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি কি এই হাদীসের বাহকের সাথে পরিচিত হবে? তিনি আমাকে তার পরিচয় করিয়ে দিলে আমি তার সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) নামক আমার এক নিকটজন আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি (হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাপ্ত) আমার ভাগের উট গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। আমি যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম তখন তিনি আহার করছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর সাথে আহারে শরীক হতে ডাকলেন। আমি বললাম, নিশ্চয় আমি রোযাদার। তিনি বলেন ঃ কাছে এসো, আমি তোমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের রোযা মুলতবী করেছেন এবং তার অর্ধেক নামাযও মাফ করেছেন।

٢٢٧٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ لِحَاجَةٍ فَاِذَا هُوَ يَتَغَدّٰى قَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ هَلُمَّ اُخْبِرْكَ عَنِ الصَّوْمِ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ وَرَخَّصَ لِلْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ .

২২৭৯। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... আবু কিলাবা (র) থেকে এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন এক প্রয়োজনে নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি তখন দুপুরের আহার করছিলেন। তিনি বলেন ঃ আসো, আহার করো। আমি বললাম, আমি তো রোযাদার। তিনি বলেন ঃ কাছে আসো, আমি তোমাকে রোযা সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে রোযা মুলতবী করেছেন এবং অর্ধেক নামায মাফ করেছেন। গর্ভবতী নারী ও দুধ দায়িনী মায়ের রোযাও (সাময়িকভাবে) না রাখার অবকাশ দিয়েছেন।

٢٢٨٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ رَجُلٍ نَحْوَهُ .

২২৮০। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٢٨١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ هَانِىءِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيْشٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاَنَا صَائِمٌ وَهُوَ يَاْكُلُ قَالَ هَلُمَّ قُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ تَعَالَ اَلَمْ تَعْلَمْ مَا وَضَعَ اللّٰهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ .

২২৮১। কুতায়বা (র)... বালহারীশ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম মুসাফির। এই অবস্থায় আমি রোযা রেখে নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি আহাররত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ এগিয়ে আসো। আমি বললাম, আমি তো রোযাদার। তিনি বলেন ঃ আসো, তুমি কি জানো না, আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে কি মুলতবী করেছেন? আমি বললাম, তিনি মুসাফিরের উপর থেকে কি মুলতবী করেছেন? তিনি বলেন ঃ রোযা এবং অর্ধেক নামায।

٢٢٨٢-اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ هَنِىءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَلْحَرِيْشٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُطْعِمُ فَقَالَ هَلُمَّ فَاطْعَمْ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُحَدِّثُكُمْ عَنِ الصِّيَامِ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ .

২২৮২। আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... বালহারীশ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র মর্জি আমরা সফররত ছিলাম। এই অবস্থায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি আহার করছিলেন। তিনি বলেন ঃ আসো, আহার করো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমি রোযাদার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে রোযা সম্পর্কে অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুসাফিরের রোযা মুলতবী করেছেন এবং অর্ধেক নামায মাফ করেছেন।

٢٢٨٣- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ هَانِىءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَاْكُلُ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ اَتَدْرِىْ مَا وَضَعَ اللّٰهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللّٰهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ .

২২৮৩। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল কারীম (র)... হানী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফররত ছিলাম। আমি রোযা রেখে নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি আহার করছিলেন। তিনি বলেন ঃ আসো। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বলেন ঃ তুমি কি জানো, আল্লাহ্ মুসাফিরের উপর থেকে কি মূলতবী করেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ্ মুসাফিরের উপর থেকে কি মুলতবী করেছেন? তিনি বলেন ঃ রোযা এবং অর্ধেক নামায।

٢٢٨٤- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اسْرَائِيْلُ عَنْ مُوْسٰى هُوَ ابْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ غَيْلاَنَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ اَبِىْ قِلاَبَةَ فِىْ سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِىْ سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَجُلٍ اُدْنُ فَاطْعَمْ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامَ فِى السَّفَرِ فَادْنُ فَاطْعَمْ فَدَنَوْتُ فَطَعِمْتُ .

২২৮৪। আহ্মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... গাইলান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু কিলাবা (র)-এর সাথে সফরে রওয়ানা হলাম। তিনি খাদ্য উপস্থিত করলেন। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হলেন। তাঁর সামনে আহার পেশ করা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ আসো, আহার করো। সে বললো, আমি রোযাদার। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে সফরকালে অর্ধেক নামায মাফ করেছেন এবং রোযা মুলতবী করেছেন। অতএব তুমি এগিয়ে এসে আহার করো। অতঃপর আমি এগিয়ে গিয়ে আহার করলাম।

فَضْلُ الْاِفْطَارِ فِى السَّفَرِ عَلَى الصِّيَامِ

৫২–অনুচ্ছেদ ঃ সফররত অবস্থায় রোযা না রেখে বরং ভঙ্গ করার ফযীলাত।

٢٢٨٥- اَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ وَاتَّخَذْنَا ظِلاَلاً فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ .

২২৮৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমাদের কতক লোক রোযাদার এবং কতক রোযাহীন ছিল। আমরা এক অতি গরমের দিনে (এক মনযিলে) যাত্রাবিরতি করলাম এবং ছায়ায় আশ্রয় নিলাম। রোযাদারগণ (দুর্বলতায়) শরীরপাত করলো এবং রোযাহীনরা দণ্ডায়মান

(সবল) থেকে জন্তুযানগুলোকে পানি পান করালো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আজ তো রোযা ভঙ্গকারীরা সমুদয় সওয়াব লুটে নিয়েছে।

ذِكْرُ قَوْلِهِ الصَّائِمُ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ

৫৩–অনুচ্ছেদ ঃ সফররত রোযাদার আবাসের রোযাহীন ব্যক্তির সমতুল্য।

٢٢٨٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ يُقَالُ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ كَالْاِفْطَارِ فِى الْحَضَرِ .

২২৮৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবান আল-বালখী (র)... আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, সফরে রোযা রাখা আবাসে রোযা ভঙ্গ করার সমতুল্য।

٢٢٨٧- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْخَيَّاطِ وَاَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ الصَّائِمُ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ .

২২৮৭। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে রোযা রাখা আবাসে রোযা ভংগ করার সমতুল্য।

٢٢٨٨- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ الصَّائِمُ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْخَضَرِ .

২২৮৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফররত রোযাদারের অবস্থা যেন আবাসে বেরোযাদারের সমতুল্য।

اَلصِّيَامُ فِى السَّفَرِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْهِ

৫৪–অনুচ্ছেদ ঃ সফররত অবস্থায় রোযা রাখা এবং এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে মতভেদ।

٢٢٨٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى اَتٰى قُدَيْدًا ثُمَّ اُتِىَ بِقَدَحٍ مِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ وَاَفْطَرَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ .

২২৮৯। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রমযান মাসে সফরে রওয়ানা হলেন। তিনি রোযা রাখলেন এবং এ অবস্থায় কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছলেন। এক পাত্র দুধ আনা হলে তিনি তা পান করেন (আসরের নামাযের পর) এবং তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ রোযা ভংগ করেন।

٢٢٩٠- اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى اَتٰى قُدَيْدًا ثُمَّ اَفْطَرَ حَتّٰى اَتٰى مَكَّةَ .

২২৯০। আল-কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে রোযা রেখে কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছলেন, অতঃপর রোযা ভংগ করেন এবং এ অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হন।

٢٢٩١-اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَ فِى السَّفَرِ حَتّٰى اَتٰى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِّنْ لَبَنٍ فَاَفْطَرَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ .

২২৯১। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফররত অবস্থায় রোযা রাখেন। শেষে কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি এক পাত্র দুধ আনতে বলেন। তিনি তা পান করেন এবং এভাবে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ রোযা ভংগ করেন।[১]

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى مَنْصُوْرٍ

৫৫–অনুচ্ছেদ ঃ মানসূরের রিওয়ায়াতে মতভেদ সম্পর্কে।

٢٢٩٢- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى اَتٰى عُسْفَانَ فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ قَالَ شُعْبَةُ فِىْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ .

২২৯২। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তিনি রোযা রাখলেন। এ অবস্থায় উসফান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি এক পাত্র পানীয় আনতে বলেন এবং তা পান করেন। তাই ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, (সফরে) যার ইচ্ছা রোযা রাখবে এবং যার ইচ্ছা রোযা ভংগ করবে।

---

১. কাদীদ বা কুদাইদ, মদীনা থেকে ২৪৭ মাইল এবং মক্কা থেকে ৪২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত (অনুবাদক)।

٢٢٩٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ اَفْطَرَ .

২২৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে সফরে বের হলেন। তিনি রোযা রাখলেন। এ অবস্থায় উসফান নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি এক পাত্র পানীয় নিয়ে ডাকলেন এবং দিনের বেলা তা পান করলেন, আর লোকজন তা দেখছিল। অতঃপর তিনি (উক্ত সফরে) আর রোযা রাখেননি।

٢٢٩٤- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ وَيُفْطِرُ .

২২৯৪। হুমাইদ ইবনে মাসআদা (র)... আল-আওয়াম ইবনে হাওশাব (র) বলেন, আমি মুজাহিদ (র)-কে বললাম, সফররত অবস্থায় রোযা রাখা কিরূপ? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সফরে) কখনো রোযা রাখতেন, আবার কখনো রাখতেন না।

٢٢٩٥- اَخْبَرَنِىْ هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُجَاهِدٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاَفْطَرَ فِى السَّفَرِ .

২২৯৫। হেলাল ইবনুল আলা (র)... আবু ইসহাক (র) বলেন, মুজাহিদ (র) আমাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে রোযা রাখলেন, অতঃপর সফরে তা ভংগ করলেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِىْ حَدِيْثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو فِيْهِ

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ হামযা ইবনে আমর (রা)-এর হাদীস সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٢٩٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىِّ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

২২৯৬। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরকালে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ 'যদি', অতঃপর তিনি কিছু কথা বলেন যার অর্থ হচ্ছে ঃ তুমি চাইলে রোযা রাখো, আর চাইলে রোযা না রাখো।

٢٢٩٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِثْلَهُ مُرْسَلٌ .

২২৯৭। কুতায়বা (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ এবং মুরসাল সূত্রে বর্ণিত।

٢٢٩٨-اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ اَبِى اَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَصُوْمَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تُفْطِرَ فَاَفْطِرْ .

২২৯৮। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)... হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সফররত অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি রোযা রাখতে চাইলে রাখো, আবার না রাখতে চাইলে রেখো না।।

٢٢٩٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِى اَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَصُوْمَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تُفْطِرَ فَاَفْطِرْ

২২৯৯। হামযা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরকালে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি রোযা রাখতে চাইলে রাখো এবং রোযা না রাখতে চাইলে রেখো না।

٢٣٠٠- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ فَذَكَرَ اٰخَرَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىِّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

২৩০০। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সফররত অবস্থায় আমার রোযা রাখার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তুমি চাইলে রোযা রাখো, আর না চাইলে রোযা ভংগ করো।

٢٣٠١- اَخْبَرَنِىْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَصُوْمَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تُفْطِرَ فَاَفْطِرْ .

২৩০১। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফররত অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি রোযা রাখতে চাইলে রাখো, আর রোযা না রাখতে চাইলে ভংগ করো।

٢٣٠٢- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ اَبِى اَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحَنْظَلَةَ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَانِى جَمِيْعًا عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ اَسْرُدُ الصِّيَامَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْرُدُ الصِّيَامَ فِى السَّفَرِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

২৩০২। ইমরান ইবনে বাক্কার (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিরামহীনভাবে রোযা রাখতাম। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সফররত অবস্থায় একাধারে রোযা রেখে থাকি। তিনি বলেন ঃ তুমি চাইলে রোযা রাখো, আর চাইলে রোযা নাও রাখতে পারো।

٢٣٠٣- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَسْرُدُ الصِّيَامَ اَفَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

২৩০৩। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... হামযা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমি বিরামহীনভাবে রোযা রেখে থাকি। আমি কি সফররত অবস্থায় রোযা রাখবো? তিনি বলেন ঃ তোমার ইচ্ছা হলে রোযা রাখো অথবা ইচ্ছা হলে রোযা ভংগ করো।

٢٣٠٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا مُرَاوِحٍ

حَدَّثَهُ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو وَحَدَّثَهُ اَنَّهُ سَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ رَجُلٌ يَصُوْمُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

২৩০৪ উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি সফরে রোযা রাখতেন। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি চাইলে রোযা রাখো অথবা চাইলে রোযা ভংগ করো।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى عُرْوَةَ فِىْ حَدِيْثِ حَمْزَةَ فِيْهِ

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ হামযা (রা)-র হাদীস উরওয়া (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٣٠٥- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو وَذَكَرَ اُخَرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَبِىْ مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَجِدُ فِىَّ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ قَالَ هِىَ رُخْصَةٌ مِّنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ اَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ .

২৩০৫। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমি সফররত অবস্থায় নিজের মধ্যে রোযা রাখার সামর্থ্য অনুভব করি। আমার কি কোন দোষ হবে (যদি রোযা না রাখি)? তিনি বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্র তরফ থেকে রোযা না রাখার অবকাশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এই অবকাশের সুযোগ নিলো সে উত্তম কাজ করলো। আর কোন ব্যক্তি রোযা রাখা পছন্দ করলে তাতে তার কোন দোষ হবে না।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيْهِ

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ হামযা (রা)-র হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٣٠٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىِّ اَنَّهُ سَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

২৩০৬। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি সফররত অবস্থায় রোযা রাখবো? তিনি বলেন ঃ তুমি চাইলে রোযা রাখো, আর চাইলে রোযা নাও রাখতে পারো।

٢٣٠٧- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ اللاَّنِىُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ الرَّازِىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَصُوْمُ اَفَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

২৩০৭। আলী ইবনুল হাসান (র)... হামযা ইবনে আমর (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি (প্রায়ই) রোযা রেখে থাকি। আমি কি সফরে রোযা রাখবো? তিনি বলেন ঃ তুমি চাইলে রোযা রাখো, আর চাইলে রোযা নাও রাখতে পারো।

٢٣٠٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ حَمْزَةَ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

২৩০৮। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, হামযা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি সফরে রোযা রাখবো? আর তিনি পর্যাপ্ত রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ যদি তুমি চাও রোযা রাখো, আর যদি তুমি চাও রোযা ভংগ করো।

٢٣٠٩- اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ حَمْزَةَ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

২৩০৯। আমর ইবনে হিশাম (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি সফরে রোযা রাখবো? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি চাও রোযা রাখো, আর যদি তুমি চাও রোযা ভংগ করো।

٢٣١٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ الْاَسْلَمِىَّ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلاً يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ.

২৩১০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হামযা আল-আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি প্রায়ই রোযা রাখতেন। তিনি বলেন ঃ তুমি চাইলে রোযা রাখো অথবা চাইলে রোযা ভংগ করো।

ذِكْرُ اخْتِلاَفٍ عَلَى اَبِى نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قِطْعَةَ فِيهِ

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ একই হাদীস আবূ নাদরা আল-মুনযির ইবনে মালেক ইবনে কাতআ (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٣١٠- اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ فِىْ رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ لاَ يَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَعِيْبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

২৩১১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা রমযান মাসে সফর করতাম। আমাদের মধ্যে কতক রোযাদার এবং কতক রোযাহীন থাকতো। কিন্তু রোযাদার রোযাহীন ব্যক্তিকে অথবা রোযাহীন ব্যক্তি রোযাদার ব্যক্তিকে দোষারোপ করতো না।

٢٣١٢- اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِىُّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلاَ يَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَعِيْبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

২৩১২। সাঈদ ইবনে ইয়াকূব আত-তালাকানী (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সফর করতাম। আমাদের মধ্যে কতক লোক রোযা রাখতো এবং কতক লোক রোযা রাখতো না। কিন্তু রোযাদার রোযাহীনকে এবং রোযাহীন রোযাদারকে দোষারোপ করতো না।

٢٣١٣- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَامَ بَعْضُنَا وَاَفْطَرَ بَعْضُنَا .

২৩১৩। আবু বাক্র ইবনে আলী (র)... জাবের (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফর করলাম। আমাদের কতক লোক রোযা রাখলো এবং কতক লোক রোযা রাখেনি।

٢٣١٤- اَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَصُوْمُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلاَ يَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

২৩১৪। আইউব ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু সাঈদ (রা) ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করেন। এমতাবস্থায় কতক লোক রোযা রাখে এবং কতক লোক রোযাহীন থাকে। কিন্তু রোযাদার রোযাহীন ব্যক্তিকে এবং রোযাহীন ব্যক্তি রোযাদারকে দোষারোপ করেনি।

اَلرُّخْصَةُ لِلْمُسَافِرِ اَنْ يَّصُوْمَ بَعْضًا وَيُفْطِرَ بَعْضًا

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির ব্যক্তির জন্য কতক রোযা রাখার এবং কতক রোযা ভংগ করার অবকাশ আছে।

٢٣١٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِىْ رَمَضَانَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْكَدِيْدِ اَفْطَرَ .

২৩১৫। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে রোযা রেখে (সফরে) রওয়ানা হলেন। শেষে তিনি আল-কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছে রোযা ভংগ করেন।

اَلرُّخْصَةُ فِى الْاِفْطَارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ ثُمَّ سَافَرَ

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি রমযান মাসে আবাসে কতক রোযা রাখার পর সফরে বের হলে তার জন্য রোযা ভংগ করার অবকাশ আছে।

٢٣١٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ اَفْطَرَ حَتّٰى دَخَلَ مَكَّةَ فَافْتَتَحَ مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ .

২৩১৬। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা রেখে সফরে বের হলেন। শেষে তিনি উসফান নামক স্থানে পৌঁছে পানীয় আনতে বলেন এবং দিনের বেলা তা পান করেন, যাতে লোকজন তা দেখতে পায়। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করা পর্যন্ত রোযা রাখেননি। তিনি রমযান মাসে মক্কা জয় করেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফররত অবস্থায় রোযা রেখেছেন এবং রোযা ভংগও করেছেন। অতএব (সফরে) যে লোক চায় রোযা রাখবে এবং যে লোক চায় তা ভংগ করবে।

وَضْعُ الصِّيَامِ عَنِ الْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী ও দুধদায়িনী নারীর জন্য রোযা মুলতবী করা হয়েছে।

٢٣١٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَغَدّٰى فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ .

২৩১৭। আমর ইবনে মানসূর (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীদের মধ্যকার এক ব্যক্তি মদীনায় নবী ﷺ-এর নিকট আসেন। তখন তিনি দুপুরের খাবার গ্রহণ করছিলেন। নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ আহার করতে এসো। তিনি বলেন, আমি তো রোযা রেখেছি। নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ মুসাফির ব্যক্তির রোযা ও অর্ধেক নামায মুলতবী করেছেন এবং গর্ভবতী ও দুধদায়িনী মহিলাদের থেকেও (রোযা মুলতবী করেছেন)।

تَاْوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহর বাণী ঃ "আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে তারা (রোযা না রাখলে) যেন ফিদ্‌য়াস্বরূপ একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করে" (২ ঃ ১৮৪)-এর ব্যাখ্যা।

٢٣١٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلٰى سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ كَانَ مَنْ اَرَادَ مِنَّا اَنْ يُّفْطِرَ وَيَفْتَدِىَ حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .

২৩১৮। কুতায়বা (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে তারা (রোযা না রাখলে) যেন ফিদ্‌য়াস্বরূপ একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করে" (২ ঃ ১৮৪), তখন আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করতো রোযা ভংগ করতো এবং ফিদ্‌য়া দিতো। শেষে উক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশ নাযিল হলো এবং শেষের নির্দেশ পূর্বোক্ত অবকাশকে রহিত করলো।

٢٣١٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ يُطِيْقُوْنَهُ يُكَلَّفُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا طَعَامَ مِسْكِيْنٍ اُخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ لاَ يُرَخَّصُ فِىْ هٰذَا اِلاَّ لِلَّذِىْ لاَ يُطِيْقُ الصِّيَامَ اَوْ مَرِيْضٌ لاَ يُشْفَى .

২৩১৯। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী "আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে তারা (রোযা না রাখলে) যেন ফিদ্‌য়াস্বরূপ একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করে" (২ ঃ ১৮৪)-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, (তার মতে) 'ইউতীকূনাহু' অর্থ 'ইউকাল্লিফূনাহু' অর্থাৎ যাদের (রোযা রাখতে) সাতিশয় কষ্ট হয় (যেমন অতি বৃদ্ধ লোক)। তারা একজন অভাবগ্রস্তকে আহার করাবে (প্রতি রোযার জন্য দুই বেলা)। 'ফামান তাতাওয়াআ খাইরান' অর্থাৎ একাধিক সংখ্যক অভাবগ্রস্তকে আহার করালে তা আরও উত্তম। এ আয়াতের বিধান রহিত হয়নি। "আর যদি তোমরা রোযা রাখো তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর" শীর্ষক আয়াতাংশে রোযা রাখতে সক্ষম এমন লোকদের রোযা না রাখার অবকাশ দেয়া হয়নি। বরং যারা রোযা রাখতে মূলতই অক্ষম তাদেরকে এবং দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে রোযা না রাখার অবকাশ দেয়া হয়েছে।[১]

---

১. তাফসীরকারগণ 'ওয়া আলাল্লাযীনা ইউতীকূনাহু ফিদ্‌য়াতুন তআমু মিসকীন" আয়াতাংশের দ্বিবিধ অর্থ করেছেন। একদলের মতে আয়াতের অর্থ হলো ঃ "আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে (তবুও রাখে না) তাদের কর্তব্য ফিদ্‌য়াস্বরূপ একজন অভাবগ্রস্তকে আহারদান" (২ ঃ ১৮৪)। অর্থাৎ কেউ রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও রোযা না রাখলে একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে আহার করাতে হবে। তাফসীরকারগণের এই দলের মতে আয়াতে প্রদত্ত উপরোক্ত সুবিধা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়। "ফামান শাহিদা মিনকুমুশ-শাহ্‌রা ফাল্‌য়াসুম্‌হু"। "অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে রোযা রাখে" (২ ঃ ১৮৪)

তাফসীরকারগণের অপর দলের মতে পূর্বোক্ত আয়াতের অর্থ নিম্নরূপ ঃ "তা (রোযা) যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর (রোযার) পরিবর্তে ফিদ্‌য়া—একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান করা" (২ ঃ ১৮৪)। এদের মতে, "রোযা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয়" দ্বারা অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি অথবা দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যাদের রোযা রাখার মোটেই সামর্থ্য নাই বা সামর্থ্য ফিরে আসার আশাও নাই। এরা প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে দুই বেলা খাদ্যদ্রব্য দান করবে। উপরোক্ত হাদীসে এই শেষোক্ত মতই ব্যক্ত হয়েছে এবং এদের মতে আয়াতের বিধান রহিত হয়নি (অনুবাদক)।

وَضْعُ الصِّيَامِ عَنِ الْحَائِضِ

৬৪–অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর রোযা মুলতবী করা হয়েছে।

٢٣٢٠- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ عَائِشَةَ اَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاَةَ اِذَا طَهُرَتْ قَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَاْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ يَاْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .

২৩২০। আলী ইবনে হুজর (র)... মুআযা আল-আদাবিয়া (র) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে, হায়েযগ্রস্ত নারী হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর কি (হায়েযকালের) নামাযের কাযা করবে? তিনি বলেন, তুমি কি হারূরী (খারিজী সম্প্রদায়ভুক্ত) নারী! আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে হায়েযগ্রস্ত হতাম এবং হায়েয থেকে পবিত্র হতাম। তিনি ﷺ আমাদেরকে রোযার কাযা করার নির্দেশ দিতেন কিন্তু নামাযের কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।

٢٣٢١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ لَيَكُوْنُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَقْضِيْهِ حَتّٰى يَجِيْءَ شَعْبَانُ .

২৩২১। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমার উপর রমযানের রোযা অনাদায়ী থাকলে তা শা'বান মাস না আসা পর্যন্ত আদায় করতাম না।

اِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ اَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِى رَمَضَانَ هَلْ يَصُوْمُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে হায়েযগ্রস্ত নারী পবিত্র হলে অথবা মুসাফির ব্যক্তি আবাসে প্রত্যাবর্তন করলে তারা কি অবশিষ্ট দিনগুলোর রোযা রাখবে?

٢٣٢٢- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ اَبُوْ حُصَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اَمِنْكُمْ اَحَدٌ اَكَلَ الْيَوْمَ فَقَالُوْا مِنَّا صَامَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَابْعَثُوْا اِلٰى اَهْلِ الْعَرُوْضِ فَلْيُتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ .

২৩২২। আবদুল্লাহ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে সায়ফী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিন বললেন ঃ আজ তোমাদের মধ্যে কেউ কি আহার করেছে? তারা বলেন, আমাদের মধ্যকার কতক লোক রোযা রেখেছে এবং কতক রোযা রাখেনি। তিনি বলেন ঃ তোমরা দিনের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করো (রোযা রাখো) এবং আশপাশের এলাকায় লোক পাঠিয়ে খবর দাও, তারাও যেন দিনটির অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করে (রোযা রাখে)।

اِذَا لَمْ يَجْمَعْ مِنَ اللَّيْلِ هَلْ يَصُوْمُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ التَّطَوُّعِ

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ রাত থাকতে নফল রোযার নিয়াত না করলে সে কি দিনের বেলা রোযা থাকবে?

٢٣٢٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اَذِّنْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ .

২৩২৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ তুমি আশূরার দিন ঘোষণা দাও ঃ যে ব্যক্তি আহার করেছে সে যেন অবশিষ্ট দিন আহার না করে। আর যে ব্যক্তি আহার করেনি সেও যেন রোযা রাখে।

اَلنِّيَّــةُ فِى الصِّيَامِ وَالْاِخْتِـلَافُ عَلٰى طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰ بْنِ طَلْحَــةَ فِىْ خَبَرِ عَائِشَةَ فِيْهِ

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ রোযার নিয়াত এবং এ সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর হাদীস তালহা ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٣٢٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَاِنِّىْ صَائِمٌ ثُمَّ مَرَّ بِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَقَدْ اُهْدِىَ اِلَىَّ حَيْسٌ فَخَبَّاْتُ لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّاْتُ لَكَ مِنْهُ قَالَ اَدْنِيْهِ اَمَا اِنِّىْ قَدْ اَصْبَحْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَاِنْ شَاءَ اَمْضَاهَا وَاِنْ شَاءَ حَبَسَهَا .

২৩২৪। আমর ইবনে মানসূর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাছে (আহার করার) কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে আমি রোযা রাখলাম। পরে আরেক দিন আমার কাছে হায়েস (মিষ্টি দ্রব্য) উপঢৌকন এলো। আমি তা থেকে কিছুটা তাঁর জন্য রেখে দিলাম। তিনি হায়েস পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে কিছু হায়েস উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। আমি তা থেকে আপনার জন্য কিছুটা রেখে দিয়েছি। তিনি বলেনঃ তা নিয়ে এসো। আমি তো আজ সকালে রোযার নিয়াত করেছিলাম। অতএব তিনি তা থেকে খেলেন, অতঃপর বলেন ঃ নফল রোযা এমন ব্যক্তিতুল্য যে নিজের মাল থেকে দান করার জন্য কিছু বের করলো। এখন সে ইচ্ছা করলে তা দান করতেও পারে, আবার ইচ্ছা করলে রেখেও দিতে পারে।

٢٣٢٥- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْىَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَارَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَوْرَةً قَالَ اَعِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَيْسَ عِنْدِىْ شَيْءٌ قَالَ فَاَنَا صَائِمٌ قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَىَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَاَكَلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَخَلْتَ عَلَىَّ وَاَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ اَكَلْتَ حَيْسًا قَالَ نَعَمْ يَا عَائِشَةُ اِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِىْ غَيْرِ رَمَضَانَ اَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ اَوْ فِى التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ اَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَاَمْضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِىَ فَاَمْسَكَهُ .

২৩২৫। আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুরাফেরা করে আমার নিকট ফিরে এসে বললেন ঃ তোমার কাছে (আহার করার) কিছু আছে কি? আমি বললাম, আমার কাছে কিছু নাই। তিনি বলেন ঃ তাহলে আমি রোযা রাখলাম। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি পুনরায় ঘোরাফেরা করে আমার নিকট ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে আমাদের নিকট কিছু হায়েস উপঢৌকন এলো। আমি তা তাঁকে দিলাম এবং তিনি খেলেন। আমি তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রোযা অবস্থায় আমার নিকট প্রবেশ করলেন, অতঃপর হায়েস খেলেন! তিনি বলেনঃ হাঁ। হে আয়েশা! যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা বা তার কাযা রোযা ব্যতীত নফল রোযা রাখে সে এমন ব্যক্তিতুল্য যে নিজের মাল থেকে দান করার জন্য কিছু অংশ পৃথক করলো এবং তা থেকে নিজ ইচ্ছামতো কিছু দান করলো, আর কিছু অংশ কৃপণতা বশত রেখে দিলো।

٢٣٢٦- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْىَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

يَجِيءُ وَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ فَنَقُولُ لاَ فَيَقُولُ انِّي صَائِمٌ فَاَتَانَا يَوْمًا وَقَدْ اُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا نَعَمْ اُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ قَالَ اَمَا انِّي قَدْ اَصْبَحْتُ اُرِيْدُ الصَّوْمَ فَاَكَلَ خَالَفَهُ قَاسِمُ بْنُ يَزِيْدَ .

২৩২৬। আবদুল্লাহ ইবনুল হাইছাম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বলতেন ঃ তোমাদের নিকট আহার করার কিছু আছে কি? যদি আমরা বলতাম, না, তাহলে তিনি বলতেন ঃ আমি রোযা রাখলাম। একদিন তিনি আমাদের নিকট এলেন। ইতিমধ্যে আমাদেরকে হায়েস উপঢৌকন দেয়া হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের নিকট কিছু আছে কি? আমরা বললাম, হাঁ, আমাদেরকে হায়েস উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি তো সকালবেলা রোযা রাখার সংকল্প করেছিলাম। অতএব তিনি আহার করলেন।

٢٣٢٧-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنُ يَحْيٰ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقُلْنَا اُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْهُ نَصِيْبًا فَقَالَ انِّي صَائِمٌ فَاَفْطَرَ.

২৩২৭। আহ্‌মাদ ইবনে হারব (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন। আমরা বললাম, আমাদেরকে হায়েস উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তা থেকে আপনার জন্য কিছু রেখে দিয়েছি। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমি রোযাদার। অতঃপর তিনি রোযা ভংগ করেন।

٢٣٢٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَاْتِيْهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ اَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمِيْنِيْهِ فَنَقُوْلُ لاَ فَيَقُوْلُ انِّي صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ مَا هِيَ قَالَتْ حَيْسٌ قَالَ اَصْبَحْتُ صَائِمًا فَاَكَلَ .

২৩২৮। আমর ইবনে আলী (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রোযাদার অবস্থায় তার নিকট এসে বলতেন ঃ আমাকে আহার করানোর মতো কিছু তোমাদের নিকট আছে কি? আমরা বলতাম, না। তিনি বলতেন ঃ তাহলে আমি রোযা রাখলাম। পুনরায় তিনি তার নিকট এলে তিনি বলেন, আমাদেরকে একটা উপঢৌকন দেয়া

হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তা কি? তিনি বলেন, হায়েস। তিনি বলেন ঃ আমি তো রোযাদার হিসাবে ভোরে উপনীত হয়েছি। অতঃপর তিনি তা আহার করলেন।

٢٣٢٩- أَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ قُلْنَا لاَ قَالَ فَانِّىْ صَائِمٌ .

২৩২৯। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কাছে (আহারের) কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে আমি রোযা রাখলাম।

٢٣٣٠- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ وَمُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَاهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقُلْنَا لاَ قَالَ انِّىْ صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انَّا قَدْ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ اَمَا انِّىْ قَدْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا فَاَكَلَ .

২৩৩০। আবু বাক্‌র ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের নিকট আহার করার কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে আমি রোযাদার। তিনি আরেক দিন আসলে আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে অবশ্যই হায়েস উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তিনি তা নিয়ে ডাকেন এবং বলেন ঃ আমি তো রোযা রেখে ভোরে উপনীত হয়েছি। অতঃপর তিনি আহার করেন।

٢٣٣١- اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰ عَنْ مُجَاهِدٍ وَاُمِّ كُلْثُوْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ نَحْوَهُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ .

২৩৩১। আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র).. মুজাহিদ ও উম্মে কুলছুম (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার কাছে আহার করার কিছু আছে কি... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, সিমাক ইবনে হারব (র) এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমার নিকট এক ব্যক্তি আয়েশা বিনতে তালহা (র)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣٢- اَخْبَرَنِىْ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ لاَ قَالَ اِذًا اَصُوْمَ قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَىَّ مَرَّةً اُخْرٰى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ اِذًا اُفْطِرَ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ .

২২৩২। সাফওয়ান ইবনে আমর (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমাদের কাছে আহার করার মতো কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেনঃ তাহলে আমি রোযা রাখলাম। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আরেকবার আমার কাছে এলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কিছু হায়েস উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তিনি বলেনঃ তাহলে আজ আমি রোযা ভংগ করলাম, অবশ্য আমি রোযার নিয়াত করে ফেলেছি।

ذِكْرُ اِخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِىْ ذٰلِكَ

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত বিষয়ে হাফসা (রা)-এর হাদীস বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٢٣٣٣- اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ .

২৩৩৩। আল-কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি, তার রোযা হবে না।

٢٣٣٤- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ .

২৩৩৪। আবদুল মালেক ইবনে শুআইব (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি, তার রোযা হবে না।

٢٣٣٥- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ اَشْهَبَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَذَكَرَ اٰخَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَلاَ يَصُوْمُ .

২৩৩৫। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি সে রোযা রাখেনি।

٢٢٣٦- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ .

২২৩৬। আহ্‌মাদ ইবনুল আযহার (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি।

٢٢٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَصُوْمُ .

২৩৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি রাত থাকতে রোযার নিয়াত করেনি সে রোযা রাখেনি।

٢٣٣٨- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৩৩৮। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি।

٢٣٣٩- اَخْبَرَنِىْ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৩৩৯। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... হাফসা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি।

٢٣٤٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৩৪০। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... হাফসা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি।

٢٣٤١-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৩৪১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... হাফসা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি।

٢٣٤٢- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ اَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ .

২৩৪২। আহ্মাদ ইবনে হারুন (র)... হাফসা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার রোযা হয়নি। ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র) হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٢٣٤٣- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِثْلَهُ لاَ يَصُوْمُ اِلاَّ مَنْ اَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৩৪৩। আল-হারিছ ইবনে মিসকীন (র)... আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, ফজরের পূর্বে যে ব্যক্তি রোযার নিয়াত করেছে কেবল তার রোযাই হয়েছে।

٢٣٤٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَصُمْ .

২৩৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি রাত থাকতেই রোযার নিয়াত না করলে সে রোযাই রাখেনি।

٢٣٤٥- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يَصُوْمُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

২৩৪৫। আল-হারিছ ইবনে মিসকীন (র)... ইবনে উমার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেছে কেবল সে-ই রোযা রেখেছে।[১]

صَوْمُ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

৬৯–অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ)-এর রোযা।

٢٣٤٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ .

২৩৪৬। কুতায়বা (র)... আমর ইবনে আওস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোযা হলো দাঊদ (আ)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। আর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামায হলো দাঊদ (আ)-এর নামায। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং এক-ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতেন।

---

১. মৌখিকভাবে রোযার নিয়াত করার প্রয়োজন নাই। মূলত কাজের মাধ্যমেও নিয়াত হয়ে যেতে পারে। যেমন কেউ (ফরয বা নফল) রোযা রাখার উদ্দেশ্যে ভোররাতে পানাহার করেছে, তাতে তার রোযার নিয়াত হয়ে গেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনরূপ রোযার অভিপ্রায় ব্যতীত ভোররাতে পানাহার করেছে এবং দিনের বেলাও মনে মনে রোযা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়নি তার সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে (অনুবাদক)।

صَوْمُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِي ذٰلِكَ

৭০–অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর রোযা। 'আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গিত হোক' এ সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

٢٣٤٧- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيْضِ فِي حَضَرٍ وَّلاَ سَفَرٍ .

২৩৪৭। আল-কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবাসে অবস্থানকালে অথবা সফরে "আইয়্যাম বীদ" (প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ)-এর রোযা ত্যাগ করতেন না।

٢٣٤٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ أَنْ يَّصُوْمَ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ .

২৩৪৮। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো আর রোযা ভংগ করবেন না। আবার তিনি একাধারে রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, হয়তো তাঁর রোযা রাখার আর ইচ্ছা নাই। তিনি মদীনায় আসার পর থেকে রমযান মাস ব্যতীত কখনো পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি।

٢٣٤٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَرْوَانَ أَبِيْ لُبَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ أَنْ يُّفْطِرَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ أَنْ يَّصُوْمَ .

২৩৪৯। মুহাম্মাদ ইবনুল নাদর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো আর রোযার বিরতি দিবেন না। আবার তিনি একাধারে রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা ধারণা করতাম, তাঁর হয়তো আর রোযা রাখার ইচ্ছা নাই।

٢٣٥٠- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ

اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتّٰى الصَّبَاحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ .

২৩৫০। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমার জানামতে আল্লাহ্‌র নবী ﷺ কখনো এক রাতে পূর্ণ কুরআন খতম করেননি, ভোর পর্যন্ত পূর্ণ একরাত (নামাযে) দণ্ডায়মান থাকেননি এবং রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি।

٢٣٥١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلاَّ رَمَضَانَ .

২৩৫১। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে নবী ﷺ-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি একাধারে (দিনের পর দিন) রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি রোযা রেখেই যাবেন। আবার তিনি একাধারে (দিনের পর দিন) রোযাহীন অতিবাহিত করতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়তো আর রোযা রাখবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসার পর থেকে রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ একমাস রোযা রাখেননি।

٢٣٥٢- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ قَيْسٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ اَحَبَّ الشُّهُوْرِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَصُوْمَهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .

২৩৫২। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রোযা রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শা'বান মাসই ছিল অধিক প্রিয়। বরং তিনি শা'বান মাসকে (রোযার মাধ্যমে) রমযান মাসের সাথে যুক্ত করতেন।

٢٣٥٣- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَبْلَهُمَا اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يَصُوْمُ وَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ .

২৩৫৩। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে (দিনের পর দিন) রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো আর রোযা ভঙ্গ করবেন না। আবার তিনি একাধারে (দিনের পর দিন) রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো আর রোযা রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে অধিক সংখ্যায় রোযা রাখতে দেখিনি।

٢٣٥٤- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلاَّ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ .

২৩৫৪। মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান ও রমযান মাস ব্যতীত কখনো একাধারে দুই মাস রোযা রাখেননি।

٢٣٥٥-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرٰهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا اِلاَّ شَعْبَانَ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ

২৩৫৫। মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে নবী ﷺ-এর কার্যক্রম এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি শা'বান মাস ব্যতীত বছরের অন্য কোন পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি এবং তিনি শা'বান মাসকে (রোযার মাধ্যমে) রমযান মাসের সাথে যুক্ত করতেন।

٢٣٥٦-اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَامَ لِشَهْرٍ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ اَوْ عَامَّتَهُ .

২৩৫৬। উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো শা'বান মাসের চেয়ে অধিক সংখ্যক রোযা অন্য কোন মাসে রাখেননি। তিনি পুরা শা'বান মাস বা তার অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন।

٢٣٥٧- اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً .

২৩৫৭। আমর ইবনে হিশাম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক দিন ব্যতীত পুরা শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।

٢٣٥٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ .

২৩৫৮। আমর ইবনে উছমান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরা শা'বান মাসই রোযা রাখতেন।

٢٣٥٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ اَبُوْ الْغُصْنِ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَّرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْاَعْمَالُ اِلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاُحِبُّ اَنْ يُّرْفَعَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ .

২৩৫৯। আমর ইবনে আলী (র)... উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে শা'বান মাসে যে পরিমাণে রোযা রাখতে দেখি, বছরের অন্য কোন মাসে তদ্রূপ রোযা রাখতে দেখি না। তিনি বলেন ঃ রজব ও রমযান মাসের মাঝখানে শা'বান এমন একটি মাস যার (গুরুত্ব সম্পর্কে) লোকজন কোন খবর রাখে না। অথচ এই মাসে বান্দার আমলসমূহ বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নিকট উত্থিত হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলসমূহ আমার রোযা রাখা অবস্থায় উত্থিত হোক।

٢٣٦٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ اَبُوْ الْغُصْنِ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَصُوْمُ حَتّٰى لاَ تَكَادَ تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتّٰى لاَ تَكَادَ اَنْ تَصُوْمَ اِلاَّ يَوْمَيْنِ اِنْ دَخَلاَ فِىْ صِيَامِكَ وَاِلاَّ صُمْتَهُمَا قَالَ اَىُّ يَوْمَيْنِ قُلْتُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ قَالَ ذٰلِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيْهِمَا الْاَعْمَالُ عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاُحِبُّ اَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ .

২৩৬০। আমর ইবনে আলী (র)... উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একাধারে (দিনের পর দিন) রোযা রাখতে থাকেন, রোযায় বিরতি দেন

না। আবার আপনি একাধারে (দিনের পর দিন) রোযাহীন থাকেন এবং রোযা রাখেন না, দু'টি দিন ব্যতীত, তা রোযার পালার মধ্যে পড়লেও এবং রোযাহীন পালার মধ্যে পড়লেও আপনি রোযা রাখেন। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ কোন দুই দিন? আমি বললাম, সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তিনি বলেনঃ ঐ দুই দিন এমন যে, তাতে (বান্দার) আমলসমূহ বিশ্বপ্রভুর নিকট উত্থিত হয়। আমি পছন্দ করি যে, রোযা অবস্থায় আমার আমলসমূহ উত্থিত হোক।

٢٣٦١- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الْغِفَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَيُقَالُ لاَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ فَيُقَالُ لاَ يَصُوْمُ .

২৩৬১। আহ্মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে রোযা রেখে যেতেন। অতএব বলা হতো, তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। অবার তিনি একাধারে রোযাহীন থাকতেন এবং বলা হতো, তিনি আর রোযা রাখবেন না।

٢٣٦٢-اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ .

২৩৬২। আমর ইবনে উছমান (র)... জুবাইর ইবন নুফাইর (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার প্রতি খেয়াল রাখতেন।

٢٣٦٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ للّٰهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِىِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَرَّى يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ .

২৩৬৩। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার প্রতি খেয়াল রাখতেন।

٢٣٦٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَرَّى الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ .

২৩৬৪। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার প্রতি যত্নবান থাকতেন।

٢٣٦٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

২৩৬৫। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে যত্নবান হতেন।

٢٣٦٦- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ .

২৩৬৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

٢٣٦٧- اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ مِنْ هٰذِهِ الْجُمُعَةِ وَالْاِثْنَيْنِ مِنَ الْمُقْبِلَةِ .

২৩৬৭। আবু বাক্‌র ইবনে আলী (র)... উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, প্রথম সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং পরবর্তী সপ্তাহে সোমবার।

٢٣٦٨- اَخْبَرَنِىْ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ قَالَ اَنْبَانَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَمِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ .

২৩৬৮। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (র)... হাফসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসের সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং পরবর্তী সপ্তাহের সোমবার রোযা রাখতেন।

٢٣٦٩- اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَكَانَ يَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ .

২৩৬৯। আল-কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... হাসফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ বিছানায় শুয়ে নিজের ডান হাতের তালু ডান গালের নিচে রাখতেন। তিনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

٢٣٧٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَبِيْ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ وَقَلَّمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

২৩৭০। মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসের প্রথম তারিখ থেকে তিন দিন রোযা রাখতেন এবং জুমুআর দিন কদাচিৎ রোযাহীন থাকতেন।

٢٣٧١- اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَكْعَتَيِ الضُّحٰى وَاَنْ لَا اَنَامَ اِلَّا عَلٰى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ .

২৩৭১। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন চাশতের দুই রাক্আত নামায পড়ি, বেতের নামায পড়া ব্যতীত না ঘুমাই এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখি।

٢٣٧٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَاشُوْرَاءَ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرّٰى فَضْلَهُ عَلَى الْاَيَّامِ اِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ .

২৩৭২। কুতায়বা (র)... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে আশূরার রোযা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের রোযা ও আশূরার রোযা ব্যতীত অন্য কোন দিনের রোযাকে ফযীলাতপূর্ণ মনে করে রেখেছেন বলে আমার জানা নাই।

٢٣٧٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ اِنِّىْ صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ اَنْ يَّصُوْمَ فَلْيَصُمْ .

২৩৭৩। কুতায়বা (র)... হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে আশূরার দিন মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, "হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই দিন সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় আমি রোযাদার। অতএব যারা রোযা রাখতে চায় তারা যেন রোযা রাখে।

٢٣٧٤- اَخْبَرَنِىْ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَاَتِهِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِىْ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ اَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيْسَيْنِ .

২৩৭৪। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... হুনায়দা ইবনে খালিদ (র)-এর স্ত্রী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের কেউ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ আশূরার দিন, যিলহজ্জ মাসের নয় দিন এবং প্রতি মাসের তিন দিন—মাসের প্রথম সোমবার ও দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى عَطَاءٍ فِى الْخَبَرِ فِيْهِ

৭১–অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কিত হাদীস আতা (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٣٧٥- اَخْبَرَنِىْ حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ ابْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلاَ صَامَ .

২৩৭৫। হাজেব ইবনে সুলায়মান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রাখলো তার রোযা হয়নি।

٢٣٧٦- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عَبدِ اللّٰهِ ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ

الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ .

২৩৭৬। ঈসা ইবনে মুসাফির (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রেখেছে, সে রোযাও রাখেনি এবং ইফতারও করেনি।

٢٣٧٧- اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عُقْبَةُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلاَ صَامَ .

২৩৭৭। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রেখেছে সে মূলত রোযা রাখেনি।

٢٣٧٨- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلاَ صَامَ .

২৩৭৮। ইসমাঈল ইবনে ইয়াকূত (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রেখেছে, সে মূলত রোযা রাখেনি।

٢٣٧٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ .

২৩৭৯। আহ্‌মাদ ইবনে ইবরাহীম (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রেখেছে সে মূলত রোযাও রাখেনি এবং রোযাহীনও থাকেনি।

٢٣٨٠- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً اَنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنِّىْ اَصُوْمُ اَسْرُدُ الصَّوْمَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ لاَ اَدْرِىْ كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْاَبَدِ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ .

২৩৮০। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত হলেন যে, আমি একাধারে অবিরত রোযা রাখি। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। রাবী বলেন, আতা (র) বলেছেন, আমি বলতে পারবো না, তিনি অবিরত রোযা পালনের বিষয়টি কিভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে এতোটুকু মনে আছে, যে ব্যক্তি সর্বদা রোযা রেখেছে সে মূলত রোযা রাখেনি।

اَلنَّهْىُ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِى الْخَبَرِ فِيْهِ

৭২–অনুচ্ছেদ ঃ হামেশা রোযা রাখা নিষেধ। এ সম্পর্কিত হাদীস মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٣٨١- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَخِيْهِ مَطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلاَنًا لاَ يُفْطِرُ نَهَارًا الدَّهْرَ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ .

২৩৮১। আলী ইবনে হুজর (র)... ইমরান (রা) বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি হামেশা রোযা রাখে, দিনের বেলা রোযাহীন থাকে না। তিনি বলেন ঃ সে রোযাও থাকেনি এবং রোযা ভঙ্গও করেনি।

٢٣٨٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُوْمُ الدَّهْرَ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ .

২৩৮২। আমর ইবনে হিশাম (র)... মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (র) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) আমার পিতা আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো যে, সে হামেশা রোযা রাখে। তিনি বলেন ঃ সে রোযাও রাখেনি, আবার রোযা ভঙ্গও করেনি।

٢٣٨٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ صَوْمِ الدَّهْرِ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ .

২৩৮৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হামেশা রোযা রাখা সম্পর্কে বলেন ঃ সে রোযাও রাখেনি এবং রোযাহীনও থাকেনি।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ فِيْهِ

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত হাদীস জারীর (র) থেকে গাইলান (র) কর্তৃক বর্ণনায় মতভেদ।

٢٣٨٤- اَخْبَرَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ وَهُوَ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ هٰذَا لاَ يُفْطِرُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ .

২৩৮৪। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... উমার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে লোকজন বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! অমুক এতো কাল থেকে রোযা ভংগ করছে না। তিনি বলেন ঃ সে রোযাও রাখেনি এবং রোযা ভঙ্গও করেনি।

٢٣٤٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلاَنَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً وَسُئِلَ عَمَّنْ صَامَ الدَّهْرَ فَقَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ اَوْ مَا صَامَ وَمَا اَفْطَرَ .

২৩৮৫। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র).. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। উমার (রা) বলেন, আমরা আল্লাহ্‌কে প্রভুরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূলরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট আছি। যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রাখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ সে রোযাও রাখেনি এবং রেযাহীনও থাকেনি।[১]

---

১. যে ব্যক্তি হামেশা রোযা রাখে, উপোস থাকা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। সে দৈনিক তিন বেলার পরিবর্তে দুই বেলা পানাহারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে রোযার উপবাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। জৈবিক চাহিদাকে ধ্বংস করে নয়; বরং তা অক্ষুণ্ন রেখে তার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারলে তাতেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। তাই হামেশা রোযা না রেখে বরং কখনো বিরতি দিতে হবে, কখনো রোযা রাখতে হবে (অনুবাদক)।

سَرْدُ الصِّيَامِ

৭৪–অনুচ্ছেদ ঃ পরপর (একাধারে) রোযা রাখা।

٢٣٨٦- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيَّ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ رَجُلٌ اَسْرُدُ الصَّوْمَ اَفَاَصُوْمُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ اِنْ شِئْتَ اَوْ اَفْطِرْ اِنْ شِئْتَ .

২৩৮৬। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব (র)... আশেয়া (রা) থেকে বর্ণিত। হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অনবরত রোযাদার ব্যক্তি। আমি কি সফরেও রোযা রাখতে পারি? তিনি বলেনঃ তুমি চাইলে রোযা রাখতেও পারো অথবা চাইলে নাও রাখতে পারো।

صَوْمُ ثُلُثَيِ الدَّهْرِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِيْ ذٰلِكَ

৭৫–অনুচ্ছেদ ঃ বছরের দুই-তৃতীয়াংশ কাল রোযা রাখা। এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

٢٣٨٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يَصُوْمُ الدَّهْرَ قَالَ وَدِدْتُ اَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ قَالُوْا فَثُلُثَيْهِ قَالَ اَكْثَرَ قَالُوْا فَنِصْفَهُ قَالَ اَكْثَرَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৩৮৭। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... নবী ﷺ-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলা হলো, এক ব্যক্তি বছরব্যাপী রোযা রাখে। তিনি বলেন ঃ আমি আশা করি, সে যদি সারা বছর পানাহার না করতো। সাহাবীগণ বলেন, তাহলে বছরের দুই-তৃতীয়াংশ কাল। তিনি বলেন ঃ বেশি। সাহাবীগণ বলেন, তাহলে বছরের অর্ধেক কাল? তিনি বলেন ঃ তাও বেশী। তারপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না যে, কিসে অন্তরের প্রদাহ (রোগ, কুমন্ত্রণা) দূরীভূত হয়? প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখলে।

٢٣٨٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِدْتُ اَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ شَيْئًا قَالَ فَثُلُثَيْهِ قَالَ اَكْثَرَ قَالَ فَنِصْفَهُ قَالَ اَكْثَرَ قَالَ اَفَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ قَالَ قَالُوْا بَلٰى قَالَ صِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৩৮৮। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)... আমর ইবনে শুরাহবীল (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! যে ব্যক্তি গোটা বছরই রোযা থাকলো তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি আকাঙ্ক্ষা করি, সে যদি কখনো কিছু আহার না করতো! লোকটি বললো, তাহলে বছরের দুই-তৃতীয়াংশ কাল (রোযা রাখা)? তিনি বলেন ঃ তাও অধিক। সে বললো, তাহলে বছরের অর্ধেক কাল (রোযা রাখলে) ? তিনি বলেন ঃ তাও অধিক। তিনি পুনরায় বলেন ঃ আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না যে, কিসে অন্তরের জ্বালা দূরীভূত হয়? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখলে।

٢٣٨٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ اَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ اَوَ يُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذٰلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّىْ اُطِيْقُ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثَلاَثٌ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ هٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ .

২৩৮৯। কুতায়বা (র)... আবু কাতাদা (রা) বলেন, উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি গোটা বছরই রোযা থাকে তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন ঃ সে রোযাও রাখেনি, রোযা ভংগও করেনি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি দুই দিন রোযা রাখে এবং একদিন রোযা রাখে না তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন ঃ কেউ এভাবে রোযা রাখতে কি সক্ষম? তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, যে ব্যক্তি একদিন রোযা রাখে এবং একদিন রোযা রাখে না তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন ঃ তা হলো দাঊদ (আ)-এর রোযা। তিনি আবার বলেন, যে ব্যক্তি একদিন রোযা রাখে এবং দুই দিন রোযা রাখে না তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বলেন ঃ আমি আশা করি সেই সামর্থ্য যেন আমার হয়। উমার (রা) বলেন, অতঃপর তিনি বলেন ঃ প্রতি মাসে তিনদিন এবং এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান এটা সারা বছরের রোযার সমতুল্য।

صَوْمُ يَوْمٍ وَاِفْطَارُ يَوْمٍ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ فِيْ ذٰلِكَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فِيْهِ

৭৬–অনুচ্ছেদ ঃ একদিন পরপর রোযা রাখা। এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٢٣٩٠- قَالَ وَفِيْمَا قَرَأَ عَلَيْنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيْرَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

২৩৯০। আহ্‌মাদ ইবনে মানী' (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বোত্তম রোযা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা রাখতেন না।

٢٣٩١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اَنْكَحَنِىْ اَبِىْ امْرَاَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَاْتِيْهَا فَيَسْاَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَقَالَتْ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَّجُلٍ لَمْ يَطَاْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ اَتَيْنَاهُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ائْتِنِىْ بِهِ فَاَتَيْتُهُ مَعَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَاَفْطِرْ يَوْمًا قَالَ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ .

২৩৯১। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমাকে আমার পিতা এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। অতঃপর আমার পিতা তার কাছে এসে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমার স্ত্রী বললো, আমার স্বামী খুবই ভালো মানুষ। আমি তার কাছে আসা অবধি তিনি আমার সাথে কখনো বিছানা মাড়াননি এবং কখনো আমাদের পায়খানায় যাননি। আমার পিতা তা নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি তাকেসহ আমার কাছে এসো। অতএব আমি আমার পিতার সাথে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কিভাবে রোযা রাখো? আমি বললাম, প্রতিদিন। তিনি বলেন ঃ তুমি প্রতি সপ্তাহে তিনদিন রোযা রাখবে। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও অধিক রোযা রাখতে সক্ষম। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি দুইদিন রোযা রাখো এবং একদিন রোযা রেখো না। আমি বললাম, আমি তার চেয়েও অধিক রোযা রাখতে সক্ষম। তিনি

বলেন ঃ তাহলে তুমি সর্বোত্তম রোযা রাখো—দাঊদ (আ)-এর রোযা অর্থাৎ একদিন রোযা এবং একদিন রোযাহীন।

٢٣٩٢- أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَصِيْنٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ زَوَّجَنِيْ أَبِيْ امْرَأَةً فَجَاءَ يَزُوْرُهَا فَقَالَ كَيْفَ تَرِيْنَ بَعْلَكِ فَقَالَتْ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَّجُلٍ لاَ يَنَامُ اللَّيْلَ وَلاَ يُفْطِرُ النَّهَارَ فَوَقَعَ بِيْ وَقَالَ زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَلْتَهَا قَالَ فَجَعَلْتُ لاَ أَلْتَفِتُ إِلٰى قَوْلِهِ مِمَّا أَرٰى عِنْدِيْ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْاِجْتِهَادِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لٰكِنِّيْ أَنَا أَقُوْمُ وَأَنَامُ وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ فَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَقُلْتُ أَنَا أَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا قُلْتُ أَنَا أَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اقْرَإِ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ انْتَهٰى إِلٰى خَمْسِ عَشْرَةَ وَأَنَا أَقُوْلُ أَنَا أَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ .

২৩৯২। আবু হাসীন (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমার পিতা এক মহিলার সাথে আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। অতঃপর তিনি তার সাথে সাক্ষাত করতে এসে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তোমার স্বামীকে কিরূপ দেখলে? সে বললো, তিনি খুব ভালো মানুষ, রাতে ঘুমান না এবং দিনে রোযা ভংগ করেন না। অতএব আমার পিতা আমাকে তিরস্কার করে বলেন, আমি তোমার সাথে এক মুসলিম নারীর বিবাহ দিলাম। অথচ তুমি তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখেছো। রাবী বলেন, আমি নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করার কারণে আমার পিতার তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিনি। বিষয়টি নবী ﷺ-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন ঃ কিন্তু আমি তো নামাযও পড়ি এবং ঘুমাইও, রোযাও রাখি এবং রোযাহীনও থাকি। অতএব তুমিও নামাযও পড়ো এবং নিদ্রাও যাও, রোযাও রাখো এবং রোযাহীনও থাকো। তুমি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও অধিক সামর্থ্যবান। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি দাঊদ (আ)-এর রোযা রাখো অর্থাৎ একদিন রোযা রাখো এবং একদিন রোযা রেখো না। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও অধিক রোযা রাখতে সক্ষম। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি প্রতি মাসে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করো। অতঃপর তিনি তা পনের দিনে খতম করার অনুমতি দিলেন। আর আমি বলেছিলাম, আমি এর চেয়েও অধিক পারি, আমি এর চেয়েও অধিক পারি।

٢٣٩٣- أَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُجْرَتِيْ فَقَالَ

اَلَمْ أُخْبَرْ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قَالَ بَلٰى قَالَ فَلاَ تَفْعَلَنَّ نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَاَفْطِرْ فَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِصَدِيْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاَنَّهُ عَسٰى اَنْ يَّطُوْلَ بِكَ عُمُرٌ وَاِنَّهُ حَسْبُكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثًا فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا قُلْتُ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قَالَ صُمْ صَوْمَ نَبِىِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ وَمَا كَانَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

২৩৯৩। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে দুরুসতা (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কোঠায় প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি কি অবগত হইনি যে, তুমি নাকি সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো এবং সারা দিন রোযা রাখো? তিনি বলেন, হাঁ। মহানবী ﷺ বলেনঃ তুমি আর কখনো এরূপ করবে না। তুমি ঘুমাবেও এবং নামাযও পড়বে, রোযাও রাখবে এবং রোযাহীনও থাকবে। কেননা তোমার চোখের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, তোমার দেহের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, তোমার মেহমানের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে এবং তোমার বন্ধুর প্রতিও তোমার কর্তব্য রয়েছে। আমি আশা করি তুমি দীর্ঘজীবি হও। তোমার জন্য প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখাই যথেষ্ট এবং এটাই সারা বছর রোযার সমতুল্য। আর প্রতিটি সৎ কাজের জন্য রয়েছে তার দশ গুণ সওয়াব। আমি বললাম, আমার তো এর চেয়েও অধিক সামর্থ্য আছে। অতএব আমি কঠোরতা করলাম, তাই আমার জন্য (বার্ধক্যে নিয়মিত আমল করা) কঠোরই হলো। তিনি বলেন ঃ তুমি প্রতি সপ্তাহে তিনদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও অধিক সামর্থ্য রাখি। অতএব আমি কঠোরতা প্রদর্শন করলাম, তাই আমার জন্য কঠোরই হলো। তিনি বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ)-এর অনুরূপ রোযা রাখো। আমি বললাম, দাঊদ (আ)-এর রোযা কিরূপ? তিনি বলেন ঃ বছরের অর্ধেক কাল।

٢٣٩٤- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يَقُوْلُ لَاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ وَلَاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ مَاعِشْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَاَفْطِرْ

وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَانَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ فَانِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ فَقُلْتُ انِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَامِ قُلْتُ فَانِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو لاَنْ اَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الْاَيَّامَ الَّتِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَهْلِىْ وَمَالِىْ .

২৩৯৪। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (তার সম্পর্কে) উল্লেখ করা হলো যে, তিনি বলেন, আমি আজীবন অবশ্যই সারারাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবো এবং অবশ্যই সারা দিন রোযা রাখবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমিই কি এটা বলেছো? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই আমি তা বলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় তুমি তা করতে সক্ষম হবে না। অতএব তুমি কখনো রোযা রাখো এবং কখনো রোযাহীনও থাকো। কখনো ঘুমাও এবং কখনো নামাযেও দণ্ডায়মান থাকো। আর মাসে তিনদিন করে রোযা রাখো। কেননা প্রতিটি সৎ কাজের সওয়াব তার দশ গুণ। আর এটাই সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক করার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখো এবং দুইদিন রোযাহীন থাকো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমার ততোধিক করার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখো এবং একদিন রোযা ভঙ্গ করো। এটা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা এবং এটাই হলো ভারসাম্যপূর্ণ রোযা। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এর চেয়ে উত্তম আর হয় না। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আমাকে (প্রতি মাসে) তিন দিন রোযা রাখতে বলেছিলেন, আমি যদি তা গ্রহণ করতাম তবে সেটাই হতো আমার জন্য আমার পরিবার ও সম্পদের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।

٢٣٩٥- اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ اَىْ عَمِّ حَدِّثْنِىْ عَمَّا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ انِّىْ قَدْ كُنْتُ اَجْمَعْتُ عَلٰى اَنْ اَجْتَهِدَ اجْتِهَادًا شَدِيْدًا حَتّٰى قُلْتُ لَاَصُوْمَنَّ الدَّهْرَ وَلَاَقْرَاَنَّ الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَانِىْ حَتّٰى دَخَلَ عَلَىَّ فِىْ دَارِىْ فَقَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ قُلْتَ لَاَصُوْمَنَّ الدَّهْرَ وَلَاَقْرَاَنَّ الْقُرْاٰنَ

فَقُلْتُ قَدْ قُلْتُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ اِنِّى اَقْوٰى عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ مِّنَ الْجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ قُلْتُ فَاِنِّىْ اَقْوٰى عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِنَّهُ اَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمًا صَائِمًا وَيَوْمًا مُفْطِرًا وَاِنَّهُ كَانَ اِذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِفْ وَاِذَا لاَقٰى لَمْ يَفِرَّ .

২৩৯৫। আহ্‌মাদ ইবনে বাক্‌কার (র)... আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমার (রা)-এর নিকট প্রবেশ করে বললাম, হে চাচাজান। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে যা বলেছিলেন তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, হে ভাতিজা। আমি দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম যে, আমি (ইবাদত- বন্দেগীতে) যথাসাধ্য কঠোর সাধনা করবো, এমনকি আমি বললাম, আমি অবশ্যই সারা বছর রোযা থাকবো এবং প্রতি দিন রাতে একবার কুরআন খতম করবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা শুনতে পেয়ে আমার নিকট এলেন এবং আমার ঘরে প্রবেশ করে বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি বলেছো, আমি অবশ্যই সারা বছর রোযা রাখবো এবং (সারাক্ষণ) কুরআন তিলাওয়াত করবো? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই আমি তা বলেছি। তিনি বলেন ঃ তুমি তা করো না। তুমি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমার তো ততোধিক করার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেনঃ তাহলে তুমি প্রতি সপ্তাহে দুইদিন অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখো। আমি বললাম, আমার তো ততোধিক করার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি দাঊদ (আ)-এর রোযা রাখো। কেননা তা আল্লাহ্‌র নিকট ভারসাম্যপূর্ণ রোযা—একদিন রোযাদার এবং একদিন রোযা ভংগকারী। আর দাঊদ (আ) ওয়াদা করলে তার খেলাপ করতেন না এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর) মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলে পলায়ন করতেন না।

ذِكْرُ الزِّيَادَةِ فِى الصِّيَامِ وَالنُّقْصَانِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فِيْهِ

৭৭—অনুচ্ছেদ ঃ রোযার সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি করা। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র হাদীছ বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

٢٣٩٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ سَمِعْتُ اَبَا عِيَاضٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ مَا بَقِىَ قَالَ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ اَجْرُ مَا بَقِىَ قَالَ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَكَ

أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللّٰهِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

২৩৯৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি (প্রতি দশ দিনে) একদিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি দুই দিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি তিনদিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি চারদিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম রোযা দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি এক দিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযাহীন থাকতেন।

٢٣٩٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الصَّوْمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ فَقُلْتُ إِنِّي أَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ قُلْتُ إِنِّي أَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ قُلْتُ إِنِّي أَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ حَتّٰى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا .

২৩৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট রোযার প্রসঙ্গ তুললাম। তিনি বলেন ঃ তুমি প্রতি দশ দিনে একদিন রোযা রাখো। তাতে তোমার অবশিষ্ট নয় দিনের সওয়াব দেয়া হবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি প্রতি নয় দিনে একদিন রোযা রাখো। তাতে তোমাকে অবশিষ্ট আট দিনের সওয়াবও দেয়া হবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি প্রতি আট দিনে একদিন রোযা রাখো। তাতে তোমাকে অবশিষ্ট সাত দিনের সওয়াবও দেয়া হবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। রাবী বলেন, তিনি এভাবে বলতে বলতে শেষে বলেন ঃ তুমি একদিন রোযা রাখো এবং একদিন রোযাহীন থাকো।

٢٣٩٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَاَخْبَرَنِى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ عَشَرَةٍ فَقُلْتُ زِدْنِىْ فَقَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ اَجْرُ تِسْعَةٍ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَكَ اَجْرُ ثَمَانِيَةٍ قَالَ ثَابِتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُطَرِّفٍ فَقَالَ مَا اَرَاهُ اِلاَّ يَزْدَادُ فِى الْعَمَلِ وَيَنْقُصُ مِنَ الْاَجْرِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

২৩৯৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... শুআইব ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি একদিন রোযা রাখো তাহলে তুমি দশ দিনের (রোযার) সওয়াব পাবে। আমি বললাম, আমাকে বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি দুই দিন রোযা রাখো, তাতে তুমি অবশিষ্ট নয় দিনের সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি তিন দিন রোযা রাখো, তাতে তুমি অবশিষ্ট আট দিনের সওয়াবও পাবে। ছাবিত (র) বলেন, আমি এ হাদীছ মুতাররিফ (র)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমার মতে আমলের পরিমাণ যতো বাড়তে থাকবে তদনুপাতে সওয়াবের পরিমাণ কমতে থাকবে। হাদীসের মূলপাঠ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী।

صَوْمُ عَشَرَةِ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ وَاخْتِلاَفُ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فِيْهِ

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতি মাসে দশ দিন রোযা রাখা এবং তৎসম্পর্কিত হাদীস আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণনায় রাবীগণের শাব্দিক মতভেদ।

٢٣٩٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَسْبَاطٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَرَدْتُ بِذٰلِكَ اِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ وَلٰكِنْ اَدُلُّكَ عَلٰى صَوْمِ الدَّهْرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ خَمْسَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ عَشْرًا فَقُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

২৩৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে উবায়েদ (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার কর্ণগোচর হয়েছে যে, তুমি সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো এবং সারাদিন রোযা রাখো! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর দ্বারা আমি কেবল কল্যাণই আশা করি। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা রোযা রাখলো সে রোযাই রাখেনি। তবে আমি তোমাকে সারা বছর রোযা রাখার নিয়ম বলে দিচ্ছি ঃ প্রতি মাসে তিন দিন (রোযা রাখো)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি মাসে পাঁচ দিন রোযা রাখো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি মাসে দশ দিন রোযা রাখো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযাহীন কাটাতেন।

٢٤٠٠- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ شَاعِراً وَكَانَ صَدُوْقًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ .

২৪০০। আলী ইবনুল হুসাইন (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ ...হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٤٠١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اِنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ وَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ صَوْمُ الدَّهْرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى .

২৪০১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তুমি নাকি সারা বছর রোযা রাখো এবং সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো? তুমি এরূপ করতে থাকলে তাতে তোমার চোখ কোটরাগত হয়ে যাবে এবং মনমেজাজ অসুস্থ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রেখেছে সে মূলত রোযা রাখেনি। সারা বছরের রোযা হলো, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা। এটাই সারা বছরের রোযা। আমি তাকে বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য

আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা রাখতেন না। আর তিনি শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলে পলায়ন করতেন না।

٢٤٠٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَإِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّيْ أُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَلَمْ اَزَلْ اَطْلُبُ اِلَيْهِ حَتّٰى قَالَ فِيْ خَمْسَةِ اَيَّامٍ وَقَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ اِنِّيْ أُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَلَمْ اَزَلْ اَطْلُبُ اِلَيْهِ حَتّٰى قَالَ صُمْ اَحَبَّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

২৪০২। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন ঃ তুমি মাসে একবার কুরআন খতম করো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। আমি তাঁর নিকট অবিরতভাবে আবেদন জানাতে থাকলে শেষে তিনি বলেনঃ তাহলে পাঁচ দিনে (কুরআন খতম করো)। তিনি আরো বলেন ঃ তুমি মাসে তিনদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। আমি তার নিকট অবিরতভাবে আবেদন জানাতে থাকলে শেষে তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় রোযা দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন।

٢٤٠٣- أَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ اِنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اَصُوْمُ اَسْرُدُ الصَّوْمَ وَاُصَلِّى اللَّيْلَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ وَاِمَّا لَقِيَهُ قَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلِاَهْلِكَ حَظًّا وَصُمْ وَاَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ تِسْعَةٍ قَالَ اِنِّيْ اَقْوٰى لِذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِذاً قَالَ وَكَيْفَ كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى قَالَ وَمَنْ لِيْ بِهٰذَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ .

২৪০৩। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত হন যে, আমি অনবরত রোযা রাখি এবং সারা রাত নামাযে রত

থাকি। মহানবী ﷺ তার নিকট লোক পাঠালেন অথবা তিনিই তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ আমি কি অবগত হইনি যে, তুমি অনবরত রোযা রাখো এবং তাতে বিরতি দাও না, আর সারা রাত নামায পড়ো? তুমি তা করো না। কেননা তোমার উপর তোমার চোখের একটি অংশ আছে, তোমার দেহের একটি অংশ আছে এবং তোমার স্ত্রীর একটি অংশ আছে। তুমি কখনো রোযা রাখবে, আবার কখনো রোযাহীন থাকবে এবং (রাতে) নামাযও পড়বে আবার ঘুমাবেও। তুমি প্রতি দশ দিনে একদিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট নয় দিনের সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমি তা (পূর্বোক্ত আমল) করতে অধিক সক্ষম। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! দাউদ (আ)-এর রোযা কিরূপ ছিলো? তিনি বলেনঃ দাউদ (আ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরত থাকতেন। আর তিনি শত্রুর মুখোমুখী হলে পলায়ন করতেন না। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার জন্য কে এরূপ করতে পারে!

٢٤٠٤- اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْكَ زَيْدٍ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ فَاَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةَ اَدَمٍ رَبْعَةً حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَصَارَةِ الْوِسَادَةُ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ قَالَ اَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِحْدٰى عَشْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ .

২৪০৪। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (র)... আবুল মালীহ (র) বলেন, আমি তোমার পিতা যায়েদ (রা)-র সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার রোযা সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো। তিনি আমার নিকট এলে আমি তাঁর জন্য খেজুর গাছের বাকল ভর্তি মধ্যমাকৃতির একটি চামড়ার বালিশ পেতে দিলাম। কিন্তু তিনি মাটিতে বসে পড়লেন এবং বালিশটি আমার ও তাঁর মাঝখানে পড়ে থাকলো। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা যথেষ্ট নয়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তাহলে পাঁচ দিন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তাহলে সাত দিন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তাহলে নয় দিন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তাহলে এগারো দিন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী ﷺ বলেন ঃ তাহলে দাউদ (আ)-এর রোযার উপরে কোন রোযা নাই। তা হলো বছরের অর্ধেক—একদিন রোযা রাখা ও একদিন বিরতি দেয়া।

صِيَامُ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ

৭৯–অনুচ্ছেদ ঃ মাসে চার দিন রোযা রাখা।

٢٤٠٥- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عِيَاضٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمًا وَلَكَ اَجْرُ مَا بَقِىَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ اَجْرُ مَا بَقِىَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَكَ اَجْرُ مَا بَقِىَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ وَلَكَ اَجْرُ مَا بَقِىَ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

২৪০৫। ইবরাহীম ইবনুল হাসান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি মাসে একদিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেনঃ তবে তুমি দুই দিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি তিন দিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি চার দিন রোযা রাখো। তাতে তুমি অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াবও পাবে। আমি বললাম, নিশ্চয় আমার ততোধিক সামর্থ্য আছে। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সর্বোত্তম রোযা হলো দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা রাখতেন না।

صِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ

৮০–অনুচ্ছেদ ঃ মাসে তিন দিন রোযা রাখা।

٢٤٠٦- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَوْصَانِىْ حَبِيْبِىْ ﷺ بِثَلاَثَةٍ لاَ

اَدَعُهُنَّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَبَدًا اَوْصَانِىْ بِصَلاَةِ الضُّحٰى وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪০৬। আলী ইবনে হুজর (র)... আবু যার (রা) বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের ওসিয়াত করেছেন। ইনশাআল্লাহ আমি সেগুলো কখনো ত্যাগ করবো না। তিনি আমাকে চাশতের নামায পড়তে, ঘুমানোর পূর্বে বেতরের নামায পড়তে এবং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার ওসিয়াত করেছেন।

٢٤٠٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَلاَثٍ بِنَوْمٍ عَلٰى وِتْرٍ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪০৭। মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন—ঘুমানোর পূর্বে বেতেরের নামায পড়ার, শুক্রবার গোছল করার এবং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার।

٢٤٠٨- اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَاَنْ لاَ اَنَامَ اِلاَّ عَلٰى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪০৮। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দুই রাক্আত চাশতের নামায পড়ার, ঘুমানোর পূর্বে বেতেরের নামায পড়ার এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٤٠٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَوْمٍ عَلٰى وِتْرٍ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪০৯। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বেতেরের নামায পড়ার, শুক্রবার গোসল করার এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى اَبِىْ عُثْمَانَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ صِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ

৮১–অনুচ্ছেদ ঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সম্পর্কিত আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস আবু উছমান (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٤١٠- اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ .

২৪১০। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ধৈর্যের মাসে (রমযান মাসে) এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।

٢٤١١- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ اللاَّنِىُّ بِالْكُوْفَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا .

২৪১১। আলী ইবনুল হুসাইন (র)... আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখলো সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো। অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে সত্য বলেছেন, "কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে" (৬ ঃ ১৬০)।

٢٤١٢-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُ الشَّهْرِ اَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ شَكَّ عَاصِمٌ .

২৩১২। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবু যার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রেখেছে সে যেন গোটা মাস রোযা রেখেছে।

٢٤١٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

اَبِیْ هِنْدٍ اَنَّ مُطَرِّفًا حَدَّثَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِی الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ .

২৪১৩। কুতায়বা (র)... উছমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখাই হলো উত্তম রোযা।

٢٣١٤- اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِیْ هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِیْ هِنْدٍ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِی الْعَاصِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ .

২৪১৪। যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) ... উছমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। .... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ, তবে মুরসাল হাদীসরূপে।

٢٤١٥- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنِ الْحُرِّ ابْنِ صَيَّاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

২৪১৫। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন।

كَيْفَ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِىْ ذٰلِكَ

৮২—অনুচ্ছেদ ঃ প্রতি মাসে তিন দিন কি নিয়মে রোযা রাখবে? এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মতভেদ।

٢٤١٦- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسِ الَّذِىْ يَلِيْهِ ثُمَّ الْخَمِيْسِ الَّذِىْ يَلِيْهِ .

২৪১৬। আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন ঃ মাসের প্রথম সোমবার, তার পরের বৃহস্পতিবার এবং তার পরের বৃহস্পতিবার।

٢٤١٧- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِىَّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ سَمِعْتُهَا تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيْسَ الَّذِىْ يَلِيْهِ .

২৪১৭। আলী ইবনে মুহাম্মাদ (র)... হুনায়দা আল-খুযাঈ (র) বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীনের নিকট উপস্থিত হলে তাকে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন। মাসের প্রথম সোমবার, তার পরের বৃহস্পতিবার এবং তার পরের বৃহস্পতিবার।

٢٤١٨- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اِسْحَاقَ الْاَشْجَعِىُّ كُوْفِىٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلاَئِىِّ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِىِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ اَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ .

২৪১৮। আবু বাক্র ইবনে আবুন নাদ্র (র)... হাফসা (রা) বলেন, চারটি আমল নবী ﷺ কখনো ত্যাগ করেননিঃ আশূরার রোযা, যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের রোযা, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা এবং ফজর নামাযের পূর্বেকার দুই রাক্‌আত নামায।[১]

٢٤١٩-اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَاَتِهِ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ كَانَ صُوْمُ تِسْعًا مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسَيْنِ .

২৪১৯। আহ্‌মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (র)... নবী ﷺ-এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলহজ্জ মাসের নয় দিন, আশূরার দিন এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন। মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার।

٢٤٢٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ صَفْوَانَ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَاَتِهِ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُ الْعَشْرَ وَثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ .

২৪২০। মুহাম্মাদ ইবনে উছমান (র)... নবী ﷺ-এর কেন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের দশ দিন এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, সোমবার ও দুই বৃহস্পতিবার।

---

১. যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের রোযা বলতে প্রথম নয় দিনের রোযা বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

٢٤٢١- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اَوَّلِ خَمِيْسٍ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ .

২৪২১। ইবরাহীম ইবনে সাঈদ আল-জাওহারী (র)... উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার জন্য আমাদের নির্দেশ দিতেন—মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার, তার পরের সোমবার এবং তার পরের সোমবার।

٢٤٢٢- اَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَاَيَّامُ الْبِيْضِ صَبِيْحَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

২৪২২। মাখলাদ ইবনুল হাসান (র)... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সারা বছরের রোযার সমতুল্য। আর আইয়্যামুল বীয (উজ্জ্বল দিবসসমূহ) হলো (চান্দ্রমাসের) তেরো তারিখ ভোর থেকে চৌদ্দ ও পনের তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ فِى الْخَبَرِ فِيْ صِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ

৮৩–অনুচ্ছেদ ঃ মাসে তিন দিন রোযা রাখা সংক্রান্ত হাদীস মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণনায় মতভেদ।

٢٤٢٣-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَمْسَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَاْكُلْ وَاَمَرَ الْقَوْمَ اَنْ يَاْكُلُوْا وَاَمْسَكَ الْاَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَاْكُلَ قَالَ اِنِّيْ اَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ .

২৪২৩। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক বেদুঈন একটি ভুনা খরগোশসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা তাঁর সামনে রেখে দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আহার করা থেকে বিরত থাকলেন, কিন্তু উপস্থিত লোকজনকে তা আহার করার নির্দেশ দিলেন। বেদুঈন তা আহার করা থেকে বিরত থাকলে নবী ﷺ তাকে বললেনঃ তোমাকে

আহার করতে কিসে বাধা দিচ্ছে? সে বললো, আমি মাসের তিন দিন রোযা রাখছি। তিনি বলেন ঃ তুমি রোযা রেখে থাকলে মাসের উজ্জ্বল দিনসমূহে (আইয়্যাম বীদ) রোযা রাখো।

٢٤٢٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ فِطْرٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَامٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ الْبِيْضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ .

২৪২৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন প্রতি মাসের আইয়্যামুল বীদ-এর রোযা রাখি ঃ তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ।

٢٤٢٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ سَامٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ الْبِيْضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

২৪২৫। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন প্রতি মাসে আইয়্যামুল বীদ-এর রোযা রাখি—তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ।

٢٤٢٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ سَامٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

২৪২৬। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... মূসা ইবনে তালহা (র) বলেন, আমি 'আর-রাবাযা' নামক স্থানে আবু যার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি মাসের কোন অংশে রোযা রাখলে তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখো।

٢٤٢٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ هٰذَا خَطَاءٌ لَيْسَ مِنْ حَدِيْثِ بَيَانٍ وَلَعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اثْنَانِ فَسَقَطَ الْاَلِفُ فَصَارَ بَيَانَ .

২৪২৭। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ তোমার তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখা উচিত।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন,এটা ভুল, এটি বায়ান বর্ণিত হাদীস নয়। হয়ত সুফিয়ান (র) বলেছেন, দুইজন রাবী আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু লেখার সময় 'আলিফ' অক্ষর বাদ পড়ায় 'বায়ান' হয়ে গিয়েছেন।

٢٤٢٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلاَنِ مُحَمَّدٌ وَحَكِيْمٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً بِصِيَامِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

২৪২৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ তোমার তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখা উচিত।

٢٤٢٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عِيْسٰى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ اَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ وَجَدْتُّهَا تَدْمٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصْحَابِهِ لاَ يَضُرُّ كُلُوْا وَقَالَ لِلْاَعْرَابِىِّ كُلْ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ صَوْمُ مَاذَا قَالَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيْضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الصَّوَابُ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ وَيُشْبِهُ اَنْ يَكُوْنَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ ذَرٌّ فَقِيْلَ اُبَىٌّ .

২৪২৯। আহ্মাদ ইবনে উছমান (র)... ইবনুল হাওতাকিয়া (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, এক বেদুঈন একটি ভুনা খরগোশ ও কিছু রুটিসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তা তাঁর সামনে রেখে দিলো এবং বললো, আমি এটিকে ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বলেনঃ এটা ক্ষতিকর নয়, তোমরা খাও। তিনি বেদুঈনকে বলেনঃ তুমিও খাও। সে বললো, নিশ্চয় আমি রোযাদার। তিনি বলেনঃ কিসের রোযা? সে বললো, মাসের তিন দিনের রোযা। তিনি বলেনঃ যদি তুমি রোযা রাখতে চাও তবে উজ্জ্বল আলোকময় দিনগুলোতে রোযা রাখো অর্থাৎ তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, সঠিক হলো 'আবু যার (রা) থেকে'। কিন্তু কিতাবে লিখতে গিয়ে সম্ভবত 'যার' শব্দটি বাদ পড়েছে। ফলে বলা হয়েছে 'উবাই'।

٢٤٣٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِاَرْنَبٍ وكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَدَّ يَدَهُ اِلَيْهَا فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا اِنِّيْ رَاَيْتُ بِهَا دَمًا فَكَفَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ وَاَمَرَ الْقَوْمَ اَنْ يَاكُلُوْا وكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ قَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهَلاَّ ثَلاَثَ الْبِيْضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

২৪৩০। আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি (ভুনা) খরগোশসহ নবী ﷺ-এর নিকট এলো। নবী ﷺ সেদিকে হাত বাড়াতেই খরগোশসহ আগমনকারী লোকটি বললো, আমি একে ঋতুগ্রস্ত দেখেছি। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন এবং উপস্থিত লোকজনকে তা আহার করার নির্দেশ দিলেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে এক ব্যক্তি এক পাশে বসা ছিল। নবী ﷺ বলেনঃ তোমার কি হয়েছে? সে বললো, নিশ্চয় আমি রোযাদার। নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি তাহলে তিন উজ্জ্বল দিনের অর্থাৎ তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা রাখলে না কেন?

٢٤٣١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِاَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا رَجُلٌ فَلَمَّا قَدَّمَهَا اِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ قَدْ رَاَيْتُ بِهَا دَمًا فَتَرَكَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَاكُلْهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ كُلُوْا فَاِنِّيْ لَوِاشْتَهَيْتُهَا اَكَلْتُهَا وَرَجُلٌ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ صَائِمٌ قَالَ فَهَلاَّ صُمْتَ الْبِيْضَ قَالَ وَمَا هُنَّ قَالَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

২৪৩১। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... মূসা ইবনে তালহা (র) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি খরগোশ পেশ করা হলো। এক ব্যক্তি তা ভুনা করেছিল। তিনি খরগোশের দিকে হাত বাড়ালে লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একে ঋতুগ্রস্ত দেখেছি। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ত্যাগ করলেন এবং আহার করা থেকে বিরত থাকলেন। তিনি তাঁর নিকটস্থ লোকজনকে বলেনঃ তোমরা খাও। এটির প্রতি আমার আগ্রহ থাকলে আমিও খেতাম। অপর এক ব্যক্তি (কাছেই) বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এগিয়ে এসো এবং এদের সাথে খাও। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমি রোযাদার। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি আইয়্যাম বীদের রোযা রাখলে না কেন? সে বললো, আইয়্যাম বীদ (উজ্জ্বল দিনসমূহ) কি? তিনি বলেন ঃ তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ।

٢٤٣٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَنْبَانَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِهٰذِهِ الْاَيَّامِ الثَّلاَثِ الْبِيْضِ قَالَ هِيَ صِيَامُ الشَّهْرِ .

২৪৩২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবদুল মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই উজ্জ্বল আলোকময় তিন দিন (রোযা রাখতে) নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন ঃ এটা এক মাসের রোযার সমান।।

٢٤٣٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ اَبِى الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامِ الْبِيْضِ قَالَ هِيَ صَوْمُ الشَّهْرِ .

২৪৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম (র)... আবদুল মালেক ইবনে আবুল মিনহাল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ তাদেরকে আয়্যাম বীদ-এর তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ তা এক মাসের রোযার সমতুল্য।

٢٤٣٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ قُدَامَةَ بْنِ مِلْحَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا بِصِيَامِ اَيَّامِ اللَّيَالِيَ الْغُرِّ الْبِيْضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

২৪৩৪। মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার (র)... আবদুল মালেক ইবনে কুদামা ইবনে মিলহান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আলোকোজ্জ্বল রাতবিশিষ্ট দিনগুলোতে অর্থাৎ তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন।

صَوْمُ يَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ

৮৪–অনুচ্ছেদ ঃ প্রতি মাসে দুই দিন রোযা রাখা।

٢٤٣٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ مِنْ خِيَارِ الْخَلْقِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ اَبِىْ نَوْفَلِ بْنِ اَبِىْ عَقْرَبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِّنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

زِدْنِى زِدْنِى قَالَ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ زِدْنِى زِدْنِى يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ زِدْنِى زِدْنِى اِنِّىْ اَجِدُنِي قَوِيًّا فَقَالَ زِدْنِى زِدْنِى اَجِدُنِى قَوِيًّا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ لَيَرُدُّنِى قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪৩৫। আমর ইবনে আলী (র)... আবু নাওফাল ইবনে আবু আকরাব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (নফল) রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি মাসে এক দিন রোযা রাখো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন, আরো বাড়িয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেনঃ সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন, আরো বাড়িয়ে দিন। তাহলে মাসে দুই দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন, আরো বাড়িয়ে দিন, আমার সামর্থ্য আছে। তিনি লোকটির কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন ঃ আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দিন, আরো বাড়িয়ে দিন, আমার সামর্থ্য আছে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। আমি ভাবলাম, তিনি অবশ্যই আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করবেন। অতএব তিনি বলেন ঃ তুমি মাসে তিন দিন রোযা রাখো।

٢٤٣٦-اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ اَبِىْ نَوْفَلِ بْنِ اَبِىْ عَقْرَبَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاسْتَزَادَهُ قَالَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَجِدُنِىْ قَوِيًّا فَزَادَهُ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ اَجِدُنِىْ قَوِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنِّىْ اَجِدُنِىْ قَوِيًّا اِنِّىْ اَجِدُنِىْ قَوِيًّا فَمَا كَادَ اَنْ يَّزِيْدَهُ فَلَمَّا اَلَحَّ عَلَيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

২৪৩৬। আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু নাওফাল ইবনে আবু আকরাব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে (নফল) রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি প্রতি মাসে এক দিন রোযা রাখো। তিনি তার জন্য আরো বাড়িয়ে দেয়ার আবেদনা করে বলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আমি নিজের মধ্যে সামর্থ্য অনুভব করি। তিনি তার জন্য বাড়িয়ে দিয়ে বলেন ঃ তাহলে প্রতি মাসে দুই দিন রোযা রাখো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমি নিজেকে শক্তিমান মনে করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন ঃ আমি নিজেকে শক্তিমান মনে করি, আমি নিজেকে শক্তিমাম মনে করি। তিনি তার জন্য আর বাড়াতে চাননি। কিন্তু তিনি বাড়ানোর জন্য কাকুতি-মিনতি করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখো।

অধ্যায় ঃ ২৩

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

(যাকাত)

بَابُ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ

১–অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ফরয হওয়া প্রসঙ্গ।

٢٤٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِىُّ عَنِ الْمُعَافٰى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اسْحَاقَ الْمَكِّىِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلٰى اَنْ يَّشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ يَعْنِىْ اَطَاعُوْكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ بِذٰلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ .

২৪৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্মার আল-মাওসিলী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে বললেন ঃ নিশ্চয় তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো যারা আহলে কিতাব। তুমি তাদের নিকট পৌঁছে তাদেরকে এই সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল"। তারা যদি এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি তাদের অবহিত করবে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তাদের উপর প্রতি দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ ব্যাপারেও তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি

তাদের অবহিত করো যে, মহামহিম আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং পুনরায় তা তাদের গরীবদের মধ্যে ফেরত দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারেও তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো।[১]

٢٤٣٨-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا اَتَيْتُكَ حَتّٰى حَلَفْتُ اَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِاَصَابِعِ يَدَيْهِ اَنْ لاَّ اٰتِيَكَ وَلاَ اٰتِيَ دِيْنَكَ وَاِنِّيْ كُنْتُ امْرَءًا لاَ اَعْقِلُ شَيْئًا اِلاَّ مَا عَلَّمَنِيَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ وَاِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِوَحْيِ اللّٰهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ اِلَيْنَا قَالَ بِالْاِسْلاَمِ قُلْتُ وَمَا اٰيَاتُ الْاِسْلاَمِ قَالَ اَنْ تَقُوْلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اِلَى اللّٰهِ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ .

২৪৩৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী। আমি আপনার নিকট আসার পূর্বে এমনকি আমার দুই হাতের আঙ্গুলসমূহের সংখ্যার অধিক বার শপথ করেছিলাম যে, আমি আপনার নিকট আসবো না এবং আপনার দীনও গ্রহণ করবো না। আর আমার অবস্থা এই ছিলো যে, আমার কোন জ্ঞানই ছিলো না। কিন্তু (এখন) মহামহিম

---

১. যাকাত (زَكٰوةٌ) ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনের ছাব্বিশ জায়গায় নামাযের সাথে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। যাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শরীআতের নির্দেশ ও নির্ধারণ অনুযায়ী নিজ সম্পদের একটি অংশের স্বত্বাধিকার কোন অভাবীকে অর্পণ করা এবং এর উপকারিতা থেকে নিজকে বঞ্চিত করা'। যাকাত আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় হিজরী সনে ফরয হয় এবং এর হার রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যাকাতের বৈধতা অস্বীকারকারী মুরতাদ অথবা কাফের সাব্যস্ত হবে। এজন্যই প্রথম খলীফা হযরত আবু বাক্র (রা) ইয়ামামার যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সূরা তওবা-র ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ .

"সদাকাসমূহ (যাকাত) কেবল অভাবীদের জন্য, মিসকীনদের জন্য, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, (নও-মুসলিম অথবা অন্যদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের) মনোতুষ্টির জন্য, দাসত্ব মোচনের জন্য, ঋণমুক্ত করার জন্য, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং (সাময়িকভাবে অর্থসংকটে পতিত) মুসাফিরদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষে থেকে নির্ধারিত" (অনুবাদক)।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাকে যা শিখিয়েছেন (তাই আমার জ্ঞান)। আমি আপনাকে আল্লাহ্ প্রেরিত ওহী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি যে, আপনার প্রভু কোন বিষয়সহ আপনাকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ দীন ইসলামসহ। আমি বললাম, দীন ইসলামের নিদর্শন কি? তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, আমার মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্র অনুগত বানালাম এবং অন্য সবকিছু থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। আর তুমি নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও।

٢٤٣٩- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ اَخِيْهِ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ سَلاَّمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ اَنَّ اَبَا مَالِكٍ الْاَشْعَرِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَاٰنِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ .

২৪৩৯। ঈসা ইবনে মুসাবির (র)... আবু মালেক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ উত্তমরূপে উযু করা ঈমানের অর্ধেক। আর আলহামদু লিল্লাহ মীযানকে (তুলাদণ্ড) পূর্ণ করে দেয়। তাসবীহ ও তাকবীর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পূর্ণ করে দেয়। নামায হলো নূর (আলো), যাকাত হলো দলীল, ধৈর্য হলো আলোকপ্রভা এবং কুরআন হলো তোমার অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে যুক্তি।

٢٤٤٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ صُهَيْبٌ اَنَّهُ سَمِعَ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَمِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ يَقُوْلاَنِ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَكَبَّ فَاَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا يَبْكِىْ لاَ نَدْرِىْ عَلٰى مَاذَا حَلَفَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فِىْ وَجْهِهِ الْبُشْرٰى فَكَانَتْ اَحَبَّ اِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ اِلاَّ فُتِّحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَقِيْلَ لَهُ اُدْخُلْ بِسَلاَمٍ .

২৪৪০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি তিনবার

বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন। অতঃপর তিনি মাথা নত করে দিলেন এবং আমাদের মধ্যকার প্রত্যেকে মাথা নত করে কাঁদতে লাগলো। আমরা বুঝতেই পারলাম না যে, তিনি কোন্ কথার উপর শপথ করলেন। অতঃপর তিনি নিজ মাথা তুললেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে সুসংবাদের আভাস পরিস্ফুট, যা ছিলো আমাদের নিকট লাল বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যে কোন বান্দাই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, যাকাত দেয় এবং সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকে তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আর তাকে বলা হবে, শান্তিতে ও নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করো।

٢٤٤١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَىْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ لَكَ وَلِلْجَنَّةِ اَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هَلْ عَلٰى مَنْ يُّدْعٰى مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى مِنْهَا كُلِّهَا اَحَدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَاِنِّىْ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ يَعْنِىْ اَبَا بَكْرٍ .

২৪৪১। আমর ইবনে উছমান ইবনে সাঈদ ইবনে কাছীর (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বিভিন্ন শ্রেণীর মালের মধ্য থেকে একজোড়া দান-খয়রাত করলে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, আল্লাহ্র বান্দা! এটা তোমার জন্য কল্যাণকর। জান্নাতের বহু দরজা আছে। যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি যাকাত ও দান-খয়রাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত তাকে যাকাত ও দান-খয়রাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি রোযাদারদের অন্তর্ভুক্ত তাকে রাইয়ান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে। আবু বাক্র (রা) বলেন, কাউকে কি এর সবগুলো দরজা থেকে ডাকার প্রয়োজন আছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাউকে কি এর সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, এবং আমি আশা করি নিশ্চয় তুমি হবে তাদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আবু বাক্র (রা)।

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِىْ حَبْسِ الزَّكَاةِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায় না করার বেলায় কঠোর হুঁশিয়ারী।

٢٤٤٢- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ جِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَاٰنِىْ مُقْبِلاً قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَا لِىْ لَعَلِّىْ اُنْزِلَ فِىَّ شَىْءٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ قَالَ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا حَتّٰى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يَمُوْتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ اِبِلاً اَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَاَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ .

২৪৪২। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি তখন কা'বা ঘরের ছায়ায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে সামনে থেকে আসতে দেখে বলেন ঃ কা'বার প্রভুর শপথ! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি (মনে মনে) বললাম, সর্বনাশ! হয়তো আমার সম্পর্কে কিছু নাযিল হয়েছে। আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! তারা কারা? তিনি বলেন ঃ পর্যাপ্ত সম্পদের মালিকরা। তবে তারা নয় যারা এতো, এতো দান-খয়রাত করে, এমনকি তাদের সামনে, ডানে ও বামে দান-খয়রাত করে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! যে ব্যক্তি নিজের উট-গরুর যাকাত আদায় না করে মারা যায়, কিয়ামতের দিন সেগুলোকে পূর্বাপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেহে তার সামানে আনা হবে। সেগুলো তাকে নিজেদের পায়ের ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। পালাক্রমে শেষেরটির পর আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। এরূপ অব্যাহতভাবে (শাস্তির প্রক্রিয়া) চলতে থাকবে লোকজনের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।

٢٤٤٣- اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ اَبِىْ رَاشِدٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّ مَالِهِ اِلاَّ جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِىْ عُنُقِهِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ ثُمَّ قَرَاَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ

بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاٰيَةَ .

২৪৪৩। মুজাহিদ ইবনে মূসা (র)... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার মাল আছে, অথচ সে তার যাকাত প্রদান করেনি, (কিয়ামতের দিন) সেগুলো বিষধর অজগর সাপে পরিণত হয়ে তার গলার বেড়ি হবে। সে সাপের ভয়ে পালাতে থাকবে, কিন্তু সাপ তার পিছু ধাওয়া করতে থাকবে। এর সত্যতার সমর্থনে তিনি তিলাওয়াত করেন (অর্থ) ঃ "আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা কল্যাণকর—এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি হবে" (৩ ঃ ১৮০)।

٢٤٤٤- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ الْغُدَانِىِّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِبِلٌ لاَ يُعْطِىْ حَقَّهَا فِىْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا قَالَ فِىْ عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا فَاِنَّهَا تَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغَذِّ مَا كَانَتْ وَاَسْمَنِهِ وَاَشَرِهِ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا اِذَا جَاءَتْ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بَقَرٌ لاَ يُعْطِىْ حَقَّهَا فِىْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَاِنَّهَا تَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَغَذَّ مَا كَانَتْ وَاَسْمَنَهُ وَاَشَرَهُ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا وَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا اِذَا جَاوَزَتْهُ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لاَ يُعْطِىْ حَقَّهَا فِىْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَاِنَّهَا تَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغَذِّ مَا كَانَتْ وَاَكْثَرِهِ وَاَسْمَنِهِ وَاَشَرِهِ ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ اِذَا جَاوَزَتْهُ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ .

২৪৪৪। ইসমাঈল ইবনে মাসঊদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তির উট আছে এবং সেগুলোর সবল ও দুর্বলের যাকাত আদায় করে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটের সবল ও দুর্বল কথাটার অর্থ কি? তিনি বলেন ঃ সেগুলোর (মালিকের) সুদিন বা দুর্দিন। সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুত গতিসম্পন্ন, অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও অতি বীভৎস দেহে উপস্থিত হবে। উটগুলোর মালিককে একটি প্রশস্ত ও সমতল মাঠে এগুলোর সামনে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। সেগুলো তাকে পায়ের ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। পালাক্রমে শেষের উট ফিরে যেতেই প্রথম উটটি ফিরে আসবে। এই শাস্তি এমন একদিন দেয়া হবে যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। মানবজাতির মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই শাস্তি অব্যাহত থাকবে এবং পরিশেষে সে তার পথ ধরবে (জান্নাত বা দোযখের দিকে)। যার গরু আছে কিন্তু সে সেগুলোর সবল ও দুর্বলের যাকাত আদায় করে না, সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুত গতিসম্পন্ন, অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও অতি বীভৎস দেহে উপস্থিত হবে। গরুগুলোর মালিককে এগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত ও সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। তাকে প্রত্যেক শিংবিশিষ্ট পশুটি নিজ শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং প্রত্যেক ক্ষুরবিশিষ্ট পশু নিজ ক্ষুর দ্বারা তাকে পিষ্ট করতে থাকবে। পালাক্রমে শেষেরটি চলে গেলে আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। এমন একদিন এই শাস্তি দেয়া হবে যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ। এই শাস্তি লোকজনের মাঝে বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর সে (জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে) তার পথ ধরবে। যার ছাগল বা মেষ আছে কিন্তু সে তার সবল ও দুর্বলগুলোর যাকাত আদায় করে না, সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুত গতিসম্পন্ন, অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও অতিকায় আকৃতিতে উপস্থিত হবে। অতঃপর সেগুলোর মালিককে সেগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত ও সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। তখন প্রত্যেক ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তু স্বীয় ক্ষুর দ্বারা তাকে পদদলিত করতে থাকবে এবং প্রত্যেক শিংবিশিষ্ট জন্তু তাকে নিজ শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। কিয়ামতের দিন কোন জন্তু কোকড়ানো বা ভাঙ্গা শিংবিশিষ্ট থাকবে না। পালাক্রমে যখন শেষের জন্তুটি চলে যাবে তখন প্রথমটি ফিরে আসবে। এই শাস্তি এমন একদিন দেয়া হবে যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। মানবজাতির মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই শাস্তি অব্যাহত থাকবে। অতঃপর সে স্বীয় গন্তব্য স্থান দেখে নিবে।

بَابُ مَانِعِ الزَّكَاةِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত দিতে অস্বীকারকারী।

٢٤٤٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِاَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

২৪৪৫। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন, তাঁর পরে আবু বাক্র (রা) খলীফা মনোনীত হন এবং বেদুঈনদের একদল কুফরী (যাকাত অস্বীকার) করলো। তখন উমার (রা) আবু বাক্র (রা)-কে বলেন, আপনি জনগণের বিরুদ্ধে কিভাবে অস্ত্র ধারণ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "মানুষ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' না বলা পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি বললো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে তার জান-মাল আমার (আক্রমণ) থেকে নিরাপদ করে নিলো। অবশ্য তার উপর কিছু দায়িত্ব বর্তাবে (তা তাকে পালন করতে হবে)। তার (কৃতকর্মের) সার্বিক হিসাব আল্লাহ দায়িত্বে"। আবু বাক্র (রা) বলেন, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত হলো সম্পদের পাওনা। আল্লাহ্র শপথ! যদি লোকজন আমার নিকট একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিতো, তবে তা দিতে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি লক্ষ্য করলাম যে, আল্লাহ যুদ্ধের জন্য আবু বাক্র (রা)-র অন্তর প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, তার সিদ্ধান্তই যথার্থ।

بَابُ عُقُوْبَةِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত অস্বীকারকারীর শাস্তি।

٢٤٤٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ اِبِلٍ سَائِمَةٍ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ لاَ يُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ

أَجْرُهَا وَمَنْ اَبىٰ فَانَّا اٰخِذُوْهَا وَشَطْرَ ابِلِهِ عَزْمَةٌ مِّنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْئٌ .

২৪৪৬। আমর ইবনে আলী (র)... বাহ্‌য ইবনে হাকীম (রা) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ স্বাধীনভাবে বিচরণশীল প্রতি চল্লিশ উটে একটি বিনতে লাবূন (তিন বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী)। এই হিসাব থেকে একটি উটও বাদ যাবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তা দান করে তাকে তার সওয়াব দেয়া হবে। আর সে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করবে আমরাই তার থেকে তা আদায় করবো এবং তার আরো অর্ধেক উট জরিমানা স্বরূপ গ্রহণ করবো। এটা আল্লাহ্‌র ধার্যকৃত ওয়াজিবসমূহের মধ্যকার একটি ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক দেয়)। যাকাতের কোন বস্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধরদের জন্য বৈধ নয়।

بَابُ زَكَاةِ الْاِبِلِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত।

٢٤٤٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْىٰ ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىٰ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৪৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পাঁচ ওয়াসাক (৯৪৮ কেজি)-এর কম শস্যে যাকাত নাই, পাঁচ উটের কমেও যাকাত নাই এবং পাঁচ উকিয়া (দুই শত দিরহাম)-এর কমেও যাকাত নাই।

٢٤٤٨- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৪৮। ঈসা ইবনে হাম্মাদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পাঁচটির কম উটে যকাত নেই, পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম শস্যে যাকাত নেই।

٢٤٤٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ
اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخَذْتُ هٰذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ
اللّٰهِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ اِنَّ هٰذِهِ فَرَائِضُ
الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا
رَسُوْلَهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذٰلِكَ
فَلاَ يُعْطِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فِىْ كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ فَاِذَا
بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلاَثِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ بِنْتُ
مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَّثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ
وَاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا
بَلَغَتْ اِحْدٰى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَّسَبْعِيْنَ
فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا فَفِيْهَا حِقَّتَانِ
طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ
اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَاِذَا تَبَايَنَ اَسْنَانُ الْاِبِلِ فِىْ فَرَائِضِ
الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا
تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ
بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ
صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا
شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنٍ
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ
شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ
مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ

دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَانَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلاَّ اَرْبَعٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ يَعْنِيْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلَى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا .

২৪৪৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) তাদেরকে লিখে পাঠান, মহামহিম আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের উপর এই যাকাত ধার্য করেছেন। অতএব যে মুসলমানের নিকট যথাবিধি যাকাত চাওয়া হবে সে যেন তা পরিশোধ করে। আর যার নিকট বিধি বহির্ভূতভাবে চাওয়া হবে সে যেন তা পরিশোধ না করে। উটের সংখ্যা পঁচিশের কম হলে, প্রতি পাঁচ উটে একটি বকরী দিতে হবে। উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হলে একটি বিনতে মাখাদ (দুই বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী), বিনতে মাখাদ না থাকলে একটি নর ইবনে লাবূন (তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবক) দিতে হবে। উটের সংখা ছত্রিশে পৌছলে সেক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক উট পর্যন্ত একটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশে পৌছলে সেক্ষেত্রে ষাট সংখ্যক উট পর্যন্ত বাহনরূপে ব্যবহারের উপযোগী একটি হিক্কাহ্ (চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবক) দিতে হবে। উটের সংখ্যা একষট্টিতে পৌছলে সেক্ষেত্রে পচাঁত্তর সংখ্যক উট পর্যন্ত একটি "জাযাআহ্" (পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবক) দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তরে পৌছলে সেক্ষেত্রে নব্বই সংখ্যক উট পর্যন্ত দু'টি "বিনতে লাবূন" দিতে হবে। উটের সংখ্যা একানব্বই-এ পৌছলে সেক্ষেত্রে এক শত বিশ সংখ্যক উট পর্যন্ত বাহনরূপে ব্যবহার উপযোগী দু'টি "হিক্কাহ" দিতে হবে। উটের সংখ্যা এক শত বিশ অতিক্রম করলে প্রতি চল্লিশ উটে একটি "বিনতে লবূন" এবং প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি "হিক্কাহ" দিতে হবে।

উটের যাকাত পরিশোধের ক্ষেত্রে (যাকাতরূপে প্রদেয়) উটের বয়সের তারতম্য হলে, যেমন কারো উপর একটি "জাযাআহ" ধার্য হয়েছে, কিন্তু তার নিকট তা নেই, আছে "হিক্কাহ",

সেক্ষেত্রে ঐ হিক্কাহ এবং তার সাথে সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম গ্রহণ করতে হবে। আবার কারো উপর একটি "হিক্কাহ" র্ধায হয়েছে কিন্তু তার নিকট তা নেই, আছে "জাযাআহ"। সেক্ষেত্রে ঐ "জাযাআহ" গ্রহণ করতে হবে এবং (যাকাত কর্মকর্তা) সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম যাকাতদাতাকে ফেরত দিবে। আবার কারো উপর একটি "হিক্কাহ" ধার্য হয়েছে কিন্তু তার নিকট তা নেই, আছে "বিনতে লাবূন"। সেক্ষেত্রে তার নিকট থেকে ঐ "বিনতে লাবূন" এবং তার সাথে সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী আথবা বিশ দিরহাম গ্রহণ করতে হবে। আবার কারো উপর একটি বিনতে লাবূন ধার্য হয়েছে কিন্তু তা তার নিকট নেই, আছে "হিক্কাহ"। সেক্ষেত্রে ঐ "হিক্কাহ" গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী আথবা বিশ দিরহাম যাকাতদাতাকে ফেরত দিবে। আবার কারো উপর একটি "বিনতে লাবূন" ধার্য হয়েছে কিন্তু তা তার নিকট নেই, আছে "বিনতে মাখাদ'। সেক্ষেত্রে তার নিকট থেকে "বিনতে মাখাদ" গ্রহণ করতে হবে এবং সহজলভ্য হলে সে তার সাথে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম দিবে। আবার কারো উপর "বিনতে মাখাদ" ধার্য হয়েছে কিন্তু তা তার নিকট নেই, আছে নর ইবনে লাবূন। সেক্ষেত্রে এটিই গ্রহণ করতে হবে এবং তার সাথে অন্য কিছু যোগ হবে না। কারো মালিকানায় মাত্র চারটি উট থাকলে তাতে কিছুই ধার্য হবে না, তবে মালিক ইচ্ছা করলে কিছু দিতে পারে।

স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো মেষ-ভেড়া-ছাগলের যাকাতের ক্ষেত্রে তার সংখ্যা চল্লিশ হলে এক শত বিশ সংখ্যক পর্যন্ত (যাকাতস্বরূপ) একটি বকরী ধার্য হবে। তার সাথে একটি যোগ হলে দুই শত সংখ্যক পর্যন্ত দু'টি বকরী ধার্য হবে। তার সাথে একটি যোগ হলে তিন শত সংখ্যক পর্যন্ত তিনটি বকরী ধার্য হবে। এগুলোর সংখ্যা তার অধিক হলে প্রতি এক শতটিতে একটি বকরী ধার্য হবে।

যাকাত বাবদ বৃদ্ধ বা অন্ধ পশু বা নর ছাগল গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে যাকাতদাতা স্বেচ্ছায় (নর ছাগল) দিতে পারে। যাকাত দেয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্নকে সমবেত করা যাবে না এবং সমবেতকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের যৌথ-মালিকানাভুক্ত মালে প্রত্যেক মালিকের উপর নিজ নিজ অংশ অনুপাতে যাকাত ধার্য হবে। কারো স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো বকরীর সংখ্যা চল্লিশ থেকে এক কম হলে তাতে কিছু ধার্য হবে না। তবে তার মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিলে দিতে পারে। খাঁটি রূপার উপর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ধার্য হবে। কারো মালিকানায় এক শত নব্বই দিরহাম থাকলে তাতে যাকাত ধার্য হবে না, তবে মালিক ইচ্ছা করলে কিছু দিতে পারে।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْاِبِلِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত দিতে অস্বীকার করলে।

٢٤٥٠- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ

قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلٰى رَبِّهَا عَلٰى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلٰى رَبِّهَا عَلٰى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ يَحْمِلُهُ عَلٰى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلٰى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ قَالَ وَيَكُوْنُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ أَنَا كَنْزُكَ فَلَا يَزَالُ حَتّٰى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ .

২৪৫০। ইমরান ইবনে বাক্কার (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উটের মালিক তার উটের যাকাত আদায় না করে থাকলে তা (কিয়ামতের দিন) পূর্বাপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট দেহে তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে নিজেদের পদতলে পিষ্ট করতে থাকবে। মেষপালের মালিক তার মেষপালের যাকাত আদায় না করে থাকলে সেগুলো (কিয়ামতের দিন) পূর্বাপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট দেহে তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে নিজেদের পদতলে পিষ্ট করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা গুতা মারতে থাকবে। তিনি আরো বলেন ঃ পানি পানের স্থানে তা দোহন করা (এবং অভাবীদের দুধ পান করানোও) তার (পশুর) প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত।[১] সাবধান! কিয়ামতের দিন তোমাদের কেউ যেন নিজেদের কাঁধে চিৎকাররত উট বহন করে উপস্থিত না হয় এবং বলতে থাকবে, হে মুহাম্মাদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলবো ঃ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না। আমি তো ইতিপূর্বে (তোমার নিকট আল্লাহ্‌র বিধান) পৌঁছে দিয়েছি। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন নিজের কাঁধে চিৎকাররত ছাগল বহন করে উপস্থিত না হয়। আর সে বলতে থকবে, হে মুহাম্মাদ! (আমাকে উদ্ধার করুন)। তখন আমি বলবো ঃ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না। আমি তো ইতিপূর্বে (তোমার নিকট আল্লাহ্‌র বিধান) পৌঁছে দিয়েছি। তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের কারো সঞ্চিত সম্পদ কিয়ামতের দিন বিষধর অজগরে পরিণত হবে। সে (ভয়ে) তার কবল থেকে পালাতে থাকবে এবং তা তার পিছু ধাওয়া করতে থাকবে (এবং বলতে থাকবে), আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ, এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সে তার আঙ্গুলসমূহ গ্রাস করবে।

---

১. জাহিলী আরব সমাজে পশুকে পানির উৎসে নিয়ে গিয়ে পানি পান করানোর পর তার দুধ দোহন করা হতো এবং উপস্থিত মুসাফির ও গরীব-দুঃখীকে দুধ পান করানো হতো। এটি একটি উত্তম ও কল্যাণকর প্রথা বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বহাল রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন (অনুবাদক)।

بَابُ سُقُوْطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْاِبِلِ اِذَا كَانَتْ رِسْلاً لِأَهْلِهَا وَلِحَمُوْلَتِهِمْ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ মালিকের পরিবহনের উটে যাকাত ধার্য হবে না।

٢٤٥١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ اِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ لاَ تُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً لَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَاِنَّا اٰخِذُوْهَا وَشَطْرَ اِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ .

২৪৫১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... বাহ্‌য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ স্বাধীনভাবে বিচরণশীল উটের যাকাত হলো প্রতি চল্লিশ উটে একটি "বিনতে লাবূন"। উটের হিসাব থেকে কোন উট বাদ দেয়া যাবে না। কোন ব্যক্তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে তা দান করলে তার জন্য তার সওয়াব রয়েছে। আর কোন ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করলে আমিই তার থেকে তা আদায় করবো এবং আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জরিমানাস্বরূপ আরো অর্ধেক উট নিয়ে নিবো। মুহাম্মাদের বংশধরদের জন্য এর কিছুই হালাল নয়।

بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত।

٢٤٥٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّاْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَاراً اَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً .

২৪৫২। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে (র)... মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইয়ামানে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাদের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিকট থেকে এক দীনার আদায় করেন অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানী চাদর আদায় করেন। গরুর যাকাত হলো, প্রতি তিরিশ সংখ্যক গরুতে একটি তাবীআ (পূর্ণ এক বছর বয়সী নর বা মাদী বাছুর) এবং প্রতি চল্লিশ সংখ্যকে একটি মুসিন্না (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী নর বা মাদী বাছুর)।

٢٤٥٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلٰى وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ قَالَ مُعَاذُ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ .

২৪৫৩। আহ্মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠান। তিনি আমাকে প্রতি চল্লিশ সংখ্যক গরুতে একটি মুসিন্না, প্রতি তিরিশ সংখ্যকে একটি তাবীআহ এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক যিম্মীর নিকট থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানী চাদর আদায় করার নির্দেশ দেন।

٢٤٥٤- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّاْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ .

২৪৫৪। আহমাদ ইবনে হারব (র)... মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন প্রতি ত্রিশ সংখ্যক গরুতে একটি তাবীআ, প্রতি চল্লিশ সংখ্যক গরুতে একটি মুসিন্না এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির (যিম্মীর) নিকট থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের ইয়ামানী চাদর আদায় করেন।

٢٤٥٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَعَثَنِىْ اِلَى الْيَمَنِ اَنْ لاَّ اٰخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتّٰى تَبْلُغَ ثَلاَثِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ اَوْ جَذَعَةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ اَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ .

২৪৫৫। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর আত-তূসী (র)... মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে নির্দেশ দেন, আমি যেন গরুর সংখ্যা তিরিশে না পৌঁছা পর্যন্ত সেগুলো বাবদ কিছুই আদায় না করি। তার সংখ্যা তিরিশে পৌঁছলে তাতে একটি তাবীআ (পূর্ণ এক বছর বয়সী এড়ে বা বকনা বাছুর) ধার্য হবে যাবত না তার সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছে। তার সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছলে তাতে একটি মুসিন্না (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী এড়ে বা বকনা বাছুর) ধার্য হবে।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْبَقَرِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত দিতে অস্বীকার করলে।

٢٤٥٦- اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الْاَظْلاَفِ بِاَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُوْنِ بِقُرُوْنِهَا لَيْسَ فِيْهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاذَا حَقُّهَا قَالَ اِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَاِعَارَةُ دَلْوِهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهُ اِلاَّ يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ يَقُوْلُ لَهُ هٰذَا كَنْزُكَ الَّذِىْ كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ فَاِذَا رَاٰى اَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ اَدْخَلَ يَدَهُ فِىْ فِيْهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

২৪৫৬। ওয়াসিল ইবনে আবদুল আ'লা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উট, গরু ও ছাগলের মালিক তার পশুর প্রাপ্য (যাকাত) প্রদান না করলে কিয়ামতের দিন তাকে একটি সমতল মাঠে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে খুরবিশিষ্ট জন্তুরা খুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে এবং শিংবিশিষ্ট জন্তুরা শিং দ্বারা গুতা মারতে থাকবে। সেদিন কোন জন্তু শিংবিহীন বা ভগ্ন শিংবিশিষ্ট থাকবে না। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জন্তুর প্রাপ্য কি? তিনি বলেন ঃ নর পশু (প্রজননের জন্য) ধার দেয়া, তার বালতি ধার দেয়া এবং আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) বাহনরূপে ধার দেয়া। আর ধন-সম্পদের মালিক যাকাত আদায় না করলে কিয়ামতের দিন তা বিষধর অজগররূপে তার সামনে আবির্ভূত হবে এবং সে তা থেকে পালাতে থাকবে। কিন্তু তা তার অনুসরণ করতে থাকবে এবং তাকে বলতে থাকবে, এতো তোমার সঞ্চিত সম্পদ যা (ব্যয় করতে) তুমি কার্পণ্য করেছো। যখন সে দেখবে যে, তা তার পিছু ছাড়ছে না তখন সে ঐ অজগরের মুখে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিবে এবং সেটি ঐ হাত ষাঁড়ের মতো চিবাতে থাকবে।

بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ মেষ-বকরীর যাকাত।

٢٤٥٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّسَائِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ اَنَس بْنِ مَالك اَنْ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ اِنَّ هٰذه فَرَائضُ الصَّدَقَة الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا منَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِه فِيْهَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ منَ الْاِبِلِ فِىْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَاذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاذَا بَلَغَتْ ستَّةً وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاذَا بَلَغَتْ ستَّةً وَاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ اِلٰى ستِّيْنَ فَاذَا بَلَغَتْ احْدٰى وَستِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسَةٍ وَسَبْعِيْنَ فَاذَا بَلَغَتْ ستَّةً وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاذَا بَلَغَتْ احْدٰى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَةَ الْفَحْلِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ وَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَاذَا تَبَايَنَ اَسْنَانُ الْاِبِلِ فِىْ فَرَائِضِ الصَّدَقَات فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ جَذَعَةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْه الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْت لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْه الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْت لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَة مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلاَّ اَرْبَعَةٌ مِّنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِىْ صَدَقَة الْغَنَم فِىْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى

مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيْهَا شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا .

২৪৫৭। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে ফাদালা ইবনে ইবরাহীম আন-নাসাঈ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) তাকে লিখে পাঠান ঃ এ হলো ফরয যাকাত যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ্‌র নির্দেশে মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন। অতএব কোন মুসলমানের নিকট নিয়ম মাফিক তা চাওয়া হলে সে যেন তা পরিশোধ করে। আর যার কাছে তার অধিক দাবি করা হবে সে যেন তা না দেয়। উট পঁচিশের কম হলে প্রতি পাঁচ উটে একটি বকরী। উটের সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছলে পঁয়ত্রিশ সংখ্যক পর্যন্ত একটি বিনতে মাখাদ (দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী)। বিন্‌তে মাখাদ না থাকলে একটি ইবনে লাবূন (তিন বছরে পদার্পণকারী উট) দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশে পৌঁছলে পয়ঁতাল্লিশ সংখ্যক পর্যন্ত একটি বিনতে লাবূন। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশে পৌঁছলে ষাট সংখ্যক পর্যন্ত আরোহণযোগ্য একটি হিক্কাহ (চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবক)। উটের সংখ্যা একষট্টিতে পৌঁছলে পঁয়ষট্টি সংখ্যক পর্যন্ত একটি জাযাআহ (পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী)। উটের সংখ্যা ছেষট্টিতে পৌঁছলে নব্বই সংখ্যক পর্যন্ত দু'টি বিনতে লাবূন। উটের সংখ্যা একানব্বই-এ পৌঁছলে এক শত বিশ সংখ্যক পর্যন্ত আরোহণযোগ্য দু'টি হিক্কাহ। উটের সংখ্যা এক শত বিশ অতিক্রম করলে প্রতি চল্লিশ উটে একটি বিনতে লাবূন এবং প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি হিক্কাহ।

উটের যাকাত আদায়কালে দেয় উটের বয়সের তারতম্য হলে, যেমন কারো উপর একটি জাযাআহ ধার্য হলো কিন্তু তার নিকট তা নাই, আছে হিক্কাহ। এই অবস্থায় তার নিকট থেকে হিক্কাহ গ্রহণ করতে হবে এবং তার জন্য সহজলভ্য হলে সে তার সাথে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম দিবে। আবার কোন ব্যক্তির উপর হিক্কাহ ধার্য হলো, কিন্তু তার নিকট হিক্কাহ নাই, আছে জাযাআহ। এই অবস্থায় তার নিকট থেকে জাযাআহ গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী দিবে। আবার কারো উপর একটি হিক্কাহ ধার্য হলো, কিন্তু তার কাছে আছে বিনতে লাবূন। এই অবস্থায় তার থেকে সেটাই গ্রহণ করা হবে এবং সহজলভ্য হলে সে তার সাথে দু'টি বকরী অন্যথা বিশ দিরহাম

দিবে। আবার কারো উপর বিনতে লাবূন ধার্য হয়েছে কিন্তু তার নিকট আছে হিক্কাহ। এই অবস্থায় তার থেকে সেটিই গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী দিবে। আবার কারো উপর বিনতে লাবূন ধার্য হয়েছে। কিন্তু তার নিকট তা নেই, আছে বিনতে মাখাদ। এই অবস্থায় তার নিকট থেকে সেটাই গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সাথে সে সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী অন্যথা বিশ দিরহাম দিবে। আবার কারো উপর বিনতে মাখাদ ধার্য হয়েছে কিন্তু তার নিকট আছে ইবনে লাবূন (নর)। তার থেকে সেটিই গ্রহণ করা হবে এবং সাথে কিছু দিতে হবে না। আর যার কাছে মাত্র চারটি উট আছে। তার উপর কিছু বর্তাবে না, অবশ্য তার মালিক যদি কিছু দিতে চায়।

ছাগলের যাকাত প্রতি চল্লিশ সংখ্যক থেকে এক শত বিশ সংখ্যক পর্যন্ত একটি বকরী দিতে হবে। অতঃপর একটি বর্ধিত হলে দুই শত সংখ্যক পর্যন্ত দু'টি বকরী দিতে হবে। অতঃপর একটি বর্দ্ধিত হলে তিন শত সংখ্যক পর্যন্ত তিনটি বকরী দিতে হবে। অতঃপর একটি বর্দ্ধিত হলে প্রতি শতকে একটি করে বকরী দিতে হবে।

যাকাত বাবদ বৃদ্ধ বা অন্ধ পশু বা নর ছাগল গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে যাকাতদাতা স্বেচ্ছায় (নর ছাগল) দিতে পারে। যাকাত দেয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্নকে সমবেত করা যাবে না এবং সমবেতকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের যৌথ মালিকানাভুক্ত মালে প্রত্যেক মালিকের উপর নিজ নিজ অংশ অনুপাতে যাকাত ধার্য হবে। কারো স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো বকরীর সংখ্যা চল্লিশ থেকে এক কম হলে তাতে কিছু ধার্য হবে না, তবে তার মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিলে দিতে পারে। খাঁটি রূপার উপর চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত ধার্য হবে। কারো মালিকানায় এক শত নব্বই দিরহাম থাকলে তাতে যাকাত ধার্য হবে না, তবে মালিক ইচ্ছা করলে কিছু দিতে পারে।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْغَنَمِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ ছাগলের যাকাত দিতে অস্বীকার করলে।

٢٤٥٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّىْ زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَاَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا اَعَادَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ .

২৪৫৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উট, গরু ও ছাগলের যে মালিক যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন

সেই পশুগুলো পূর্বাপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান হয়ে আসবে এবং সেগুলো নিজেদের শিং দ্বারা তাকে গুঁতাতে থাকবে এবং পায়ের ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। পর্যায়ক্রমে যখনই শেষেরটির পালা শেষ হবে সাথে সাথে প্রথমটি তার নিকট ফিরে আসবে এবং এই শাস্তি চলতে থাকবে লোকজনের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ বিচ্ছিন্নকে একত্র করা এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা প্রসঙ্গে।

٢٤٥٩- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ اَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْ عَهْدِيْ اَنْ لاَّ نَاْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ وَلاَ نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَاَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْهَا فَاَبٰى .

২৪৫৯। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) বলেন, আমাদের নিকট নবী ﷺ-এর যাকাত আদায়কারী এলে আমি তার কাছে গেলাম এবং তার পাশে বসলাম। আমি তাকে বলতে শুনলাম, আমার দেয়া অঙ্গীকার এই যে, আমি দুগ্ধবতী পশু গ্রহণ করবো না, বিচ্ছিন্নগুলোকে একত্র করবো না এবং একত্রগুলোকে বিচ্ছিন্ন করবো না। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি উঁচু কুজবিশিষ্ট একটি উটসহ আসলো এবং বললো, এটি গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি (তা গ্রহণ করতে) অসম্মত হলেন।

٢٤٦٠- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ اَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ سَاعِيًا فَاَتٰى رَجُلاً فَاَتَاهُ فَصِيْلاً مَخْلُوْلاً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنَّ فُلاَنًا اَعْطَاهُ فَصِيْلاً مَخْلُوْلاً اَللّٰهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيْهِ وَلاَ فِيْ اِبِلِهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِلٰى نَبِيِّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِىْ اِبِلِهِ .

২৪৬০। হারূন ইবনে যায়েদ ইবনে ইয়াযীদ (র)... ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একজন যাকাত আদায়কারীকে পাঠালেন। তিনি এক ব্যক্তির নিকট এলে সে তাকে উটের একটি দুর্বল বাচ্চা দিলো। নবী ﷺ বললেন ঃ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যাকাত আদায়কারী পাঠালাম। আর অমুক ব্যক্তি তাকে উটের একটি দুর্বল বাচ্চা দিয়েছে। "হে আল্লাহ! তুমি এতে এবং তার উটে বরকত দিও না। লোকটি তা জানতে

পেরে একটি সুন্দর উষ্ট্রী নিয়ে এসে বললো, আমি মহামহিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নিকট তওবা করছি। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি এতে এবং তার উটে বরকত দান কর।

بَابُ صَلاَةِ الْاِمَامِ عَلٰى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতদাতার জন্য ইমামের দোয়া করা।

٢٤٦١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ اَخْبَرَنِيْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلاَنٍ فَاَتَاهُ اَبِيْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِيْ اَوْفٰى .

২৪৬১। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, কোন সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের যাকাত নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! অমুকের বংশধরদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আমার পিতা নিজের যাকাতসহ তাঁর নিকট এলে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

بَابُ اِذَا جَاوَزَ فِى الصَّدَقَةِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারীর বাড়াবাড়ি।

٢٤٦٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَاْتِيْنَا نَاسٌ مِّنْ مُصَدِّقِيْكَ يَظْلِمُوْنَ قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالُوْا وَاِنْ ظَلَمَ قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ ثُمَّ قَالُوْا وَاِنْ ظَلَمَ قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالَ جَرِيْرٌ فَمَا صَدَرَ عَنِّىْ مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ وَهُوَ رَاضٍ .

২৪৬২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... জারীর (রা) বলেন, কতক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যাকাত আদায়কারী কতক কর্মচারী আমাদের নিকট এসে আমাদের উপর যুলুম করে। তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের যাকাত আদায়কারীদের সন্তুষ্ট করো। তারা বললো, যদি সে যুলুম করে তবুও? তিনি পুনরায় বলেন ঃ

তোমরা তোমাদের যাকাত আদায়কারীদের সন্তুষ্ট করো। তারা পুনরায় বললো, যদি সে যুলুম করে তবুও? তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের যাকাত আদায়কারীদের সন্তুষ্ট করো। জারীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একথা শোনার পর থেকে আমার নিকট যাকাত আদায়কারী যে ব্যক্তিই গিয়েছে সে সন্তুষ্ট হয়েই ফিরেছে।

٢٤٦٣- اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ .

২৪৬৩। যিয়াদ ইবনে আইউব (র)... জারীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের নিকট যাকাত আদায়কারী আসলে তোমরা তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেতে পারে।

بَابُ اِعْطَاءِ السَّيِّدِ الْمَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মালের মালিক যাকাত আদায়কারীকে সুযোগ না দিয়ে নিজেই যাকাতের অংশ বেছে দিতে পারে।

٢٤٦٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ اَبِيْ عَلٰى عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَاَمَرَهُ اَنْ يُصَدِّقَهُمْ فَبَعَثَنِيْ اَبِيْ اِلٰى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لِاٰتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اَتَيْتُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ يُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ اِنَّ اَبِيْ بَعَثَنِيْ اِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ ابْنَ اَخِيْ وَاَيُّ نَحْوٍ تَاْخُذُوْنَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتّٰى اِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوْعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ اَخِيْ فَاِنِّيْ اُحَدِّثُكَ اِنِّيْ كُنْتُ فِيْ شِعْبٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَنَمٍ لِيْ فَجَاءَنِيْ رَجُلاَنِ عَلٰى بَعِيْرٍ فَقَالاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَيَّ فِيْهَا قَالاَ شَاةٌ فَاَعْمِدُ اِلٰى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالَ هٰذِهِ الشَّافِعُ وَالشَّافِعُ الْحَابِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَاْخُذَ شَافِعًا قَالَ فَاَعْمِدُ اِلٰى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِيْ لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ

حَانَ وِلَادُهَا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالَ نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلٰى بَعِيْرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا .

২৪৬৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... মুসলিম ইবনে সাফীনা (র) বলেন, ইবনে আলকামা (র) আমার পিতাকে তার গোত্রের অবস্থা দেখা-শোনার জন্য নিযুক্ত করলেন এবং তাকে তাদের থেকে যাকাত উসূল করার নির্দেশ দিলেন। আমার পিতা আমাকে তাদের একদলের নিকট পাঠালেন তাদের যাকাত নিয়ে আসার জন্য। আমি রওয়ানা হয়ে 'সা'র' নামক এক প্রবীণ শায়খের নিকট এসে উপস্থিত হলাম। আমি তাকে বললাম, আমার পিতা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যাতে আপনি আপনার মেষ পালের যাকাত পারিশোধ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমরা কিভাবে যাকাত নিয়ে থাকো? আমি বললাম, আমরা পছন্দমত, এমনকি দুধের পালান পরীক্ষা করে উত্তমটি গ্রহণ করি। তিনি বলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হাদীস বর্ণনা করবো। "নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এইসব গিরিসংকটের কোনটিতে আমার মেষপাল চরাতাম। আমার নিকট উষ্ট্রারোহী দুই ব্যক্তি এসে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি হিসাবে আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনি আপনার মেষপালের যাকাত প্রদান করেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, এগুলোর জন্য আমার উপর কি বর্তাবে? তারা উভয়ে বলেন, একটি বকরী দিতে হবে। অতএব আমি এমন একটি বকরী আনতে উদ্যোগ নিলাম যার অবস্থা সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম। তার পালান ছিল দুধে ভর্তি অর্থাৎ প্রচুর দুধদায়িনী এবং মোটাতাজা। আমি সেটি ধরে তাদের নিকট নিয়ে এলাম। তারা উভয়ে বলেন, এটা তো বাচ্চাওয়ালা বকরী। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাচ্চাওয়ালা পশু নিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, তখন আমি তাদেরকে এমন একটি বকরী দিতে মনস্থ করলাম যা তখন পর্যন্ত বাচ্চা না দিলেও গর্ভধারণক্ষম হয়েছিল। আমি তা তাদের নিকট নিয়ে এলাম। তারা বলেন, এটি আমাদের দিন। অতএব আমি সেটি তাদের নিকট উচিয়ে তুলে ধরলে তারা তা নিজেদের সাথে তাদের উটের পিঠে তুলে নিলেন, অতঃপর চলে গেলেন"।

٢٤٦٥- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ اَنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ اَبَاهُ عَلٰى صَدَقَةِ قَوْمِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ .

২৪৬৫। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... মুসলিম ইবনে ছাফিনা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আলকামা (রা) তার পিতাকে নিজ গোত্রের যাকাত আদায় করার জন্য নিযুক্ত করেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٤٦٦- اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا

هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ الاَّ اَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَاَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهِىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا .

২৪৬৬। ইমরান ইবনে বাক্কার (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত আদায় করতে আদেশ দিলেন। বলা হলো, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) যাকাত দিতে রাজী নন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইবনে জামীল যাকাত না দিয়ে আল্লাহ্র নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে। সে ছিল দরিদ্র, আল্লাহ্ তাকে সম্পদশালী করেছেন। আর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের প্রতি তোমরা অবিচার করেছ। কেননা সে তার বর্ম ও অন্যান্য সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা। তার উপর তো যাকাত প্রযোজ্য হবেই এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরো কিছু দিতে হবে।

٢٤٩٧ - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ مِثْلَهُ سَوَاءً .

২৪৯৭। আহ্মাদ ইবনে হাফস্ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ...হুবহু পূর্বের হাদীছের অনুরূপ।

٢٤٦٨ - اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِلاَلٍ الثَّقَفِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كِدْتُ اُقْتَلُ بَعْدَكَ فِىْ عَنَاقٍ اَوْشَاةٍ مِّنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنَّهَا تُعْطٰى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ مَا اَخَذْتُهَا .

২৪৬৮। আমর ইবনে মানসূর (র)... আবদুল্লাহ ইবনে হিলাল আস-সাকাফী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আপনার পরে হয়ত আমাকে যাকাতের উট ও বকরীর জন্য হত্যা করা হবে। তিনি বলেনঃ যদি সেগুলো নিঃস্ব মুহাজিরদের মধ্যে বিতরণের প্রয়োজন না হতো তবে আমি তা গ্রহণই করতাম না।

بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার যাকাত।

٢٤٦٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

২৪৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানের গোলাম ও তার ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

٢٤٧٠-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ اُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ .

২৪৭০। মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

٢٤٧١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلاَ فِيْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

২৪৭১। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ মুসলমানের গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

٢٤٧٢- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ خُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِيْ فَرَسِهِ وَلاَ فِيْ مَمْلُوْكِهِ صَدَقَةٌ .

২৪৭২। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মুসলমানের গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيْقِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের যাকাত।

٢٤٧٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلاَ فِيْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

২৪৭৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মুসলমানের গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

٢٤٧٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِيْ غُلاَمِهِ وَلاَ فِيْ فَرَسِهِ .

২৪৭৪। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মুসলমানের গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নাই।

بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ রূপার যাকাত।

٢٤٧٥- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৭৫। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নাই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নাই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলের যাকাত নাই।

٢٤٧٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ

سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ مِّنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ .

২৪৭৬। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত নাই, পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নাই এবং পাঁচ উটের কমেও যাকাত নাই।

٢٤٧٧- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَ بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَدَقَةَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ .

২৪৭৭। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত নাই, পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নাই এবং পাঁচ উটের কমেও যাকাত নাই।[১]

٢٤٧٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ حَبَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَحْيَ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ اَبِيْ حَسَنٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوسَقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৭৮। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর আত-তূসী (র)... আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নাই, পাঁচ উটের কমে যাকাত নাই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলে যাকাত নাই।[২]

---

১. সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম রূপায় যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২. বাংলাদেশী হিসাবে এক ওয়াসাক প্রায় ৫ মন ২১ সের ৪ ছটাক। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক-এ ২৭ মন ২৬ সের ৪ ছটাক।

٢٤٧٩- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ .

২৪৭৯। মাহমূদ ইবনে গাইলান (র)... আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত থেকে অব্যাহতি দিলাম। অতএব তোমরা তোমাদের মালের প্রতি দুই শত দিরহামে পাঁচ দিরহাম হারে যাকাত দাও।

٢٤٨٠- اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ .

২৪৮০। হুসাইন ইবনে মানসূর (র)... আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত থেকে অব্যাহতি দিলাম এবং দুই শত দিরহামের কম পরিমাণে যাকাত নাই।

بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ অলংকারের যাকাত।

٢٤٨١- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتٌ لَهَا فِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكَاةَ هٰذَا قَالَتْ لاَ قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ .

২৪৮১। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ইয়ামানী মহিলা ও তার কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো। তার কন্যার হাতে স্বর্ণের দু'টি কাঁকন ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এর যাকাত দিয়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তুমি কি পছন্দ করো যে, মহামহিম আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে এ দু'টি কাঁকনের পরিবর্তে আগুনের দু'টি কাঁকন পরাবেন? রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ সে দু'টি কাঁকন খুলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রেখে দিয়ে বললো, এ দু'টি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য।

٢٤٨٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَاَةٌ وَمَعَهَا بِنْتٌ لَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ خَالِدٌ اَثْبَتُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ .

২৪৮২। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) বলেন, এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলো। তার কন্যার হাতে দু'টি কাঁকন ছিল।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ, এটি মুরসাল হাদীস। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আল-মু'তামিরের তুলনায় খালিদ অধিক শক্তিশালী।

بَابُ مَانِعِ زَكَاةَ مَالِهِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ সম্পদের যাকাত দিতে অসম্মত।

٢٤٨٣- اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِىْ لاَ يُؤَدِّىْ زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ اَوْ يُطَوِّقُهُ قَالَ يَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ اَنَا كَنْزُكَ .

২৪৮৩। আল-ফাদ্ল ইবনে সাহল (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন তার মাল তার কাছে এক বিষধর সাপ আকারে পেশ করা হবে, যার চোখের উপর থাকবে দু'টি দাগ। রাবী বলেন, তা তাকে পেঁচিয়ে ধরবে অথবা গলায় জড়িয়ে ধরবে। রাবী বলেন, তা বলতে থাকবে, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ।

٢٤٨٤- اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسَى الْاَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ

اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ الْاٰيَةَ .

২৪৮৪। আল-ফাদ্‌ল ইবনে সাহ্‌ল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তা বিষধর সাপে পরিণত হবে যার চোখের উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। কিয়ামতের দিন তা তার গাল আঁকড়ে ধরবে এবং বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ "আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা কল্যাণকর—এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যাতে তারা কৃপণতা করবে তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে" (৩ ঃ ১৮০)।

بَابُ زَكَاةِ التَّمْرِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের যাকাত।

٢٤٨٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ مِّنْ حَبٍّ اَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ .

২৪৮৫। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম শস্যে অথবা খেজুরে যাকাত নাই।

بَابُ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ গমের যাকাত।

٢٤٨٦- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ فِى الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتّٰى يَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِى الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتّٰى يَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوَاقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِىْ اِبِلٍ زَكَاةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ .

২৪৮৬। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত গম ও খেজুরে যাকাত নাই। আর পাঁচ উকিয়া না হওয়া পর্যন্ত রূপার যাকাত নাই। উটের সংখ্যা পাঁচটি না হওয়া পর্যন্ত তার যাকাত নাই।

بَابُ زَكَاةِ الْحُبُوْبِ

২৩-অনুচ্ছেদ : খাদ্যশস্যের যাকাত।

٢٤٨٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِىْ حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتّٰى يَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৮৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যশস্যে ও খেজুরে যাকাত নাই। পাঁচটির কম উটে এবং পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত ধার্য হবে না।

اَلْقَدْرُ الَّذِىْ تَجِبُ فِيْهِ الصَّدَقَةُ

২৪-অনুচ্ছেদ : যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হয়।

٢٤٨٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِدْرِيْسُ الْاَوْدِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৮৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নাই।

٢٤٨٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىٰ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

২৪৮৯। আহ্‌মাদ ইবনে আবদাহ্ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নাই, পাঁচটির কম উটেও যাকাত নাই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম শস্যেও যাকাত নাই।

بَابُ مَا يُوْجِبُ الْعُشْرُ وَمَا يُوْجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব খাদ্যশস্যে উশ্‌র এবং যেসব খাদ্যশস্যে অর্ধ উশ্‌র ওয়াজিব হয়।

٢٤٩٠- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْهَيْثَمِ اَبُوْ جَعْفَرِ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِىْ وَالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ .

২৪৯০। হারূন ইবনে সাঈদ ইবনুল হায়ছাম আবু জা'ফর (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে সকল শস্য বৃষ্টির পানি, নদীর পানি ও ঝরনার পানি দ্বারা উৎপন্ন হয় অথবা যা মাটির রস দ্বারা (প্রাকৃতিকভাবে) উৎপন্ন হয় তাতে উশর ধার্য হবে। আর যে জমি পানিসেচের দ্বারা সিক্ত হয় তাতে অর্ধ উশর ধার্য হবে।

٢٤٩١-اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ .

২৪৯১। আমর ইবনে সাওয়াদ ইবনুল আসওয়াদ (র)...জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বৃষ্টির পানি, নদীর পানি ও ঝরনার পানি দ্বারা সিক্ত জমিতে উৎপন্ন শস্যে উশ্‌র এবং সেচব্যবস্থা দ্বারা সিক্ত জমিতে উৎপন্ন শস্যে অর্ধ উশর ধার্য হবে।

٢٤٩٢- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالدَّوَالِىْ نِصْفَ الْعُشْرِ .

২৪৯২। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন, আমি যেন বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত জমিতে উৎপন্ন শস্যে উশর এবং সেচকার্যের দ্বারা সিক্ত জমিতে উৎপন্ন শস্যে অর্ধ উশর গ্রহণ করি।

كَمْ يَتْرُكُ الْخَارِصُ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণকারী কতটুকু ছাড় দিবে?

٢٤٩٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُوْدِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ اَتَانَا وَنَحْنُ فِى السُّوْقِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَاِنْ لَمْ تَاْخُذُوْا اَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ شَكَّ شُعْبَةُ فَدَعُوا الرُّبُعَ .

২৪৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... সাহ্ল ইবনে আবূ হাছমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা বাজারে ছিলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা অনুমানে (গাছের ফলের) পরিমাণ নির্ধারণ করে তার যাকাত গ্রহণ করবে তখন (নির্দ্ধারিত পরিমাণ থেকে) এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিবে। যদি তোমরা তা (তদনুসারে যাকাত) না নাও অথবা এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিতে রাজী না হও তাহলে এক-চতুর্থাংশ বাদ দাও।

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা এর নিকৃষ্ট অংশ খরচ (দান-খয়রাত) করার সংকল্প করো না" (২ ঃ ২৬৭)।

٢٤٩٤- اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدِ الْيَحْصَبِىُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِى الْاٰيَةِ الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ قَالَ هُوَ الْجُعْرُوْرُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُؤْخَذَ فِى الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ .

২৪৯৪। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু উমামা ইবনে সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি এর

ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো জু'রূর ও হুবাইক নামক দুই প্রকার নিম্নমানের খেজুর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত আদায়কালে নিকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٤٩٥- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ اَبِىْ عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِىْ ذٰلِكَ الْقِنْوِ فَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْ هٰذَا اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَاْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৪৯৫। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম (র)... আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। ইতিপূর্বে এক ব্যক্তি (মসজিদে নববীতে) এক ছড়া নিম্ন মানের খেজুর ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি লাঠি দিয়ে তাতে খোঁচা দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ এই দান-খয়রাতকারী ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উত্তম খেজুর দান করতে পারতো। এই দান-খয়রাতকারী কিয়ামতের দিন এরূপ নিকৃষ্ট খেজুরই খাবে।

بَابُ الْمَعْدِنِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ খনিজ দ্রব্যের যাকাত।

٢٤٩٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ فِىْ طَرِيْقٍ مَاْتِىٍّ اَوْ فِىْ قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِىْ طَرِيْقٍ مَاْتِىٍّ وَلاَ فِىْ قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيْهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ .

২৪৯৬। কুতায়বা (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারানো প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ যা জনপথে অথবা জনবসতিতে পাওয়া গেলে এক বছর পর্যন্ত তার প্রচার করতে থাকবে। যদি তার মালিক এসে যায় তাহলে তাকে তা দিয়ে দিবে, অন্যথা তা তোমার। আর তা যদি জনপথ বা জনবসতির বাইরে পাওয়া যায় তবে তাতে এবং খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ধার্য হবে।

٢٤٩٧-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

২৪৯৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, কূপে পড়াতেও দণ্ড নেই, খনিতেও দণ্ড নেই এবং খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশে যাকাত ধার্য হবে।

٢٤٩٨- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

২৪৯৮। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা... আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٤٩٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

২৪৯৯। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, কূপে পড়াতে দণ্ড নেই, খনিতেও দণ্ড নেই এবং খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হবে।

٢٥٠٠- أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

২৫০০। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কূপে দণ্ড নেই, পশুতে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব হবে।[১]

---

১. মালিকের হাতে আবদ্ধ নয়, এমতাবস্থায় পশু কাউকে আহত করলে তাতে তাকে কোন দণ্ড ভোগ করতে হবে না। কূপ খনন বা সংস্কার করতে লোক নিয়োগ করলে, নিয়োগকর্তার ত্রুটি ব্যতীত দুর্ঘটনা ঘটলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। নিয়োগকর্তার ত্রুটি ব্যতীত খনির অভ্যন্তরে কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত হলে তাকে দণ্ড ভোগ করতে হবে না। বর্তমান কালে যে কোন দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের মালিকানাধীন। আর সরকারী সম্পত্তিতে যাকাত ধার্য হয় না। হানাফী মাযহাবমতে ভূগর্ভস্থ সম্পদকে রিকায বলে, তা পুতে রাখা গুপ্তধন বা খনিজ দ্রব্য যাই হোক। অপরাপর ইমামের মতে জাহিলী যুগে ভূগর্ভে পুতে রাখা সম্পদকে রিকায বলে (অনুবাদক)।

بَابُ زَكَاةِ النَّحْلِ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মধুর যাকাত।

٢٥٠١ - أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلاَلٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ الْوَادِيَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ أَدَّى إِلَيَّ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عُشْرِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ذٰلِكَ وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ .

২৫০১। মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হেলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার মধুর উশর নিয়ে আসলেন এবং সালাবা উপত্যকা তার তত্ত্বাবধানে দিতে আবেদন জানান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তার তত্ত্বাবধানে দিলেন। উমার (রা) খলীফা হলে পর সুফিয়ান ইবনে ওয়াহ্‌ব উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে লিখে পাঠালেন। উমার (রা) লিখলেন, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মধুর যে উশর দিতো তা যদি তোমাকে দেয় তাহলে সালাবা উপত্যকা তার তত্ত্বাবধানেই রেখে দাও। অন্যথা সেগুলো তো ফুলে ফুলে বিচরণকারী মধু মক্ষিকা, যার ইচ্ছা সে-ই (ঐ মধু) খেতে পারবে।

بَابُ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে।

٢٥٠٢ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسٰى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ.

২৫০২। ইমরান ইবনে মূসা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ ও নারীর উপর রমযানের ফিতরা ওয়াজিব করেছেন মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' বার্লি। লোকজন একে অর্ধ সা' গমের সমপরিমাণ সাব্যস্ত করেছে।

بَابُ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ দাস-দাসীর উপরও রমযানের ফিতরা ওয়াজিব।

٢٥٠٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ اِلٰى نِصْفِ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ .

২৫০৩। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, নারী, স্বাধীন ও গোলামের উপর মাথাপিছু এক সা' খেজুর বা এক সা' বার্লি ফিতরা প্রদান আবশ্যকীয় করেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর লোকেরা তা অর্ধ সা' গমের সম-পরিমাণ সাব্যস্ত করেছে।

فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيْرِ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ ছোটদের উপরও রমযানের ফিতরা ওয়াজিব।

٢٥٠٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلٰى كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ .

২৫০৪। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ ও নারীর উপর মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব (বার্লি) ফিতরা ধার্য করেছেন।

فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ دُوْنَ الْمُعَاهِدِيْنَ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের ফিতরা শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ধার্য হবে, অমুসলিম প্রজাসাধারণের (যিম্মীদের) উপর নয়।

٢٥٠٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

২৫০৫। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনসাধারণের উপর রমযান মাসের সদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব করেছেন মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব, প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর।

٢٥٠٦- اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ .

২৫০৬। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন , গোলাম, পুরুষ, নারী, অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব ফিতরা ধার্য করেছেন। তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন লোকজন ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করে।

كَمْ فُرِضَ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে পরিমাণ ফিতরা ওয়াজিব।

٢٥٠٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ .

২৫০৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (রা)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরষ, নারী, স্বাধীন ও গোলামের উপর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব সদাকাতুল ফিত্‌র ধার্য করেছেন।

بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ نُزُوْلِ الزَّكَاةِ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হয়েছে।

٢٥٠٨- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ

قَيْسِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كُنَّا نَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَنُؤَدِّىْ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ .

২৫০৮। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... কায়েস ইবনে সা'দ (রা) বলেন, আমরা আশূরার দিন রোযা রাখতাম এবং সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতাম। অতঃপর রমযানের রোযা রাখার এবং যাকাত আদায় করার বিধান নাযিল হলে আমাদেরকে পূর্বের সেগুলো আদায় করার নির্দেশও দেয়া হয়নি এবং বারণও করা হয়নি। অতএব আমরা সেগুলো পালন করতাম।

٢٥٠٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَاْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عَمَّارٍ اسْمُهُ عَرِيْبُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيْلَ يُكَنّٰى اَبَا مَيْسَرَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ خَالَفَ الْحَكَمَ فِىْ اِسْنَادِهِ وَالْحَكَمُ اَثْبَتُ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ .

২৫০৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রা) ... কায়েস ইব্‌নে সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাকাতের বিধান নাযিল হলে পর তিনি আমাদেরকে তা পালন করার নির্দেশও দেননি এবং বারণও করেননি। অতএব আমরা তা পালন করতাম।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু আম্মাবের নাম আরীব ইবনে হুমাইদ। আমর ইবনে শুরাহ্‌বীলের উপনাম আবু মাইসারা। সালামা ইবনে কুহাইল (র) এই হাদীসের সনদে আল-হাকাম ইবনে উতাইবার বিপরীত করেছেন। অবশ্য সালামা ইবনে কুহাইলের তুলনায় আল-হাকাম অধিক শক্তিশালী রাবী।

مَكِيْلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ সদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ।

٢٥١٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ اَمِيْرُ الْبَصْرَةِ فِىْ اٰخِرِ الشَّهْرِ اَخْرِجُوْا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا فَعَلِّمُوْا اِخْوَانَكُمْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّ هٰذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كُلِّ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى حُرٍّ وَمَمْلُوْكٍ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ فَقَامُوْا . خَالَفَهُ هِشَامٌ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ .

২৫১০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রা)... আল-হাসান (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বসরার গভর্নর থাকাকালে রমযান মাসের সমাপ্তি লগ্নে বললেন, তোমরা নিজ নিজ সদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করো। তাতে লোকজন পরস্পরের প্রতি তাকাতে লাগলো। তিনি বলেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কারা আছে? তোমরা দাঁড়াও এবং তোমাদের ভাইদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা তারা অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, নারী, স্বাধীন ও গোলামের উপর মাথাপিছু এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা অর্ধ সা' গম ফিতরা হিসাবে ধার্য করেছেন। তখন তারা তা আদায় করতে প্রস্তুত হলো।

এই হাদীস বর্ণনায় হিশাম (সনদে আল-হাসানের) বিপরীত করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٥١١- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَ فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ صَاعًا مِّنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ سُلْتٍ .

২৫১১। আলী ইবনে মায়মূন (র)... ইবনে আব্বাস (রা) সদাকাতুল ফিত্‌র সম্পর্কে আলোচনা হলে বলেন, তার পরিমাণ মাথাপিছু এক সা' গম অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা সুল্‌ত (খোশামুক্ত যব)।

٢٥١٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلٰى مِنْبَرِكُمْ يَعْنِيْ مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ يَقُوْلُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا اَثْبَتُ الثَّلَاثَةِ .

২৫১২। কুতায়বা (র)... আবু রাজা' (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে তোমাদের মিম্বার অর্থাৎ বসরার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, সদাকাতুল ফিত্‌রের পরিমাণ হলো মাথাপিছু এক সা' খাদ্যদ্রব্য।

بَابُ التَّمْرِ فِيْ زَكَاةِ الْفِطْرِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ সদাকাতুল ফিতর বাবদ খেজুর দান করা।

٢٥١٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ اُمَيَّةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضٍ

بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ .

২৫১৩। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হারব (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথাপিছু এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির সদাকাতুল ফিতর ধার্য করেছেন।

اَلزَّبِيْبُ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ)।

٢٥١٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ .

২৫১৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় আমরা মাথাপিছু এক সা' খাদ্যশস্য (গম) অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' শুষ্ক আঙ্গুর অথবা এক সা' পনির সদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

٢٥١٥- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَالِكَ حَتّٰى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَ النَّاسَ اَنَّهُ قَالَ مَا اَرٰى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ اِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ هٰذَا قَالَ فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ .

২৫১৫। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমরা মাথাপিছু এক 'সা খাদ্য (গম) অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' পনির সদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম। মুআবিয়া (রা) সিরিয়া থেকে আগমন করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা এই পরিমাণই আদায় করতাম। অতঃপর তিনি লোকদেরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, আমার মতে, সিরিয়ার দুই মুদ্দ গম আমাদের এখানকার এক সা'-র সমপরিমাণ হবে। রাবী বলেন, অতঃপর লোকজন এটাই গ্রহণ করলো।

اَلدَّقِيْقُ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ আটা।

٢٥١٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُخْبِرُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَمْ نُخْرِجْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الاَّ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ دَقِيْقٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ سُلْتٍ ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ دَقِيْقٍ اَوْ سُلْتٍ .

২৫১৬। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (রা)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' শুষ্ক আঙ্গুর অথবা এক সা' আটা অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' খোশাবিহীন যব সদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতাম।

اَلْحِنْطَةُ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ গম।

٢٥١٧- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ اَدُّوْا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا اِلٰى اِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ . فَقَالَ الْحَسَنُ فَقَالَ عَلِىٌّ اَمَّا اِذَا اَوْسَعَ اللّٰهُ فَاَوْسِعُوْا اَعْطُوْا صَاعًا مِّنْ بُرٍّ اَوْ غَيْرِهِ .

২৫১৭। আলী ইবনে হুজ্‌র (র)... আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) বসরায় খুতবা (ভাষণ) দানকালে বললেন, তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত (ফিতরা) আদায় করো। তাতে লোকজন পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে আছে? তোমরা উঠে তোমাদের ভাইদের শিক্ষা দাও। কেননা তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, গোলাম,

পুরুষ ও মহিলার উপর মাথাপিছু অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর বা যব সদাকাতুল ফিত্‌র ধার্য করেছেন। আল-হাসান (র) বলেন, আলী (রা) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি তোমাদেরকে সচ্ছলতা দান করেন তাহলে তোমরাও সচ্ছলভাবে দান করো এবং এক সা' করে গম অথবা অন্যান্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করতে থাকো।

اَلسُّلْتُ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ সুল্‌ত (খোশাবিহীন যব)।

٢٥١٨- اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ اَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُوْنَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ سُلْتٍ اَوْ زَبِيْبٍ .

২৫১৮। মূসা ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে লোকজন মাথাপিছু এক সা' যব অথবা খেজুর অথবা সুল্‌ত (খোশাবিহীন যব) অথবা কিশমিশ সদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতো।

اَلشَّعِيْرُ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ যব (বার্লি)।

٢٥١٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيَاضٌ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ زَبِيْبٍ اَوْ اَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَالِكَ حَتّٰى كَانَ فِيْ عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا اَرٰى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ اِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ .

২৫১৯। আমর ইবনে আলী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাথাপিছু এক সা' যব অথবা খেজুর অথবা কিশমিশ অথবা পনির সদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতাম। আমরা এ নিয়মেই তা আদায় করে যাচ্ছিলাম। মুআবিয়া (রা)-এর যুগ আসলে তিনি বলেন, আমার মতে সিরিয়ার দুই মুদ্দ গম এক সা' যবের সমপরিমাণ।

اَلْاَقِطُ

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ পনির।

٢٥٢٠- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ اَنْ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ

قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقْطٍ لاَ نُخْرِجُ غَيْرَهُ .

২৫২০। ঈসা ইবনে হাম্মাদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মাথাপিছু এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' পনির সদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম, আমরা অন্য কিছু দিতাম না।

كَمِ الصَّاعُ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ সা'-এর পরিমাণ।

٢٥٢١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُدًّا وَّثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيْدَ فِيْهِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدَّثَنِيْهِ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ .

২৫২১। আমর ইবনে যুরারা (র)... আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক সা'-এর পরিমাণ ছিল বর্তমান কালের এক মুদ্দ ও এক মুদ্দের এক-তৃতীয়াংশ। পরে তাতে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, যিয়াদ ইবনে আইউব (র) আমার নিকট এটা বর্ণনা করেছেন।

٢٥٢٢- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ اَهْلِ مَكَّةَ .

২৫২২। আহমাদ ইবনে সুলায়মান (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ গ্রহণযোগ্য মাপ হলো মদীনাবাসীদের মাপ এবং ওযনের ব্যাপারে মক্কাবাসীদের ওযনই গ্রহণযোগ্য।

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِىْ يَسْتَحِبُّ اَنْ تُؤَدِّىَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيْهِ

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে সময় সদাকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম।

٢٥٢٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ح قَالَ وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ

قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلاَةِ قَالَ ابْنُ بَزِيْعٍ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ .

২৫২৩। মুহাম্মাদ ইবনে মা'দান ইবনে ঈসা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সদাকাতুল ফিত্‌র সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন, লোকজন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই যেন তা পরিশোধ করা হয়।[১]

---

১. মুসলমানগণ চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে রমযান মাসের রোযা রেখে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করে। দীর্ঘ এক মাস ধরে তারা রোযা রাখতে পেরেছে, আল্লাহ তাদেরকে যে রোযা রাখার যোগ্যতা দান করেছেন তার শুকরিয়া স্বরূপ তারা রোযার শেষে ঈদের দিন বিশেষভাবে দান-খয়রাত করে থাকে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলও এদিন দান-খয়রাত বাধ্যতামূলক করেছেন। পরিভাষাগতভাবে একে বলা হয় সদাকাতুল ফিত্‌র বা ফিতরা। হাদীস শরীফে ফিতরার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরা অবশ্যই আদায়যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন রোযাদারকে অযথা, অবাঞ্ছনীয় ও অশ্লীল কথাবার্তা ও কাজকর্মের মলিনতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং গরীব-মিসকীনদের (অন্তত ঈদের দিন) খাদ্যের সংস্থান করার জন্য তিনি ফিতরার প্রবর্তন করেছেন" (আবু দাঊদ, তিরমিযী)।

ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার সময়

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঈদের ফজর (ভোর) শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফিতরা ওয়াজিব হয়, তার পূর্বে নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-র মতে শেষ রোযার দিনের সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে ওয়াজিব হয়। ইমাম মালেক (র) ও শাফিঈ (র)-এর দু'টি মত রয়েছে যা উপরোল্লিখিত দু'টি মতের সমর্থন করে। ইমাম মালেক ও আহ্‌মাদের মতে ঈদের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে ফিতরা আদায় করা যেতে পারে। ইমাম শাফিঈর মতে রমযান মাসের প্রথম দিক থেকেই ফিতরা দেয়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফার মতে তা রমযানের পূর্বেও পরিশোধ করা জায়েয এবং পরেও আদায় করা জায়েয। কিন্তু যে ব্যক্তি ফিতরা পরিশোধ করে না, তা তার উপর ঋণ হিসাবে থেকে যায়। এ ব্যাপারে ফিক্‌হ্‌বিদগণ একমত।

ফিতরা কার উপর ওয়াজিব

ইমাম নববী (র) বলেন, জমহূর উলামায়ে সালাফের মতে ফিতরা আদায় করা ফরয, ইমাম আবু হানীফার মতে ওয়াজিব এবং ইমাম মালেক, শাফিঈ ও দাউদ যাহেরীর মতে সুন্নাত। ইমামদের ঐক্যমত অনুযায়ী স্বাধীন মুসলমানদের উপর ফিতরা আদায় করা বাধ্যতামূলক। মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে যে ব্যক্তির কাছে ঈদের দিন ও রাতের খাদ্যের অতিরিক্ত পরিমাণ সম্পদ আছে তাকেই ফিতরা আদায় করতে হবে। আবু হানীফার মতে ঈদের দিন সকালে কোন ব্যক্তির কাছে 'মালেকে নিসাব' বা যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ সম্পদ থাকলেই তার উপর ফিতরা ওয়াজিব। পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে তার নিজের, তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে। কিন্তু আবু হানীফার মতে স্ত্রীর ফিতরা আদায় করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। অনুরূপভাবে সন্তানদের ফিতরা আদায় করাও মায়ের উপর বাধ্যতামূলক নয়। বাড়িতে স্থায়ী কাজের লোকদের পক্ষ থেকে নিয়োগকর্তাকে ফিতরা আদায় করতে হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

একদল ফিক্হবিদের মতে তাকে তাদের ফিতরা আদায় করতে হবে এবং অপর দলের মতে তা তার উপর বাধ্যতামূলক নয়।

ফিতরা বন্টনের খাত

ফিতরা পাওয়ার প্রথম হকদার হচ্ছে একান্ত নিকটাত্মীয় গরীবগণ, অতঃপর দূরাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, মিসকীন, নও মুসলিম, ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি এবং সাময়িক আর্থিক সংকটে পতিত ব্যক্তিগণ। হকদার ব্যক্তি যদি দূরে থাকে তবে তার অংশ পৃথক করে রেখে দেয়া জায়েয। সাময়িকভাবে কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানেও ফিতরা বণ্টন করা যেতে পারে। অমুসলিম গরীবদের যাকাত ও ফিতরার খাত থেকে সাহায্য করা যাবে না। তাদের ভিন্ন খাত থেকে সাহায্য করতে হবে।

ফিতরার উপরকণ

হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জিনিসকে ফিতরা আদায়ের মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে গম, বার্লি, খেজুর, কিশমিশ ও পনির। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় মাথাপিছু এক সা' খেজুর, এক সা' পনির অথবা এক সা' কিশমিশ ফিতরা হিসাবে আদায় করতাম" (মুসলিম)। আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস, ছোট ও বড়োর পক্ষ থেকে মাথাপিছু আধা সা' গম বা এক সা' যব (বার্লি) বা এক সা' খেজুর ফিতরা বাবদ আদায় করো" (আবু দাউদ, যাকাত, মুসনাদে আবদুর রাযযাক, দারু কুতনী, তাবারানী, মুসতাদরাক হাকেম, মুসনাদে আহমাদ)।

ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ, আহমাদ এবং জমহূর আলেমদের মতে উল্লেখিত খাদ্যদ্রব্যগুলোর যে কোন একটির মাধ্যমে ফিতরা আদায় করা জায়েয। তবে এর পরিমাণ হবে মাথা পিছু এক সা'। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে গম বা আটার ক্ষেত্রে এর পরিমাণ অর্ধ সা' হতে পারে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে কেবল উল্লেখিত খাদ্যবস্তুগুলোর মাধ্যমেই ফিতরা আদায় করতে হবে। এর মূল্য ফিতরা হিসাবে দান করা জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে উল্লেখিত বস্তুগুলোর মূল্যও ফিতরা হিসাবে আদায় করা জায়েয। ইমাম মালেক ও আহমাদের মতে ঐ পাঁচটি দ্রব্যের মধ্যে খেজুর দিয়ে ফিতরা আদায় করা সর্বোত্তম, অতঃপর কিশমিশ। ইমাম শাফিঈর মতে গম বা আটার মাধ্যমে এবং ইমাম আবু হানীফার মতে উল্লেখিত পাঁচটি বস্তুর মধ্যে যেটির বাজারদর সর্বাধিক তা দিয়ে ফিতরা আদায় করা সর্বোত্তম। ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদের মতে আটা বা ছাতু দিয়েও ফিতরা আদায় করা জায়েয। কিন্তু অপর দুই ইমামের মতে তা জায়েয নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত গম বা আটাকে 'মান' ধরে ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। গম বা আটা অথবা এর মূল্য অথবা মূল্যের সম-পরিমাণ চাল দিয়ে ফিতরা আদায় করা যেতে পারে। চাল যেহেতু এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য, তাই বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এর মাধ্যমে ফিতরা আদায় করা জায়েয বলেছেন।

সা' (صاع)-এর পরিমাণ।

সা'-এর পরিমাণ নির্ধারণে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবু হানীফার মতে এক সা' ইরাকের আট রোতলের সমান, কিন্তু ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে হিজাযী

সোয়া পাঁচ রোতলের সমান। আমাদের দেশী ওজনে এক রোতল প্রায় আধা সেরের সমান, এক হিজাযী সা' প্রায় পৌনে তিন সেরের সমান এবং এক ইরাকী সা' পৌনে চার সেরের সমান। অতএব খেজুর, কিশমিশ, বার্লি, পনির অথবা গমের মাধ্যমে ফিতরা দিতে হলে আমাদের দেশী ওজনে (মাথাপিছু) প্রতিটির পরিমাণ হবে প্রায় পৌনে তিন সের অথবা পৌনে চার সের। আর অর্ধ-সা' ধরা হলে তার পরিমাণ হবে এক সের সাড়ে বারো ছটাক অথবা ছয় ছটাক। ফিতরা প্রদানকারীগণ উল্লেখিত পাঁচটি দ্রব্যের যে কোন একটি অথবা তার মূল্য দিয়ে ফিতরা আদায় করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা হিজযী সা' অথবা ইরাকী সা' এর যে কোন একটি পরিমাণ অনুসরণ করার ব্যাপারেও স্বাধীন।

সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ ধনী-গরীব সবাইকে ফিতরা আদায় করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ "তোমরা ফিতরা দিও। আল্লাহ্ তোমাদের অনেক গুণ বেশী ফেরত দিবেন"। আমাদের সমাজে সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই (অর্থের মাধ্যমে) ফিতরা আদায় করার ক্ষেত্রে গমকেই 'মান' হিসাবে অনুসরণ করে। এর ফলে ধনী-গরীব সবার মাথাপিছু ফিতরা একই সমান হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যাকে যতোটুকু আর্থিক সচ্ছলতা দান করেছেন তার সেই অনুযায়ী ব্যয় করা উচিত। যে পাঁচটি জিনিসকে ফিতরার উপকরণ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, আমাদের বাজারে এগুলোর মূল্যের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। যেমন (১৩ রমযান ১৪০৫ হি./মে ১৯৮৫ খৃ.) বাজারে খেজুরের দর (সের প্রতি) ৩৫.০০, খোরমা ৫০.০০ কিশমিশ ১০০.০০, বার্লি ১৮.০০ এবং গম ৫.০০ টাকা। তাহলে মাথাপিছু ফিতরার পরিমাণ দাঁড়ায় (টাকার অংকে) ঃ

	(হিজাযী পরিমাপ অনুযায়ী)	টাকা	(ইরাকী পরিমাপ অনুযায়ী	টাকা
খেজুর	(এক সা)	৯৬.২০	(এক সা)	১৩১.২৫
খোরমা		১৩৭.৫০		১৮৭.৫০
কিশমিশ		২৭৫.০০		৩৭৫.০০
বার্লি		৪৯.৫০		৬৭.৫০
পনির		১১০.০০		১৫০.০০
গম		১৩.৭৫		১৮.৭৫

গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা হিসাবে মাথাপিছু ফিতরার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে টা ৬.৯০ (হিজাযী ওজন) অথবা ৯.৪০ (ইরাকী ওজন)। আমাদের দেশে ফিতরার ক্ষেত্রে সাধারণত ইরাকী ওজন অনুসরণ করা হয়। অতএব ধনবান ব্যক্তিদের সর্বাধিক মূল্যবান দ্রব্যটি দিয়ে ফিতরা দেয়া উচিৎ।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

একদল লোক ধারণা করে থাকে যে, গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্ধারণ করেননি, বরং আমীর মুআবিয়া (রা) তার রাজত্বকালে এর প্রবর্তন করেন। একথা ঠিক নয়। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই গম সম্পর্কে দুই ধরনের (অর্ধ সা' এবং এক সা') বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। একটি হাদীস আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। হাসান বসরী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রমযানের শেষদিকে বসরার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, তোমরা রোযার ফিতরা পরিশোধ করো।.....রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোট-বড়ো, স্ত্রী-পুরুষ এবং স্বাধীন

اِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ اِلَى بَلَدٍ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় বণ্টন করা।

٢٥٢٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِيْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنَّ هُمْ اَطَاعُوْكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُوْضَعُ فِيْ فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ .

২৫২৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে বলেন ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সদাকাতুল ফিত্র এক সা' খোরমা অথবা এক সা' বার্লি অথবা অর্ধ সা' গম নির্ধারণ করেছেন" (আবু দাউদ)। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, নবী ﷺ এই সদাকা (ফিতরা) এক সা' বার্লি অথবা এক সা' খোরমা অথবা অর্ধ সা' গম নির্ধারণ করেছেন (মুসনাদে আহমাদ, ফাতহুর রব্বানী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪১ থেকে গৃহীত)। আসমা বিনতে আবু বাক্র (রা) থেকে মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে গমের অর্ধ সা' সম্পর্কিত আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে (ফাতহুর রব্বানী, ৯খ, ১৪৪)। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফূ সূত্রে অনেক হাদীস এসেছে যাতে অর্ধ সা' গমের মাধ্যমে ফিতরা আদায় করার উল্লেখ রয়েছে। যারা অর্ধ সা গমের মাধ্যমে ফিতরা আদায় করার সুযোগকে অস্বীকার করেন, এসব হাদীস তাদের কাছে পৌঁছেনি (ফাতহুর রব্বানী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪০)।

মহানবী ﷺ-এর যে সকল সাহাবী অর্ধ সা' গমের মাধ্যমে ফিতরা আদায়ের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তারা হচ্ছেন ঃ আবু বাক্র সিদ্দীক, উমার ফারূক, উছমান ইবনে আফ্ফান, আলী ইবনে আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুআবিয়া এবং আসমা বিনতে আবু বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাবিঈদের মধ্যে রয়েছেন ঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, উমার ইবনে আবদুল আযীয, তাউস, ইবরাহীম নাখঈ, আলকামা, আসওয়াদ, উরওয়া, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, আবদুল মালেক ইবনে মুহাম্মাদ, আবদুর রহমান আল-আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আবদুল্লাহ ইবনে শাইবান এবং মুসআব ইবনে সাদ রাহিমাহুমুল্লাহ (অনুবাদক)।

নিশ্চয় তুমি কিতাবধারী (ইয়াহূদী ও খৃস্টান) সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো। প্রথমেই তুমি তাদেরকে আহবান জানাবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই) এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল" এই সাক্ষ্য প্রদানের জন্য। যদি তারা তোমার এ আহবানে সাড়া দেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তাদের উপর প্রতি দিবা-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। এতে যদি তারা তোমার অনুসরণ করে তাহলে তুমি তাদের জানিয়ে দিবে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের উপর তাদের মালের যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের মধ্যকার ধনী ব্যক্তিদের থেকে আদায় করে তাদের গরীব ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতেও যদি তারা তোমার অনুসরণ করে তবে তুমি তাদের উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর তুমি অত্যাচারিতের অভিশাপকে ভয় করবে। কেননা তার (অভিশাপ) ও মহামহিম আল্লাহ্র মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নাই।

بَابٌ اِذَا اَعْطَاهَا غَنِيًّا وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞাতে সচ্ছল ব্যক্তিকে ফিতরা দেয়া হলে।

٢٥٢٥- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَالَ رَجُلٌ لَاَتَصَدَّقَنَّ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ لَاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ غَنِيٍّ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى غَنِيٍّ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ وَعَلٰى سَارِقٍ وَعَلٰى غَنِيٍّ فَاُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ اَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا اَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ السَّارِقَ اَنْ يَّسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ اَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

২৫২৫। ইমরান ইবনে বাক্কার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো, আমি অবশ্যই কিছু দান-খয়রাত (সদাকা) করবো। অতএব সে দানের অর্থ নিয়ে বাইরে গিয়ে সেগুলো (অজান্তে) এক চোরের হাতে দিলো। ভোরবেলা লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, এক চোরকে দান-খয়রাত করা হয়েছে। সদাকাদাতা বললো, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, এক চোরকে (দান-খয়রাত করা হলো)। আমি

অবশ্যই আবারো দান-খয়রাত করবো। অতএব সে তার সদাকা নিয়ে বাইরে গিয়ে সেগুলো এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিলো। ভোরবেলা লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, গত রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সদাকা দেয়া হয়েছে। সদাকাদাতা বললো, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, এক ব্যভিচারিণীকে (সদাকা দেয়া হয়েছে)। আমি অবশ্যই আবারো দান-খয়রাত করবো। অতএব সে তার সদাকা নিয়ে বের হয়ে গিয়ে সেগুলো এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিলো। ভোরবেলা লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, এক ধনী ব্যক্তিকে সদাকা দেয়া হয়েছে। সদাকাদাতা বললো, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, এক চোরকে, এক ব্যভিচারিণীকে ও এক ধনী ব্যক্তিকে সদাকা...। তাকে স্বপ্নে দেখানো হলো, তোমার সদাকা কবুল হয়েছে। ব্যভিচারিণী! আশা করা যায়, সে প্রাপ্ত সদাকা দ্বারা ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে। চোর! আশা করা যায়, সে প্রাপ্ত সদাকা দ্বারা চৌর্যবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকবে এবং ধনী ব্যক্তি! আশা করা যায়, সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাকে মহামহিম আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করবে।

بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ غُلُوْلٍ

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মসাৎকৃত মাল থেকে দান-খয়রাত করা

٢٥٢٦- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّارِعُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةً مِّنْ غُلُوْلٍ .

২৫২৬। আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবুল মালীহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং আত্মসাৎকৃত মালের দান-খয়রাতও কবুল করেন না।

٢٥٢٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ الطَّيِّبَ اِلاَّ اَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَمِيْنِهِ وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوْ فِىْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيْلَهُ .

২৫২৭। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ হালাল মাল থেকে দান-খয়রাত করলে তা মহামহিমান্বিত দয়াময় রহমান তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। মহামহিম আল্লাহ্ কেবল পবিত্র (হালাল পন্থায় অর্জিত) জিনিসই কবুল করেন, যদিও তা একটি খেজুরও হয় এবং সেই দান তাঁর তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধি পেতে পেতে পাহাড়ের চেয়েও বিরাটাকার হয়ে যায়। যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্ব শাবক বা উষ্ট্র শাবক লালন-পালন করে (এবং তা বড়ো হতে) থাকে।

جَهْدُ الْمُقِلِّ

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্বল্প সম্পদের অধিকারীর দান।

٢٥٢٨- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىٍّ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِىٍّ الْخَثْعَمِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ لاَ شَكَّ فِيْهِ وَجِهَادٌ لاَ غُلُوْلَ فِيْهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ قِيْلَ فَاَىُّ الصَّلاَةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ قِيْلَ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَاَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قِيْلَ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَاَىُّ الْقَتْلِ اَشْرَفُ قَالَ مَنْ اُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ .

২৫২৮। আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে হুবশী আল-খাছআমী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি বলেন ঃ সংশয়মুক্ত ঈমান, বিশ্বস্ততার সাথে জিহাদ এবং অনাচারমুক্ত হজ্জ। জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম নামায কোনটি? তিনি বলেন ঃ দীর্ঘ কিরাআতবিশিষ্ট নামায। জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম সদাকা কোনটি? তিনি বলেন ঃ গরীবের দান। জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম হিজরত কোনটি? তিনি বলেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজ জানমালসহ জিহাদ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, মর্যাদাপূর্ণ নিহত হওয়া কোনটি? তিনি বলেন ঃ যার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে এবং ঘোড়াকে হত্যা করা হয়েছে (যে ব্যক্তি জিহাদে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং জীবন উৎসর্গ করেছে)।

٢٥٢٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَالْقَعْقَاعُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ اَلْفِ

دِرْهَمٍ قَالُوْا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِاَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلٌ اِلٰى عُرْضِ مَالِهِ فَاَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ اَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا .

২৫২৯। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এক দিরহাম লক্ষ দিরহামকে অতিক্রম করেছে। সাহাবীগণ বলেন, কিভাবে? তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তির মাত্র দুইটি দিরহাম ছিল। সে তা থেকে একটি দান করেছে। আর এক ব্যক্তি তার অঢেল সম্পদ থেকে এক লক্ষ দিরহাম পৃথক করে তা দান করেছে।

٢٥٣٠- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ اَلْفٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَاَخَذَ اَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَاَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ اَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا .

২৫৩০। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক দিরহাম লক্ষ দিরহামকে অতিক্রম করেছে। সাহাবীগণ বলেন, কিভাবে? তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তির মাত্র দুইটি দিরহাম ছিল। সে তা থেকে একটি দান করেছে। আর এক ব্যক্তি তার অঢেল সম্পদ থেকে এক লক্ষ দিরহাম পৃথক করে তা দান করেছে।

٢٥٣١- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَمَا يَجِدُ اَحَدُنَا شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتّٰى يَنْطَلِقَ اِلَى السُّوْقِ فَيَحْمِلَ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَجِىْءَ بِالْمُدِّ فَيُعْطِيْهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلاً لَهُ مِائَةُ اَلْفٍ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمٌ .

২৫৩১। আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ (র)... আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু আমাদের কারো কারো কাছে দান-খয়রাত করার মত কিছুই থাকতো না। সে বাজারে গিয়ে বোঝা বহন করতো এবং এক মুদ্দ নিয়ে এসে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিতো। আমি অবশ্যই এমন এক ব্যক্তিকে জানি যে আজ লাখপতি, অথচ সেদিন তার কাছে এক দিরহামও ছিলো না।

٢٥٣٢- اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ اَبُوْ عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِشَىْءٍ اَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِىٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْاٰخَرُ اِلاَّ رِيَاءً فَنَزَلَتِ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ .

২৫৩২। বিশ্‌র ইবনে খালিদ (র)... আবূ মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলে আবূ আকীল (রা) অর্ধ সা' দান করলেন এবং অন্যান্য লোক প্রচুর মাল নিয়ে এলো। তখন মুনাফিকরা বললো, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ্ এই ব্যক্তির দানের মুখাপেক্ষী নন। অথচ এরা প্রদর্শনেচ্ছার মনোভাব নিয়ে দান করেছিল। তখন নাযিল হলো ঃ "মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতস্ফূর্তভাবে দান-খয়রাত করে এবং যারা শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না..." (সূরা আত-তাওবা ঃ ৭৯)।

اَلْيَدُ الْعُلْيَا

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ উপরের হাত (দাতার হাত)।

٢٥٣٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدٌ وَعُرْوَةُ سَمِعَا حَكِيْمَ ابْنَ حِزَامٍ يَقُوْلُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى .

২৫৩৩। কুতায়বা (র)... হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে দান করলেন। আমি আবার তার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আবারও আমাকে দান করলেন। আমি পুনরায় তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে আবারো দান করলেন এবং বললেন ঃ এসব সম্পদ খুবই মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক। যে ব্যক্তি সেগুলো সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে সেগুলোতে তাকে বরকত দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সেগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করবে তাকে সেগুলোতে বরকত দেয়া হবে না। এই ব্যক্তি এমন লোক সদৃশ যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারে না। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।

بَابُ اَيَّتِهِمَا الْيَدُ الْعُلْيَا .

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ উপরের হাত কোনটি?

٢٥٣٤- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ ابْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِىِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُوْلُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ مُخْتَصَرٌ .

২৫৩৪। ইউসুফ ইবনে ঈসা (র)... তারিক আল-মুহারিবী (রা) বলেন, আমরা মদীনায় আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ দাতার হাত হলো উপরের হাত। আর তোমার পোষ্যদের থেকে দান-খয়রাত শুরু করো, যেমন তোমার মা, তোমার পিতা, তোমার ভাই-বোন, তারপর তোমার নিকটজন, তারপর তোমার নিকটজন (সংক্ষিপ্ত)।

اَلْيَدُ السُّفْلٰى

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ নিচের হাত (গ্রহীতার হাত)।

٢٥٣٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلٰى السَّائِلَةُ .

২৫৩৫। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দান-খয়রাত এবং কারো কাছে কিছু যাঞ্চা করা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। উপরের হাত হলো দাতার, আর নিচের হাত হলো গ্রহীতার।

اَلصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে দান-খয়রাত করা।

٢٥٣٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

২৫৩৬। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ উত্তম দান হলো সচ্ছলতা বজায় রেখে যা করা হয়। আর উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। তোমার পোষ্যদের থেকে দান-খয়রাত শুরু করো।

تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা

٢٥٣٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِىْ دِيْنَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ اَنْتَ اَبْصَرُ .

২৫৩৭। আমর ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বলেন ঃ তা তোমার নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন ঃ তা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন ঃ তা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন ঃ তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন ঃ তোমার বিচক্ষণতা অনুসারে (তা ব্যয় করো)।

بَابٌ اِذَا تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ اِلَيْهِ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি দান করলে তা কি তাকে ফেরত দেয়া হবে?

٢٥٣٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوْا فَتَصَدَّقُوْا فَاَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوْا فَطَرَحَ اَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى هٰذَا اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَرَجَوْتُ اَنْ تَفْطُنُوْا لَهُ فَتَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوْا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوْا فَتَصَدَّقْتُمْ فَاَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ تَصَدَّقُوْا فَطَرَحَ اَحَدَ ثَوْبَيْهِ خُذْ ثَوْبَكَ وَاَنْتَهَرَهُ .

২৫৩৮। আমর ইবনে আলী (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমুআর দিন মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি দুই রাক্আত নামায পড়ো। তারপর সে দ্বিতীয় জুমুআতেও এলো, তখনও নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি দুই রাক্আত নামায পড়ো। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো, তোমরা দান-খয়রাত করো। তিনি তাকে দু'টি কাপড় দান করলেন। তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো। তখন সে তার কাপড়ের একটি দান করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি এই ব্যক্তিকে দেখছো? সে ছিন্নবস্ত্রে মসজিদে প্রবেশ করেছিল। তখন আমি আশা করেছিলাম, তোমরা তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছু দান-খয়রাত করবে। কিন্তু তোমরা তা করোনি। তাই আমি বললাম ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো। তখন তোমরা দান-খয়রাত করলে এবং আমি তাকে দু'টি কাপড় দিলাম। অতঃপর আমি বললাম ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো। তখন সে তার দু'টি কাপড়ের একটি দান করে দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি তোমার কাপড় তুলে নাও এবং তিনি তাকে ধমকালেন।

صَدَقَةُ الْعَبْدِ

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের দান-খয়রাত।

٢٥٣٩-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلٰى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ اَمَرَنِىْ مَوْلاَىَ اَنْ اُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَ مِسْكِيْنٌ فَاَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذٰلِكَ مَوْلاَىَ فَضَرَبَنِىْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُطْعِمُ طَعَامِىْ بِغَيْرِ اَنْ اٰمُرَهُ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى بِغَيْرِ اَمْرِىْ قَالَ الْاَجْرُ بَيْنَكُمَا .

২৫৩৯। কুতায়বা (র)... আবুল-লাহ্ম (রা)-এর মুক্তদাস উমায়ের (রা) বলেন, আমার মনিব আমাকে গোশত কাটতে বললেন। এক মিসকীন আসলে আমি তাকে সেখান থেকে কিছু খাওয়ার জন্য দিলাম। তা জানতে পেরে আমার মনিব আমাকে প্রহার করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ তুমি তাকে কেন প্রহার করেছ? তিনি বললেন, সে আমার আহার্য আমার অনুমতি ছাড়া অন্যকে খাইয়েছে। তিনি বললেন ঃ সওয়াব তোমাদের উভয়ের।

٢٥٤٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَّمْ يَجِدْهَا قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قِيْلَ فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ يَاْمُرُ بِالْخَيْرِ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ.

২৫৪০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের দান-খয়রাত করা কর্তব্য। জিজ্ঞেস করা হলো, যার দান-খয়রাত করার সামর্থ্য নেই তার সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ সে নিজের হাতে কাজ করবে এবং তার দ্বারা সে নিজেও উপকৃত হবে এবং কিছু দান-খয়রাতও করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, কারো সেই সামর্থ্যও না থাকলে তার সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ সে উৎপীড়িত ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, সে যদি তাও করতে না পারে? তিনি বলেন ঃ তাহলে সে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে। বলা হলো, সে যদি তাও করতে না পারে তার সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ তাহলে সে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে। এটাই তার জন্য দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য হবে।

صَدَقَةُ الْمَرْاَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর দান-খয়রাত করা।

٢٥٤١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا اَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ اَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ .

২৫৪১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ স্বামীর ঘর (সম্পদ) থেকে দান-খয়রাত করলে স্ত্রীর সওয়াব হবে, স্বামীরও অনুরূপ সওয়াব হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। এদের মধ্যে একজনের কারণে অপরজনের সওয়াব কিছুই হ্রাস পাবে না। স্বামীর সওয়াব হবে সম্পদ অর্জন করার কারণে এবং স্ত্রীর সওয়াব হবে দান করার কারণে।

عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা।

٢٥٤٢- اَخْبَرَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَاةٍ عَطِيَّةٌ الاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا مُخْتَصَرٌ .

২৫৪২। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিনা অনুমতিতে দান করা বৈধ নয় (সংক্ষিপ্ত)।[১]

فَضْلُ الصَّدَقَةِ

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ দান-খয়রাত করার ফযীলাত।

٢٥٤٣- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ اَيَّتُنَا بِكَ اَسْرَعُ لُحُوْقًا فَقَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذْنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ اَسْرَعَهُنَّ بِهِ لُحُوْقًا فَكَانَتْ اَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ .

২৫৪৩। আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছে একত্র হয়ে বলেন, আমাদের মধ্যে কে সর্বাগ্রে আপনার সাথে মিলিত হবে? তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার হাত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তখন তারা একটি ছড়ি নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। সাওদা (রা) সর্বাগ্রে তাঁর সাথে মিলিত হলেন, যেহেতু তাদের মধ্যে তার হাতই সর্বাধিক দীর্ঘ ছিল। "যার হাত দীর্ঘ", এর অর্থ ছিল, যিনি পর্যাপ্ত দান-খয়রাত করেন।

---

১. দান করার ব্যাপারে স্বামীর অসন্তুষ্টির আশংকা থাকলে স্পষ্ট অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে। বেশী দানের জন্যও অনুমতির প্রয়োজন হবে। পূর্ব অনুমতি থাকলে এবং স্বামী দানশীল হলে বারবার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নাই (অনুবাদক)।

بَابُ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম দান কোনটি?

٢٥٤٤-اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ.

২৫৪৪। মাহমূদ ইবনে গাইলান (র)... অবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ধরনের দান সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ তুমি সুস্থ অবস্থায়, সম্পদের প্রতি তোমার আকষর্ণ থাকতে, উত্তম জীবন যাপনের আশা রেখে এবং দারিদ্র্যের আশংকা জাগ্রত রেখে যে দান-খয়রাত করো তা (সর্বোত্তম)।

٢٥٤٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

২৫৪৫। আমর ইবনে আলী (র)... হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বোত্তম দান হলো যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। তোমার পোষ্যদের থেকে দান-খয়রাত শুরু করো।

٢٥٤٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

২৫৪৬। আমর ইবনে সাওয়াদ ইবনুল আসওয়াদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বোত্তম দান হলো যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। উপরের হাত নিজের হাতের চেয়ে উত্তম। তোমার পোষ্যদের থেকে দান-খয়রাত শুরু করো।

٢٥٤٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً .

২৫৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য সওয়াবের আশায় খরচ করলে তা তার জন্য দান -খয়রাত হিসাবে গণ্য হয়।

٢٥٤٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّىْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِىُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِبْدَاْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَاِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلِاَهْلِكَ فَاِنْ فَضَلَ شَىْءٌ عَنْ اَهْلِكَ فَلِذِىْ قَرَابَتِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ ذِىْ قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

২৫৪৮। কুতায়বা (র)... জাবের (রা) বলেন, উযরা গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে তার মৃত্যুর পর দাসত্বমুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা অবহিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি এ গোলাম ছাড়া অন্য কোন মাল আছে? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এই গোলাম আমার কাছ থেকে কে খরিদ করবে? তাকে নুআয়ম ইবনে আবদুল্লাহ আল-আদাবী (রা) আট শত দিরহামে খরিদ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত দিরহাম নিয়ে এসে ঐ লোকটিকে দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ তুমি নিজ থেকে শুরু করো অর্থাৎ নিজের জন্য খরচ করো। কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করো। তারপর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করো। তারপরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা এভাবে এভাবে খরচ করো। অর্থাৎ তোমার সামনে, ডানে ও বামে (বন্ধু ও পরিচিতজনের জন্য) খরচ করতে পারো।

صَدَقَةُ الْبَخِيْلِ

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণের দান-খয়রাত।

٢٥٤٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيْلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ اَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِّنْ لَّدُنْ ثُدِيِّهِمَا اِلٰى

تَـرَاقِيْـهِمَـا فَاذَا اَرَادَ الْمُنْفِـقُ اَنْ يُّنْفِـقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْـهِ الـدِّرْعُ اَوْ مَـرَّتْ حَتّٰى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْـفُـوَ اَثَرَهُ وَاِذَا اَرَادَ الْبَـخِيْـلُ اَنْ يُّنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَـوْضِعَهَا حَتّٰى اَخَذَتْهُ بِتَرْقُوَتِهِ اَوْ بِرَقَبَتِهِ يَـقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَشْهَدُ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُوَسِّـعُـهَـا فَلاَ تَتَّسِعُ قَالَ طَاوُسٌ سَـمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيْـرُ بِيَـدِهِ وَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ .

২৫৪৯। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সম্পদ ব্যয়কারী দানশীল ব্যক্তি ও কৃপণ ব্যক্তি হলো এমন দুই ব্যক্তিতুল্য যাদের পরিধানে রয়েছে বক্ষ থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত আচ্ছাদিত দু'টি লৌহ বর্ম বা জুব্বা। দানশীল ব্যক্তি দান করার ইচ্ছা করলে তা সম্প্রসারিত হয়ে অথবা লম্বা হয়ে তার আঙ্গুল পর্যন্ত ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। আর কৃপণ ব্যক্তি ব্যয় করতে ইচ্ছা করলে বর্মটি আরো সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং প্রতিটি কড়া নিজ নিজ স্থানে স্থির থাকে এবং তাকে তার কণ্ঠ অথবা ঘাড়ের সাথে আটকিয়ে দেয়।[১]

٢٥٥٠-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ اَيْدِيَهُمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تُعَفِّىَ اَثَرَهُ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِصَدَقَةٍ تَقَبَّضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ اِلٰى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ اِلٰى تَرَاقِيْهِ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَيَجْتَهِدُ اَنْ يُّوَسِّعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ .

২৫৫০। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তি এমন দুই ব্যক্তিতুল্য যাদের পরনে রয়েছে দু'টি লৌহ বর্ম। ফলে তাদের উভয়ের হাত তাদের কণ্ঠের সাথে লেগে রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি দান করতে চাইলে তা সম্প্রসারিত হয়ে যায় এবং তার পদচিহ্নকে মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি দান করতে চাইলে প্রতিটি কড়া নিজ নিজ স্থানে স্থির হয়ে যায় এবং হাতকে তার কণ্ঠের সাথে

---

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার মন বড়ো হয়ে যায়, সে সন্তুষ্টচিত্তে দান করে। কৃপণ ব্যক্তির মনে যদি কখনও দান করার ধারণা আসেও তখন তার মন সংকুচিত হয়ে যায়, দানের প্রবৃত্তি জন্মে না। হাত যেন ছোট হয়ে যায়, দানের স্পৃহা হয় না (অনুবাদক)।

মিলিয়ে দেয়। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ সে তা সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করে কিন্তু সম্প্রসারিত হয় না।

اَلْاِحْصَاءُ فِى الصَّدَقَةِ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ হিসাব করে দান-খয়রাত করা।

٢٥٥١- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا يَوْمًا فِى الْمَسْجِدِ جُلُوْسًا وَنَفَرٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَاَرْسَلْنَا رَجُلاً اِلٰى عَائِشَةَ لِيَسْتَاذِنَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرْتُ لَهُ بِشَىْءٍ ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تُرِيْدِيْنَ اَنْ لاَّ يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَىْءٌ وَلاَ يَخْرُجَ اِلاَّ بِعِلْمِكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ لاَ تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ .

২৫৫১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবু উমামা ইবনে সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, একদিন আমরা কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসারসহ মসজিদে বসা ছিলাম। আমরা আয়েশা (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে প্রবেশানুমতি লাভের জন্য পাঠালাম। অতঃপর আমরা তার নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, একদা আমার কাছে এক ভিক্ষুক এলো এবং তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাকে কিছু দিতে নির্দেশ দিলাম। অতঃপর তাকে ডেকে দেখলাম, সে কি দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি চাও যে, তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ব্যতীত কিছু প্রবেশ না করুক এবং কিছু বেরও না হোক? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কখনও এরূপ করো না। তুমি কখনও হিসাব করে খরচ করো না। অন্যথা মহামহিম আল্লাহ্ও তোমাকে হিসাব করে দিবেন।

٢٥٥٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا لاَ تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ .

২৫৫২। মুহাম্মাদ ইবনে আদাম (র)... আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে বলেছেন ঃ তুমি হিসাব করে খরচ (দান) করো না। অন্যথা মহামহিম আল্লাহ্ও তোমাকে হিসাব করে দিবেন।

٢٥٥٣- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ لَيْسَ لِىْ شَىْءٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ فِىْ اَنْ اَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَىَّ فَقَالَ ارْضَخِىْ مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوكِىْ فَيُوكِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ .

২৫৫৩। আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে তো (আমার স্বামী) যুবাইর (রা) আয়-উপার্জন করে আমার নিকট যা দেন তা ছাড়া কিছু নেই। অতএব আমার নিকট দেয়া তার উপার্জন থেকে আমি কি কিছু দান করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তুমি যথাসাধ্য দান করবে এবং হিসাব করবে না। অন্যথা আল্লাহ্ও তোমাকে হিসাব করে দিবেন।

اَلْقَلِيْلُ فِى الصَّدَقَةِ

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ সামান্য কিছু দান করা।

٢٥٥٤- اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُحِلِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

২৫৫৪। নাসর ইবনে আলী (র)... আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো (নিজেদের রক্ষা করো)।

٢٥٥٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ذَكَرَ شُعْبَةُ اَنَّهُ فَعَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

২৫৫৫। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের আগুনের আলোচনা করলেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ফিরিয়ে নিলেন এবং তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। শো'বা (র) উল্লেখ করেছেন, তিনি তিনবার এরূপ করলেন, অতঃপর বললেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, যদিও তা এক টুকরা খেজুর দ্বারাও হয়, তাও যদি না পাও তাহলে অন্তত উত্তম কথা দ্বারা।

بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الصَّدَقَةِ

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ দান-খয়রাত করতে উৎসাহিত করা।

٢٥٥٦- اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَذَكَرَ عَوْنُ ابْنُ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ فَجَاءَ قَوْمٌ عُرَاةٌ حُفَاةٌ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا رَاٰى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا . وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ . تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَانَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجِزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَّثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ٠

২৫৫৬। আযহার ইবনে জামীল (র)... জারীর (রা) বলেন, আমরা ঠিক দুপুরবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন গলায় তরবারি ঝুলিয়ে নগ্নদেহে ও নগ্নপদে একদল লোক আমাদের কাছে এলো। তাদের অধিকাংশ, বরং সবাই ছিল মুদার গোত্রীয়। তাদের অনাহারক্লিষ্ট অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিমর্ষ হয়ে গেলো। তিনি বাড়ির ভিতর গিয়ে আবার বের হয়ে এসে বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দিলেন। অতঃপর তিনি ইকামত দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন, অতঃপর ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো যাঁর নামে

তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করো এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন" (সূরা আন-নিসা ঃ ১)। "তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তা করে দেখুক, আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রীম পাঠিয়েছে" (সূরা আল-হাশর ঃ ১৮)।

"অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ দীনার, দিরহাম, কাপড়, এক সা' গম, এক সা' খেজুর দান করো" বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পর্যন্ত বললেন ঃ এক টুকরা খেজুর হলেও দান করো। তখন একজন আনসারী সাহাবী একটি থলে নিয়ে আসলেন যা তার হাত বহন করতে অপারগ হয়ে যাচ্ছিল, বরং অপারগ হয়েই গিয়েছিল। অন্যান্য লোকজনও তার অনুসরণ করলো। আমি সেখানে কাপড়-চোপড় ও খাদ্যদ্রব্যের দু'টি স্তূপ দেখতে পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও তাঁকে আনন্দিত দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা চালু করে সে তার সওয়াব তো পাবেই, উপরন্তু তদনুযায়ী আমলকারীর সমপরিমাণ সওয়াবও পাবে, অথচ আমলকারীদের সওয়াবের পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ প্রথার প্রচলন করবে—তার জন্য তার গুনাহ্ তো রয়েছেই, উপরন্তু খারাপ প্রথা অনুযায়ী আমলকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ্ও তার জন্য রয়েছে। অবশ্য তাদের গুনাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না।

٢٥٥٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَاِنَّهُ سَيَاْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُوْلُ الَّذِىْ يُعْطَاهَا لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ قَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلَا .

২৫৫৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... হারিছা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো। কেননা তোমাদের সামনে এমন এক সময় আসবে যখন কেউ তার দানের বস্তু নিয়ে তা দেয়ার জন্য ঘুরতে থাকবে এবং যাকে দিতে চাইবে সে বলবে, তুমি যদি গতকাল এগুলো নিয়ে আসতে তাহলে আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ তো আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই।

اَلشَّفَاعَةُ فِى الصَّدَقَةِ

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ দান করার জন্য সুপারিশ করা।

٢٥٥٨-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِشْفَعُوْا تُشَفَّعُوْا وَيَقْضِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ .

২৫৫৮। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমরা সুপারিশ করো, তোমাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। মহামহিম আল্লাহ্ তাঁর নবীর যবানে যা ইচ্ছা তা পূর্ণ করেন।

٢٥٥٩- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِى الشَّىْءَ فَاَمْنَعُهُ حَتّٰى تَشْفَعُوْا فِيْهِ فَتُؤْجَرُوْا وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا .

২৫৫৯। হারূন ইবনে সাঈদ (র)... মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কেউ আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে দেই না, যাতে তোমরা তার ব্যাপারে সুপারিশ করো এবং সওয়াব পাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন : তোমরা সুপারিশ করো, তাহলে তোমাদের সওয়াব দেয়া হবে।

اَلْاِخْتِيَالُ فِى الصَّدَقَةِ

৬৬-অনুচ্ছেদ : দান-খয়রাত করায় বীরত্ব প্রকাশ করা।

٢٥٦٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىُّ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِىْ يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِى الرِّيْبَةِ وَاَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِىْ يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِىْ غَيْرِ رِيْبَةٍ وَالْاِخْتِيَالُ الَّذِىْ يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالْاِخْتِيَالُ الَّذِىْ يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخُيَلاَءُ فِى الْبَاطِلِ .

২৫৬০। ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কিছু আত্মমর্যাদাবোধ আছে যা মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ পছন্দ করেন। আবার এমনও কিছু আত্মমর্যাদাবোধ আছে যা মহামহিমান্বিত আল্লাহ অপছন্দ করেন। অনুরূপ এমন কিছু অহংকার আছে যা মহামহিমান্বিত আল্লাহ পছন্দ করেন এবং এমনও কিছু অহংকার আছে যা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। মহামহিম আল্লাহ্র পছন্দনীয় আত্মমর্যাদাবোধ হলো, সন্দেহ ও বদনামের স্থানের আত্মসম্মানবোধ। আর মহামহিম আল্লাহ্র অপছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ হলো সন্দেহ ও বদনামের স্থান ব্যতীত অন্য স্থানের সম্মানবোধ। মহামহিম আল্লাহ্র পছন্দনীয় অংহকার হলো জিহাদের সময় এবং দান করার সময় অহংকার প্রদর্শন করা। আর মহামহিম আল্লাহ্র অপছন্দনীয় অহংকার হলো অন্যায় কাজে অহংকার প্রদর্শন।[১]

٢٥٦١- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا فِيْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَّلاَ مَخِيْلَةٍ .

২৫৬১। আহ্মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা অহংকার ও অপব্যয় পরিহার করে আহার করো, দান-খয়রাত করো এবং পরিধান করো।

بَابُ اَجْرِ الْخَازِنِ اِذَا تَصَدَّقَ بِاِذْنِ مَوْلاَهُ

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ মালিকের সম্মতি সাপেক্ষে দান করলে খাজাঞ্চীরও সওয়াব হয়।

٢٥٦٢- اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَقَالَ الْخَازِنُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ .

২৫৬২। আবদুল্লাহ ইব্নুল হায়ছাম (র)... আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক মুমিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকাতুল্য, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্ত করে। তিনি আরো বলেন ঃ যে বিশ্বস্ত খাজাঞ্চী তাকে প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক সন্তুষ্টচিত্তে দান করে সেও দু'জন দানকারীর একজন।

---

১. হাদীসটির মর্ম হলো, ইসলামী শরীয়াত বিরোধী কাজে ঘৃণাবোধ বা ক্রোধ প্রকাশ করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে শরীয়াত অনুমোদিত কার্যাবলীতে ঘৃণাবোধ করাকে আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। অনুরূপভাবে অহংকারের (প্রচণ্ড ভীতি প্রদর্শনের) সাথে জিহাদ করা এবং দান-খয়রাত করার সময় ধন-সম্পদকে তুচ্ছ মনে করে দান করা আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে অন্যায় কাজে অহংকার প্রকাশ করা আল্লাহ্র নিকট ঘৃণিত (আবু দাউদ, জিহাদ, বাব ১০৪, নং ২৬৫৯)।

بَابُ الْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গোপনে দান-খয়রাত করে।

٢٥٦٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْجَاهِرَ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ .

২৫৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সশব্দে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য এবং নিঃশব্দে কুরআন পাঠকারী গোপনে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য।

اَلْمَنَّانُ بِمَا اَعْطٰى

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করে খোঁটা (গঞ্জনা) দেয়।

٢٥٦٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْاَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوْثُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا اَعْطٰى .

২৫৬৪। আমর ইবনে আলী (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির প্রতি মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দায়ূছ (নিজ স্ত্রীর পাপাচারে যে স্বামী ঘৃণাবোধ করে না)। আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মাদকাসক্ত ব্যক্তি এবং দান-খয়রাত করে তার খোঁটা দানকারী।

٢٥٦٥-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُدْرِكِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ الْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ .

২৫৬৫। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তাকাবেন না, তাদের সাথে কথাও বলবেন না, তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎসংশ্লিষ্ট আয়াত পাঠ করলেন। আবু যার (র) বললেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ (এরা হলো) যারা পায়ের গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করে, যারা মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রয় করে এবং যারা দানকৃত বস্তুর খোঁটা দেয়।

٢٥٦٦- اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْاَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ الْمَنَّانُ بِمَا اَعْطٰى وَالْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ .

২৫৬৬। বিশ্‌র ইবনে খালিদ (র)... আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (তারা হলো) দানকৃত বস্তুর খোঁটাদানকারী, পায়ের গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রয়কারী।

بَابُ رَدِّ السَّائِلِ

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে বিদায় করা।

٢٥٦٧-اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَاَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ وَفِيْ حَدِيْثِ هَارُوْنَ مُحْرَقٍ .

২৫৬৭। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে বুজাইদ আল-আনসারী (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা ভিক্ষুককে কিছু দাও—তা রান্না করা পশুর খুরই হোক না কেন।[১]

بَابُ مَنْ يَّسْأَلُ وَلاَ يُعْطٰى

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যাঞ্চা করার পরও তাকে বঞ্চিত করা হলে।

٢٥٦٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَاْتِىْ رَجُلٌ مَوْلاَهُ يَسْاَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ اِيَّاهُ اِلاَّ دُعِىَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِىْ مَنَعَ .

২৫৬৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নিজ মনিবের কাছে এসে তার উদ্বৃত্ত বস্তু থেকে কিছু চায় অথচ তাকে বঞ্চিত করা হয়, কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিরাটকায় সাপ ডেকে আনা হবে যা তার না দেয়া উদ্বৃত্ত বস্তু জিহবা দ্বারা চাটতে থাকবে।

مَنْ سَاَلَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يُعْطٰى بِهٖ

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্র নামে যাঞ্চা করলো কিন্তু তাকে বঞ্চিত করা হলো।

٢٥٦٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَاَلَكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللّٰهِ فَاَجِيْرُوْهُ وَمَنْ اَتٰى اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَعْلَمُوْا اَنْ قَدْ كَافَاْتُمُوْهُ .

২৫৬৯। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে আশ্রয় চায় তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে

---

১. অর্থাৎ যাঞ্চাকারীকে সামান্য হলেও কিছু দাও, একেবারে বঞ্চিত করো না (অনুবাদক)।

আল্লাহ্‌র নামে যাঞ্চা করে তাকে কিছু দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তোমরা তাকে নিরাপত্তা দান করো। আর যে ব্যক্তি তোমাদের উপকার করে তোমরা তার প্রতিদান দাও। তোমরা যদি প্রতিদান দিতে না পারো তবে তার জন্য দোয়া করো যে পর্যন্ত না তোমরা মনে করো, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।

مَنْ سَاَلَ بِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছু চায়।

٢٥٧٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا اَتَيْتُكَ حَتّٰى حَلَّفْتُ اَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِاَصَابِعِ يَدَيْهِ اَلاَّ اٰتِيَكَ وَلاَ اٰتِىَ دِيْنَكَ وَاِنِّىْ كُنْتُ امْرَءًا لاَ اَعْقِلُ شَيْئًا اِلاَّ مَا عَلَّمَنِى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ اِلَيْنَا قَالَ بِالْاِسْلاَمِ قَالَ قُلْتُ وَمَا اٰيَاتُ الْاِسْلاَمِ قَالَ اَنْ تَقُوْلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ كُلُّ مُسْلِمٍ عَلٰى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ اَخَوَانِ نَصِيْرَانِ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا اَسْلَمَ عَمَلاً اَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ .

২৫৭০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... বাহ্য্ ইবনে হাকীম (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আসার পূর্বে দুই হাতের আঙ্গুলসমূহের চেয়েও অধিক সংখ্যক বার শপথ করেছিলাম যে, আমি আপনার কাছে আসবো না এবং আপনার দীনও গ্রহণ করবো না। আমি ছিলাম কাণ্ডজ্ঞানহীন। এখনও আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শিখানো জ্ঞান ছাড়া কিছুই জানি না। আমি মহামহিম আল্লাহ্‌র নামে আপনার কাছে জানতে চাই, আপনার রব কোন জিনিসসহ আপনাকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ ইসলামসহ পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, ইসলামের পরিচয় কি? তিনি বলেন ঃ তুমি বলবে, আমি নিজ মুখমণ্ডল মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দিলাম এবং খালি হয়ে গেলাম (পৌত্তলিকতা ত্যাগ করলাম) এবং তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য সম্মানের পাত্র, তারা পরস্পর ভাই এবং একে অন্যের সাহায্যকারী। মহিমময় আল্লাহ মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের পরও তাদের কোন আমল কবুল করবেন না যাবত না তারা মুশরিকদেরকে ত্যাগ করে মুসলমানদের কাছে চলে আসে।

مَنْ يُسْأَلُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يُعْطِىْ بِهِ

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ কারো কাছে মহিমময় আল্লাহ্‌র নামে যাঞ্চা করার পরও সে তাকে বঞ্চিত করলো।

২৫৭১- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِىِّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ اٰخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْ يُقْتَلَ وَاُخْبِرُكُمْ بِالَّذِىْ يَلِيْهِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِىْ شِعْبٍ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُوْرَ النَّاسِ وَاُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يُسْأَلُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يُعْطِىْ بِهِ .

২৫৭১। মুহাম্মদ ইবনে রাফে' (র)... ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে মানুষের মধ্যে মর্যাদায় সর্বোত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমরা বললাম, নিশ্চয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি মহিমময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে বের হয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে বা শহীদ হয়। মর্যাদায় তার কাছাকাছি পর্যায়ের লোক সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করবো কি? আমরা বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্জনে কোন গুহায় আশ্রয় নিয়ে নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং দুষ্কৃতিকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আমি কি তোমাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট লোক সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমরা বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ যার কাছে মহিমময় আল্লাহ্‌র নামে যাঞ্চা করা হলে সে কিছু দেয় না।

ثَوَابُ مَنْ يُعْطِىْ

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ দানকারীর সওয়াব।

২৫৭২- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ اِلٰى اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَمَّا

الَّذِيْ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجُلٌ اَتٰى قَوْمًا فَسَاَلَهُمْ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَسْاَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ بِاَعْقَابِهِمْ فَاَعْطَاهُ سِرًّا لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ اِلاَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِيْ اَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوْا فَوَضَعُوْا رُءُوْسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِىْ وَيَتْلُوْ اٰيَاتِىْ وَرَجُلٌ كَانَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوْا فَاَقْبَلَ بِصَدْرِهِ فَلَقُوْا حَتّٰى يُقْتَلَ اَوْ يَفْتَحَ اللّٰهُ لَهُ وَالثَّلاَثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْخُ الزَّانِىْ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِىُّ الظَّلُوْمُ .

২৫৭২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ মহামহিম আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে মহব্বত করেন এবং তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। মহিমময় আল্লাহ যাদেরকে মহব্বত করেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এসে মহিমময় আল্লাহ্‌র নামে কিছু সাহায্য চাইল। সে তার এবং তাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে সাহায্য চায়নি। তারা তাকে বঞ্চিত করলো। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তার পিছে পিছে গিয়ে তাকে এতো গোপনে দান করলো যে, সে সম্পর্কে মহিমময় আল্লাহ এবং দানগ্রহীতা ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। আর একদল লোক রাতে সফর করছিল। যখন ঘুম তাদের কাছে সমুদয় বস্তু থেকে প্রিয় হলো তখন তারা যাত্রাবিরতি করলো এবং ঘুমিয়ে গেলো। এক ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে উঠে আমার নিকট অনুনয়-বিনয় করে প্রার্থনা করলো এবং আমার কুরআন তিলাওয়াত করলো। আর এক ব্যক্তি জিহাদে কোন বাহিনীর সাথে ছিল। তারা শত্রুর মুখামুখী হয়ে পরাজয়বরণ করলো। কিন্তু সে সামনে অগ্রসর হয়ে বুক পেতে দিয়ে শহীদ হলো অথবা আল্লাহ তাকে বিজয় দান করলেন। আর যে তিন ব্যক্তিকে মহিমময় আল্লাহ ঘৃণা করেন তারা হলো—বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী দরিদ্র এবং অত্যাচারী ধনী।

تَفْسِيْرُ الْمِسْكِيْنِ

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ মিসকীনের ব্যাখ্যা।

٢٥٧٣- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ اِنَّ الْمِسْكِيْنَ الْمُتَعَفِّفُ اِقْرَاُوْا اِنْ شِئْتُمْ لاَ يَسْاَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا .

২৫৭৩। আলী ইবনে হুজর (র)... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এক-দু'টি খেজুর এবং এক-দুই গ্রাস খাদ্যের জন্য যারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে তারা মিসকীন নয়, বরং মিসকীন হলো—যে ব্যক্তি নিজকে যাঞ্চা (ভিক্ষা) থেকে বিরত রাখে। তোমাদের ইচ্ছা হলে তিলাওয়াত করো ঃ "তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাঞ্চা করে না" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৩)।

٢٥٧٤- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهٰذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ قَالَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ .

২৫৭৪। কুতায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মানুষের দ্বারে দ্বারে এক-দুই গ্রাস-খাদ্য বা এক-দুইটা খেজুরের জন্য ঘুরাফেরাকারী মিসকীন নয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে মিসকীন কে? তিনি বলেন ঃ যার স্বাবলম্বী হওয়ার মত সম্পদ নাই, তাকে দেখে অভাবীও মনে হয় না যে, তাকে দান করা যায় এবং সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজনের কাছে যাঞ্চাও করতে পারে না।

٢٥٧٥- أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى وَلاَ يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ .

২৫৭৫। নাসর ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যাকে এক গ্রাস-দুই গ্রাস খাদ্য দেয়া হয় বা এক-দুইটি খেজুর দেয়া হয় সে মিসকীন নয়। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহালে মিসকীন কে? তিনি বলেন ঃ যার স্বাবলম্বী হওয়ার মত সহায়-সম্বলও নেই এবং লোকেরাও তার অভাব সম্পর্কে জ্ঞাত নয় যে, তাকে দান-খয়রাত করবে।

٢٥٧٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ .

২৫৭৬। কুতায়বা (র)... আবদুর রহমান ইবনে বুজায়েদ (র) থেকে তার দাদী উম্মে বুজায়েদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়আত হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, কখনো মিসকীন এসে আমার দরজায় দাঁড়ায়, কিন্তু আমার কাছে তাকে দেয়ার মত তখন কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি যদি তাকে দেয়ার মত একটি ঝলসানো খুর ব্যতীত আর কিছু না পাও তবে সেটাই তাকে দাও।

اَلْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ অহংকারী দরিদ্র।

٢٥٧٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّانِىْ وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ وَالاِمَامُ الْكَذَّابُ .

২৫৭৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে মহিমময় আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না—বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী দরিদ্র এবং মিথ্যাবাদী নেতা।

٢٥٧٨- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِىْ وَالْاِمَامُ الْجَائِرُ .

২৫৭৮। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ চার ব্যক্তিকে মহিমময় আল্লাহ্ ঘৃণা করেন—কথায় কথায় শপথকারী বিক্রেতা, অহংকারী দরিদ্র, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং অত্যাচারী শাসক।

فَضْلُ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিধবার জন্য উপার্জনকারীর ফযীলাত।

٢٥٧٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِىِّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৫৭৯। আমর ইবনে মানসূর (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিধবা ও মিসকীনদের জন্য আয়-রোজগারকারী আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।

اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ কারো মনস্তুষ্টির জন্য দান করা।

٢٥٨٠- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَعَثَ عَلِىٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ بِتُرْبَتِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِىِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِىِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِىْ كِلاَبٍ وَزَيْدِ الطَّائِىِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِىْ نَبْهَانَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ فَقَالُوْا تُعْطِىْ صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا قَالَ اِنَّمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ لِاَتَاَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِىءُ الْجَبِيْنِ مَحْلُوْقُ الرَّاْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ عَصَيْتُهُ اَيَاْمَنُنِىْ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلاَ تَاْمَنُوْنِىْ ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَاْذَنَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فِىْ قَتْلِهِ يَرَوْنَ اَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ ضِئْضِىءِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلاَمِ وَيَدْعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ .

২৫৮০। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়ামানে অবস্থানকালে মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলো চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করলেন ঃ আকরা' ইবনে হাবিস আল-হানযালী, উয়াইনা ইবনে বদর আল-ফাযারী, আলকামা ইবনে উলাছা আল-আমিরী পরবর্তীতে কিলাবী এবং যায়েদ আত-তায়ী (রা), পরবর্তীতে নাবহানী । তাতে কুরাইশরা বা তাদের নেতৃবৃন্দ অসন্তুষ্ট হলেন। তারা বলেন, আপনি নাজদের নেতৃবৃন্দকে দান করলেন, আর আমাদেরকে বাদ দিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য তা করেছি। তখন ঘন শ্মশ্রু, উন্নত চোয়াল, কোটরাগত চক্ষু, উচুঁ ললাট এবং কেশমুণ্ডিত মাথাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে

বললো, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। তিনি বলেন ঃ যদি আমিই মহিমময় আল্লাহ্‌র অবাধ্য হই তাহলে আর কে তাঁর অনুগত হবে? তিনি আমাকে পৃথিবীতে বিশ্বস্ত করে পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমাকে বিশ্বস্ত মনে করছো না? অতঃপর লোকটি চলে গেলো এবং উপস্থিত লোকদের একজন তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। লোকের ধারণা যে, অনুমতি প্রার্থনাকারী ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এই ব্যক্তির ঔরসে এমন কিছু লোক জন্মগ্রহণ করতে পারে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং প্রতিমা পূজারীদেরকে ছেড়ে দিবে। তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে দূরে চলে যায়। আমি যদি তাদেরকে পেতাম তাহলে অবশ্যই আদ জাতিকে হত্যা করার ন্যায় হত্যা করতাম।

اَلصَّدَقَةُ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ দেনার জামিনদারকে দান-খয়রাত করা।

٢٥٨١- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ كِنَانَةُ ابْنُ نُعَيْمٍ ح وَاَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ هَارُوْنَ عَنْ كِنَايَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلْتُهُ فِيْهَا فَقَالَ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لاَ تَحِلُّ اِلاَّ لِثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً بَيْنَ قَوْمٍ فَسَاَلَ فِيْهَا حَتَّى يُؤَدِّيْهَا ثُمَّ يُمْسِكَ .

২৫৮১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব (র)... কাবীসা ইবনে মুখারিক (রা) বলেন, আমি একজনের দেনার যামিন হলাম। আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে এব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তিনি বলেন ঃ তিন ব্যক্তি ব্যতীত যাঞ্চা করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দেনার জামিন হলো এবং অপরের কাছে যাঞ্চা করে তা পরিশোধ করলো। এরপর সে (যাঞ্চা করা থেকে) বিরত থাকবে।

٢٥٨٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْاَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتَّى تَاْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَاْمُرَ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا قَبِيْصَةُ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ اِلاَّ لِاَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْ سِدَادًا مِّنْ

عَيْشٍ وَرَجُلٍ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَشْهَدَ ثَلاَثَةٌ مِّنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ اَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ فَمَا سِوٰى هٰذَا مِنَ الْمَسْاَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَاْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

২৫৮২। মুহাম্মাদ ইবনুন নাদর (র)... কাবীসা ইবনে মুখারিক (রা) বলেন, আমি একজনের দেনার যামিন হয়েছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তিনি বলেন ঃ হে কাবীসা! তুমি আমার কাছে সদাকার (যাকাতের) মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে তা থেকে দেয়ার নির্দেশ দিবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে কাবীসা! সদাকা তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয়। যে ব্যক্তি কারো পাওনা পরিশোধ করে দেয়ার যামিন হয়, তার জন্য সদাকা (সাহায্য) চাওয়া বৈধ। যাতে সে নিজের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে। যার উপর কোন আকস্মিক বিপদ পতিত হয় এবং তার ধন-সম্পতি ধ্বংস হয়ে যায় তার জন্যও সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে তার বিপদ দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকবে। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে অভাবগ্রস্ত, তার জন্যও সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে সে নিজের অবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে। হে কাবীসা! এ তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত আর কারো জন্য যাঞ্চা করা বৈধ নয়। অন্য কেউ যদি যাঞ্চা করে খায় তাহলে সে হারাম খায়।

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتِيْمِ

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমকে দান-খয়রাত করা।

٢٥٨٣- اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِىْ مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ وَذَكَرَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَقَالَ رَجُلٌ اَوَ يَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَا شَاْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يُكَلِّمُكَ فَقَالَ وَرَاَيْنَا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَاَفَاقَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ

وَقَالَ أُشَاهِدُ السَّائِلَ اِنَّهُ يَعْنِىْ لاَ يَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَاِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اُكِلَةُ الْخَضِرِ فَاِنَّهَا اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَلأَتْ (امْتَدَّتْ) خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ ثُمَّ بَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ اِنْ اَعْطٰى مِنْهُ الْيَتِيْمَ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَاِنَّ الَّذِىْ يَاْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৫৮৩। যিয়াদ ইবনে আইউব (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসে গেলাম। তিনি বলেন ঃ আমার পরে তোমাদের জন্য পার্থিব সম্পদ ও তার সৌন্দর্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, এজন্য আমি তোমাদের ব্যাপারে শংকিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কল্যাণ কি অকল্যাণ ডেকে আনবে? তার কথায় রাসূলুল্লাহ (স) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, কি ব্যাপার! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বললে আর তিনি তোমার সাথে কথা বললেন না? রাবী বলেন, আমরা দেখলাম যে, তখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ওহী নাযিল শেষ হলে তিনি ঘাম মুছতে মুছতে বলেন ঃ প্রশ্নকারী কি উপস্থিত আছে? নিশ্চয় কল্যাণ অকল্যাণ ডেকে আনে না। তবে দেখ, বসন্ত ঋতুতে যে ঘাস জন্মায় তা মেরে ফেলে অথবা মরার পর্যায়ে নিয়ে যায় (অথচ ঘাস একটি উত্তম পশুখাদ্য, কিন্তু কোন চতুষ্পদ জন্তু যখন তা অপরিমিত ভক্ষণ করে তখন বদহজমীর দরুন মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয় বা মরেই যায়)। কিন্তু তাজা সবুজ তৃণভোজী জন্তু তা ভক্ষণ করে, যখন তার পেট ভরে যায় তখন সূর্যের আলোতে বসে পড়ে, অতঃপর পায়খানা-পেশাব করে এবং চরে বেড়ায়। অনুরূপভাবে এ সমস্ত মাল মুসলমানদের জন্য কত উত্তম, উৎকৃষ্ট ও উপকারী সাথী—যদি তা থেকে ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরকে দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে সে যেন আহার করলো কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারলো না। আর এ ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْاَقَارِبِ

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়-স্বজনকে দান করা।

٢٥٨٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ الرَّائِحِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلٰى ذِى الرَّحِمِ اِثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .

২৫৮৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... সালমান ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ মিসকীনকে দান করলে শুধু দানের সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে দু'টি সওয়াব রয়েছে, দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব।

٢٥٨٥- اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ خَفِيْفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ اَيَسَعُنِىْ اَنْ اَضَعَ صَدَقَتِىْ فِيْكَ وَفِىْ بَنِىْ اَخٍ لِىْ يَتَامٰى فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَلِىْ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاِذَا عَلٰى بَابِهِ امْرَاَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْاَلُ عَمَّا اَسْاَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ اِلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ انْطَلِقْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلْهُ عَنْ ذٰلِكَ وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلَقَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ زَيْنَبُ امْرَاَةُ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَيْنَبُ الْاَنْصَارِيَّةُ قَالَ نَعَمْ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ .

২৫৮৫। বিশর ইবনে খালিদ (র)... আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী যয়নব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের উদ্দেশে বলেছেন ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো, তা তোমাদের অলংকারই হোক না কেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) দরিদ্র ছিলেন। স্ত্রী তাকে বললেন, এটা কি হতে পারে যে, আমার সদাকা (যাকাত) আপনাকে এবং আমার ইয়াতীম ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে দান করি? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তুমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করো। রাবী বলেন, অতএব আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে দেখলাম, তার দরজার সামনে যয়নব নাম্নী একজন আনসারী মহিলা দণ্ডায়মান। আমি যে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছি তিনিও একই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছেন। আমাদের কাছে বিলাল (রা) বের হয়ে এলে আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। আর আমরা কারা তা তাঁকে বলবেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা কারা? তিনি বললেন, যয়নব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন দুই যয়নব? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী যয়নব এবং আনসারী যয়নব। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব এবং দান করার সওয়াব।

اَلْمَسْاَلَةُ

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষাবৃত্তি।

٢٥٨٦- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَزْهَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّحْتَزِمَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّسْاَلَ رَجُلاً فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ .

২৫৮৬। আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো এক বোঝা কাঠ নিজ পিঠে বহন করে এনে বিক্রয় করা কোন লোকের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। সে তাকে ভিক্ষা দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

٢٥٨٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْاَلُ حَتّٰى يَاْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِّنْ لَحْمٍ .

২৫৮৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উত্থিত করা হবে যে, তার মুখমণ্ডলে গোশতের একটি টুকরাও থাকবে না।

٢٥٨٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ صَفْوَانَ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسْاَلَهُ فَاَعْطَاهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى اُسْكُفَّةِ الْبَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْمَسْئَلَةِ مَا مَشٰى اَحَدٌ اِلٰى اَحَدٍ يَسْاَلُهُ شَيْئًا .

২৫৮৮। মুহাম্মাদ ইবনে উছমান ইবনে আবু সাফওয়ান আস-ছাকাফী (র)... আয়েয ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে ভিক্ষা দিলেন। যখন সে দরজার চৌকাঠে পা রেখে প্রস্থান করছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ

যদি তোমরা ভিক্ষার অপকারিতা সম্পর্কে জানতে পারতে তাহলে তোমাদের কেউ কারো কাছে কখনো কোন কিছু চাওয়ার জন্য যেতো না।

سُؤَالُ الصَّالِحِيْنَ

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের কাছে যাঞ্চা করা।

٢٥٨٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ مَخْشِيٍّ عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ اَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْاَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَاِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَ بُدَّ فَاسْاَلِ الصَّالِحِيْنَ .

২৫৮৯। কুতায়বা (র)... ইবনুল ফিরাসী (রা) থেকে বর্ণিত। আল-ফিরাসী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি ভিক্ষা চাইবো? তিনি বলেন ঃ না, যদি তোমাকে চাইতেই হয় তবে সৎকর্মপরায়ণ লোকদের কাছে চাও।

اَلْاِسْتِعْفَافُ عَنِ الْمَسْاَلَةِ

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করা।

٢٥٩٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَّصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَّاَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ .

২৫৯০। কুতায়বা (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের কতক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে দান করলেন। তারা আবার চাইলে তিনি আবারও তাদেরকে দিলেন। এভাবে দিতে দিতে তাঁর কাছে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেলে তিনি বলেন ঃ আমার কাছে কোন মাল থাকলে তা তোমাদেরকে না দিয়ে আমি সঞ্চয় করে রাখতাম না। যে ব্যক্তি যাঞ্চা করা পরিহার করতে চায় মহামহিম আল্লাহ তাকে তা থেকে দূরেই রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দেন। কাউকে ধৈর্য থেকে উত্তম কোন জিনিস দান করা হয়নি।

٢٥٩١- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْنٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَنْ

يَّأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّأْتِىَ رَجُلاً اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْاَلُهُ اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهُ .

২৫৯১। আলী ইবনে শুআইব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কারো কাঠ কেটে নিজ রশি দ্বারা তা বেঁধে পিঠে বহন করে আনা, আল্লাহ্‌র দেয়া ধন-সম্পদের অধিকারী কোন ব্যক্তির কাছে এসে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম, সে ভিক্ষা দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

فَضْلُ مَنْ لاَّ يَسْاَلُ النَّاسَ شَيْئًا

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কারো কাছে কিছু চায় না তার ফযীলাত।

٢٥٩٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةُ قَالَ يَحْىٰ هٰهُنَا كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا اَنْ لاَّ يَسْاَلَ النَّاسَ شَيْئًا .

২৫৯২। আমর ইবনে আলী (র)... সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে একটি কথার প্রতিশ্রুতি দিবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। অর্থাৎ সে মানুষের কাছে কিছু চাইবে না।

٢٥٩٣- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ هَارُوْنَ ابْنِ رِئَابٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَصْلُحُ الْمَسْاَلَةُ الاَّ لِثَلاَثَةٍ رَجُلٍ اَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ فَيَسْاَلُ حَتّٰى يُصِيْبَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْاَلُ حَتّٰى يُؤَدِّىَ اِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْاَلَةِ وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِّنْ قَوْمِهِ ذَوِى الْحِجَا بِاللّٰهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْاَلَةُ لِفُلاَنٍ فَيَسْاَلُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ مَعِيْشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْاَلَةِ فَمَا سِوٰى ذٰلِكَ سُحْتٌ .

২৫৯৩। হিশাম ইবনে আম্মার (র)... কাবীসা ইবনে মুখারিক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো যাঞ্চা করা বৈধ নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যার সহায়-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত সে

যাঞ্চা করতে পারবে, অতঃপর বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি কারো পাওনার যামিন হয়েছে, সে সাহায্য চেয়ে সেই পাওনা পরিশোধ করার পর যাঞ্চা করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে ব্যক্তি সম্পর্কে তার সমাজের তিনজন জ্ঞানী লোক আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, অমুকের জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ, সেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত যাঞ্চা করতে পারে, অতঃপর বিরত থাকবে। এরা ছাড়া অন্য কারো যাঞ্চা করা হারাম।

حَدُّ الْغِنٰى

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ সচ্ছলতার পর্যায় বা স্তর।

٢٥٩٤- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَالَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ خُمُوْشًا اَوْ كُدُوْحًا فِىْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا ذَا يُغْنِيْهِ اَوْ مَاذَا اَغْنَاهُ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ . قَالَ يَحْىٰ قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ .

২৫৯৪। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায়, অথচ তার কাছে তার প্রয়োজন পূরণের সম-পরিমাণ মাল আছে, কিয়ামতের দিন সে মুখে ক্ষতযুক্ত অবস্থায় উত্থিত হবে। প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কতটুকু মাল থাকলে সচ্ছল বলা যায়? তিনি বলেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম বা তার সমপরিমাণ স্বর্ণ।

بَابُ الْاِلْحَافِ فِى الْمَسْاَلَةِ

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ নাছোড়বান্দার মত যাঞ্চা করা।

٢٥٩٥- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُلْحِفُوْا فِى الْمَسْاَلَةِ وَلاَ يَسْاَلُنِىْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا وَاَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتُهُ .

২৫৯৫। আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ (র)... মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা সাহায্য চাইতে গিয়ে নাছোড়বান্দার মত পীড়াপীড়ি করো না। তোমাদের কেউ যেন আমার কাছে এমন জিনিস না চায় যা আমি অপছন্দ করি, তাহলে আমি তাকে যা দিবো তাতে বরকত হবে না।

مَنِ الْمُلْحِفُ

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ নাছোড়বান্দা কে।

٢٥٩٦- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ وَلَهُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا فَهُوَ الْمُلْحِفُ .

২৫৯৬। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার চল্লিশটি দিরহাম রয়েছে সেই নাছোড়বান্দা (পীড়াপীড়িকারী)।

٢٥٩٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَرَّحَتْنِىْ اُمِّىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ فَاسْتَقْبَلَنِىْ وَقَالَ مَنِ اسْتَغْنٰى اَغْنَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَعَفَّ اَعَفَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَكْفٰى كَفَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سَاَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ اُوْقِيَّةٍ فَقَدْ اَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِى الْيَاقُوْتَةُ خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَّةٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْاَلْهُ .

২৫৯৭। কুতায়বা (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে পৌঁছে বসে গেলাম। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ যে ব্যক্তি স্বনির্ভরতা প্রার্থনা করে মহামহিম আল্লাহ তাকে স্বনির্ভরতা দান করেন। যে ব্যক্তি কারো কাছে কিছু চাওয়া থেকে বাঁচতে চায়, মহামহিম আল্লাহ তাকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট থাকতে চায় মহামহিম আল্লাহ তাকে অল্পে তুষ্ট রাখেন। কোন ব্যক্তি যাঞ্চা করলো অথচ তার কাছে চল্লিশটি দিরহাম আছে, সে নাছোড়বান্দা। আমি মনে মনে বললাম, আমার ইয়াকূতা নামক উষ্ট্রীর মূল্য তো চল্লিশ দিরহাম-এর অধিক। তাই আমি ফিরে আসলাম এবং তাঁর কাছে কিছু চাইলাম না।

اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَاهِمَ وَكَانَ لَهُ عِدْلُهَا

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ যার কাছে নগদ অর্থ নাই কিন্তু তার সমমূল্যের মাল আছে।

٢٥٩٨- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ قَالَ

نَزَلْتُ اَنَا وَاَهْلِيْ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَتْ لِيْ اَهْلِيْ اِذْهَبْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَاْكُلُهُ فَذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْاَلُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ اَجِدُ مَا اُعْطِيْكَ فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لَعَمْرِيْ اِنَّكَ لَتُعْطِيْ مَنْ شِئْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ اَنْ لاَّ اَجِدَ مَا اُعْطِيْهِ مَنْ سَاَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ اُوْقِيَّةٌ اَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَاَلَ اِلْحَافًا قَالَ الْاَسَدِيُّ فَقُلْتُ لَلَقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَّةٍ وَالْاُوْقِيَّةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْاَلْهُ فَقَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ شَعِيْرٌ وَّزَبِيْبٌ فَقَسَّمَ لَنَا مِنْهُ حَتّٰى اَغْنَانَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

২৫৯৮। আল-হারিছ ইবনে মিসকীন (র)... আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার স্ত্রী বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলাম। আমার স্ত্রী আমাকে বললো, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যান এবং আমাদের আহারের জন্য তাঁর নিকট থেকে কিছু চেয়ে নিয়ে আসুন। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর সামনে এমন এক লোক উপস্থিত পেলাম যে তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চাচ্ছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন ঃ আমার কাছে তোমাকে দেয়ার মত কিছুই পাচ্ছি না। লোকটি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে যাচ্ছিল আর বলছিল, আমার বয়সের কসম! আপনি অবশ্য যাকে ইচ্ছা তাকে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমার কাছে তাকে দেয়ার মত কিছুই না থাকার কারণে সে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি যাঞ্চা করে অথচ তার কাছে চল্লিশটি দিরহাম বা তার সম-মূল্যের কোন বস্তু থাকে, তবে সে নাছোড়বান্দারূপে চাইলো। আসাদ গোত্রীয় ব্যক্তি মনে মনে বললো, আমার উষ্ট্রীর মূল্য চল্লিশ দিরহামেরও বেশী হবে। এক উকিয়া হলো চল্লিশ দিরহাম। তাই আমি ফিরে আসলাম এবং তাঁর নিকট সাহায্য চাইলাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু যব ও শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ) আসলে তিনি তা থেকে আমাদের মধ্যে বন্টন করলেন। এভাবে মহামহিম আল্লাহ আমাদেরকে পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

٢٥٩٩- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ .

২৫৯৯। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত বা দান-খয়রাত গ্রহণ করা হালাল নয় এবং দৈহিকভাবে সক্ষম ও সবল ব্যক্তির জন্যও নয়।

مَسْأَلَةُ الْقَوِىِّ الْمُكْتَسِبِ

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ উপার্জনে সক্ষম ও সবল ব্যক্তির যাঞ্চা করা।

٢٦٠٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَدِىِّ بْنِ الْخِيَارِ اَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ اَنَّهُمَا اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلاَنِه مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيْهِمَا الْبَصَرَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَصَرَهُ فَرَاٰهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ شِئْتُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِىٍّ وَّلاَ لِقَوِىٍّ مُكْتَسِبٍ .

২৬০০। আমর ইবনে আলী (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ার (র) বর্ণনা করেন, দুই ব্যক্তি তাকে বলেছেন, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর কাছে যাকাত থেকে কিছু চাইলো। তিনি তাদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন যে, তারা উভয়ে স্বাস্থ্যবান সক্ষম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যদি তোমরা চাও তবে তোমাদেরকে দিবো। কিন্তু সচ্ছল ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য এতে কোন অংশ নেই।

مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ ذَا سُلْطَانٍ

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট কোন ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা।

٢٦٠١- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوْحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ اِلاَّ اَنْ يَّسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ اَوْ شَيْئًا لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا .

২৬০১। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ভিক্ষা চাওয়া এমন একটি ক্ষত যার দ্বারা মানুষ তার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। অতএব যার ইচ্ছা সে তার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করুক, আর যার ইচ্ছা সে তা ত্যাগ করুক। তবে কোন মানুষ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাইতে পারে অথবা এমন কোন জিনিস সাহায্য চাইতে পারে যা তার একান্ত প্রয়োজন।

مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَمْرٍ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের জন্য প্রার্থনা করা।

٢٦٠٢- أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ اِلاَّ اَنْ يَّسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا اَوْ فِيْ اَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ .

২৬০২। মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ভিক্ষা চাওয়া এমন একটি ক্ষত যার দ্বারা মানুষ তার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। অতএব যার ইচ্ছা সে তার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করুক, আর যার ইচ্ছা সে তা ত্যাগ করুক। তবে কোন মানুষ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাইতে পারে অথবা এমন কোন জিনিস সাহায্য চাইতে পারে যা তার একান্ত প্রয়োজন।

٢٦٠٣- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى .

২৬০৩। আবদুল জাব্বার ইবনুল আ'লা (র)... হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। আবার তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আবারও আমাকে সাহায্য করলেন। আবার আমি তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে পুনরায় সাহায্য করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ মনমুগ্ধকর ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি এগুলো সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি লোভাতুর অন্তরে তা গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।

٢٦٠٤- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَئَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى .

২৬০৪। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। আবার তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আবারও আমাকে সাহায্য করলেন। আবার আমি তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে পুনরায় সাহায্য করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ মনমুগ্ধকর ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি এগুলো সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি লোভাতুর অন্তরে তা গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।

٢٦٠٥- اَخْبَرَنِى الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا بِشَىْءٍ .

২৬০৫। আর-রবী' ইবনে সুলায়মান (র)... উরওয়া ইবনুয যুবাইর ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। আমি তাঁর কাছে আবার সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে আবারও সাহায্য করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ হলো সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি এগুলো সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি এগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে এমন ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার শপথ

যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। আপনার কাছে চাওয়ার পর আমি আজীবন আর কারো কাছে কিছু চাইবো না।

مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالاً مِّنْ غَيْرِ مَسْاَلَةٍ

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ না চাইতেই মহামহিম আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেন।

٢٦٠٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا فَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَ لِيْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَجْرِيْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ خُذْ مَا اَعْطَيْتُكَ فَاِنِّيْ قَدْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِّنْ غَيْرِ اَنْ تَسْاَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ .

২৬০৬। কুতায়বা (র)... ইবনুস-সাইদী আল-মালিকী (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করলেন। আমি যাকাত আদায় করে সেগুলো উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দিলাম। তিনি আমাকে কাজের বিনিময় দিতে আদেশ দিলেন। আমি তাকে বললাম, আমি এ কাজ মহিমাময় আল্লাহ্র ওয়াস্তে করেছি এবং এর প্রতিদান আমি মহিমাময় আল্লাহ্র কাছে আশা করি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে যা দিচ্ছি তা তুমি গ্রহণ করো। আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে যাকাত উসূল করেছি এবং তাঁকে তোমার মতই বলেছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন ঃ না চাইতেই আমি তোমাকে কিছু দিলে তুমি তা গ্রহণ করো এবং (তা থেকে) আহার করো ও দান-খয়রাত করো।

٢٦٠٧- اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّعْدِيِّ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَعْمَلُ عَلٰى عَمَلٍ مِّنْ اَعْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُعْطٰى عَلَيْهِ عُمَالَةً فَلاَ تَقْبَلُهَا قَالَ اَجَلْ اِنَّ لِيْ اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ يَّكُوْنَ عَمَلِيْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ اَرَدْتُّ الَّذِيْ اَرَدْتَّ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِي الْمَالَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّيْ وَاِنَّهُ اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ

اَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنِّىْ فَقَالَ مَا اَتَاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْاَلَةٍ وَّلاَ اِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ اَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

২৬০৭। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আবু উবায়দুল্লাহ আল-মাখযূমী (র)... আবদুল্লাহ ইবনুস সা'দী (র) সিরিয়া থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে আসলেন। তিনি তাকে বললেন, আমি শুনেছি যে, তুমি মুসলমানদের (সরকারী) কোন কাজে নিযুক্ত ছিলে। তোমাকে তার পারিশ্রমিক দেয়া হলে তা তুমি নাকি গ্রহণ করোনি? তিনি বলেন, হাঁ। আমার পর্যাপ্ত সংখ্যক ঘোড়া ও দাস-দাসী আছে এবং আমি সচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমার ইচ্ছা, আমার কাজ মুসলমানদের জন্য সদাকাস্বরূপ হোক। উমার (রা) বলেন, তুমি যা মনস্থ করেছো, আমিও তদ্রূপ মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে বিনিময় দিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, যে ব্যক্তি আমার চেয়েও বেশী অভাবী আপনি এই মাল তাকে দিন। তিনি একবার আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, যে লোক আমার চেয়েও বেশী অভাবী এই মাল আপনি তাকে দিন। তিনি বলেন ঃ তোমার প্রার্থনা ও লালসা ব্যতীত যে মাল মহামহিম আল্লাহ তোমাকে দেন তা গ্রহণ করো এবং তা তোমার কাছে রেখে দাও (সঞ্চয় করো) অথবা দান-খয়রাত করো। আর যা তোমাকে দেয়া হয় না তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না।

٢٦٠٨- اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ السَّعْدِىِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِىْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَلِىْ مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ رَدَدْتَهَا فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ عُمَرُ فَمَا تُرِيْدُ اِلٰى ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِىْ اَفْرَاسٌ وَاَعْبُدٌ وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ يَكُوْنَ عَمَلِىْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّىْ كُنْتُ اَرَدْتُّ مِثْلَ الَّذِىْ اَرَدْتَّ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ اَوْ تَصَدَّقْ بِهِ مَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَّلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

২৬০৮। কাছীর ইবনে উবায়েদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনুস সা'দী (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খেলাফতকালে তার কাছে এলেন। উমার (রা) তাকে বললেন, আমাকে কি বলা হয়নি যে, তুমি জনগণের (সরকারী) কাজে নিয়োজিত রয়েছো এবং তোমাকে তোমার কাজের পারিশ্রমিক দেয়া হলে তুমি তা গ্রহণ করোনি? আমি বললাম, হাঁ। উমার (রা) বলেন,

এতে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বললাম, আমার পর্যাপ্ত সংখ্যক ঘোড়া ও দাস-দাসী আছে এবং আমি সচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমি চাচ্ছি, আমার কাজ মুসলমানদের জন্য সদাকাস্বরূপ হোক। উমার (রা) তাকে বলেন, তুমি তা করো না। তুমি যে রকম চাচ্ছো আমি তদ্রূপ চেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পারিশ্রমিক দিলে আমি বললাম, আপনি আমার চেয়ে বেশী অভাবীদেরকে তা দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি এগুলো গ্রহণ করো, সঞ্চয় করো অথবা দান-খয়রাত করো। তোমার প্রার্থনা ও লালসা ব্যতীত যে মাল তোমার হস্তগত হয় তুমি তা গ্রহণ করো। আর যে মাল এভাবে আসে না তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না।

٢٦٠٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ السَّعْدِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ عُمَرُ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَلِيْ مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ فَمَا تُرِيْدُ اِلٰى ذٰلِكَ فَقُلْتُ اِنَّ لِيْ اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ يَكُوْنَ عَمَلِيْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُّ الَّذِيْ اَرَدْتَّ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ حَتّٰى اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَّلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

২৬০৯। আমর ইবনে মানসূর (র)... আবদুল্লাহ ইবনুস সা'দী (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খেলাফতকালে তার কাছে এলেন। উমার (রা) তাকে বললেন, আমাকে কি বলা হয়নি যে, তুমি জনগণের কাজে নিয়োজিত রয়েছো এবং তোমাকে তোমার কাজের পারিশ্রমিক দেয়া হলে তুমি তা গ্রহণ করোনি? আমি বললাম, হাঁ। উমার (রা) বলেন, এতে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বললাম, আমার পর্যাপ্ত সংখ্যক ঘোড়া ও দাস-দাসী আছে এবং আমি সচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমি চাচ্ছি, আমার কাজ মুসলমানদের জন্য সদাকাস্বরূপ হোক। উমার (রা) তাকে বলেন, তুমি তা করো না। তুমি যে রকম চাচ্ছো আমিও তদ্রূপ চেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পারিশ্রমিক দিলে আমি বললাম, আপনি আমার চেয়ে বেশী অভাবীদেরকে তা দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি এগুলো গ্রহণ করো, সঞ্চয় করো অথবা দান-খয়রাত করো। তোমার প্রার্থনা ও লালসা ব্যতীত যে মাল তোমার হস্তগত হয় তুমি তা গ্রহণ করো। আর যে মাল এভাবে আসে না তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না।

٢٦١٠-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّىْ حَتّٰى اَعْطَانِىْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّىْ فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

২৬১০। আমর ইবনে মানসূর (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিনিময় দিলে আমি বললাম, আপনি তা আমার চেয়েও বেশী অভাবীদেরকে দিন। এরপর একবার তিনি আমাকে কিছু বিনিময় দিলে আমি তাঁকে বললাম, আপনি এটা আমার চেয়েও বেশি অভাবী ব্যক্তিকে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি এটা গ্রহণ করো, সঞ্চয় করো অথবা দান-খয়রাত করো। আর তোমার চাওয়া ও লালসা ব্যতীত কোন মাল তোমার হস্তগত হলে তুমি তা গ্রহণ করো, অন্যথা তুমি মালের পিছনে পড়ো না।

بَابُ اسْتِعْمَالِ اٰلِ النَّبِىِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বংশধরগণকে যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করা।

٢٦١١-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِىِّ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ رَبِيْعَةَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ائْتِيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُوْلاَ لَهُ اسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَاَتٰى عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَهُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ اَحَداً عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ حَتّٰى اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَنَا اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ اِنَّمَا هِىَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

২৬১১। আমর ইবনে সাওয়াদ ইবনুল আসওয়াদ ইবনে আমর (র)... আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা রবীআ ইবনুল হারিছ (রা) তাকে এবং ফাদ্‌ল ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যাও এবং তাঁকে বলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করুন। আমরা এই অবস্থায় থাকতেই আলী (রা) এলেন এবং আমাদের বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের কাউকে যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করবেন না। আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, তখন আমি ও ফাদল (রা) রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলাম। তিনি আমাদের বলেন ঃ এই যাকাত হলো লোকজনের ধন-সম্পদের ময়লা। তাই তা মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য হালাল নয়।

بَابُ ابْنِ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ ভাগ্নে মাতুল বংশের অন্তর্ভুক্ত।

٢٦١٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ اِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ اَسَمِعْتَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قَالَ نَعَمْ .

২৬১২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... শো'বা (র) বলেন, আমি আবু ইয়াস মুআবিয়া ইবনে কুররা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ভাগ্নে মাতুল বংশের সদস্য হিসাবে গণ্য? আবু ইয়াস (র) বলেন, হাঁ।

٢٦١٣- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ .

২৬১৩। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ ভাগ্নে মাতুল বংশের সদস্য হিসাবে গণ্য।

بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তদাস মনিব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

٢٦١٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ

مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَاَرَادَ اَبُوْ رَافِعٍ اَنْ يَّتْبَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا وَاِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ .

২৬১৪। আমর ইবনে আলী (র)... আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করলেন। আবু রাফে' (রা) তার সাথে যেতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। কোন গোত্রের মুক্তদাস তাদের অন্তর্ভুক্ত।

اَلصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِلنَّبِىِّ ﷺ

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়।

٢٦١٥- اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِشَىْءٍ سَاَلَ عَنْهُ اَهَدِيَّةٌ اَمْ صَدَقَةٌ فَاِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَاْكُلْ وَاِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ .

২৬১৫। যিয়াদ ইবনে আইউব (র)... বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে কিছু দেয়া হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ এটা উপঢৌকন না সদাকা? সদাকা বলা হলে তিনি তা খেতেন না এবং উপঢৌকন বলা হলে তিনি হস্ত প্রসারিত করে তা গ্রহণ করতেন।[১]

اِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত বা মান্নত হস্তান্তর হলে।

٢٦١٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَتَعْتِقَهَا وَاَنَّهُمُ اشْتَرَطُوْا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ وَخُيِّرَتْ حِيْنَ اُعْتِقَتْ وَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيْلَ هٰذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

---

১. সদাকা (صَدَقَةٌ) শব্দটি একাধারে বাধ্যতামূলক যাকাত, মান্নত এবং স্বাভাবিক দান-খয়রাত সকল অর্থে ব্যবহৃত হয় (অনুবাদক)।

২৬১৬। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরা (রা)-কে খরিদ করে দাসত্বমুক্ত করার ইচ্ছা করলেন। তার মালিকেরা তার মীরাছ প্রাপ্তির শর্ত আরোপ করলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা জানান। তিনি বলেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করো। কেননা মুক্তিদাতাই মীরাছের হকদার। দাসত্বমুক্তি দিয়ে তাকে এখতিয়ার দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু গোশ্ত আনা হলে তাঁকে বলা হলো, এটা বারীরা (রা)-কে যে মান্নতের (সদাকা) গোশত দেয়া হয়েছে তা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এটা তার জন্য মান্নত (সদাকা) এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। তার স্বামী ছিল স্বাধীন।

شِرَاءُ الصَّدَقَةِ

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ সদাকা করে পুনরায় তা ক্রয় করা।

٢٦١٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَضَاعَهُ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ وَاَرَدْتُّ اَنْ اَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ .

২৬১৭। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে সেটিকে অকেজো করে ফেললো। আমি তার থেকে তা কিনে নিতে মনস্থ করলাম। আমি ভাবলাম, সে তা সস্তা দামেই বিক্রয় করবে। আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তুমি তা ক্রয় করো না, যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামে দেয়। কেননা দান ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি নিজ বমি ভক্ষণকারী কুকুরতুল্য।

٢٦١٨- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَرَاٰهَا تُبَاعُ فَاَرَادَ شِرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَعْرِضْ فِيْ صَدَقَتِكَ

২৬১৮। হারূন ইবনে ইসহাক (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি ঘোড়া আল্লাহ্র রাস্তায় দান করেছিলেন। তিনি তা বিক্রয় হতে দেখে ক্রয় করতে চাইলেন। নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি নিজের দান ফিরিয়ে নিও না।

٢٦١٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرَادَ اَنْ يَّشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَاْمَرَهُ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ .

২৬১৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)... উমার (রা) একটি ঘোড়া মহিমময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেছিলেন। পরে তা বিক্রয় হতে দেখে তিনি সেটা ক্রয় করতে চাইলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি নিজের দান ফেরত নিও না।

٢٦٢٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَيَزِيْدُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ عَتَّابَ بْنَ اُسَيْدٍ اَنْ يَّخْرِصَ الْعِنَبَ فَتُؤَدّٰى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤَدّٰى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا .

২৬২০। আমর ইবনে আলী (র)... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা)-কে অনুমানে আঙ্গুরের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে শুকনা আঙ্গুর (কিশমিশ) দ্বারা তার যাকাত পরিশোধ করতে বললেন, যেমন খেজুরের যাকাত শুকনা খেজুর দ্বারা পরিশোধ করা হয়।

অধ্যায় ঃ ২৪

كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

(হজ্জের নিয়ম-কানুন)

بَابُ وُجُوْبِ الْحَجِّ

১-অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ করা ফরয।

٢٦٢١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ وَاسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِىْ كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتّٰى اَعَادَهُ ثَلاَثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِالشَّىْءِ فَخُذُوْا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ .

২৬২১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-মুখাররামী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিশ্চয় তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। এক ব্যক্তি বললো, প্রতি বছর? তিনি তার কথায় নীরব থাকলেন। সে তিনবার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যদি আমি বলতাম, 'হাঁ', তবে অবশ্যই তা প্রতি বছরের জন্য ফরয হতো। যদি তদ্রূপই তা ফরয হতো, তবে তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হতে না। আমি তোমাদের যা বলি না সেক্ষেত্রে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (জিজ্ঞেস করো না)। কেননা তোমাদের

পূর্বে অনেক জাতি তাদের ব্যাপক প্রশ্ন করায় এবং তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ দিলে তা তোমরা যথাসাধ্য অনুসরণ করো এবং কোন কাজ করতে নিষেধ করলে তা থেকে বিরত থাকো।

٢٦٢٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ الدُّوَلِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِىُّ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَسَكَتَ فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ثُمَّ اِذاً لاَ تَسْمَعُوْنَ وَلاَ تُطِيْعُوْنَ وَلٰكِنَّهُ حَجَّةٌ وَّاحِدَةٌ .

২৬২২। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ আন-নিশাপুরী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। তখন আকরা ইবনে হাবিস আত-তামীমী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি প্রতি বছরের জন্য? তিনি নীরব থাকলেন, অতঃপর বললেন ঃ আমি যদি বলতাম, 'হাঁ', তবে অদ্রূপই তা ফরয হতো। তখন তোমরা তা শুনতেও না এবং মানতেও না। কিন্তু (জীবনে) হজ্জ একবারই ফরয।

وُجُوْبُ الْعُمْرَةِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ উমরা করা ওয়াজিব।

٢٦٢٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ .

২৬২৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আবু রাযীন (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা একজন বয়োবৃদ্ধ লোক। হজ্জ বা উমরা কোনটি করারই সামর্থ্য তার নেই এবং তিনি যানবাহনে যাতায়াত করতেও অক্ষম। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা পালন করো।

فَضْلُ الْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ ত্রুটিমুক্ত হজ্জের ফযীলাত।

٢٦٢٤- اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الصَّفَّارِ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِىُّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَجَّةُ الْمَبْرُوْرَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا .

২৬২৪। আবদা ইবনে আবদুল্লাহ্ আস-সাফফার আল-বাসরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতই হলো ত্রুটিমুক্ত হজ্জের প্রতিদান এবং এক উমরা পরবর্তী উমরা করার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য গুনাহের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়।

٢٦٢٥-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُهَيْلٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْحَجَّةُ الْمَبْرُوْرَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ مِثْلَهُ سَوَاءً اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا .

২৬২৫। আমর ইবনে মানসূর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জান্নাতই হলো ত্রুটিমুক্ত হজ্জের পুরস্কার।[১] ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ বলেন ঃ দুই হজ্জের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহ্র) কাফ্ফারা হবে।

فَضْلُ الْحَجِّ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের ফযীলাত।

٢٦٢٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ .

---

১. ত্রুটিমুক্ত হজ্জ (হজ্জ মাবরূর) বলা হয়, যে হজ্জ পালনকালে আপত্তিকর কোন কাজ করা হয় না এবং গুরুতর কোন পাপাচারও সংঘটিত হয় না। ভাবার্থে একেই বলে মাকবূল (আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য) হজ্জ (অনুবাদক)।

২৬২৬। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ কাজ সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা। সে বললো ঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ। সে বললো, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ মাবরূর (আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য) হজ্জ।

٢٦٢٧- أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ اَبِيْ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفْدُ اللّٰهِ ثَلاَثَةٌ الْغَازِىُ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ .

২৬২৭। ঈসা ইবনে ইবরাহীম ইবনে মাছরূদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি—জিহাদরত ব্যক্তি (গাযী), হজ্জ আদায়রত ব্যক্তি ও উমরা পালনে রত ব্যক্তি।

٢٦٢٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْاَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

২৬২৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বৃদ্ধ, নাবালেগ, দুর্বল ও নারীদের জিহাদ হলো—হজ্জ ও উমরা করা।

٢٦٢٩- اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

২৬২৯। আবু আম্মার আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ আল-মারওয়াযী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই ঘরের (বায়তুল্লাহ্‌র) হজ্জ করলো, অশ্লীল কথা বললো না এবং কোন পাপ করলো না সে সদ্যজাত শিশুর মত (নিষ্পাপ) হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।

٢٦٣٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ فَاِنِّىْ لاَ اَرٰى عَمَلاً فِى الْقُرْاٰنِ اَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ اَفْضَلُ (اَحْسَنُ) الْجِهَادِ وَاَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

২৬৩০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা বিন্‌তে তাল্‌হা (র) বলেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার সাথে জিহাদে যোগদান করবো না? আমি আল-কুরআনে জিহাদ অপেক্ষা অধিক উত্তম কোন আমলই দেখছি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ না, বরং অতি উত্তম ও সৌন্দর্যপূর্ণ জিহাদ হলো বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ, হজ্জে মাবরূর।

فَضْلُ الْعُمْرَةِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ উমরার ফযীলাত।

٢٦٣١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ .

২৬৩১। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক উমরা পরবর্তী উমরা পর্যন্ত মধবর্তী সময়ের গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হয়। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরূর-এর প্রতিদান।

فَضْلُ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের পর উমরা এবং উমরার পর হজ্জ করার ফযীলাত।

٢٦٣٢- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ .

২৬৩২। আবু দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা হজ্জ সমাপনের পর উমরা করো এবং উমরা সমাপনের পর হজ্জ করো। কেননা তা অভাব-অনটন ও পাপকে দূর করে যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে।

٢٦٣٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَانَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ ثَوَابٌ دُوْنَ الْجَنَّةِ .

২৬৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব (র).... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা হজ্জ আদায়ের পর উমরা করো এবং উমরা আদায়ের পর হজ্জ করো। কেননা তা অভাব ও পাপ দূর করে, যেরূপ হাপর লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূর করে। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরূরের সওয়াব (পুরস্কার)।

اَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِىْ نَذَرَ اَنْ يَّحُجَّ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করার মানত করার পর মারা গেছে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

٢٦٣٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَاَتٰى اَخُوْهَا النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ عَلٰى اُخْتِكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوا اللّٰهَ فَهُوَ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ .

২৬৩৪। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা হজ্জ আদায়ের মানত করার পর মারা গেলো। তার ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ তুমি কি মনে করো, যদি তোমার বোনের অনাদায়ী দেনা থাকতো তবে তুমি কি তা আদায় করতে? সে বললো, হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাহলে আল্লাহ্র হকও আদায় করো। কেননা তা আদায়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

اَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِىْ لَمْ يَحُجَّ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা গিয়েছে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

٢٦٣٥- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِىُّ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَرَتِ امْرَاَةُ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُهَنِىِّ اَنْ يَّسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ

اَفَيُجْزِئُ عَنْ اُمِّهَا اَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا اَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ اُمِّهَا .

২৬৩৫। ইমরান ইবনে মূসা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সিনান ইবনে সালামা আল-জুহানী (রা)-এর স্ত্রী তাকে বললেন, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, তার মা হজ্জ না করে মারা গিয়েছেন। তার মায়ের পক্ষ থেকে সে হজ্জ করলে তা যথেষ্ট হবে কি? তিনি বলেন ঃ হাঁ। যদি তার কোন দেনা থাকতো এবং তার পক্ষ থেকে সে তা আদায় করতো, তবে কি তার মায়ের পক্ষ থেকে তা আদায় হতো না? অতএব সে যেন তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে।

٢٦٣٦- اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ اَبِيْهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ حُجِّىْ عَنْ اَبِيْكِ .

২৬৩৬। উসমান ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী ﷺ-কে নিজ পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে, তিনি হজ্জ না করে মারা গিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

اَلْحَجُّ عَنِ الْحَىِّ الَّذِىْ لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ যানবাহনে স্থির থাকতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

٢٦٣٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ خَثْعَمَ سَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ عَلٰى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ اَفَاُحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

২৬৩৭। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খাছ'আম গোত্রের এক মহিলা মুযদালিফায় ভোরবেলা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দাদের উপর আল্লাহ্র ফরযকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর তার অতি বার্ধক্যে ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি যানবাহনে স্থির থাকতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

٢٦٣٨- اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

২৬৩৮। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আবু উবায়দুল্লাহ্ আল-মাখযূমী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

اَلْعُمْرَةُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِىْ لاَ يَسْتَطِيْعُ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে উমরা করা।

٢٦٣٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِىِّ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ .

২৬৩৯। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু রাযীন আল-উকায়লী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক। হজ্জ বা উমরা করার সামর্থ্য তার নেই এবং যানবাহনে যাতায়াতেরও। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা করো।

تَشْبِيْهُ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ ঋণ পরিশোধের সাথে হজ্জ আদায় করার তুলনা।

٢٦٤٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ خَثْعَمَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الرُّكُوْبَ وَاَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِئُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ اَنْتَ اَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اَكُنْتَ تَقْضِيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْهُ .

২৬৪০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের (রা) বলেন, খাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক। তিনি যানবাহনে যাতায়াত করতে অক্ষম, অথচ তার উপর আল্লাহ্র নির্ধারিত হজ্জ ফরয হয়েছে। আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করি তবে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি কি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তুমি কি

মনে করো, যদি সে ঋণগ্রস্ত থাকতো তবে তুমি কি তা পরিশোধ করতে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ অতএব তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

٢٦٤١- اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِيْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ عَلٰى اَبِيْكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ تَقْضِيْهِ (قَاضِيَهُ) قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ .

২৬৪১। আবু আসেম খুশাইশ ইবনে আসরাম আন-নাসাঈ (র).... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা মারা গিয়েছেন কিন্তু হজ্জ করেননি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমার কি মত, সে যদি ঋণগ্রস্ত থাকতো, তবে তুমি কি তা আদায় করতে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তাহলে আল্লাহ্র ঋণ শোধ করা অধিক অগ্রগণ্য।

٢٦٤٢- اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّ اَبِيْ اَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَثْبُتُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَاِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيْتُ اَنْ يَمُوْتَ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ اَكَانَ مُجْزِئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اَبِيْكَ .

২৬৪২। মুজাহিদ ইবনে মূসা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে এবং তিনি তার বাহনে স্থির থাকতে অক্ষম। আমি তাকে (হজ্জ করতে) জোরাজুরি করলে তার মৃত্যুর আশংকা করি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমার কি মত, যদি সে ঋণগ্রস্ত থাকতো এবং তুমি তা পরিশোধ করতে, তবে তা কি যথেষ্ট হতো? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

حَجُّ الْمَرْاَةِ عَنِ الرَّجُلِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর হজ্জ করা।

٢٦٤٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَاَةٌ مِّنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيْهِ وَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ عَلٰى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

২৬৪৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে বাহনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় খাছআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতে এলো। তখন ফাদল ঐ মহিলার দিকে তাকাতে থাকে এবং ঐ মহিলাও তার দিকে তাকাতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদলের মুখমণ্ডল অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে থাকেন। মহিলাটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দাদের উপর আল্লাহর ধার্যকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর তার অতি বার্ধক্যে ফরয হয়েছে। অথচ তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ। ঘটনাটি বিদায় হজ্জের সময়কার।

٢٦٤٤- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ عَلٰى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَوِىْ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِىْ عَنْهُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَاَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَاَةً حَسْنَاءَ وَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ.

২৬৪৪। আবু দাউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খাছআম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিদায় হজ্জের সময় ফাতওয়া জানতে চাইলো। তখন ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দাদের উপর আল্লাহ্র ধার্যকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর তার অতি বার্ধক্যে আদায়যোগ্য হয়েছে। অথচ তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে অক্ষম। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তা কি আদায় হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ হাঁ। ফাদল

ইবনে আব্বাস ঐ মহিলার দিকে তাকাতে থাকে। মহিলাটি ছিল পরমা সুন্দরী। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদলকে ধরে তার মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।

حَجُّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْاَةِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষের হজ্জ করা।

٢٦٤٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ وَاِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَاِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيْتُ اَنْ اَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اُمِّكَ .

২৬৪৫। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র).... ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জন্তুযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা অতি বৃদ্ধ। তাকে বাহনের উপর উঠালে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। তাকে বেঁধে নিলে তাতে তার মৃত্যু হওয়ার আশংকা আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমার কি মত, যদি তোমার মাতা ঋণগ্রস্ত থাকতো, তবে তুমি কি তা পরিশোধ করতে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ অতএব তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

مَا يَسْتَحِبُّ اَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ اَكْبَرَ وَلَدِهِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ কারো পক্ষ থেকে তার জ্যেষ্ঠ সন্তানের হজ্জ করা মুস্তাহাব।

٢٦٤٦- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْتَ اَكْبَرُ وَلَدِ اَبِيْكَ فَحُجَّ عَنْهُ .

২৬৪৬। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র)... ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। অতএব তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

اَلْحَجُّ بِالصَّغِيْرِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ শিশু সন্তানসহ হজ্জ করা।

٢٦٤٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ .

২৬৪৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তুলে ধরে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে সওয়াব তোমার।

٢٦٤٨- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ هَوْدَجٍ وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ .

২৬৪৮। মাহমূদ ইবনে গাইলান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক মহিলা শিবিকার মধ্য থেকে তার শিশু সন্তানকে উপরে তুলে ধরে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে সওয়াব তোমার।

٢٦٤٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَبِيًّا فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ .

২৬৪৯। আমর ইবনে মানসূর (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক মহিলা একটি শিশুকে উচু করে নবী ﷺ-এর সামনে তুলে ধরে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে সওয়াব তোমার।

٢٦٥٠- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَدَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ قَوْمًا فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ قَالُوا الْمُسْلِمُوْنَ

قَالُوْا مَنْ اَنْتُمْ قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ فَاَخْرَجَتِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا مِّنَ الْمِحَفَّةِ فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ .

২৬৫০। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জশেষে ফেরার পথে আর-রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে একদল লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা মুসলমান। তারা জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কারা? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। রাবী বলেন, তখন এক মহিলা শিবিকা থেকে একটি শিশুকে বের করে জিজ্ঞেস করলো, এর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, এবং সওয়াব তোমার।

٢٦٥١- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَخِيْ رِشْدِيْنَ بْنِ سَعْدٍ اَبُو الرَّبِيْعِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَاَةٍ وَهِىَ فِىْ خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِىٌّ فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ.

২৬৫১। সুলায়মান ইবনে দাউদ (র).... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি শিশুসহ মহিলাটি ছিল তার শিবিকার মধ্যে। সে জিজ্ঞেস করলো, এর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে সওয়াব তোমার।

اَلْوَقْتُ الَّذِىْ خَرَجَ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِلْحَجِّ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যে সময় রওয়ানা হয়েছেন।

٢٦٥٢- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَمْرَةُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ يَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ لاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ حَتّٰى اِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ اَنْ يَحِلَّ .

২৬৫২। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুলকা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। আমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিলেন ঃ যার সাথে কোরবানীর পশু নেই, সে যেন বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ সমাপ্ত করে হালাল হয়ে যায় (ইহ্‌রামের বস্ত্র ত্যাগ করে)।

اَلْمَوَاقِيْتُ

(মীকাতসমূহ)

مِيْقَاتُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসীদের মীকাত।

٢٦٥٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ .

২৬৫৩। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মদীনাবাসীরা ইহ্রাম বাঁধবে 'যুল-হুলায়ফা' থেকে, সিরিয়াবাসীরা আল-জুহ্ফা' থেকে এবং নজদবাসীরা 'কার্ন' থেকে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আর ইয়ামানবাসীরা ইহ্রাম বাঁধবে 'ইয়ালামলাম' থেকে।

مِيْقَاتُ اَهْلِ الشَّامِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ সিরিয়াবাসীদের মীকাত।

٢٦٥٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَيْنَ تَاْمُرُنَا اَنْ نُهِلَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ اَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ اَهْلُ نَجْدٍ مِّنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ اَفْقَهْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

২৬৫৪। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কোন্ স্থান থেকে আমাদেরকে ইহ্রাম বাঁধতে নির্দেশ দেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মদীনাবাসীরা ইহ্রাম বাঁধবে 'যুলহুলায়ফা' থেকে, সিরিয়াবাসীরা আল-জুহ্ফা' থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। নজ্দবাসীরা 'কারন' থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। ইবনে উমার (রা) বলেন, লোকজন মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

ইয়ামানবাসীগণ 'ইয়ালামলাম' থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে। ইবনে উমার (রা) বলতেন, আমি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে জানতে পারিনি।

مِيْقَاتُ اَهْلِ مِصْرَ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ মিসরবাসীদের মীকাত।

٢٦٥٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى عَنْ اَفْلَحَ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ .

২৬৫৫। আমর ইবনে মানসূর (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্য 'আল-জুহ্‌ফা', ইরাকীদের জন্য 'যাতু ইর্‌ক' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'।

مِيْقَاتُ اَهْلِ الْيَمَنِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়ামানবাসীদের মীকাত।

٢٦٥٦- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ اٰتٍ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ اَهْلُهُ دُوْنَ الْمِيْقَاتِ حَيْثُ يُنْشِىءُ حَتّٰى يَاْتِىَ ذٰلِكَ عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ .

২৬৫৬। আর-রবী ইবনে সুলায়মান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মীকাত নির্দ্ধারণ করেছেন মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল্‌হুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'আল-জুহ্‌ফা', নজদবাসীদের জন্য 'কার্‌ন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'। তিনি বলেছেন ঃ এই সকল মীকাত তো ঐ সকল এলাকার অধিবাসীদের জন্য এবং যেসব লোক ঐ স্থানের বাসিন্দা নয়, কিন্তু এসকল স্থান দিয়ে আগমন করে তাদের জন্যও। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরভাগে রয়েছে, তারা স্বস্থান থেকে এবং মক্কাবাসীদের জন্যও স্বস্থান।

مِيْقَاتُ اَهْلِ نَجْدٍ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ নজদবাসীদের মীকাত।

٢٦٥٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَذُكِرَ لِىْ وَلَمْ اَسْمَعْ اَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَذُكِرَ لِىْ وَلَمْ اَسْمَعْ اَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ .

২৬৫৭। কুতায়বা (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মদীনাবাসীরা তালবিয়া পাঠ করবে (ইহ্রাম বাঁধবে) 'যুলহুলায়ফা' থেকে, সিরিয়াবাসীরা 'আল-জুহ্ফা' থেকে এবং নজদবাসীরা 'কারন' থেকে। আর আমি শুনিনি, কিন্তু আমার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়ামানবাসীরা তালবিয়া পাঠ করবে (ইহ্রাম বাঁধবে) 'ইয়ালামলাম' থেকে।

مِيْقَاتُ اَهْلِ الْعِرَاقِ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ ইরাকবাসীদের মীকাত।

٢٦٥٨- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ عَنِ الْمُعَافٰى عَنْ اَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ .

২৬৫৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার আল-মাওসিলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্য 'আল-জুহ্ফা', ইরাকীদের জন্য 'যাতু ইরক', নজদবাসীদের জন্য 'কারন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

مَنْ كَانَ اَهْلُهُ دُوْنَ الْمِيْقَاتِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যারা মীকাতের অভ্যন্তরভাগে বসবাস করে।

٢٦٥٩- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِاَهْلِ

الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَاَ حَتّٰى يَبْلُغَ ذٰلِكَ اَهْلَ مَكَّةَ .

২৬৫৯। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'আল-জুহ্ফা', নজদবাসীদের জন্য 'কারন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ এ সকল মীকাত উল্লিখিত দেশের অধিবাসীদের জন্য এবং ঐ সকল লোকের জন্যও যারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ঐ সকল স্থান দিয়ে আগমন করে। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরভাগে থাকে তারা স্বস্থান থেকে, এমনকি মক্কাবাসীদের জন্যও স্বস্থান।

٢٦٦٠-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ اَهْلِهِ حَتّٰى اَنَّ اَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا .

২৬৬০। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'আল-জুহ্ফা', ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' এবং নজদবাসীদের জন্য 'কারন'-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এ সকল স্থান তাদের জন্য এবং যারা এ সকল স্থান দিয়ে হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করবে তাদের জন্যও। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরভাগের অধিবাসী তারা হজ্জ ও উমরার ইচ্ছা করলে নিজ নিজ স্থান থেকে ইহ্রাম বাঁধবে, এমনকি মক্কাবাসীরা ইহ্রাম বাঁধবে স্ব স্ব স্থান থেকে।[১]

---

১. যে স্থান বরাবর পৌছে হজ্জযাত্রীদের ইহ্রাম বাঁধতে হয় তাকে মীকাত বলে। হজ্জযাত্রীরা ইহ্রাম না বেঁধে এই স্থান অতিক্রম করতে পারে না। মীকাতের স্থানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

'যুল-হুলায়ফা' মদীনাবাসীদের মীকাত। এর বর্তমান নাম 'আবইয়ারু আলী"। এলাকাটি মদীনার ছয়-সাত মাইল দূরে অবস্থিত। 'আল-জুহফা' সিরিয়াবাসীদের এবং এপথ দিয়ে যারা আসবে তাদের মীকাত। এটা রাবাগ নামক এলাকার একটি জনশূন্য গ্রাম।

'কারনুল মানাযিল' নজ্দবাসীদের মীকাত, এর বর্তমান নাম আস-সায়েল।

'ইয়ালামলাম' ইয়ামনবাসীদের মীকাত। এটা তিহামার একটি পাহাড়ের নাম। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ পূর্বাঞ্চলের হজ্জযাত্রীদেরও এটাই মীকাত।

'যাতু ইর্ক' ইরাকবাসীদের মীকাত। সহীহ মুসলিমে জাবের (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এই মীকাতের উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "ওয়া মাহাল্লু আহলিল ইরাকে মিন যাতে ইরকিন" (ইরাকবাসীদের মীকাত হচ্ছে যাতু ইর্ক)।

যারা হজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা রাখে না তাদের জন্য মীকাতে পৌছে ইহ্রাম বাঁধা জরুরী নয়। ইমাম শাফিঈর এই মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে মীকাতের সীমার অভ্যন্তরের লোকদের ছাড়া অন্য লোকদের পক্ষে কোন অবস্থায়ই ইহ্রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় প্রবেশ জায়েয নয়। হজ্জ ও উমরা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মাসয়ালার জন্য আমার লেখা "কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে হজ্জ উমরা যিয়ারত" গ্রন্থখানি পড়া যেতে পারে (অনুবাদক)।

اَلتَّعْرِيْسُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ যুলহুলায়ফায় রাত যাপন।

٢٦٦١- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُوْدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ بَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدَاءَ وَصَلّٰى فِىْ مَسْجِدِهَا .

২৬৬১। ঈসা ইবনে ইবরাহীম ইবনে মাছরূদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র পুত্র উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলায়ফার বায়দা নামক স্থানে রাত যাপন করেছেন এবং সেখানকার মসজিদে নামায পড়েছেন।

٢٦٦٢- اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ وَهُوَ فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اُتِىَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ .

২৬৬২। আব্দা ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তিনি যুলহুলায়ফার আল-মুআররাস নামক স্থানে ছিলেন।[১] তখন তাঁর নিকট ওহী এলো এবং তাকে বলা হলো ঃ আপনি বরকতপূর্ণ উপত্যকায় আছেন।

٢٦٦٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَصَلّٰى بِهَا .

২৬৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলায়ফার উপত্যকায় যাত্রাবিরতি করলেন এবং সেখানে নামায পড়লেন।

اَلْبَيْدَاءُ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল-বায়দা।

٢٦٦٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ فَاَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ .

---

১. মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম (অনুবাদক)।

২৬৬৪। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-বায়দা নামক স্থানে যুহরের নামায পড়েছেন। তিনি বাহনে সওয়ার হয়ে আল-বায়দার পাহাড়ে আরোহণ করে যুহরের নামাযান্তে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন।

اَلْغُسْلُ لِلاِهْلاَلِ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য গোসল করা।[১]

٢٦٦٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ اَبُوْ بَكْرٍ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهَا فَلْيَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهِلَّ .

২৬৬৫। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আসমা বিন্‌তে উমায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা)-র পুত্র মুহাম্মাদকে আল-বায়দায় প্রসব করেন। আবু বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন ঃ তাকে গোসল করে ইহ্‌রাম বাঁধতে নির্দেশ দাও।

٢٦٦٦- اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّسَائِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَاَتُهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ فَلَمَّا كَانُوْا بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ اَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَتٰى اَبُوْ بَكْرٍ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاْمُرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ اِلاَّ اَنَّهَا لاَ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ .

২৬৬৬। আহ্‌মাদ ইবনে ফাদালা ইবনে ইবরাহীম আন-নাসাঈ (র)... আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তার সাথে তার স্ত্রী আসমা বিন্‌তে উমায়েস আল-খাছআমিয়্যাও ছিলেন। তারা যুলহুলায়ফায় পৌঁছলে আসমা (রা) আবু বাক্‌র (রা)-র পুত্র মুহাম্মাদকে প্রসব করেন। আবু বাক্‌র (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাক্‌র (রা)-কে

---

১. হজ্জ অথবা উমরা আদায় করার জন্য যে বিশেষ ধরনের পোশাক পরা হয় তাকে ইহ্‌রাম বাঁধা বলে এবং এই পোশাক পরিধানকারীকে 'মুহ্‌রিম' বলে (অনুবাদক)।

আদেশ দিলেন, তিনি যেন তার স্ত্রীকে গোসল করে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতে আদেশ দেন। এরপর অন্যান্য লোক যা করে সেও তা করবে, কিন্তু সে বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না।

غُسْلُ الْمُحْرِمِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রামের অবস্থায় গোসল করা।

٢٦٦٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ رَاْسَهُ فَاَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اِلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَسْاَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيِ الْبِئْرِ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَسْاَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَاْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاْطَاَهُ حَتّٰى بَدَاَ يَعْنِىْ رَاْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَاْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ .

২৬৬৭। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আল-আবওয়া নামক স্থানে মতভেদে লিপ্ত হলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুহ্রিম ব্যক্তি তার মাথা ধুইবে এবং মিসওয়ার (রা) বলেন, সে তার মাথা ধুইবে না। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে (আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইনকে) আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-র নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পাঠান। আমি তাকে কূপের পাশের দু'টি কাঠের মধ্যস্থলে একটি কাপড় দ্বারা আড়াল করে গোসলরত অবস্থায় পেলাম। আমি তাকে সালাম দিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথা ধৌত করতেন, তা আপনার নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আবু আইউব (রা) কাপড়ের উপর হাত রেখে তা সরিয়ে দিলেন, তাতে তার মাথা দৃশ্যমান হলো। তিনি এক লোককে তার মাথায় পানি ঢালতে বললেন, তারপর দুই হাত দ্বারা তিনি মাথা ঝাড়া দিলেন, পরে উভয় হাত একবার সামনের দিকে এবং একবার পিছন দিকে নিলেন, তারপর বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

اَلنَّهْىُ عَنِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوْغَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِى الْاِحْرَامِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় যাফরান ও ওয়ার্‌স গাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

٢٦٦٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانٍ اَوْ بِوَرْسٍ .

২৬৬৮। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তিকে যাফরান ও ওয়ারস গাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٦٦٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ خُفَّيْنِ اِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ نَعلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

২৬৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে? তিনি বলেন ঃ সে জামা, পাজামা, পাগড়ী, যাফরান বা ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত পোশাক এবং মোজা পরবে না, কিন্তু যার জুতা নাই। যদি সে জুতাজোড়া সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে মোজা দুই গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত কেটে ফেলে দিয়ে তা পরিধান করবে।

اَلْجُبَّةُ فِى الْاِحْرَامِ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় জুব্বা পরিধান করা।

٢٦٧٠- اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ الْقُوْمَسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لَيْتَنِىْ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعِرَّانَةِ وَالنَّبِىُّ ﷺ

فِىْ قُبَّةٍ فَاَتَاهُ الْوَحْىُ فَاَشَارَ اِلَىَّ عُمَرُ اَنْ تَعَالَ فَاَدْخَلْتُ رَاْسِى الْقُبَّةَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ اَحْرَمَ فِىْ جُبَّةٍ بِعُمْـرَةٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ قَدْ اَحْرَمَ فِىْ جُبَّةٍ اِذَا اُنْـزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْـىُ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَغِطُّ لِذٰلِكَ فَسُرِّىَ عَنْهُ فَقَالَ اَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِىْ سَاَلَنِىْ اٰنِفًا فَاُتِىَ بِالرَّجُلِ فَقَالَ اَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا وَاَمَّا الطِّيْبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اَحْدِثْ اِحْـرَامًا . قَـالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَـانِ ثُمَّ اَحْدِثْ اِحْرَامًا مَا اَعْلَمُ اَحَدًا قَالَهُ غَيْرَ نُوْحِ بْنِ حَبِيْبٍ وَلاَ اَحْسِبُهُ مَحْفُوْظًا وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

২৬৭০। নূহ ইবনে হাবীব আল-কূমাসী (র)... সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহা! যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁকে দেখতে পেতাম। একদা আমরা আল-জিয়িররানা নামক স্থানে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি তাঁবুর ভিতরে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট ওহী আসলে উমার (রা) আমাকে ইশারা করে বলেন, এদিকে এসো। আমি তাঁবুর ভিতরে আমার মাথা ঢুকালাম। তখন এক লোক উমরার জন্য সুগন্ধিযুক্ত জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ইহ্‌রাম বেঁধে তাঁর নিকট এলো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ইহ্‌রাম বেঁধেছে তার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তখনও তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। তাতে নবী ﷺ নাক ডাকতে লাগলেন। ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা কেটে গেলে তিনি বলেন ঃ একটু পূর্বে যে ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করেছিল সে কোথায়? লোকটিকে আনা হলে তিনি বলেন ঃ তোমার জুব্বা খুলে ফেলো, সুগন্ধি ধুয়ে ফেলো, তারপর নতুন করে ইহ্‌রাম বাঁধো। অধস্তন রাবী আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, 'তারপর নতুন ইহ্‌রাম বাঁধো', নূহ ইবনে হাবীব ব্যতীত অন্য কেউ এই কথাটুকু রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমি জানি না। আমি এটিকে যথার্থ (মাহ্‌ফূজ) বলেও মনে করি না। পবিত্রতম সত্তা আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

اَلنَّهْىُ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيْصِ لِلْمُحْرِمِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির জামা পরিধান করা নিষেধ।

٢٦٧١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَ يَجِدُ

نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ .

২৬৭১। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা জামা, পাগড়ি, পায়জামা, মস্তকাভরণ ও মোজা পরিধান করো না। কেউ একজোড়া জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে সে একজোড়া মোজা পরিধান করতে পারবে। তবে সে যেন তা (উপরিভাগ থেকে) গোছাদ্বয়ের নীচ পর্যন্ত কেটে ফেলে দেয়। আর তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় যা'ফরান অথবা ওয়ারস গাসে রঞ্জিত কাপড় পরবে না।

اَلنَّهْىُ عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ فِى الْاِحْرَامِ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় পায়জামা পরা নিষিদ্ধ।

٢٦٧٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَقَالَ عَمْرُو مَرَّةً اُخْرَى الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَّ يَكُوْنَ لِاَحَدِكُمْ نَعْلاَنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ .

২৬৭২। আমর ইবনে আলী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইহ্‌রাম বাঁধলে পর কি ধরনের কাপড় পরিধান করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা জামা, পাগড়ী, পায়জামা ও মোজা পরবে না। কিন্তু যদি তোমাদের কারো একজোড়া জুতা না থাকে, তবে মোজাজোড়া (উপরিভাগ থেকে) পায়ের গোছার নিচ পর্যন্ত কেটে নিবে। আর তোমরা ওয়ারস ও যা'ফরান-এ রঞ্জিত কাপড়ও পরবে না।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الْاِزَارَ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি লুঙ্গি না পেলে তার পায়জামা পরার অনুমতি আছে।

٢٦٧٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الْاِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرِمِ .

২৬৭৩। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি লুঙ্গি যোগার করতে না পারলে পায়জামা পরিধান করবে এবং একজোড়া জুতা যোগার করতে না পারলে একজোড়া মোজা পরিধান করবে।

٢٦٧٤- اَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ .

২৬৭৪। আইউব ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়ায্‌যান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি লুঙ্গি যোগার করতে না পারলে পায়জামা পরিধান করবে এবং একজোড়া জুতা যোগার করতে না পারলে একজোড়া মোজা পরিধান করবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْاَةُ الْحَرَامُ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় মহিলাদের মুখাভরণ ব্যবহার করা নিষেধ।

٢٦٧٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَاْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْاِحْرَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْاَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

২৬৭৫। কুতায়বা (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ইহ্‌রাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী ও মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু যদি কারো একজোড়া জুতা না থাকে, তবে সে পায়ের গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত একজোড়া মোজা পরিধান করবে। আর তোমরা যা'ফরান বা ওয়ারস ঘাসে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না। আর মুহরিম নারী নেকাব (মুখাভরণ) পরিধান করবে না, হাতমোজাও পরিধান করবে না।

اَلنَّهْىُ عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِسِ فِى الْاِحْرَامِ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় মস্তকাভরণ পরা নিষেধ।

٢٦٧٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا

الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ الاَّ اَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبِسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ .

২৬৭৬। কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা জামা, পাগড়ী, পায়জামা, মস্তকাভরণ ও মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি একজোড়া জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে একজোড়া মোজা পরিধান করবে, তবে তা (উপরিভাগ থেকে) পায়ের গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত কেটে নিবে। আর তোমরা ওয়ারস ও যা'ফরান রং মিশ্রিত কাপড়ও পরিধান করো না।

٢٦٧٧- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ الاَّ اَنْ يَّكُوْنَ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ .

২৬৭৭। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা জামা, পাগড়ী, মস্তকাভরণ ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো একজোড়া জুতা না থাকলে সে পায়ের গোছার নিম্নভাগ পর্যন্ত একজোড়া মোজা পরিধান করবে। আর তোমরা যা'ফরান কিংবা ওয়ারস-এ রঞ্জিত কাপড়ও পরিধান করো না।

اَلنَّهْىُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِى الْاِحْرَامِ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় পাগড়ী পরা নিষেধ।

٢٦٧٨- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ

تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَ تَجِدَ نَعْلَيْنِ فَاِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُوْنَ الْكَعْبَيْنِ .

২৬৭৮। আবুল আশআছ (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডাক দিয়ে বললো, আমরা ইহ্রাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করবো? তিনি বলেন ঃ তুমি জামা, পাগড়ী, পায়জামা, মস্তকাভরণ ও মোজা পরিধান করো না। কিন্তু তুমি একজোড়া জুতা না পেলে একজোড়া মোজা পরতে পারো। অতএব একজোড়া জুতা না থাকলে গোছার নীচে পর্যন্ত মোজা পরতে পারো।

٢٦٧٩- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ لاَّ يَكُوْنَ نِعَالٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُوْنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ اَوْ زَعْفَرَانٍ اَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ اَوْ زَعْفَرَانٌ .

২৬৭৯। আবুল আশআছ আহমাদ ইবনুল মিকদাম (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে উচ্চস্বরে বললো, আমরা ইহ্রাম বাঁধলে কি ধরনের কাপড় পরিধান করবো? তিনি বলেন ঃ তুমি জামা, পাগড়ী, মস্তকাভরণ, পায়জামা ও মোজা পরিধান করো না, কিন্তু একজোড়া জুতা না থাকলে। অতএব একজোড়া জুতা না থাকলে পায়ের গোছার নীচ পর্যন্ত একজোড়া মোজা পরবে, আর ওয়ারস ও যা'ফরান দ্বারা রঞ্জিত কাপড়ও পরবে না।

اَلنَّهْىُ عَنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِى الْاِحْرَامِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম অবস্থায় মোজা পরা নিষেধ।

٢٦٨٠- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَلْبَسُوْا فِى الْاِحْرَامِ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ .

২৬৮০। হান্নাদ ইব্নুস সারী (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় জামা, পায়জামা, পাগড়ী, মস্তকাভরণ ও মোজা পরবে না।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِى الْاِحْرَامِ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ কারো একজোড়া জুতা না থাকলে ইহ্‌রাম অবস্থায় তার মোজা পরার অনুমতি আছে।

٢٦٨١- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَاِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

২৬৮১। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি লুঙ্গি সংগ্রহ করতে না পারলে পায়জামা পরবে এবং একজোড়া জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে মোজা পরবে, কিন্তু তা গোছার নিম্নাংশ পর্যন্ত কেটে নিবে।

قَطْعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ পায়ের দুই গোছার নিম্নভাগ থেকে মোজাদ্বয় কেটে ফেলা।

٢٦٨٢- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

২৬৮২। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি একজোড়া জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে একজোড়া মোজা গোছাদ্বয়ের নিম্নভাগ পর্যন্ত কর্তন করে যেন পরিধান করে।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম মহিলার জন্য হাতমোজা পরা নিষেধ।

٢٦٨٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْاِحْرَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ

السَّرَاوِيْلاَت وَلاَ الْخِفَافَ الاَّ اَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْاَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

২৬৮৩। সুওয়াইদ ইবনে নাস্‌র (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহ্‌রামের জন্য আপনি আমাদেরকে কি ধরনের কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা জামা, পায়জামা ও মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু যার একজোড়া জুতা নাই সে একজোড়া মোজা পরতে পারবে গোছার নিচ পর্যন্ত। আর সে যাফরান ও ওয়ারস-এর রংযুক্ত কাপড় পরবে না। আর মুহ্‌রিম মহিলা নেকাব (মুখাভরণ) পরিধান করবে না এবং হাতমোজাও পরবে না।

اَلتَّلْبِيْدُ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় চুলে জট ধরানো।

٢٦٨٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اُخْتِهِ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَاْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَاْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ فَلاَ اُحِلُّ حَتّٰى اُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ .

২৬৮৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... হাফ্‌সা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকজন ইহ্‌রাম বস্ত্র ত্যাগ করে হালাল হয়েছে অথচ আপনি আপনার উমরার ইহ্‌রাম ত্যাগ করেননি। তিনি বলেন ঃ আমি আমার মাথার চুলে জট ধরিয়েছি এবং আমার কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়েছি। আমি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারছি না।

٢٦٨٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا .

২৬৮৫। আহ্‌মাদ ইবনে আমর ইবনুস সার্‌হ্ (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি তাঁর মাথার চুল জটবাঁধা অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করেছেন (ইহ্‌রাম বেঁধেছেন)।

اِبَاحَةُ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা বৈধ।

٢٦٨٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اِحْرَامِهِ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُّحْرِمَ وَعِنْدَ اِحْلاَلِهِ قَبْلَ اَنْ يُّحِلَّ بِيَدَىَّ .

২৬৮৬। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর ইহ্‌রামের সময় এবং যখন তিনি ইহ্‌রাম খোলার ইচ্ছা করলেন তখন তাঁর ইহ্‌রাম খোলার পূর্বে আমি আমার নিজ হাতে তাঁর দেহে সুগন্ধি মাখিয়েছি।

٢٦٨٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

২৬৮৭। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহ্‌রামের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করার পূর্বে ইহ্‌রাম খোলার জন্যও সুগন্ধি লাগিয়েছি।

٢٦٨٨- اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُوْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ اَحَلَّ .

২৬৮৮। হুসাইন ইবনে মানসূর ইবনে জা'ফার আন-নিশাপুরী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্‌রামের জন্য তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর ইহ্‌রাম খোলার জন্যও যখন তিনি ইহ্‌রাম খুললেন, আমি তাঁর দেহে সুগন্ধি মেখেছি।

٢٦٨٩- اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِيْنَ اَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

২৬৮৯। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আবু উবায়দুল্লাহ আল-মাখযূমী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহ্‌রামের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর

ইহ্‌রাম খোলার জন্যও যামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়েছি।

٢٦٩٠- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ عُمَيْرٍ عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاِحْلاَلِهِ وَطَيَّبْتُهُ لاِحْرَامِهِ طِيْبًا لاَ يُشْبِهُ طِيْبَكُمْ هٰذَا تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ .

২৬৯০। ঈসা ইবনে মুহাম্মাদ আবু উমাইর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার জন্য সুগন্ধি লাগিয়েছি এবং আমি তাঁকে তাঁর ইহ্‌রামের জন্য এমন সুগন্ধি লাগিয়েছি যা তোমাদের এসব সুগন্ধির অনুরূপ নয়। অর্থাৎ তার (ঘ্রাণের) স্থায়িত্ব ছিলো না।

٢٦٩١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بِاَطْيَبِ الطِّيْبِ عِنْدَ حِرْمِهِ وَحِلِّهِ .

২৬৯১। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... উছমান ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিসের সুগন্ধি লাগিয়েছিলেন? তিনি বলেন, সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি তাঁর ইহ্‌রামের সময় এবং তাঁর ইহ্‌রাম খোলার সময়।

٢٦٩٢- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اِحْرَامِهِ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ .

২৬৯২। আহ্‌মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নুল ওয়াযীর ইবনে সুলায়মান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধার সময় যতোটা সম্ভব উত্তম সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত করতাম।

٢٦٩٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ وَحِيْنَ يُرِيْدُ اَنْ يَزُوْرَ الْبَيْتَ .

২৬৯৩। আহ্মাদ ইবনে হারব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যতোদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগাতাম তাঁর ইহ্রামমুক্ত হওয়ার সময়, ইহ্রাম বাঁধার সময় এবং যখন তিনি বাইতুল্লাহ্ যিয়ারতের ইচ্ছা করতেন।

٢٦٩٤- اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ .

২৬৯৪। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কস্তুরী মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়েছি তাঁর ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে এবং কোরবানীর দিন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার পূর্বে।

٢٦٩٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ ابْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ يَعْنِى الْعَدَنِىَّ عَنْ سُفْيَانَ ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ يَعْنِى الْاَزْرَقَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَبِيْصِ طِيْبِ الْمِسْكِ فِىْ مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৬৯৫। আহ্মাদ ইবনে নাস্র (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি দেখছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথায় বা তাঁর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধি বা কস্তুরীর দীপ্তি।

٢٦٩٦- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يُرٰى وَبِيْصُ الطِّيْبِ فِىْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৬৯৬। মাহ্মূদ ইবনে গাইলান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্রাম অবস্থায় তার সিঁথিতে সুগন্ধির দীপ্তি লক্ষ্য করা যেতো।

مَوْضِعُ الطِّيْبِ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ সুগন্ধির স্থান।

٢٦٩٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৬৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্‌রাম অবস্থায় তাঁর মাথায় সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি।

٢٦٩٨- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ اُصُوْلِ شَعْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৬৯৮। মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্‌রাম অবস্থায় তাঁর মাথার চুলের গোড়ায় সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পেতাম।

٢٦٩٩- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ مَفْرِقِ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৬৯৯। হুমাইদ ইবনে মাস'আদা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্‌রাম অবস্থায় তাঁর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি।

٢٧٠٠- اَخْبَرَنَا بِشْرُ ابْن خالد الْعَسْكَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِىْ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৭০০। বিশ্‌র ইবনে খালিদ আল-আসকারী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহ্‌রাম অবস্থায় তাঁর মাথায় সুগন্ধির দীপ্তি দেখেছি।

٢٧٠١- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُهِلُّ .

২৭০১। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাঁর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি।

٢٧٠٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ هَنَّادٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّحْرِمَ ادَّهَنَ بِاَطْيَبِ مَا يَجِدُهُ حَتّٰى اَرٰى وَبِيْصَهُ فِىْ رَاْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ تَابَعَهُ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى هٰذَا الْكَلاَمِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ .

২৭০২। কুতায়বা ও হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করতেন, তখন সহজলভ্য উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, এমনকি আমি তাঁর দাড়িতে ও মাথায় এর দীপ্তি দেখেছি।

٢٧٠٣- اَخْبَرَنِىْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَطْيَبِ مَا كُنْتُ اَجِدُ مِنَ الطِّيْبِ حَتّٰى اَرٰى وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِىْ رَاْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ .

২৭০৩। আবদা ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহ্‌রামের পূর্বে সহজলভ্য সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি দিতাম। এমনকি তাঁর দাড়িতে ও মাথায় আমি সুগন্ধির দীপ্তি দেখেছি।

٢٧٠٤- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِىْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ثَلاَثٍ .

২৭০৪। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই তিন দিন পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেয়েছি।

٢٧٠٥-اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَرٰى وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِىْ مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ثَلاَثٍ .

২৭০৫। আলী ইবনে হুজ্‌র (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে তিন দিন পরও সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পেতাম।

٢٧٠٦- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ

الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ فَقَالَ لَاَنْ اَطَّلِيَ بِالْقَطِرَانِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِن ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ لَقَدْ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَطُوْفُ فِيْ نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيْبًا .

২৭০৬। হুমাইদ ইবনে মাসআদা (র)... ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে ইহ্রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমার মতে তার চেয়ে আলকাতরা ব্যবহার করা অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট একথা ব্যক্ত করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ আবু আবদুর রহমানকে রহম করুন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুগন্ধি লাগাতাম। তারপর তিনি তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতেন। সকাল বেলাও তাঁর থেকে সুগন্ধি ছড়াতো।

٢٧٠٧- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَاَنْ اُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُصْبِحَ مُحْرِمًا اَنْضَحُ طِيْبًا فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَاَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ فِيْ نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحْرِمًا .

২৭০৭। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, ইহ্রাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা অপেক্ষা আমার কাছে আলকাতরা ব্যবহার করা অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুগন্ধি লাগিয়েছি, তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত করেছেন, তারপর ইহ্রাম বেঁধেছেন।

اَلزَّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِمِ

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্রিমের যাফরান ব্যবহার করা।

٢٧٠٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

২৭০৮। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তিকে যাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧٠٨- اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ .

২৭০৯। কাছীর ইবনে উবায়েদ (র)... আনাস ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧١٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّزَعْفُرِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِيْ لِلرِّجَالِ .

২৭১০। কুতায়বা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের যাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

فِى الْخَلُوْقِ لِلْمُحْرِمِ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির খালূক সুগন্ধি ব্যবহার করা।

٢٧١١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوْقٍ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمَا اَصْنَعُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِيْ حَجِّكَ قَالَ كُنْتُ اَتَّقِيْ هٰذَا اَغْسِلُهُ فَقَالَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِيْ حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِيْ عُمْرَتِكَ .

২৭১১। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র)... সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তার পরনে কয়েক টুকরা কাপড় ছিল এবং সে খালূক মেখেছিল। সে বললো, আমি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছি, আমি কি করবো? নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তোমার হজ্জে কি করতে? সে বললো, আমি এটা পরিহার করতাম এবং ধুয়ে ফেলতাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার হজ্জে যা করতে তোমার উমরাতেও তাই করো।

٢٧١٢- اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى

عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَاْسَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَاَنَا كَمَا تَرٰى فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِىْ حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ فِىْ عُمْرَتِكَ .

২৭১২। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (র)... সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিইররানায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এলো। তার পরনে একটি জুব্বা ছিল এবং তার মাথা ও দাড়িতে সুফরা সুগন্ধি লাগানো ছিল। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উমরার ইহ্রাম বেঁধেছি, আর আমার অবস্থা আপনি যেরূপ দেখছেন। তিনি বলেন ঃ তোমার জুব্বা খুলে ফেল, তোমার শরীরের সুফরা সুগন্ধি ধুয়ে ফেল এবং তুমি হজ্জে যা করতে উমরায়ও তাই করো।

اَلْكُحْلُ لِلْمُحْرِمِ

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্রিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার করা।

٢٧١٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمُحْرِمِ اِذَا اشْتَكٰى رَاْسَهُ وَعَيْنَيْهِ اَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِصَبِرٍ .

২৭১৩। কুতায়বা (র)... আবান ইবনে উছমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্রামধারী ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ সে তার চোখে এবং মাথায় ব্যথা অনুভব করলে যেন ইলুয়া দ্বারা উভয় স্থান মালিশ করে।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِى الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ لِلْمُحْرِمِ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্রিম ব্যক্তির রঙ্গীন কাপড় পরিধান করা মাকরূহ।

٢٧١٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرًا فَسَاَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ

الْيَمَنِ بِهَدْيٍ وَسَاقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ هَدْيًا وَاِذَا فَاطِمَةُ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّشًا اَسْتَفْتِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَاطِمَةَ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ وَقَالَتْ اَمَرَنِىْ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ اَنَا اَمَرْتُهَا .

২৭১৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা জাবের (রা)-এর নিকট এসে তাকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি এখন যা উপলব্ধি করছি তা যদি আগে উপলব্ধি করতে পারতাম তাহলে সাথে কোরবানীর পশু আনতাম না এবং উমরার ইহ্রাম বাঁধতাম। অতএব যার কাছে কোরবানীর পশু নেই, সে যেন উমরা করে ইহ্রাম ত্যাগ করে। আলী (রা) ইয়ামান থেকে কোরবানীর পশু নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কোরবানীর পশু নিয়ে আসেন। আর ফাতিমা (রা) রঙ্গীন কাপড় পরিধান করেছেন এবং সুরমা লাগিয়েছেন। আলী (রা) বলেন, আমি তাকে ধমকানোর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফাতোয়া জিজ্ঞেস করতে গেলাম। আমি বলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতিমা রঙ্গীন কাপড় পরিধান করেছে, সুরমা লাগিয়েছে এবং বলেছে, আমার পিতা আমাকে এই আদেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে. সে সত্য বলেছে, আমিই তাকে আদেশ করেছি।

تَخْمِيْرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَاْسَهُ

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্রিম ব্যক্তির কাফনে মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা।

٢٧١٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَاَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيُكَفَّنُ فِىْ ثَوْبَيْنِ خَارِجًا رَاْسُهُ وَوَجْهُهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

২৭১৫। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিজ বাহন থেকে পড়ে যাওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় এবং ফলে সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তাকে এমন দু'টি কাপড়ে কাফন দিতে হবে, যেন তার মাথা ও মুখমণ্ডল কাফনের বাইরে থাকে। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

٢٧١٦- اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِى الْحَفَرِىَّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثِيَابِهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ وَرَاْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

২৭১৬। আবদা ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাফ্ফার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মারা গেলে নবী ﷺ বললেন ঃ তাকে কূল পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করাও এবং তার পরনের কাপড়েই তাকে কাফন দাও, কিন্তু তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকো না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

اِفْرَادُ الْحَجِّ

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইফরাদ হজ্জ।

٢٧١٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ .

২৭১৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জ করেছেন।

٢٧١٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ .

২৭১৮। কুতায়বা (র)...আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন।

٢٧١٩- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ اَنْ يُّهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ .

২৭১৯। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুলহিজ্জার চাঁদ দেখে (উদিত হওয়া সামনে রেখে) রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কেউ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতে চাইলে সে যেন হজ্জের ইহ্রাম বাঁধে। আর কেউ উমরার ইহ্রাম বাঁধতে চাইলে সে যেন উমরার ইহ্রাম বাঁধে।

٢٧٢٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّبَرَانِىُّ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى مَنْصُوْرٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَرٰى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ .

২৭২০। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জ করার উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হলাম।

اَلْقِرَانُ

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ কিরান হজ্জ।

٢٧٢١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ ابْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ اَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَاَسْلَمْتُ فَكُنْتُ حَرِيْصًا عَلَى الْجِهَادِ فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَاَتَيْتُ رَجُلاً مِّنْ عَشِيْرَتِىْ يُقَالُ لَهُ هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَاَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا اَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِىْ سَلْمَانُ ابْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَاَنَا اُهِلُّ بِهِمَا فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ مَا هٰذَا بِاَفْقَهَ مِنْ بَعِيْرِهِ فَاَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَاَنَا حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَاِنِّىْ وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَاَتَيْتُ هُرَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ يَا هَنَاهُ اِنِّىْ وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَقَالَ اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَاَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا اَتَيْنَا الْعُذَيْبَ لَقِيَنِىْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ مَا هٰذَا بِاَفْقَهَ مِنْ بَعِيْرِهِ فَقَالَ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ .

২৭২১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু ওয়াইল (র) বলেন, আস-সুবাই ইবনে মা'বাদ বলেছেন, আমি ছিলাম খৃস্টান বেদুঈন। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি জিহাদ করতে লালায়িত ছিলাম। আমি দেখলাম, আমার উপর হজ্জ ও উমরা উভয়ই ফরয হয়েছে। অতএব আমি আমার গোত্রের হুরাইম ইবনে আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির কাছে আসলাম এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এ দু'টি একত্রে আদায় করো, এরপর তোমার জন্য সহজলভ্য পশু যবেহ করো। আমি উভয়ের ইহ্‌রাম বাঁধলাম। যখন

আমি উযাইব নামক স্থানে আসলাম তখন সালমান ইবনে রবীআ এবং যায়েদ ইবনে সূহানের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তখনও আমি হজ্জ ও উমরার তাল্‌বিয়া পাঠ করছি। তাদের একজন অপরজনকে বললো, এই ব্যক্তি তার উটের চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল নয়। পরে আমি উমার (রা)-র নিকট এসে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমি জিহাদ করতে আগ্রহী। আর আমি দেখলাম, আমার উপর হজ্জ ও উমরা ফরয হয়েছে। আমি হুরাইম ইবনে আবদুল্লাহর নিকট এসে বললাম, আমার উপর হজ্জ ও উমরা ফরয হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করো। তারপর যে পশু তোমার জন্য সহজলভ্য হয় তা যবেহ করো। অতএব আমি উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধেছি। আমি উযাইব নামক স্থানে পৌছে সালমান ইবনে রবী'আ ও যায়েদ ইবনে সূহানের সাক্ষাত পেলাম। তাদের একজন অপরজনকে বললো, এই ব্যক্তি তার উটের চেয়ে অধিক অবহিত নয়। উমার (রা) বললেন, তুমি তোমার নবী ﷺ-এর সুন্নাত পেয়েছো।

٢٧٢٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الصُّبَىُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَاَتَيْتُ عُمَرَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ اِلاَّ قَوْلَهُ يَا هَنَّاهُ .

২৭২২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... শাকীক (র) বলেন, আস-সুবাই আমাদের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন... রাবী পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট এসে তার কাছে ঘটনা বর্ণনা করলাম।

٢٧٢٣- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ يَعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَاَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ اَبُوْ وَائِلٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا فَاَسْلَمَ فَاَقْبَلَ فِىْ اَوَّلِ مَا حَجَّ فَلَبَّى بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ جَمِيْعًا فَهُوَ كَذٰلِكَ يُلَبِّىْ بِهِمَا جَمِيْعًا فَمَرَّ عَلٰى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لَاَنْتَ اَضَلُّ مِنْ جَمَلِكَ هٰذَا فَقَالَ الصُّبَىُّ فَلَمْ يَزَلْ فِىْ نَفْسِىْ حَتّٰى لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ قَالَ شَقِيْقٌ وَكُنْتُ اَخْتَلِفُ اَنَا وَمَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ اِلَى الصُّبَىِّ بْنِ مَعْبَدٍ نَسْتَذْكِرُهُ فَلَقَدِ اخْتَلَفْنَا اِلَيْهِ مِرَارًا اَنَا وَمَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ .

২৭২৩। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র) ... আবু ওয়াইল শাকীক ইবনে সালামা নামক ইরাকের অধিবাসী এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। আস-সুবাই ইবনে মা'বাদ নামক তাগলিব গোত্রের এক ব্যক্তি, যে ছিল খৃস্টান, সে ইসলাম গ্রহণ করলো। সে প্রথম হজ্জ করতে গিয়ে হজ্জ ও উমরা উভয়ের একত্রে ইহ্রাম বাঁধলো। এভাবে হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পড়তে পড়তে সে সালমান ইবনে রবী'আ ও যায়েদ ইবনে সূহানের নিকট গেলো। তাদের একজন বললো, তুমি তোমার এই উটের চেয়েও অধিক অজ্ঞ। আস-সুবাই বলেন, আমার অন্তরে এই কথা নিয়ে আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে দেখা করলাম এবং তার কাছে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, তুমি তোমার নবীর সুন্নাত মোতাবেক হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো। শাকীক (র) বলেন, আমি ও মাসরূক ইবনুল আজদা আস-সুবাই ইবনে মা'বাদের নিকট একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বারবার আসতাম।

٢٧٢٤- اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيًّا يُلَبِّىْ بِعُمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ فَقَالَ اَلَمْ تَكُنْ تُنْهٰى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّىْ بِهِمَا جَمِيْعًا فَلَمْ اَدَعْ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِقَوْلِكَ .

২৭২৪। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... মারওয়ান ইবনুল হাকাম বলেন, আমি উছমান (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আলী (রা)-কে হজ্জ এবং উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনলেন। তিনি বললেন, তোমাদেরকে কি এটা করতে নিষেধ করা হয়নি? তিনি বলেন, হাঁ। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই দু'টির জন্য একসাথে তাল্বিয়া পাঠ করতে শুনেছি। অতএব আমি তোমার কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না।

٢٧٢٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ حُسَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ اَنَّ عُثْمَانَ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَاَنْ يَّجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِىٌّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ اَتَفْعَلُهَا وَاَنَا اَنْهٰى عَنْهَا فَقَالَ عَلِىٌّ لَمْ اَكُنْ لاَدَعَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِاَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ .

২৭২৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... মারওয়ান থেকে বর্ণিত। উছমান (রা) তামাত্তু হজ্জ এবং কোন ব্যক্তিকে হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে নিষেধ করেন। তখন আলী (রা) বলেন, একসঙ্গে হজ্জ ও উমরার লাব্বায়কা। উছমান (রা) বললেন, আমি তা করতে নিষেধ করা

সত্ত্বেও কি তুমি তাই করছো? আলী (রা) বললেন, কোন লোকের কথায় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না।

٢٧٢٦- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৭২৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... শোবা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧٢٧- اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنَ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ حِيْنَ اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلِىٌّ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ بِاِهْلاَلِكَ قَالَ فَاِنِّىْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ قَالَ وَقَالَ ﷺ لاَصْحَابِهِ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلٰكِنِّىْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ .

২৭২৭। মু'আবিয়া ইবনে সালেহ্ (র)... আল-বারাআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে ইয়ামানে আমীর নিযুক্ত করে পাঠান তখন আমি তার সাথে ছিলাম। তথা থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি কিরূপ করেছো? আমি বললাম, আমি আপনার ইহ্রামের অনুরূপ ইহ্রাম বেঁধেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছি এবং কিরান হজ্জের নিয়াত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন ঃ আমি পরে যা উপলব্ধি করেছি যদি তা আগে উপলব্ধি করতে পারতাম তাহলে তোমরা যা করেছ আমিও তাই করতাম। কিন্তু আমি কোরবানীর পশু সাথে এনেছি এবং কিরান হজ্জের নিয়াত করেছি।

٢٧٢٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُوْلُ قَالَ لِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ تُوُفِّىَ قَبْلَ اَنْ يَّنْهٰى عَنْهَا وَقَبْلَ اَنْ يَّنْزِلَ الْقُرْاٰنُ بِتَحْرِيْمِهِ .

২৭২৮। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা আস-সানআনী (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে করেছেন। তারপর এ ধরনের হজ্জ হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হওয়ার এবং এ ধরনের কাজ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করার পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন।

٢٧٢٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فِيْهِمَا رَجُلٌ بِرَاْيِهِ مَا شَاءَ .

২৭২৯। আমর ইবনে আলী (র)... ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরা একসাথে করেছেন। তারপর এ সম্পর্কে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং নবী ﷺ-ও তা নিষেধ করেননি। এতদুভয় সম্পর্কে এক ব্যক্তি তার নিজ ইচ্ছামত অভিমত ব্যক্ত করছেন।

٢٧٣٠- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ هٰذَا اَحَدُهُمْ لاَ بَاْسَ بِهِ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ يَرْوِىْ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ لاَ بَاْسَ بِهِ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْوِىْ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَالْحَسَنِ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ .

২৭৩০। আবু দাউদ (র)... মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমাকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, তিনজন রাবীর নাম ইসমাঈল ইবনে মুসলিম, এই হাদীসের রাবী ইসমাঈল তাদের একজন। তার ব্যাপারে আপত্তি নাই। আবুত তুফাইল থেকে হাদীস বর্ণনাকরী ইসমাঈল ইবনে মুসলিম হলেন একজন শায়েখ, তার ব্যাপারেও আপত্তি নাই। আর আয-যুহ্রী ও আল-হাসান (র) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবনে মুসলিম হলেন পরিত্যক্ত রাবী।

٢٧٣١- اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيٰى وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ ح وَاَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ

الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيْلُ وَيَحْيَ بْنُ اَبِى اِسْحَاقَ كُلُّهُمْ عَنْ اَنَسٍ سَمِعُوْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا .

২৭৩১। মুজাহিদ ইবনে মূসা (র)... আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান, লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান (একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলাম)।

٢٧٣٢- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّىْ بِهِمَا .

২৭৩২। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ দুইয়ের (হজ্জ ও উমরা) জন্য একত্রে তালবিয়া পড়তে শুনেছি।

٢٧٣٣- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُلَبِّىْ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيْعًا فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبّٰى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيْتُ اَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَنَسٌ مَا تَعُدُّوْنَا اِلاَّ صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مَعًا .

২৭৩৩। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি নবী ﷺ-কে হজ্জ ও উমরার একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। রাবী বলেন, আনাস (রা)-এর কথা ইবনে উমার (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, নবী ﷺ কেবলমাত্র হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছেন। আমি আবার আনাস (রা)-র সঙ্গে সাক্ষাত করে ইবনে উমারের উক্তি তার নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বলেন, ইবনে উমার কি আমাদেরকে বালক মনে করেন? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান (উমরা ও হজ্জের তালবিয়া) একত্রে পড়তে শুনেছি।

اَلتَّمَتُّعُ

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ তামাত্তু হজ্জ।

٢٧٣٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ وَاَهْدٰى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ لْيُهْدِ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ فَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشٰى اَرْبَعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ فَصَلّٰى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهْدٰى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ .

২৭৩৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-মুখাররামী (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের উমরা ও হজ্জ পর্যায়ক্রমে একত্রে আদায় করেন অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জ করেন এবং কোরবানী করেন। তিনি যুল-হুলায়ফায় তাঁর সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দিন হজ্জের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে উমরার ইহ্রাম বাঁধেন, তারপর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। লোকজনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পর্যায়ক্রমে উমরা ও হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলো। কতক ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিল এবং কতক লোক কোরবানীর পশু আনেনি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌঁছে লোকজনকে বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু এনেছে, সে যেন হজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত তার জন্য যা হারাম তদ্দ্বারা ইহ্রাম ভঙ্গ না করে। আর যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু আনেনি সে যেন কা'বাঘর তাওয়াফ করে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে এবং মাথার চুল ছেঁটে ইহ্রাম ভঙ্গ করে। তারপর সে যেন হজ্জের ইহ্রাম বাঁধে এবং কোরবানী করে। আর যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সংগ্রহ করতে সক্ষম নয় সে যেন হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখে এবং পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পর সাত দিন রোযা রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায়

পৌঁছে সর্বপ্রথম (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করলেন এবং রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করলেন, তারপর তিনি সাত তাওয়াফের তিন তাওয়াফে রমল করলেন এবং চার তাওয়াফে হাঁটলেন। তাওয়াফ সমাপ্ত করে তিনি মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাক্আত নামায পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে অবসর হয়ে তিনি সাফা পাহাড়ে আগমন করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করলেন। তারপর তিনি হজ্জ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত ইহ্রাম ভঙ্গ করেননি। কোরবানীর দিন তিনি পশু কোরবানী করলেন এবং তথা থেকে প্রত্যাবর্তন করে বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করলেন, তারপর তাঁর জন্য যা হারাম ছিল তার প্রতিটি তাঁর জন্য হালাল হলো। লোকদের মধ্যে যারা কোরবানীর পশু নিয়ে এসেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করলেন তদ্রূপ করলো।

٢٣٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ حَجَّ عَلِىٌّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ نَهٰى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ عَلِىٌّ اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوْا فَلَبّٰى عَلِىٌّ وَاَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِىٌّ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَنْهٰى عَنِ التَّمَتُّعِ قَالَ بَلٰى قَالَ لَهُ عَلِىٌّ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَمَتَّعَ قَالَ بَلٰى .

২৭৩৫। আমর ইবনে আলী (র)... আবদুর রহমান ইবনে হারমালা (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি, আলী ও উছমান (রা) হজ্জ করলেন। আমরা যখন পথিমধ্যে ছিলাম, তখন উছমান (রা) তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করলেন। আলী (রা) বললেন, যখন তোমরা তাকে রওয়ানা হতে দেখবে তখন তোমরাও রওয়ানা হবে। আলী (রা) ও তার সাথীরা উমরার তালবিয়া পড়লেন। উছমান তাদেরকে নিষেধ করেননি। আলী (রা) বলেন, আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, আপনি তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করেন? তিনি বলেন, হাঁ। আলী (রা) তাকে বলেন, আপনি কি শুনেননি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু হজ্জ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

٢٧٣٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ لاَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ اِلاَّ مَنْ جَهِلَ اَمْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ سَعْدٌ بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ اَخِىْ قَالَ ضَحَّاكُ فَاِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ قَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ .

২৭৩৬। কুতায়বা (র)... সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও আদ-দাহ্হাক ইবনে কায়েস (রা) মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা)-র হজ্জ করার বছর তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আদ-দাহ্হাক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ সম্পর্কে অজ্ঞ কেবল সে-ই তা করতে পারে। সা'দ (রা) বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি অত্যন্ত আপত্তিকর কথা বললে। আদ-দাহ্হাক (রা) বললেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তা করতে নিষেধ করেছেন। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছেন এবং আমরাও তাঁর সাথে তা করেছি।

٢٧٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّهُ كَانَ يُفْتِىْ بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النُّسُكِ بَعْدُ حَتّٰى لَقِيْتُهُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَلٰكِنْ كَرِهْتُ اَنْ يَظَلُّوْا مُعَرِّسِيْنَ بِهِنَّ فِى الْاَرَاكِ ثُمَّ يَرُوْحُوْا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوْسُهُمْ .

২৭৩৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্তু হজ্জ করার ফতোয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনার কোন কোন ফতোয়ার ব্যাপারে একটু থামুন। আপনি জানেন না, আমীরুল মুমিনীন পরে হজ্জের ব্যাপারে অভিনব বিষয় প্রবর্তন করেছেন। শেষে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। উমার (রা) বলেন, আমি নিশ্চিতরূপে জানি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছেন। কিন্তু লোকজন আরাক গাছের নিচে স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করে হজ্জে গমন করবে, আর তাদের মাথা থেকে (সহবাস জনিত গোসলের কারণে) পানি টপকাতে থাকবে, তা আমি পছন্দ করি না।

٢٧٣٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ وَاِنَّهَا لَفِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِى الْعُمْرَةَ فِى الْحَجِّ .

২৭৩৮। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল হাসান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করছি, যদিও তা অবশ্যই আল্লাহ্র কিতাবে অনুমোদিত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তা করেছেন অর্থাৎ তিনি হজ্জের আগে উমরাহ্ করেছেন।

٢٧٣٩- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَعَلِمْتَ اَنِّىْ قَصَّرْتُ مِنْ رَاْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ لاَ يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذَا مُعَاوِيَةُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ النَّبِىُّ ﷺ .

২৭৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... তাউস (র) বলেন, মুয়াবিয়া (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি জানেন কি, আমি মারওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার চুল ছেঁটেছিলাম? তিনি বললেন, না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই মুয়াবিয়া লোকদেরকে তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করেন, অথচ নবী ﷺ তামাত্তু হজ্জ করেছেন।

٢٧٤٠-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ بِاهْلاَلِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْىٍ قُلْتُ لاَ قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثم اتيتُ امْرَاَةً مِّنْ قَوْمِىْ فَمَشَطَتْنِىْ وَغَسَلَتْ رَاْسِىْ فَكُنْتُ اُفْتِى النَّاسَ بِذٰلِكَ فِىْ اِمَارَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَاِمَارَةِ عُمَرَ اِنِّىْ لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ اِذْ جَاءَنِىْ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ شَاْنِ النُّسُكِ قُلْتُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا اَفْتَيْنَاهُ بِشَىْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَاِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوْا بِهِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَحْدَثْتَ فِىْ شَاْنِ النُّسُكِ قَالَ اِنْ نَاْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَاِنْ نَاْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ فَاِنَّ نَبِيَّنَا ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى نَحَرَ الْهَدْىَ.

২৭৪০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু মূসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন তিনি বাতহায় ছিলেন। তিনি বলেন ঃ কিসের তালবিয়া পাঠ করেছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে (হজ্জের) তালবিয়া পাঠ করেছেন, আমিও তার তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কি কোরবানীর পশু এনেছো? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করো এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করো, তারপর ইহ্রাম ভঙ্গ করো। অতএব আমি বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম, এরপর আমার বংশের এক মহিলার নিকট গেলাম। সে আমার মাথা

আঁচড়িয়ে ও মাথা ধুইয়ে দিলো। আমি লোকদেরকে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-র খেলাফত কালে এই ফতোয়াই দিতাম। আমি এক হজ্জের মওসুমে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বললো, আমীরুল মুমিনীন হজ্জের ব্যাপারে যে নতুন কথা বলছেন, তা তুমি জানো না। আমি বললাম, হে লোকসকল! আমি যাকে যে ফতোয়া দিয়েছি সে যেন তাড়াহুড়া না করে। কেননা তোমাদের নিকট আমীরুল মুমিনীন শীঘ্রই আসছেন, তোমরা তার অনুসরণ করো। তিনি আগমন করলে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! হজ্জের ব্যাপারে আপনি আবার নতুন কি প্রবর্তন করলেন? তিনি বলেন, আমরা মহামহিম আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসরণ করবো। মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ ও উমরা আদায় করো"। আর আমরা আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত অনুসরণ করবো। আমাদের নবী ﷺ কোরবানী করার পূর্বে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেননি।

٢٧٤١- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ قَالَ فِيْهَا قَائِلٌ بِرَاْيِهِ .

২৭৪১। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকূব (র)... মুতাররিফ (র) বলেন, আমাকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু হজ্জ করেছেন এবং আমরাও তাঁর সাথে তামাত্তু হজ্জ করেছি। এখন এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি নিজের মত ব্যক্ত করছেন।

تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْاِهْلَالِ

৫১-অনুচ্ছেদ : ইহ্‌রাম বাঁধার সময় হজ্জ বা উমরার নামোল্লেখ বর্জন করা।

٢٧٤٢- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ حِجَجٍ ثُمَّ اُذِّنَ فِي النَّاسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَاجٌّ فِيْ هٰذَا الْعَامِ فَنَزَلَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ اَنْ يَاْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَابِرٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَاْوِيْلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجْنَا لَا نَنْوِيْ اِلَّا الْحَجَّ .

২৭৪২। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট গিয়ে তাকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় নয় বছর অবস্থান করেন। তারপর জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বছর হজ্জ করতে যাবেন। তাতে মদীনায় বহু লোকের সমাগম হলো। সকলেই কামনা করছিলো, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জ করবেন এবং তিনি যা করেন তারাও তাই করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলকা'দা মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে রওয়ানা হলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে থাকতেই তাঁর উপর কুরআন নাযিল হতো এবং তিনি এর যথার্থ মর্ম অবগত ছিলেন। তিনি তদনুযায়ী যা করতেন, আমরাও তা করতাম। আমরা কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলাম।

٢٧٤٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا لاَ نَنْوِيْ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ اَحِضْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِيْ مَا يَقْضِى الْمُحْرِمُ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ .

২৭৪৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অভিপ্রায় ছিলো না। সারিফ নামক স্থানে পৌছার পর আমি ঋতুবতী হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন, আর আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ঋতুগ্রস্ত হয়েছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এটি এমন বিষয় যা মহামহিম আল্লাহ্ আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ব্যতীত মুহরিম ব্যক্তি হজ্জের যে সকল অনুষ্ঠান পালন করে তুমিও তা পালন করতে থাকো।

اَلْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ অন্য লোকের হজ্জের নিয়াত অনুসারে নিয়াত করা।

٢٧٤٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَقْبَلْتُ

مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِىُّ ﷺ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً فَفَلَتْ رَأْسِى فَجَعَلْتُ أُفْتِى النَّاسَ بِذٰلِكَ حَتّٰى كَانَ خِلاَفَةَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسٰى رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى النُّسُكِ بَعْدَكَ قَالَ أَبُو مُوسٰى يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّ أَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتَّئِدْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوا بِهِ وَقَالَ عُمَرُ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَإِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

২৭৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... তারিক ইবনে শিহাব (র) বলেন, আবু মূসা (রা) বলেছেন, আমি ইয়ামান থেকে আসলাম। তখন নবী ﷺ আল-বাতহা নামক স্থানে ছিলেন, এখান থেকেই তিনি হজ্জ আদায় করেন। তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি কি হজ্জের নিয়াত করেছো? আমি বললা, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তুমি কিভাবে বলেছো? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি নবী ﷺ-এর হজ্জের অনুরূপ নিয়াত করলাম। তিনি বলেন, তাহলে তুমি বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করো এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করো। অতএব আমি তাই করলাম। তারপর আমি এক মহিলার নিকট আসলাম, সে আমার মাথা থেকে উকুন বের করলো। এরপর থেকে আমি লোকজনকে অনুরূপ ফতোয়া দিতে থাকলাম, এমনকি উমার (রা)-এর খেলাফতকালেও। তাকে এক ব্যক্তি বললো, হে আবু মূসা! আপনার কোন কোন ফতোয়ার ব্যাপারে একটু থামুন। কেননা আপনি জানেন না, পরে আমীরুল মুমিনীন হজ্জের ব্যাপারে অভিনব বিষয় প্রবর্তন করেছেন। আবু মূসা (রা) বলেন, হে লোকসকল! আমি যাকে যে ফতোয়া দিয়েছি, সে যেন তাতে তাড়াহুড়া না করে। কেননা আমীরুল মুমিনীন তোমাদের নিকট আসছেন। তোমরা তার অনুসরণ করো। উমার (রা) বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসরণ করবো। তা আমাদেরকে হজ্জ পূর্ণ করার আদেশ করেছে। আর আমরা নবী ﷺ-এর সুন্নাত অনুসরণ করবো। নবী ﷺ ইহ্‌রাম ভঙ্গ করতেন না, যাবত না কোরবানীর পশু যবেহ-এর স্থানে পৌঁছে যেতো (এবং যবেহ হতো)।

٢٧٤٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْىٍ وَسَاقَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا

قَالَ لِعَلِيٍّ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعِى الْهَدْىُ قَالَ فَلاَ تَحِلُّ .

২৭৪৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমার পিতা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট এসে তাকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে কোরবানীর পশু নিয়ে আগমন করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কোরবানীর পশু এনেছিলেন। তিনি আলী (রা)-কে বলেন ঃ তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছো? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমি ইহ্রাম বাঁধলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার ইহ্রাম বেঁধেছেন। আর আমার সাথে কোরবানীর পশু আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাহলে তুমি ইহ্রাম ভঙ্গ করো না।

٢٧٤٦- اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ عَلِىٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِمَا اَهْلَلْتَ يَا عَلِىُّ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَاَمْكُثْ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ قَالَ وَاَهْدٰى عَلِىٌّ لَهُ هَدْيًا .

২৭৪৬। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... জাবের (রা) বলেন, আলী (রা) তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে (ইয়ামান থেকে) আসলেন। নবী ﷺ তাকে বলেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছো। তিনি বলেন, নবী ﷺ যার ইহ্রাম বেঁধেছেন। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি কোরবানী করবে এবং ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে, যেমন তুমি আছো। রাবী বলেন, আলী (রা) নিজের পক্ষ থেকে পশু কোরবানী করলেন।

٢٧٤٧- اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِىٍّ حِيْنَ اَمَّرَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ فَاَصَبْتُ مَعَهُ اَوَاقِىَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلِىٌّ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوْحٍ قَالَ فَتَخَطَّيْتُهُ فَقَالَتْ لِىْ مَا لَكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَ اَصْحَابَهُ فَاَحَلُّوْا قَالَ قُلْتُ اِنِّىْ اَهْلَلْتُ بِاِهْلاَلِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِىْ كَيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ اِنِّىْ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ .

২৭৪৭। আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার (র)... আল-বারাআ (রা) বলেন, আমি আলী (রা)-এর সাথে ছিলাম, যখন নবী ﷺ তাকে ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান।

তার সাথে আমি কিছু মুদ্রা পেলাম। যখন আলী (রা) নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলেন তখন বলেন, আমি ফাতিমাকে দেখতে পেলাম, সে তার ঘরকে নাদূহ সুগন্ধিতে সুবাসিত করেছে। আমি তার থেকে দূরে থাকলাম। সে আমাকে বললো, আপনার কি হলো? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করার আদেশ করেছেন এবং তারা ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তিনি বলেন, তারপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলে তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি কি করেছ? আমি বললাম, আমি আপনার অনুরূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তিনি বলেন, আমি কোরবানীর পশু এনেছি এবং কিরান হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছি।

اِذَا اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলে তার সাথে হজ্জও করা যায় কি?

٢٧٤٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَاَنَا اَخَافُ اَنْ يَصُدُّوْكَ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذًا اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَاْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِيْ وَاَهْدٰى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ فَرَاٰى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْاَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

২৭৪৮। কুতায়বা (র)... নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনুয-যুবাইর (রা)-র সাথে হাজ্জাজের সংঘর্ষের বছর ইবনে উমার (রা) হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন। তাকে বলা হলো, তাদের মধ্যে অবশ্যই যুদ্ধ বেঁধে যাবে। আমার ভয় হচ্ছে, তারা আপনাকে বাধা দিবে। তিনি বলেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে অবশ্যই উত্তম আদর্শ রয়েছে।" তাহলে আমি তাই করবো যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার উপর উমরা ওয়াজিব করে নিয়েছি। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন। তিনি আল-বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে বললেন, হজ্জ ও উমরা একই রকম। আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জও ওয়াজিব করে নিয়েছি। আর তিনি একটি কোরবানীর পশুও সাথে নিলেন, যা তিনি কুদায়দ নামক স্থানে ক্রয় করেছিলেন । তারপর তিনি হজ্জ ও উমরা

উভয়ের তালবিয়া পড়তে পড়তে চললেন। শেষে তিনি মক্কায় পৌঁছে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেননি, কোরবানীও করেননি, মাথা মুণ্ডনও করেননি, চুলও কাটেননি এবং যে সকল জিনিস (তাঁর জন্য) হারাম ছিল তার কোনটি দ্বারা ইহ্‌রাম ভঙ্গও করেননি। এমতাবস্থায় কোরবানীর দিন উপস্থিত হলে তিনি কোরবানী করলেন ও মাথা কামান। তিনি দেখলেন যে, তিনি প্রথমোক্ত একই তাওয়াফে হজ্জ ও উমরা আদায় করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছেন।

كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া কিরূপ?

٢٧٤٩- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اِنَّ سَالِمًا اَخْبَرَنِىْ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ . وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ .

২৭৪৯। ঈসা ইবনে ইবরাহীম (র)... সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ " লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা। ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা"। আর আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলায়ফায় দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। তারপর যখন যুলহুলায়ফা মসজিদের নিকট তাঁর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো তখন তিনি ঐ সকল বাক্যে তালবিয়া পাঠ করেছেন।

٢٧٥٠- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا وَاَبَا بَكْرٍ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ .

২৭৫০। আহ্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেন ঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা। ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা"।

٢٧٥١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ .

২৭৫১। কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া ছিল ঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা। ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা"।

٢٧٥٢- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ . وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

২৭৫২। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া ছিল ঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা"। ইবনে উমার (রা) তাতে যোগ করেছেন, "লাব্বাইকা লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল-খাইরু ফী ইয়াদাইকা ওয়ার-রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল-আমাল"।

٢٧٥٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ .

২৭৫৩। আহ্মাদ ইবনে আবদা (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর তালবিয়া ছিল ঃ "লাব্বাইকা লাব্বাইকা লাব্বাইকা, লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা"।

٢٧٥٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَ هٰذَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ اِلاَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ . رَوَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْهُ مُرْسَلاً .

২৭৫৪। কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর তালবিয়ার মধ্যে "লাব্বাইকা ইলাহাল হাক্কি" কথাটুকুও ছিল। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবদুল আযীয ব্যতীত আবদুল্লাহ ইবনুল ফাদল থেকে অন্য কেউ এটা বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া তার থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْاِهْلاَلِ

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

٢٧٥٥-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لِيْ يَا مُحَمَّدُ مُرْ اَصْحَابَكَ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ.

২৭৫৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... খাল্লাদ ইবনুস সাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার সাহাবীগণকে নির্দেশ দিন, তারা যেন উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করে।

اَلْعَمَلُ فِي الْاِهْلاَلِ

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার পর যে আমল করবে।

٢٧٥٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَهَلَّ فِيْ دُبُرِ الصَّلاَةِ .

২৭৫৬। কুতায়বা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর তালবিয়া পাঠ করতেন।

٢٧٥٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعَدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَاَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ .

২৭৫৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-বায়দা নামক ময়দানে যুহরের নামায পড়লেন, অতঃপর জন্তুযানে আরোহণ করলেন

এবং আল-বায়দার পাহাড়ে উঠলেন। আর তিনি যুহরের নামায পড়ার পর হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করলেন।

٢٧٥٨- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ فِىْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلّٰى وَهُوَ صَامِتٌ حَتّٰى اَتَى الْبَيْدَاءَ .

২৭৫৮। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... জাবের (রা) থেকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্বন্ধে বর্ণিত। তিনি যুলহুলায়ফায় পৌঁছে নামায পড়লেন এবং আল-বায়দায় না আসা পর্যন্ত নীরব থাকলেন।

٢٧٥٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ بَيْدَاؤُكُمْ هٰذِهِ الَّتِىْ تُكَذِّبُوْنَ فِيْهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ .

২৭৫৯। কুতায়বা (র)... সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, এই তোমাদের সেই বায়দা যাকে কেন্দ্র করে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্বন্ধে মিথ্যা বলছো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলায়ফার মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও ইহ্রাম বাঁধেননি।

٢٧٦٠- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوِىْ بِهِ قَائِمَةً .

২৭৬০। ঈসা ইবনে ইবরাহীম (র) ...আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যুলহুলায়ফায় তাঁর জন্তুযানে আরোহণ করতে দেখেছি। তাঁর জন্তুযান তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর তিনি তালবিয়া পাঠ করেছেন।

٢٧٦١- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ح وَاَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

২৭৬১। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করতেন যে, নবী ﷺ-এর জন্তুযান যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন।

٢٧٦٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ ادْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ اسْحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَاَيْتُكَ تُهِلُّ اذَا اسْتَوَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ قَالَ انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُهِلُّ اذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ .

২৭৬২। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)... উবায়েদ ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, আমি লক্ষ্য করেছি যে, আপনার উষ্ট্রী যখন আপনাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন আপনি তালবিয়া পাঠ করেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলো তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন।

اِهْلاَلُ النُّفَسَاءِ

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ নিফাসগ্রস্ত মহিলার ইহ্‌রাম।

٢٧٦٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَبْقَ اَحَدٌ يَقْدِرُ اَنْ يَّاْتِيَ رَاكِبًا اَوْ رَاجِلاً الاَّ قَدِمَ فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوْا مَعَهُ حَتّٰى جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ ابْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ الٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ بِثَوْبٍ ثُمَّ اَهِلِّىْ فَفَعَلَتْ مُخْتَصَرٌ .

২৭৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনায়) নয় বছর অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি হজ্জ করেননি। তারপর তিনি লোকদের মাঝে হজ্জে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন। অতএব যে জন্তুযানে এবং যে পদব্রজে আসতে সক্ষম এমন কেউ মদীনায় আসতে বাকী রইলো না। তারা আগে-পিছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জে রওয়ানা হলো। তিনি যুলহুলায়ফায় পৌঁছলে সেখানে আসমা বিনতে উমায়েস (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌রকে প্রসব করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোক পাঠালে তিনি বলেন ঃ তুমি গোসল করে একখানা কাপড় দ্বারা পট্টি বেঁধে নাও, তারপর ইহ্‌রাম বাঁধো। তিনি তাই করেন (সংক্ষিপ্ত)।

٢٧٦٤- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ ابْنَ

اَبِىْ بَكْرٍ فَـاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُـوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَسْاَلُهُ كَيْفَ تَفْعَلُ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَـسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبِهَا وَتُهِلَّ .

২৭৬৪। আলী ইবনে হুজ্র (র)... জাবের (রা) বলেন, আসমা বিনতে উমায়েস-এর গর্ভে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তিনি এখন কি করবেন? তিনি তাকে গোসল করতে এবং একখানা কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধতে আদেশ করেন।

فِى الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيْضُ وَتَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ

৫৮–অনুচ্ছেদ ঃ উমরার জন্য ইহ্‌রামধারী মহিলা ঋতুবতী হয়ে হজ্জ ছুটে যাওয়ার আশংকা করলে।

٢٧٦٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقْبَلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَاَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتّٰى اِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلٌّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيْبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ اَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ اَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِىْ فَقَالَ مَا شَاْنُكِ فَقَالَتْ شَاْنِىْ اَنِّىْ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ اُحْلِلْ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُوْنَ اِلَى الْحَجِّ الْاٰنَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاغْتَسِلِىْ ثُمَّ اَهِلِّىْ بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتّٰى اِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيْعًا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ اَنِّىْ لَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَانِ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ وَذٰلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ .

২৭৬৫। কুতায়বা (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইফরাদ হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে আগমন করলাম। আর আয়েশা (রা) গেলেন উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে। আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলে আয়েশা (রা) ঋতুগ্রস্ত হলেন। আমরা (মক্কায়) পৌঁছে কা'বা ঘর তাওয়াফ করলাম এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অদেশ দিলেন, আমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নেই সে যেন ইহ্‌রামমুক্ত হয়। রাবী বলেন, আমরা আরয করলাম, কোন বস্তু হালাল হবে? তিনি বলেন ঃ সকল কিছুই হালাল হবে (যা ইহ্‌রামের কারণে হারাম হয়েছিল)। অতএব আমরা স্ত্রীসহবাস করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করলাম এবং আমাদের কাপড় পরিধান করলাম অথচ আমাদের ও আরাফা দিবসের মধ্যে চার রাতেরই ব্যবধান ছিল। তারপর তারবিয়ার দিন (৮ যিল্‌হজ্জ) আমরা ইহ্‌রাম বাঁধলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে কান্নারত দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, আমার অবস্থা এই যে, আমি ঋতুগ্রস্ত হয়েছি। অথচ লোকজন ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেছে, আমি ইহ্‌রাম ভঙ্গ করিনি এবং বাইতুল্লাহ্‌ও তাওয়াফ করিনি। এখন লোকজন হজ্জ করতে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এটা এমন এক ব্যাপার, যা আল্লাহ্ আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। অতএব তুমি গোসল করে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধো। তিনি তাই করলেন এবং বিভিন্ন অবস্থান স্থলে অবস্থান করলেন। যখন তিনি পবিত্র হলেন তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। এরপর নবী ﷺ বলেন ঃ এখন তুমি তোমার হজ্জ ও উমরা থেকে ইহ্‌রামমুক্ত? আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে কিছু উদয় হয়, আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করিনি অথচ হজ্জ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আবদুর রহমান! তাকে নিয়ে যাও এবং তানঈম থেকে উমরা করাও। সেটি ছিল (মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে) মুহাস্‌সাবে (অবস্থানের) রাত।

٢٧٦٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَأَهِلِّيْ بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَرْسَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ قَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا .

২৭৬৬। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জে রওয়ানা হলাম। আমরা উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যার সাথে কোরবানীর পশু আছে, সে যেন উমরার সাথে হজ্জেরও নিয়াত করে এবং উভয়টি সমাধা করার পূর্বে যেন ইহ্রামমুক্ত না হয়। আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলাম এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে পারলাম না। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার মাথার চুলের বেণী খুলে ফেলো, মাথার চুল আঁচড়াও এবং হজ্জের ইহ্রাম বাঁধো, উমরা ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম। আমি হজ্জ শেষ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (রা)-এর সাথে তানঈম পাঠিয়ে দিলেন। তখন আমি উমরা করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার পূর্বের উমরার পরিবর্তে। অতএব যারা উমরার ইহ্রাম বেধেঁছিলেন তারা কা'বার তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। অতঃপর ইহ্রাম ভঙ্গ করলেন। তারা মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের জন্য তাওয়াফ করলেন। কিন্তু যারা হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহ্রাম বেঁধেছিলেন তারা একবার মাত্র তাওয়াফ করলেন।[১]

اَلْاِشْتِرَاطُ فِى الْحَجِّ

৫৯–অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে শর্ত যুক্ত করা।

٢٧٦٧- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ اَرَادَتِ الْحَجَّ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ عَنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৭৬৭। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। দুবা'আ (রা) হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন, তিনি যেন শর্ত যোগ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তাই করলেন।

كَيْفَ يَقُوْلُ اِذَا اشْتَرَطَ

৬০–অনুচ্ছেদ ঃ শর্ত আরোপ করার সময় কি বলবে?

٢٧٦٨- اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ قَالَ سَاَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيْثَهُ يَعْنِىْ عِكْرِمَةَ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ

১. কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করাকে 'তাওয়াফ' বলে। সাতবার প্রদক্ষিণ করলে এক তাওয়াফ হয়। সাফা পর্বত থেকে মারওয়া পর্বত পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াকে 'সাঈ' বলে (অনুবাদক)।

فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ اَقُوْلُ قَالَ قُوْلِىْ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّىْ مِنَ الْاَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِىْ فَاِنَّ لَكِ عَلٰى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ .

২৭৬৮। ইবরাহীম ইবনে ইয়াকূব (র)... হেলাল ইবনে খাব্বাব (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-এর নিকট এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম—যে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধতে শর্ত যোগ করেছে। তিনি বলেন, মানুষের পরস্পরের মধ্যে শর্ত আরোপিত হতে পারে। আমি একথা ইকরিমা (র)-কে জানালে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব-কন্যা দুবা'আ (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হজ্জ করার মনস্থ করেছি। আমি কিভাবে বলবো? তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, আমার ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার স্থান যেখানে তুমি আমাকে অবরুদ্ধ করবে"। কারণ তোমার জন্য তোমার রবের নিকট তাই রয়েছে, যা তুমি শর্ত করেছো।

٢٧٦٩- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ ثَقِيْلَةٌ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَاْمُرُنِىْ اَنْ اُهِلَّ قَالَ اَهِلِّىْ وَاشْتَرِطِىْ اَنَّ مَحِلِّىْ حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ .

২৭৬৯। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যুবাইর-কন্যা দুবা'আ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (শারীরিকভাবে) অসুস্থ। আমি হজ্জ করার মনস্থ করেছি। অতএব আপনি আমাকে কি বলে ইহ্‌রাম বাঁধার আদেশ করেন? তিনি বলেন ঃ তুমি ইহ্‌রাম বাঁধার সময় শর্ত করো ঃ যেখানে তুমি (হে আল্লাহ্) আমাকে অবরুদ্ধ করবে, সেখানে আমি ইহ্‌রাম ভঙ্গ করবো।

٢٧٧٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ضُبَاعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ شَاكِيَةٌ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ حُجِّىْ وَاشْتَرِطِىْ اَنَّ مَحِلِّىْ حَيْثُ تَحْبِسُنِىْ . قَالَ اِسْحَاقُ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهْرِىُّ قَالَ نَعَمْ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ غَيْرَ مَعْمَرٍ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

২৭৭০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুবা'আ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (শারীরিকভাবে) অসুস্থ এবং আমি হজ্জ করার মনস্থ করেছি। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি হজ্জে যাবে এবং শর্ত করবে যে, (হে আল্লাহ্) আপনি আমাকে যেখানে বাধাগ্রস্ত করবেন, সেখানে আমি ইহ্‌রাম ভঙ্গ করবো।

مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জে বাধাগ্রস্ত হয়েছে অথচ শর্ত আরোপ করেনি সে কি করবে?

٢٧٧١- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الْاِشْتِرَاطَ فِى الْحَجِّ وَيَقُوْلُ اَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِىْ وَيَصُوْمُ اِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا .

২৭৭১। আহ্‌মাদ ইবনে আমর ইবনুস সারহ (র)... সালেম (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) হজ্জে শর্ত যোগ করা অস্বীকার করে বলতেন, তোমাদের জন্য কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত যথেষ্ট নয়? যদি তোমাদের কেউ হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে সে বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর সে পরবর্তী বছর হজ্জ করবে ও কোরবানী করবে এবং কোরবানী করতে না পারলে রোযা রাখবে।

٢٧٧٢-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْاِشْتِرَاطَ فِى الْحَجِّ وَيَقُوْلُ مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ اِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فَاِنْ حَبَسَ اَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَاْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَحْلِقْ اَوْ لِيُقَصِّرْ ثُمَّ لِيُحْلِلْ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .

২৭৭২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি হজ্জে শর্ত যোগ করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের জন্য কি তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত যথেষ্ট নয়? তিনি শর্ত যোগ করতেন না। যদি তোমাদের কারও সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তবে সে যেন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে, তারপর মাথা মুণ্ডন করে অথবা চুল কাটে, তারপর হালাল হয়ে যায়। কিন্তু তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে।

اشْعَارُ الْهَدْىِ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর কুঁজ ফেড়ে দেয়া।

٢٧٧٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَاَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالاَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَاَشْعَرَ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مُخْتَصَرٌ.

২৭৭৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা (র)... আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর তাঁর ১৪০০ শত সাহাবীসহ রওয়ানা হলেন। যখন তারা যুলহুলায়ফায় পৌছলেন, তখন তিনি কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরালেন ও কুঁজ ফাড়লেন এবং উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন (সংক্ষিপ্ত)।

٢٧٧٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَشْعَرَ بُدْنَهُ .

২৭৭৪। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের কুঁজ ফাড়লেন।

اَىُّ الشِّقَّيْنِ يُشْعَرُ

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ কুঁজের কোন পাশ ফাড়া হবে?

٢٧٧٥- اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَشْعَرَ بُدْنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَاَشْعَرَهَا .

২৭৭৫। মুজাহিদ ইবনে মূসা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোরবানীর উটের কুঁজের ডান পাশ ফাঁড়লেন এবং রক্ত মুছে দিলেন এবং তিনি এভাবে তার ইশ্‌আর করেন (কুঁজ ফাড়লেন)।

بَابُ سَلْتِ الدَّمِ عَنِ الْبُدْنِ

৬৪–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর উটের শরীর থেকে রক্ত মুছে ফেলা।

٢٧٧٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اَمَرَ بِبَدَنَتِهِ فَاُشْعِرَ فِىْ سَنَامِهَا مِنَ الشِّقِّ الْاَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ .

২৭৭৬। আমর ইবনে আলী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুলহুলায়ফায় পৌঁছে তাঁর কোরবানীর উট সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তার কুঁজের ডান পাশ থেকে ফেঁড়ে দেয়া হলো। তারপর তিনি তার রক্ত মুছে ফেললেন এবং তার গলায় একজোড়া জুতা পরালেন। সেটি তাঁকে নিয়ে আল-বায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তালবিয়া পাঠ করেন।

فَتْلُ الْقَلاَئِدِ

৬৫–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর মালা তৈরি করা।

٢٧٧٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْدِىْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

২৭৭৭। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কোরবানীর পশু মক্কায় পাঠাতেন। আমি তাঁর কোরবানীর পশুর মালা তৈরি করে দিতাম। তারপর ইহ্রামধারী ব্যক্তি যা বর্জন করে থাকে তার কিছুই তিনি বর্জন করতেন না।

٢٧٧٨- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَاْتِىْ مَا يَاْتِى الْحَلاَلُ قَبْلَ اَنْ يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

২৭৭৮। আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আয-যা'ফারানী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর গলায় পরানোর মালা তৈরি করে দিতাম। তারপর তিনি সেই পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন। কোরবানীর পশু কোরবানীর স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সমস্ত কাজই করতেন, যা একজন ইহ্রামমুক্ত ব্যক্তি করে থাকে।

٢٧٧٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ لَاَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُقِيْمُ وَلَا يُحْرِمُ .

২৭৭৯। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর গলায় বাঁধার মালা তৈরি করে দিতাম। তারপর তিনি (মদীনায়) অবস্থান করতেন এবং ইহ্‌রাম বাঁধতেন না।

٢٧٨٠- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيْفُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيْمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

২৭৮০। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আদ-দাঈফ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর গলায় বাঁধার মালা তৈরি করে দিতাম। তারপর তিনি তাঁর কোরবানীর পশুকে মালা পরিয়ে (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন। তারপর তিনি (মদীনায়) অবস্থান করতেন এবং ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি যা পরিহার করে থাকে তিনি তার কিছুই পরিহার করতেন না।

٢٧٨١- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ اَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا .

২৭৮১। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আয-যা'ফারানী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন নিজেকে দেখতে পাচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর মেষপালের মালা তৈরি করছি। তারপর তিনি ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায় থাকতেন।

مَا يُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلَائِدَ

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ মালা তৈরীর উপকরণ।

٢٧٨٢- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ

مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا فَيَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلاَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ .

২৭৮২। আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আয-যা'ফারানী (র)... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার নিজের তুলা দিয়ে এ সকল মালা তৈরি করতাম। তারপর নবী ﷺ আমাদের মধ্যেই অবস্থান করতেন এবং তিনি সকল কাজই করতেন যা একজন ইহ্রামমুক্ত ব্যক্তি তার পরিবারের সাথে করে থাকে এবং একজন সাধারণ লোক তার পরিবারের সাথে যা করে থাকে।

تَقْلِيْدُ الْهَدْىِ

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুকে মালা পরানো।

٢٧٨٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلاَ أَحِلُّ حَتّٰى أَنْحَرَ .

২৭৮৩। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফ্সা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকজনের কি হলো, তারা যে উমরা করে ইহ্রামমুক্ত হয়েছে এবং আপনি উমরার ইহ্রাম ত্যাগ করেননি? তিনি বলেন ঃ আমি মাথার চুল জমাটবদ্ধ করেছি এবং আমার কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়েছি। অতএব আমি কোরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারি না।

٢٧٨٤- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا أَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِيْ جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ لَبّٰى وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ .

২৭৮৪। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র নবী ﷺ যুলহুলায়ফায় পৌঁছে কোরবানীর পশুর কুঁজের ডান দিক ফেঁড়ে দিলেন, তারপর তার রক্ত মুছে দিলেন এবং তার গলায় একজোড়া জুতার মালা পরালেন, অতঃপর তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করেন। উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে আল-বায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তালবিয়া পাঠ করেন এবং যুহরের সময় ইহ্রাম বাঁধেন এবং হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেন।

تَقْلِيْدُ الْاِبِلِ

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর উটের গলায় মালা পরানো।

٢٧٨٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَاَشْعَرَهَا وَوَجَّهَهَا اِلَى الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَاَقَامَ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ لَهُ حَلاَلاً .

২৭৮৫। আহ্মাদ ইবনে হারব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর উটের মালা তৈরি করেছি। তারপর তিনি তাকে মালা পরালেন, তার কুঁজ ফাড়লেন এবং তাকে বাইতুল্লাহ্ অভিমুখী করে তথায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি মদীনায় অবস্থান করলেন এবং যে সকল বস্তু তাঁর জন্য হালাল ছিল, তার কোনটাই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

٢٧٨٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ .

২৭৮৬। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর উটের মালা তৈরি করে দিয়েছি। তারপর তিনি ইহ্রাম বাঁধেননি এবং পরিধেয় বস্ত্রের কিছুই ত্যাগ করেননি।

تَقْلِيْدُ الْغَنَمِ

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর মেষ-বকরীকে মালা পরানো।

٢٧٨٧- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَنَمًا .

২৭৮৭। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানী মেষ-বকরীর গলার মালা তৈরি করে দিতাম।

٢٧٨٨- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُهْدِى الْغَنَمَ.

২৭৮৮। ইসমাঈল ইবনে মাসউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর জন্য মেষ-বকরী (মক্কায়) পাঠাতেন।

٢٧٨٩- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَهْدٰى مَرَّةً غَنَمًا وَقَلَّدَهَا .

২৭৮৯। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ছাগল-ভেড়া কোরবানীর জন্য (মক্কায়) পাঠালেন এবং সেগুলোকে মালা পরালেন।

٢٧٩٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لاَ يُحْرِمُ .

২৭৯০। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর মেষ-বকরীর মালা তৈরি করে দিতাম। তারপর তিনি ইহ্রাম বাঁধতেন না।

٢٧٩١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لاَ يُحْرِمُ .

২৭৯১। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর বকরীর কিলাদা (মালা) পাকাতাম। তারপর তিনি ইহ্রামমুক্ত থাকতেন।

٢٧٩٢- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ح وَاَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَلاَلاً لَمْ يُحْرِمْ مِنْ شَىْءٍ .

২৭৯২। আল-হুসাইন ইবনে ঈসা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি কোরবানীর বকরীর গলায় কিলাদা (মালা) পরিয়ে দিতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ইহ্রামমুক্ত অবস্থায় মক্কায় পাঠিয়ে দিতেন এবং কোন কিছু পরিহার করতেন না।

تَقْلِيْدُ الْهَدْىِ نَعْلَيْنِ

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর গলায় একজোড়া জুতা বেঁধে দেয়া।

٢٧٩٣- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ اَشْعَرَ الْهَدْىَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ اَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَاَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَاَهَلَّ بِالْحَجِّ .

২৭৯৩। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলহুলায়ফায় পৌঁছে কোরবানীর উটের কুঁজের ডানদিক ফেঁড়ে দিলেন, তারপর তার রক্ত মুছে দিলেন, অতঃপর এর গলায় একজোড়া জুতা বেঁধে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। যখন তা তাঁকে নিয়ে আল-বায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। তিনি যুহরের সময় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন এবং হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলেন।

هَلْ يُحْرِمُ اِذَا قَلَّدَ

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ মালা পরানোর সময়ই কি ইহ্‌রাম বাঁধবে?

٢٧٩٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا كَانُوْا حَاضِرِيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ بَعَثَ بِالْهَدْىِ فَمَنْ شَاءَ اَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ .

২৭৯৪। কুতায়বা (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ (রা) মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব যার ইচ্ছা ইহ্‌রাম বেঁধেছেন, আর যার ইচ্ছা ইহ্‌রাম বাঁধেননি।

هَلْ يُوْجِبُ تَقْلِيْدُ الْهَدْىِ اِحْرَامًا

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ মালা পরালে কি ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব হয়?

٢٧٩٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ

اللّٰه ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ بِيَدِه ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ اَبِىْ فَلاَ يَدَعُ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ شَيْئًا اَحَلَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتّٰى يُنْحَرَ الْهَدْىُ .

২৭৯৫। ইসহাক ইবনে মানসূর (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর মালা তৈরী করতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা পশুর গলায় পরিয়ে দিতেন। অতঃপর তা আমার পিতার মাধ্যমে (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর পশু যবেহ করার দিন পর্যন্ত কোন বিষয়ই ত্যাগ করতেন না, যা তাঁর জন্য মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ হালাল করেছিলেন।

٢٧٩٦- اَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

২৭৯৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) প্রস্তুত করে দিতাম। তারপর মুহ্‌রিম ব্যক্তি যা পরিহার করে থাকে, তিনি ঐরূপ কোন কিছুই পরিহার করতেন না।

٢٧٩٧- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰه ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا قَالَتْ وَلاَ نَعْلَمُ الْحَاجَّ يُحِلُّهُ الاَّ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ .

২৭৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) তৈরি করতাম, তারপর তিনি কিছুই পরিহার করতেন না। আর আমি অবশ্যই জানি, কেউ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত হজ্জের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

٢٧٩٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ انْ كُنْتُ لَاَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ وَيُخْرِجُ بِالْهَدْىِ مُقَلَّدًا وَرَسُوْلُ اللّٰه ﷺ مُقِيْمٌ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِه .

২৭৯৮। কুতায়বা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশুর গলায় পরানোর মালা তৈরি করে দিতাম। পশুগুলোকে মালা পরিহিত অবস্থায় রওয়ানা করে দেয়া হতো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনায়) অবস্থান করতেন এবং তাঁর স্ত্রীগণের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত থাকতেন না।

٢٧٩٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيْمُ فِيْنَا حَلاَلاً .

২৭৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর বকরীর গলায় পরানোর মালা তৈরি করতে দেখছি। তিনি তা (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন, অতঃপর আমাদের মধ্যে ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায় থাকতেন।

سُوْقُ الْهَدْىِ

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশু সাথে নেয়া।

٢٨٠٠- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَاقَ هَدْيًا فِىْ حَجِّهِ .

২৮০০। ইমরান ইবনে ইয়াযীদ (র)...জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর হজ্জের সময় সাথে কোরবানীর পশু নিয়েছিলেন।

رُكُوْبُ الْبَدَنَةِ

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার।

٢٨٠١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ .

২৮০১। কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তার কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন ঃ তাতে আরোহণ করো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কোরবানীর উট। তিনি বলেন ঃ তাতে আরোহণ করো, দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়।

٢٨٠٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ .

২৮০২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তার কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন ঃ তাতে আরোহণ করো। সে বললো, এটা কোরবানীর উট। তিনি বলেন ঃ তাতে আরোহণ করো। তিনি চতুর্থবার বলেন ঃ তুমি তাতে আরোহণ করো, দুর্ভোগ তোমার।

رُكُوْبُ الْبَدَنَةِ لِمَنْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ পদব্রজে যাতায়াতে অক্ষম ব্যক্তির কোরবানীর পশুকে বাহনরূপে ব্যবহার।

٢٨٠٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْىُ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَاِنْ كَانَتْ بَدَنَةً .

২৮০৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে তার কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখলেন। অথচ সে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন ঃ তাতে আরোহণ করো। সে বললো, এটা তো কোরবানীর উট। তিনি আবার বলেন ঃ কোরবানীর উট হলেও তুমি তাতে আরোহণ করো।

رُكُوْبُ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوْفِ

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুতে সহানুভূতি সহকারে আরোহণ করা।

٢٨٠٤-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَسْاَلُ عَنْ رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اِذَا اُلْجِئْتَ اِلَيْهَا حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا .

২৮০৪। আমর ইবনে আলী (র)... আয-যুবাইর (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে কোরবানীর পশুতে আরোহণ করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তাতে সহানুভূতি সহকারে আরোহণ করো— যখন তুমি এর মুখাপেক্ষী হও এবং অন্য একটি সওয়ারী না পাওয়া পর্যন্ত।

اِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে নেয়নি তার জন্য হজ্জের ইহ্‌রাম নাকচ করে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা বৈধ।

٢٨٠٥- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا

قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ اَنْ يَّحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَاَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَاَرْجِعُ اَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ اَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاذْهَبِىْ مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّىْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا .

২৮০৫। মুহাম্মাদ ইবনে কুদামা (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। আমরা মক্কায় পৌঁছে বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে যেন হালাল (ইহ্রামমুক্ত) হয়ে যায়। অতএব যারা কোরবানীর পশু সাথে আনেনি তারা ইহ্রামমুক্ত হয়ে গেলো। তাঁর স্ত্রীগণও কোরবানীর পশু সাথে আনেননি। তাই তারাও ইহ্রামমুক্ত হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ঋতুবতী হলাম। তাই বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারলাম না। যখন মুহাসসাব নামক স্থানে রাত যাপনের পালা এলো তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকজন তো এক হজ্জ ও এক উমরাসহ প্রত্যাবর্তন করবে। আর আমি শুধু এক হজ্জ নিয়েই প্রত্যাবর্তন করবো। তিনি বলেন ঃ তুমি কি আমাদের মক্কায় পৌঁছার রাতে তাওয়াফ করোনি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে আত-তান্ঈম চলে যাও এবং উমরার ইহ্রাম বেঁধে আসো, এরপর অমুক অমুক স্থানে আমাদের সাথে মিলিত হও।

٢٨٠٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ يَحْىٰ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نُرٰى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ اَنْ يُّقِيْمَ عَلٰى اِحْرَامِهِ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اَنْ يَّحِلَّ .

২৮০৬। আমর ইবনে আলী (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন ঃ যার সাথে কোরবানীর পশু আছে সে যেন তার ইহ্রাম অবস্থায় থাকে। আর যার সাথে কোরবানীর পশু নেই সে যেন হালাল (ইহ্রামমুক্ত) হয়ে যায়।

٢٨٠٧- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ

مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحْدَهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَنَرُوحَ إِلَى مِنًى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِيِّ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ وَإِنِّي لأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ وَلَوْ لاَ الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلأَبَدِ قَالَ هِيَ لِلأَبَدِ .

২৮০৭। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... জাবের (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ কেবল হজ্জের নিয়াতে শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলাম, তার সাথে আর কোন কিছু নয়। আমরা যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখ সকালে মক্কায় উপনীত হলাম। নবী ﷺ আমাদেরকে আদেশ করলেন, বললেন ঃ তোমরা উমরা করে হালাল হয়ে যাও। তাঁর কানে পৌঁছলো যে, আমরা বলাবলি করছি, আমাদের ও আরাফার মধ্যে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী থাকতে তিনি আমাদেরকে হালাল হতে আদেশ দিলেন। তাহলে আমরা স্ত্রী সম্ভোগ করে মিনায় উপস্থিত হবো! নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ তোমরা যা বলেছো তা আমার কানে পৌঁছেছে। নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক নেককার ও সর্বাধিক আল্লাহভীরু। আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। আমি পরে যা অনুধাবন করেছি তা যদি আগে অনুধাবন করতে পারতাম, তাহলে কোরবানী পশু সাথে আনতাম না। রাবী বলেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে আগমন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছো? তিনি বলেন, নবী ﷺ যার ইহ্রাম বেঁধেছেন তার। তিনি বলেন ঃ তাহলে কোরবানী না করা পর্যন্ত তুমি ইহ্রাম অবস্থায় থাকো। রাবী বলেন, সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এ উমরা কি এ বছরের জন্য না চিরদিনের জন্য, এ ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ সর্বকালের জন্য।

٢٨٠٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ ابْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلأَبَدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ لِلأَبَدِ .

২৮০৮। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি অভিমত, (এ পদ্ধতিতে) আমাদের উমরা কি এ বছরের জন্যই, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সর্বকালের জন্য।

٢٨٠٩- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ سُرَاقَةُ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا اَلَنَا خَاصَّةً اَمْ لِاَبَدٍ قَالَ بَلْ لِاَبَدٍ .

২৮০৯। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র)... আতা (র) বলেন, সুরাকা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু হজ্জ করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও তামাত্তু হজ্জ করেছি। আমরা বললাম, এই ব্যবস্থা কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য, না সর্বকালের জন্য? তিনি বলেন ঃ সর্বকালের জন্য।

٢٨١٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلْ لَنَا خَاصَّةً .

২৮১০। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ইহ্‌রাম বাঁধার পর) হজ্জ নাকোচ করার সুযোগ কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য, না সাধারণভাবে সকল লোকের জন্য? তিনি বলেন ঃ বরং বিশেষভাবে আমাদের জন্য।

٢٨١١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِىِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ فِىْ مُتْعَةِ الْحَجِّ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً .

২৮১১। আমর ইবনে ইয়াযীদ (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে বলেন, এর অবকাশ (হজ্জ বাতিল করে উমরা করার অনুমতি) শুধু আমাদের জন্য ছিল।

٢٨١٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ فِىْ مُتْعَةِ الْحَجِّ لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِىْ شَىْءٍ اِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

২৮১২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)... আবু যার (রা) তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে বলেন, তোমাদের জন্য নয়। তা নাকচ করার অনুমতি শুধু আমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীদের দেয়া হয়েছিল।

٢٨١٣- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَّنَا .

২৮১৩। বিশ্‌র ইবনে খালিদ (র)... আবু যার (রা) বলেন, তামাত্তু হজ্জ করার অবকাশ কেবল আমাদের দেয়া হয়েছিল।

٢٨١٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ وَاِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَجمعَ الْعَامَ الْحَاجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَوْ كَانَ اَبُوْكَ لَمْ يَهُمَّ بِذٰلِكَ قَالَ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً .

২৮১৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবুশ-শা'ছা (র) বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈ ও ইবরাহীম আত-তায়মীর সাথে ছিলাম। আমি বললাম, আমি এ বছর হজ্জ ও উমরা একত্রে করার ইচ্ছা করেছি। ইবরাহীম বললেন, তোমার পিতা জীবিত থাকলে তা করতেন না। তিনি বলেন, ইবরাহীম আত-তায়মী-তার পিতা-আবু যার (রা) বলেন, তামাত্তু হজ্জ বিশেষভাবে আমাদের জন্য ছিল।

٢٨١٥- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ وُهَيْبِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوْا يُرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ اَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِى الْاَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا بَرَاَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ اَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَقَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ .

২৮১৫। আবদুল আ'লা ইবনে ওয়াসিল ইবনে আবদুল আ'লা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জাহিলী যুগে লোকে মনে করতো, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করা পৃথিবীতে গুরুতর পাপ। আর তারা মুহাররম মাসকে সফর মাস গণ্য করতো এবং বলতো, "যখন উটের

পিঠের ক্ষত শুকিয়ে যায়, উটের পশম বৃদ্ধি পায় এবং সফর অর্থাৎ (তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মুহাররম) অতিবাহিত হয়" অথবা বলতো, "সফর মাস এসেছে, এখন উমরা হালাল হয়ে গেলো, যে উমরা করতে চায় তার জন্য"। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ সকালে (মক্কায়) আসেন। তিনি তাদেরকে তাদের হজ্জকে উমরায় পরিবর্তিত করার নির্দেশ দিলেন। এটা তাদের নিকট গুরুতর মনে হলো। তারা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (উমরা করলে) কোন জিনিস হালাল হবে? তিনি বলেন ঃ সব কিছু হালাল হবে।

٢٨١٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْقُرِّىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَاَهَلَّ اَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَاَمَرَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ اَنْ يَّحِلَّ وَكَانَ فِيْمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَاَحَلاَّ .

২৮১৬। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিলো না, তিনি তাদেরকে হালাল (ইহ্‌রামমুক্ত) হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিলো না, তাদের মধ্যে ছিলেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) ও অপর এক ব্যক্তি। অতএব তারা উভয়ে হালাল হয়ে গেলেন (ইহ্‌রামের পোশাক ত্যাগ করলেন)।

٢٨١٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَاهَا فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ .

২৮১৭। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ এই উমরা, যার দ্বারা আমরা উপকৃত হলাম। অতএব যার সাথে কোরবানীর পশু নাই, সে যেন সর্বোতভাবে ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে যায়। আর অবশ্যই উমরা হজ্জের সাথে একীভূত হলো।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সুনান আন-নাসাঈ

(ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৮৭৬ নং হাদীস)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৮৭৭ নং হাদীস থেকে ১৮১৮ নং হাদীস)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪৭১০ নং হাদীস থেকে ৫৭৬১ নং হাদীস)